ছন্দবোধ-শব্দসাগর-প্রণেতা

ও

হরিদেবপুরের জমাদার

রঙ্গপুর-শাখা

দ্বিতীয় ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

গোবিন্দ মিশ্রের গীতা *

অদ্য যে গ্রন্থের পুথি প্রদর্শন করিতেছি, সে গ্রন্থখানি "গোবিন্দ মিশ্রের গীতা", অথবা কেবল "গীতা" বলিয়া এতদ্দেশে জনসাধারণের নিকটে সুপরিচিত। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, ধুবড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষতঃ ব্রাত্যক্ষত্রিয়েরা এই গীতার এক এক খানি পুথি নিজ নিজ গৃহে রাখা পরম পুণ্য জ্ঞান করেন, এবং প্রায় সদ্‌গৃহস্থমাত্রেই এক এক খানি পুথি পরম যত্নে নিজ গৃহে রাখিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস, গৃহে গীতা রাখিলে বিগ্রহস্থাপনের ফল লাভ হয়। এই গীতা গৃহদাহনে পুড়িয়া যায় না। এই গীতা গৃহস্থের অশেষ বিপদ নাশ করে। এই পরম পবিত্র গীতার নিত্যাবৃত্তি পরম পুণ্যপদ প্রদান করে: শ্রদ্ধাবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা প্রত্যহ আহ্নিককৃত্য সময়ে এক বা ততোধিক অধ্যায় পাঠ করিয়া আহ্নিকক্রিয়া সমাপন করেন। যিনি গীতা অধিগত করিয়াছেন, তিনি পরম জ্ঞানী, পরম সাধু; অনেকে পুথি না দেখিয়া মুখে মুখে গীতা আবৃত্তি করিয়া থাকেন; সুখে, দুঃখে ইহা বৃদ্ধমনুষ্যের পরম বন্ধু এবং আশ্রয়স্থল। বৃদ্ধব্যক্তিরা গীতার পদ আবৃত্তি করিয়া চিত্তের সমতা সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং অপরের দুঃখে ও বিপদে, গীতার পদ উদ্ধার করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যার সময়ে স্বরসংযোগে গীতা পাঠ ও তচ্ছ্রবণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের একটি নিত্যকর্ত্তব্য ছিল। অপরাহ্ণকালে পল্লীতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মণ্ডলী বসিত। জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু গীতা পাঠ করিতেন; অপরেরা পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাহা শ্রবণ করিতেন। অধ্যায় বা কোন একটি অংশ পাঠের শেষে যখন পাঠক, গ্রন্থকারের "হরি হরি বল", "রাম রাম বল", এই অনুরোধ পাঠ করিতেন তখন শ্রোতৃবর্গের আবেগস্ফুরিত আনন্দলহরী "হরি হরি", "রাম রাম" ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত, পূত ও আনন্দহিল্লোলিত হইত; এখন আর ধর্ম্মকথার, তত্ত্বালোচনার, সে সমাজ দৃষ্ট হয় না এবং সে আনন্দও

* সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখা সভার ২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ ও ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আর কোথাও উদ্ভূত ও প্রবাহিত হইয়া লোকদিগকে পরিতর্পণ করিতে দেখা যায় না। এখন কেবল—

"মোর সুত দারা, বস্ত্র অলঙ্কার,
কেন মতে ভালে খাই।
রাত্রি দিবা মন, কৈতা পাব ধন,
এহি সমাধিত যাই॥"

ধর্ম্মালোচনা বা তত্ত্বালোচনার পরিবর্ত্তে সংসারালোচনায় লোক নিতান্ত ব্যস্ত, সুতরাং গীতাও এক্ষণে বিরলপ্রচারা হইয়া গিয়াছে।

এপর্য্যন্ত তিনখানি পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে; আরও অনেকগুলির অনুসন্ধান পাইয়াছি। প্রাচীন পুথি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি প্রায় তাহারই মুখে শুনিয়াছি "গীতা আছে।" আমার হস্তগত পুথি তিনখানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র নিম্নে দিতেছি।

১। প্রথমখানি প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত; রাজ্য কুচবিহার মাথাভাঙ্গা সবডিভিসনের এলাকায় আমার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী অধুনা মৃত রাবাণী বাওয়াজি এই পুথিখানি লিখিয়াছিলেন। এই পুথিখানি অসম্পূর্ণ এবং লেখাও বড় ভাল নহে; পুথিখানি বাওয়াজির পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

২। দ্বিতীয় পুথিখানিও আমার বাড়ীর নিকটেই পাইয়াছি; এখানি অপেক্ষাকৃত পুরাতন। অক্ষরগুলি স্থূল স্থূল, সুন্দর ও উজ্জ্বল। মাথাভাঙ্গা নগরের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত খাটেরবাড়ী গ্রামনিবাসী ভোবনদাস বাওয়াজী ১২৭৫ সালে, অপর একজনের নিমিত্ত এই পুথিখানি লিখিয়াছিলেন। লেখক পুথির শেষে পুথিলিখন সমাপ্তি লিখিয়াছেন। "ও যথাদিষ্টং তথালিখিতং, লেখুকের দোষোনাস্তি। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম। সন ১২৭৫ সাল, তারিখ ১৯শে বৈশাখ, জোরপর সময়, তিথি একাদশী; উজানি পর পহর বেলার সময় সমাপ্ত ইতি। শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা সমাপ্ত ইতি। তালুক বড়খাটেরবাড়ী, মোতালক বেহার, গীতা পুস্তক সমাপ্ত; হস্ত অক্ষর শ্রীশ্রীভোবনদাস বাওয়াজী।"

৩। তৃতীয় পুথিখানি গত পৌষ মাসে মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। এই পুথিখানি কুচবিহার সহর নিবাসী আমার বন্ধু কুমার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মনারায়ণ সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। পুথিখানি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। অক্ষরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, স্থানে স্থানে কালি মিশিয়া গিয়াছে; লেখা কিন্তু বেশ পরিষ্কার, বর্ণাশুদ্ধি, পদপতন ও ছন্দপতন দোষও বিরল দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকখানি কুচবিহারের উপকণ্ঠনিবাসী রমানাথ শর্ম্মার হস্তলিখিত। লেখক পুথির শেষে লিখিয়াছেন:—

"বিহার কামতা নাম রত্নপৃষ্ঠ অনুপাম
জাত আছে রুদ্র জলপেশ।
কাশীশ্বর সমসর, মোক্ষদাতা মহেশ্বর
আগমত কহিলা মহেশ॥

* * * * *

তার বংশে অভিরাম, শ্রীশ্রীমন্ত গুণধাম,
হরেন্দ্রনারায়ণ মহীপতি।
শাস্ত্রমতি শুদ্ধাচার, দেবদ্বিজ প্রিয় কার
কার্ত্তিক সমান যার গতি॥
সেহি রাজ্যে নিবসতি, অতি দীন মন্দমতি,
দ্বিজকুলে জন্মমাত্র সার।
ধর্ম্মকর্ম্ম বিবর্জ্জিত, কুসঙ্গী পাপত রত,
শ্রীরমানাথ নাম যার॥

* * * * *

স্বস্তি মহারাজপাত্র, শ্রীমন্ত সাধু চরিত্র,
রূপচন্দ্র নাম সেনাপতি।
নাম হৈল রূপ হেতু, জে হেন মকরকেতু,
গম্ভীর গমন স্থির মতি॥

* * * * *

বসু শূন্য আরো ঋষি, চন্দ্রমা শকত বসি,
জ্যৈষ্ঠ রবিবার পূর্ণিমাত।
গুরুপদ শিরে ধরি, নিখিলহোঁ যত্ন করি
এহিমানে ভৈল সমাপত॥"

কুচবিহার নামটি নিতান্তই আধুনিক; অধিবাসীরা এখনও 'বিহার' বা 'বেহার বলিয়াই থাকে। পূর্ব্বে এই রাজ্যটি কামতাপুর বা কামতাবিহার বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল; রাজাকে 'কামতেশ্বর বলিত। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের প্রপিতামহ; ইঁহার রাজত্বকাল ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিনি নিজে সুকবি ছিলেন এবং অনেকগুলি পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার রচিত গীতও পাওয়া যায়।

তাঁহারই রাজত্বকালে তাঁহার সেনাপতি রূপচন্দ্রের নিমিত্ত দীন ব্রাহ্মণ রমানাথ যত্নপূর্ব্বক এই গীতাখানি লিখিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশাও নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই দরিদ্র-বন্ধু বিদ্যোৎসাহী রূপচন্দ্র সেনাপতির বংশধর এখন কেহ আছেন কিনা তাহা আমি এখানে বলিতে পারিলাম না।

উদ্ধৃত পদগুলির শেষ পদটীতে পুথি লিখনের কাল সঙ্কেতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সঙ্কেতানুযায়ি গণনা করিলে নিরূপিত হয় যে, ১৭০৮ শকের জ্যৈষ্ঠমাস, রবিবার পূর্ণিমা তিথি এই পুথি লিখন সমাপ্তির তারিখ। বর্ত্তমানে ১৮২৯ শকাব্দ চলিতেছে; সুতরাং এই পুথিখানির বয়স এখন ১২১ একশত একুশ বৎসর হইল। যে কয়েকখানি পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, প্রামাণিকও বটে।

"গীতা" কথাটি শ্রবণ করিলেই সেই অম্লান স্বর্গপ্রসূন—সেই অক্ষয়া চিদানন্দধারা গীতার কথাই মনে হয়। দ্বিতীয় পুথিখানির লেখক বাওয়াজীও গ্রন্থখানিকে "শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" আখ্যাই দিয়াছেন; "শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তইতি"। সর্ব্বসাধারণ লোকও গ্রন্থখানির প্রতি তদনুরূপ শ্রদ্ধাই দেখাইয়া থাকেন; এবং গ্রন্থকারও গ্রন্থখানিকে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থ প্রারম্ভে গুরুদেব ও ইষ্টদেবতার বন্দনা করিয়া গ্রন্থকার গীতার পরিচয় দিয়া রচিষ্যমান গ্রন্থসম্বন্ধে স্বকীয়া সবিনয় প্রতিজ্ঞা জানাইতেছেন:—

"গীতাত আছয়, সর্ব্ব শাস্ত্র অর্থ,
নৈবাহা বিচারি চাই।
গীতা সমুদ্রত, সাস্তার মেলিনু,
গুরু কৃপা লেশ পাই॥
* * * * *
দেবাসুরে সিন্ধু, মন্দারে মথিলা,
জেন লক্ষ্মী বেক্ত ভৈলা।
সর্ব্ব শাস্ত্র অর্থ গূঢ় মন্ত্রভাগ,
ভারতৎ কৃষ্ণ কৈলা॥
ব্যাস আদি করি, যত ঋষি গণ,
শাস্ত্র করিলেন্ত আন।
সবারে সংশয়, এতেকে ছেদয়
গীতাকে করি প্রমাণ॥"

অধিক আবশ্যক নাই; ইহাতেই গ্রন্থকারের অবলম্বিতা গীতার পরিচয় পাওয়া গেল; বুঝা গেল সকল শাস্ত্রের সারভূতা, সকল শাস্ত্রের সংশয়ছেদিনী, মহাভারতের অন্তর্গতা শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃতা শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই গ্রন্থকারের আশ্রয়।

গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া চিদানন্দময়ী গীতার চিদানন্দময়ী ধারা ভাষা প্রবন্ধে প্রবাহিতা করিবার জন্য যে রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যে যে ভাষ্য ও টীকার সাহায্য লইয়াছিলেন তাহা স্বয়ং নিম্নোদ্ধৃতাংশে বিবৃত করিতেছেন:—

"শঙ্করী ভাস্করী, মতক আলোকি,
টীকা চাহি হনুমন্ত,

আনন্দগিরের   সুবোধিনী টীকা,
দুইরো জিজ্ঞাসিলোঁ তত্ব"।
"পঞ্চ টীকা চাহি,   যিমানে বুঝিনু,
মতি অনুসারে নৈনু।
কৃষ্ণর পদের,   হয়া অনুগত
শ্লোক ভাঙ্গি পদ কৈনু"
"শ্লোক অর্থ চাই,   পদ বাড়া পাই,
নিন্দা না করিবা মোক"।
দূষণ সিদ্ধান্ত   শঙ্কা দূর কৈনু
সুবোধে বুঝুক লোক" ॥

"টীকা চাহি হনুমন্ত—শ্রীমদ্ হনুমানের ভাষ্য ইহার লক্ষ্য। সুতরাং এস্থলে টীকা শব্দের অর্থ কেবল টীকা নহে; টীকা শব্দ দ্বারা টীকা ও ভাষ্য অভেদে দুই রূপ ব্যাখ্যাই বুঝা যাইতেছে; তথাপি একটি গোল থাকিয়া যাইতেছে। উদ্ধৃত পদটীতে শঙ্করভাষ্য, হনুমান-ভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা এবং শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা, এই চারিটি মাত্র টীকার উল্লেখ পাইতেছি; পঞ্চমী টীকা কোথায়? তৃতীয় পুথি খানিতে "পঞ্চটীকার"স্থলে "চারি টীকা" দৃষ্ট হয়—

"শঙ্করী ভাস্করী,   মতক আলোকি
টীকা চাহি হনুমন্ত।
আনন্দ গিরের,   সুবোধিনী টীকা
চারিরো জিজ্ঞাসিলোঁ তত্ব"॥
"চারি টীকা চাই,   জিমানে বুঝিনু,
মতি অনুসারে নৈনু।
কৃষ্ণর পদের,   হয়া অনুগত
শ্লোক ভাঙ্গি পদ কৈনু"॥

এই পাঠটি অবলম্বন করিলে পূর্ব্বোক্ত গোলটিও থাকে না এবং অর্থ সঙ্গতও হয়। রচিত পদের অর্থের বিবেচনা করিলে বোধ হয়, এই চারি টীকানুসারিণী অর্থই গ্রন্থখানিতে পরিগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু অপর দুই খানিতে "পঞ্চটীকার" উল্লেখ দেখা যায়। যাঁহারা মৌখিক আবৃত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মুখেও "পঞ্চটীকার কথা শুনিতে পাই। 'ভাস্করী' কথাটীর অর্থও সুগম নহে; ইত্যাদি কারণে পাঠ দুইটীর কোন্‌টি ঠিক তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা, আরও কয়েকখানি পুরাতন পুথি সংগ্রহ করিতে না পারিলে স্থির-নিশ্চয় করাও কঠিন।

কিন্তু যদি "পঞ্চ টীকাই" প্রকৃত পাঠ হয় তবে পঞ্চমী টীকা বা ভাষ্য কি? চারিটি

টীকা বা ভাষ্যের উল্লেখ আছে; পঞ্চমটীর উল্লেখ না থাকিবারও কারণ দৃষ্ট হয় না। আমার বোধ হয় "শঙ্করী ভাস্করী" বা "শঙ্করী ভাষ্যঙ্করী" চরণটির "ভাস্করী" বা "ভাষ্যঙ্করী" এই শব্দটী লিপিকর প্রমাদে ঐরূপ বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। পুথিগুলিতে অল্প-বিস্তর লিপিকর প্রমাদও দৃষ্ট হয়। "ভাষ্যশ্রী" শব্দ কথিত ভাষায় 'ভাষ্যচ্ছিরী' উচ্চারিত হওয়া ও পরে লিপিকর প্রমাদে 'ভাস্করী' বা 'ভাষ্যঙ্করী' লিখিত হওয়াও অসম্ভব নহে। "ভাস্করী" শব্দের অর্থও পরিস্ফুট বুঝা যায় না, সুতরাং 'ভাষ্যশ্রী' বা কথিত ভাষায় উচ্চারিত "ভাষ্যছিরী" শব্দ মূল গ্রন্থে লিখিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। অর্থও তাহা হইলে খুব সুগম হয় 'শঙ্করী ভাষ্যশ্রী'—অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য রচিত ভাষ্য এবং রামানুজ রচিত শ্রীভাষ্য। গ্রন্থখানির মধ্যে দুইচারিটী শ্লোকের কেবল শ্রীভাষ্য-সম্মতা ব্যাখ্যাই পরিগৃহীতা দেখা যায়।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, আনন্দগিরির গীতাভাষ্যবিবেচনটীকা, হনুমানের পৈশাচভাষ্য ও শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা, এবং যদি পঞ্চটীকা পাঠ প্রকৃত ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে রামানুজের 'শ্রীভাষ্য' এই কয়েকটি ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্‌গোবিন্দ মিশ্র গীতার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কয়েকটি টীকা আলোচনা করিয়া যে অর্থ তিনি ভাল বুঝিয়াছিলেন, তাহাই পদবন্ধে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে নিজ মতও কিছু কিছু মিশ্রিত করিয়াছেন। শ্লোক ভাঙ্গিয়া পদ করার সময়, গীতার শ্লোক বা কোন টীকার কেবল বাচ্যার্থের অনুসরণ করিয়া ভাষানুবাদ করেন নাই। তিনি লক্ষ্যার্থ বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন; গীতার মর্ম্ম সরল ভাষায় সকলের নিঃসন্দিগ্ধ বোধগম্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন :—

"শ্লোক অর্থ চাই, পদ বাড়া পাই
নিন্দা না করিবা মোক।
দূষণ সিদ্ধান্ত, শঙ্কাদূর কৈমু
সুবোধে বুঝুক লোক ॥"

গীতার তত্ত্বগুলি সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য করিয়া প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শ্লোক-গুলির বাচ্যার্থ প্রকাশক পদ দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা আবশ্যক; "দূষণ সিদ্ধান্ত" বা দুর্ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া ব্যাখ্যার বিশদীকরণ জন্য স্থলবিশেষে দৃষ্টা-ন্তাদির আবশ্যক, তজ্জন্য মিশ্রঠাকুর স্থানে স্থানে বহু ব্যাখ্যা করিয়াছেন; বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন; বহু উদাহরণ দিয়াছেন; গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এই প্রতিজ্ঞার সফলতা দৃষ্ট হয়। সুতরাং গ্রন্থখানি ঠিক ভাষানুবাদ নহে; ইহাকে 'গীতার ভাষাবৃত্তি' বা 'ভাষায় গীতার টীকা' বলিলে প্রকৃত অর্থাভিব্যক্তি হয়।

গ্রন্থখানিকে গীতাব্যাখ্যানগ্রন্থ করিয়া রচনা করা গ্রন্থকারের অভিপ্রায়, কিন্তু ব্যাখ্যান—

গ্রন্থে তত্ত্বকথার আলোচনা করিতে হয়; তর্কদ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়; বিরোধ সিদ্ধান্তের মীমাংসা করিতে হয়; তত্ত্বালোচনা, পাঠ ও শ্রবণ অনেক সময়ে ক্লান্তিজনক ও অবসাদ-কারক; মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম আবশ্যক; ক্লান্তিবিনোদন বাঞ্ছনীয়। কৃষ্ণলীলাভক্তের আনন্দদায়ক। এইজন্য মিশ্রঠাকুর স্বরচিত কৃষ্ণচরিতবিষয়ক পদাবলী মাঝে মাঝে সন্নিবেশ করিয়াছেন :—

"যদ্যপি না জাঁনো মুক্তি শাস্ত্রের নিশ্চিত।
মাঝে মাঝে করিবহোঁ কৃষ্ণর চরিত॥"

মূল গীতার সহিত গ্রন্থখানির অন্বয় নির্ণয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতই এপর্য্যন্ত আলোচিত হইল, কিন্তু এতাবৎ গ্রন্থকারের মতের যাথার্থ্য বুঝা গেল না; পুথিখানির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল না; মূল গীতার সহিত ইহার প্রকৃত অন্বয় জানা গেল না; টীকা দ্বারা সমুদ্ভাসিত অর্থ এই পুস্তকখানিতে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইল তাহাও দেখা গেল না। সুতরাং কয়েকটি অর্থপ্রধান শ্লোকের অর্থের সহিত, টীকা সমুদ্ভাষিত অর্থের সহিত, গ্রন্থকারের পদনিবদ্ধ-অর্থের তুলনা করিয়া দেখা যাউক, গ্রন্থকার পুথিখানিতে চিদানন্দময়-ধারা প্রবাহিত করিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতিপালনে কিরূপ সমর্থ হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন সরকার।

বঙ্গের শেষ সেনরাজগণ*

বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজবংশ "সেন" উপাধিধারী ছিলেন। তাঁহারা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, কি সূত্রে কে কবে সিংহাসন অধিরোহণ করেন বঙ্গের ইতিহাস আজ সে কথা বলিতে অসমর্থ। এমন কি তাঁহারা কোন জাতি ছিলেন তাহার মীমাংসা পর্য্যন্ত হয় নাই। সেনরাজগণ "গৌড়ের" ভূপতি ছিলেন। এই পর্য্যন্ত আধুনিক বাঙ্গালার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজবংশের দুইজন মহাপুরুষের নাম বাঙ্গালী হিন্দু জানেন। একজনের নাম বল্লালসেন, অপরজনের নাম লক্ষ্মণসেন। ইঁহারা পিতা ও পুত্র। বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের কৌলীন্য প্রথা প্রচার করিয়া, লক্ষ্মণসেন "সপ্তদশ অশ্বারোহীর ডরে পুরুষোত্তম যাত্রা করিয়া" প্রতিদিন বাঙ্গালী জাতির নিকট আপন আপন কর্ম্মফলের মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছেন। বল্লালসেন কোন সময়ে বঙ্গসমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রচার করেন তাহার ঠিকানা কিছু পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণসেন যেদিন পুরুষোত্তম

* রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের ২য় বর্ষ সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যাত্রা করেন সেদিন বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয় জন্য ঐতিহাসিকগণ ১২০৩ খৃঃ স্থির করিয়াছেন।

রাজা বল্লাল সেন শুধু রাজা ছিলেন না—শাস্ত্রগ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত "দানসাগর" প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ—এমন কি স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদ্‌প্রণীত "অষ্ট বিংশতি তত্ত্বে" দানসাগরের বচন উদ্ধৃত এবং দানসাগরের নাম পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত করিয়া, সর্ব্বভূক্ কালের কবল হইতে গ্রন্থখানি রক্ষা করিয়াছেন। সেনরাজগণ পালরাজগণের পর রাজা হইয়াছিলেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। নিরীশ্বর বৌদ্ধমত বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। দেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড লোপ পাইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম মিলিয়া দেশে এক প্রকার উপধর্ম্মের উৎপত্তি করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যদেব দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। দেশের, সমাজের, ধর্ম্মের এহেন দুর্দিনের সময় :—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহোবিজিত্য বৌদ্ধান্ নৃপপালবংশান্।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস॥" বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা।

আদিশূর দেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পাঁচজন ও কায়স্থ পাঁচজন আনাইয়া বাঙ্গালাদেশে স্থাপন করেন। রাজা বল্লালসেনের সময় এই ব্রাহ্মণগণ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেন। ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে, ব্রাহ্মণ সংসারে "ভূদেব" সেই পৌরাণিক মত সংস্থাপন জন্য, মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই গ্রন্থের রক্ষাভার ব্রাহ্মণের করে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন মনুর প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধরাজদলিত যে ব্রাহ্মণকে ইহকালের ও পরকালের, বর্ণেতর জাতির একমাত্র গতি বলিয়া সসম্ভ্রমে কোটী কোটী প্রণাম করিতেছেন :—

"যে সাক্ষাদবনীতলামৃতভুজো বর্ণাশ্রমজ্যায়সাং
যেষাং পাণিষু নিক্ষিপন্তি কৃতিনঃ পাথেয়মামুষ্মিকং।
যদ্বক্ত্রোপনতাঃ পুনন্তি জগতীং পুণ্যাস্ত্রিবেদীগিরঃ
তেভ্যশ্চেন্নির্ভরভক্তিসম্ভ্রমনমন্মৌলির্দ্বিজেভ্যো নমঃ।"

গৌড়াধিপতি বল্লালসেনদেব সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া কৃতাঞ্জলি ভক্ত শিষ্যের ন্যায় ব্রাহ্মণ চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণকেই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। যে মহাপুরুষের চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বল্লালসেন দেব এই প্রকার মহাগ্রন্থ সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার নাম অনিরুদ্ধ ভট্ট অনিরুদ্ধ সাংখ্যদর্শনের বৃত্তিকার। অনিরুদ্ধ সেকালের ব্রাহ্মণ—"ষট্‌কর্ম্মশালিত্ব তৎ·

ব্রাহ্মণত্বং।” সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ সম্বন্ধে খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর প্রবল-প্রতাপ অবনীপাল অতি সংক্ষেপে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

“বেদার্থ-স্মৃতি-সৎকথাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলধীবিলাসনয়নঃ সারস্বতত্র্যম্বকঃ।
ষট্‌কর্ম্মার্থবদার্য্যশীলনিলয়ঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো
জম্ভারেরিব গীষ্পতির্নরপতের্যস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ ॥”

তারপর আপন সংহিতাগ্রন্থ যাহাতে সমাজের উপকারার্থে আবহমান কাল প্রচলিত থাকে সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি ব্রাহ্মণ চরণকমলে অর্পণ করিয়া এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন :—

“ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণম্য ক্ষিতিবলয়মিলন্মৌলিবন্দ্যাঃ দ্বিজেন্দ্রাঃ
শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ স্থিরবিনয়নিবদ্ধাঞ্জলি র্যাচতে বঃ।
কালে কালে ভবদ্ভিঃ কৃতসুকৃতলবৈঃ পালনীয়ো মমায়ং
সামান্যঃ পুণ্যভাজাং ভবজলধিমহাসেতুবন্ধোনিবন্ধঃ ॥”

সেই ব্রাহ্মণ আজ যুগধর্ম্মের আবর্ত্তনে রাজাধিরাজের দত্ত সেই উপহার ভুলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার ইচ্ছায় হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইত, আজ তাঁহার সঙ্কলিত সংহিতার কথা বড় কেহ জানে না। হিন্দু জাতির অবস্থা, হিন্দু সমাজের অবস্থা, হিন্দু রাজধর্ম্ম এক কথায় দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার ইতিহাস “দানসাগর” আজ দুষ্প্রাপ্য। ব্রাহ্মণেও এ গ্রন্থের নাম জানে না—আজপর্য্যন্ত মুদ্রাযন্ত্রের মুখ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ দেখে নাই। সাধারণ লোকে কেমন করিয়া ঐতিহাসিকতত্ত্বের এই মহাকরের কথা জানিতে পারিবে। তাই এখন আমরা কেবল কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া বল্লালসেনের নাম স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিয়াছি।

দানসাগর গ্রন্থে কি কি জিনিষ আছে তাহা রাজা আপনি সূচীপত্র না লিখিয়া তিনটী মাত্র শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

“বিচ্ছিন্ন পঞ্চসপ্তত্যাবর্ত্তৈরেবং পৃথক্‌কৃতৈঃ।
নানামুনিপ্রবচনামৃতনির্য্যাসরাশিভিঃ ॥
চতুঃসপ্ততিসংযুক্ত ত্রয়োদশশতং মিতৈঃ।
দানং নিরূপ্য যত্নেন নানাগমসমাহৃতৈঃ ॥
বিদ্বৎসভা-কমলিনী-রাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদ্বল্লালসেনেন কৃতোঽয়ং দানসাগরঃ ॥”

এই গ্রন্থ অতি সুবৃহৎ—এমন কি মহাভারতের আকার হইবে—এই জন্যই ইহার নাম “দানসাগর” হইয়াছে। ইহার অধ্যায়গুলির নাম “আবর্ত্ত”। এই প্রকার অধ্যায়ে সংখ্যা ৭৫টী। “দানের” সংখ্যা ১৩৭৪ প্রকার। এই দানের মধ্যে জলাশয় ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা বা “দানের” নাম নাই। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার স্বীয় রচিত “প্রতিষ্ঠাসাগর” নামক গ্রন্থে

এই দুই দানের সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া দানসাগরে তাহার আর স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন নাই। এই গ্রন্থে বল্লালসেন দেব আপনাকে "নরপতি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং আপনার বংশাবলীরও পরিচয় দিয়াছেন। যদি এই "দানসাগর" গ্রন্থ বল্লালসেন দেবের যথার্থ হয় তাহা হইলে সেন নরপতিগণ "বৈস্ত" নহেন। এইপ্রকার প্রামাণ্য গ্রন্থে এবং তাম্রশাসনাদিতে সেনরাজগণের আত্মপরিচয় থাকা সত্ত্বেও বঙ্গদেশে সেনরাজগণ বৈস্তজাতি বলিয়া পরিচয় লাভ করিলেন কি প্রকারে আমরা তাহার প্রকৃষ্ট কারণ খুজিয়া পাই না। তবে একথা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে, যে দেশে উপন্যাস ও কাব্যকথাও ইতিহাস নামে অভিহিত, যে দেশের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সাহিত্যরথীরাও আপন আপন গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া কল্পনার লীলা খেলায় অযথার্থ কথা ভাষার মুকুতাযৌবনে দেখাইয়া পাঠককে স্তম্ভিত করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সে দেশে সেনরাজগণ যে ভিন্ন জাতীয় লোক বলিয়া প্রবাদ পরম্পরায় প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি ?

বল্লালসেন আপন গ্রন্থে এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন :—

"ইন্দোর্বিশৈকবন্ধোঃ শ্রুতিনিয়মগুরুঃ ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা-
মর্য্যাদাগোত্র-শৈল-ফল-চকিত-সদাচারসীমা।
সদ্‌বৃত্ত-স্বচ্ছ-রত্নোজ্জ্বল-পুরুষগণাচ্ছিন্ন-সন্তান-ধারা
বন্ধো মুক্তাসরঃ শ্রীনিরগমদবনেৰ্ভূষণং সেনবংশ॥
তত্রালঙ্কৃতসৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগসুলভঃ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্তপরিপন্থিপঙ্কজসরঃ স্বর্গস্থ নৈসর্গিকৈ
রুদ্গীতঃ স্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।"

মহারাজা বল্লালসেন নিজেই পরিচয় দিতেছেন, সুবিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজকুলে হেমন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর আরও পরিস্ফুট রূপে বলিয়াছেন :—

"তদনু বিজয়সেন প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে। দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্ত বীরধ্বজত্বম্॥"

হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন, বল্লাল সেন দেবের জনক। ইঁহাদের জন্মভূমি বরেন্দ্রভূমি এই বিজয় সেন সিংহল জয় করিয়াছিলেন। বরেন্দ্র ভূমির মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ বল্লাল সেনের শিক্ষা গুরু। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ী থানার অধীনে কোনও স্থানে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় সেই শিবমন্দিরের প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে রাখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিলেখকের নাম উমাপতিধর। এই সকল প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে অনুমান হয় যে বরেন্দ্র ভূমিতেই বল্লালসেন দেব যৌবনে অভ্যস্তবিস্ত হইয়া কালে গৌড়েশ্বর হইলেও বাল্যে পিতৃরাজধানী বরেন্দ্র ভূমিতেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। এই বিজয়সেনের

"বিক্রমনগর" নামক গ্রাম আজও বরেন্দ্র ভূমিতে (রাজসাহী প্রদেশে) বিদ্যমান আছে। অনেক গুলি পুকুর, স্থানে স্থানে জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমি, পূর্ব্ব গৌরবের নিশান তুলিয়া এখানে সেখানে পড়িয়া আছে। এই জঙ্গলের মধ্যের একটী স্থান "রাজবাড়ী" নামে এখনও পরিচিত, দেবপাড়ার সরোবরের নিকট রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, মেট্‌কাফসাহেব একখানি প্রস্তর ফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রস্তরফলকের প্রশস্তি কবিবর উমাপতিধরের রচনা। যে সময়ে এই রাজবংশ অঙ্গ কলিঙ্গ অধিকার করিয়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে, বৌদ্ধবিপ্লববিধ্বস্ত বঙ্গভূমির গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পুনরায় ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ উন্নতি সম্পাদন করিয়া জ্ঞান গৌরবে বাঙ্গালীর নাম ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সুপরিচিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বাঙ্গলার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল। কাল সহকারে সেই চন্দ্রবংশের ভাতির সহিত সেই যুগ অন্তর্হিত হইয়া বাঙ্গালীর নামে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে। "দানসাগরে" মহারাজা বল্লালসেন কেবল সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই তৎকালে যে সকল পুরাণ আদি প্রচলিত ছিল, তাহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচকের আসন পরিগ্রহ করিয়া নির্ভীক চিত্তে আপনার মতামত প্রকাশ করিয়া, উত্তর কালের ধন্যবাদার্হ হইয়া গিয়াছেন। তিনি অন্ধ বিশ্বাসের দুশ্ছেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া আয়াসসাধ্য বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহার শাসন অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া আপনারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সমাজ শাসন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "আচারসাগর" হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহারের পদ্ধতি দেখাইয়া দিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবিত দেশে পুরাতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য এই সকল সাহিত্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বামনপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বরাহপুরাণ, শিবপুরাণ, ও মার্কণ্ডেয় পুরাণকে বল্লাল সেন দেব "মহাপুরাণ" আখ্যা দিয়াছেন। আদিপুরাণ, শাম্বপুরাণ, কালিকাপুরাণ, নন্দীপুরাণ, আদিত্যপুরাণ, ও নৃসিংহপুরাণকে তিনি "উপপুরাণ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনু, বশিষ্ট, সম্বর্ত্ত, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, কাত্যায়ন, জাবাল, দান বৃহস্পতি, বৃদ্ধ বশিষ্ঠ, হারিত, পুলস্ত্য, বিষ্ণু, শাতাতপ, যম, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, দেবল, বৌধায়ন, অঙ্গিরা, দান ব্যাস, বৃহস্পতি, শঙ্খ, লিখিত ও ছন্দোগপরিশিষ্ট "স্মৃতি সংহিতা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর এবং গোপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নামও "দানসাগরে" উদ্ধৃত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ও শিবপুরাণ সম্বন্ধে বল্লালসেন বলিয়াছেন যে পাষণ্ডগণ আপন আপন মত সমর্থক রচনা এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। নানা হাতের রচনা এই সকল "পুরাণ" গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পুরাণগুলি অভিনব নূতন আকারে পরিণত হইয়াছে। বল্লালসেন লিখিয়া গিয়াছেন, স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্র, রেবা, ও অবন্তি এই তিনখণ্ড অধিক হইয়া প্রক্ষিপ্তকারীর হস্তে পুরাণের আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের সময়ে গরুড়, ব্রহ্ম, অগ্নি ত্রয়ো-

বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক, ও বিষ্ণুপুরাণ ষট্‌সহস্র শ্লোকাত্মক প্রচলিত ছিল। আজকালকার গ্রন্থে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পণ্ডিতমাত্রেরই ভাবনার বিষয়। এই সকল পুরাণ সম্বন্ধে বল্লালসেন কি বলিয়া গিয়াছেন দেখুন :—

"মৃষা বংশানুচরিতৈঃ কোষব্যাকরণাদিভিঃ
অসঙ্গতকথাবন্ধঃ পরস্পরবিরোধতঃ ॥
তন্মীনকেতনাদীনাং ভণ্ডপাষণ্ডলিঙ্গিনাং।
লোকবঞ্চনমালোক্য সর্ব্বমেবাবধারিতম্ ॥"

হায়! চার্ব্বাক তুমি জানিতে না এককালে মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত তোমার মত প্রচার জন্য লেখনী ধারণ করিবেন। এই সকল পুরাণ, অলীক বংশানুচরিত কীর্ত্তনে, অভিধান ব্যাকরণের সার সংগ্রহে, নানা অসঙ্গত ও পরস্পর বিরোধ যুক্ত কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ভণ্ড, পাষণ্ড বিবিধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম কঞ্চুকধারী "লিঙ্গিগণ" লোক বঞ্চনার জন্য এই সকল করিয়াছে। কি সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহসের পরিচয়!! আধুনিক অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণোচিত সৎসাহস হারাইয়া, শাস্ত্রগ্রন্থের সমালোচনার সৎসাহস দূরে রাখিয়া, অর্থলোভে উপহারদাতা সংবাদপত্রের আনুকূল্যে, এই সকল ভ্রম ও প্রক্ষিপ্তগ্রন্থাবলী প্রকৃষ্ট হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিয়া সমাজ ও দেশের ঘোরতর শত্রুতা সাধন করিতেছেন। যে কথা ১২শ খৃষ্টাব্দে অবধারিত, আজ বিংশ শতাব্দীতে সে কথার অবতারণা করিলে ভণ্ড নাস্তিক বিশেষণে অলঙ্কৃত হইতে হয়। এই সকল পুরাণ অপেক্ষা বল্লালসেন দেবীপুরাণ সম্বন্ধে আরও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন "পাষণ্ডশাস্ত্রানুমতং নিরূপ্য দেবীপুরাণং ন নিবদ্ধমত্র।" আসল ও নকল বিচার করিতে যাইয়া বল্লালসেন এই সকল কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল ব্রাহ্মণ পুত্র হইলেই সমাজে সে "ভূদেব" বলিয়া পূজিত হইবে, পরাশরের সেই "দুঃশীলোঽপি দ্বিজ পূজ্যো ন শূদ্রোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ," বাক্য স্মরণ করিয়া বল্লাল সেন দেব :—

"এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্ততে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণঃ পূজ্যো দৈবতং পরমং মহৎ ॥"

প্রকটিত করিয়া, নিরক্ষর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণের মস্তক ঘুরাইয়া দিয়া, সমাজে অভিনব এক নূতন বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ঘোরতর দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছেন।

বাঙ্গালা ইতিহাসের এই উৎকৃষ্ট উপাদান খানি এখন আর বড় তল্লাস করিয়া পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানির পাঠ উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিতে পারিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা না থাকায় বড় কেহ এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাপারে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন না। বাঙ্গালা দেশে স্বদেশহিতৈষী ধনকুবের কত মহাত্মা আছেন, তাঁহাদিগকে দেশহিতকর এই মুদ্রণ কার্য্যে প্রণোদিত করিতে পারিলে সহজেই এই কার্য্য সমাধা হইতে পারে।

বল্লালসেনের পর তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড়ের রাজা হইয়াছিলেন। বল্লাল সেনের সময় যেমন রাজা স্বয়ং দানসাগর গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন, লক্ষ্মণসেন সেরূপ নিজে কিছু করেন নাই। লক্ষ্মণ সেনের প্রধান ধর্ম্মাধিকার হলায়ুধ "ব্রাহ্মণকুলসর্ব্বস্ব" নাম দিয়া একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অবতার বঙ্কিম বাবু বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময় হলায়ুধের জ্যেষ্ঠভ্রাতা "পশুপতিকে" ধর্ম্মাধিকার করিয়া পশুপতির নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি ঘৃণিত ভাবে পরিচিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পশু-পতি কোনও দিন রাজা লক্ষ্মণসেনদেবের ধর্ম্মাধিকারে স্থান পান নাই। হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ কুলসর্ব্বস্ব" হইতেই এই কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। হলায়ুধ নিজেই বলিয়াছেন—

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপাণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্ত-মহামহত্তদমুপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥"

হলায়ুধ আপন বংশ পরিচয় দান কালে নানাকথা বলিয়া বলিতেছেন :—

"ভ্রাতা পদ্ধতিমগ্রতঃ পশুপতিঃ শ্রাদ্ধাদি কৃত্যে ব্যধাৎ
ঈশানঃ কৃতবান্ দ্বিজাহ্নিকবিধৌ জ্যেষ্ঠোপরপদ্ধতিম্।
তেনাস্মিন্নমুনাফলস্তুতিপরাঃ প্রস্তূয় নানা স্মৃতীঃ
সন্ধ্যাদি-দ্বিজ-কর্ম্ম-মন্ত্র-বচসাং ব্যাখ্যা পরং খ্যাপিতা ॥"

ইহাতে বেশ বুঝা গেল হলায়ুধ কেন "ব্রাহ্মণ কুলসর্ব্বস্ব" রচনা করিতে গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি যদি কস্মিনকালে ধর্ম্মাধিকার পদে বিরাজিত থাকিতেন, তাহা হইলে হলায়ুধ সে কথা অবশ্য লিখিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে ধনঞ্জয় নামে একব্যক্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, কোন রাজার তাহার কোন্ উল্লেখ নাই। গ্রন্থারম্ভে হলায়ুধ সে কথারও অবতারণা করিয়াছেন :—

"বংশে বাৎস্য মুনের্ম্মুনেরিব সদাচারস্ত বিশ্রামভূঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষধনঞ্জয়ঃ সমজনি জ্যায়ান্ পরজ্যোতিষঃ ॥

* * * *

লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ভগবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেঃ
আবৃত্ত্যা সদৃশী নিজস্ত বয়সঃ প্রাপ্তা মহামাত্যতা।
ব্রহ্মণস্ব করোদরামলকবদ্ভোগোত্তরা সৎক্রিয়ে-
ত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্ ॥"

পশুপতির রাজকার্য্যে নিয়োগের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই, অথচ মহাপণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাসে পশুপতির নাম দিয়া এক অভিনব আরব্য উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক এই প্রামাণ্য গ্রন্থের উদাহরণে এই ভ্রম প্রদর্শনে অগ্রসর

হয়েন নাই !! এমনই আমাদের অনুসন্ধান, এমনই আমাদের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি !!! কিছুদিন পরে যখন কেহ বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবেন, তিনি পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলমানেরা বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিলেও প্রবাদ বাক্যের বা জনশ্রুতির বিরোধী হইবে না, তাহাই ইতিহাস বলিয়া অবাধে গৃহীত হইবে।

হলায়ুধ যে কেবল "ব্রাহ্মণ-কুলসর্ব্বস্ব" লিখিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহা নয়। তাঁহার প্রণীত একখানি প্রামাণিক অভিধান আছে তবে সেখানা অমরকোষের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিচিত নহে। "ব্রাহ্মণ কুলসর্ব্বস্ব" তাঁহার শেষ গ্রন্থ।

১। মীমাংসা সর্ব্বস্ব, ২। পণ্ডিতসর্ব্বস্ব, ৩। শৈবসর্ব্বস্ব, ৪। বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব নামে তাঁহার আরও চারিখানা গ্রন্থ আছে। ব্রাহ্মণকুলসর্ব্বস্বের প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা আরম্ভে বা শেষে হলায়ুধ এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছে :—

"হলায়ুধেন গৌড়েন্দ্র-ধর্ম্মাগারাধিকারিণা।
এতৎ পুরুষসূক্তস্য ব্যাখ্যানং প্রতিপাদ্যতে ॥

(শেষে)

"ইত্যাবসথিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীহলায়ুধ কৃতৌ
ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে সহস্রশীর্ষা ব্যাখ্যা।"

যে সময়ে হলায়ুধ "ব্রাহ্মণকুলসর্ব্বস্ব" লিখেন, সে সময়ে বঙ্গদেশ হইতে বেদ পাঠ অন্তর্হিত হইয়াছিল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গে ছিলনা বলিলেই হয়। সেই জন্য হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে লিখিয়াছেন :—

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদোহিবৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং সবৈ "বৃষল" উচ্যতে ॥"

শূদ্রকে "বৃষল" বলা যাইতে পারে না কেন না বেদের নাম "বৃষ"। যে ব্রাহ্মণ বেদে ব্যুৎপন্ন নহেন তিনিই "বৃষল" পদবাচ্য। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে, সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বেদপারগ হইবার জন্য হলায়ুধ এইভাবে কশাঘাত করিয়াছিলেন। আজ বিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণগণ আত্মমর্য্যাদা হারা হইয়া হিন্দুসমাজে "বৃষল" সাজে হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতেছেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পথ সুগমকরণার্থে বৌদ্ধপুরুষোত্তম দেবকে বৈদিক সূত্রাদিবাদ দিয়া পাণিনি সূত্রের এক সংক্ষিপ্ত বৃত্তি রচনা করিতে আদেশ দেন। রাজাদেশ পাইয়া পুরুষোত্তম দেব যে "বৃত্তি" রচনা করেন তাহাই "লঘুবৃত্তি" নামে অভিহিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রকারে সেনরাজগণের সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা ও অধ্যায়ন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া বাঙ্গলা দেশকে বিদ্যাবত্তায় বিদ্বৎজনসভায় উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিল, তাহারই প্রতিভাবলে আজও নদিয়ার পণ্ডিত সমাজ পাণ্ডিত্যের পূজা পাইয়া থাকেন। হলায়ুধের নিবাস কোথায় ছিল তাহা এখন আমাদের

জানিবার উপায় নাই। তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি যে তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়—তিনিও ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—কাহার? তাহারও কোন উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার পিতা যে একজন ঋষিতুল্য মহাপুরুষ ছিলেন তাহা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"বাঞ্ছাতিক্রমসম্ভবেঽপি বিভবে জ্যোতির্জটালান্ মণীন্
হিত্বা যস্য জগত্ত্রয়স্য মহসো জাগর্ত্তি কোষঃ কুশঃ।
অপ্যেতস্য বিলজ্য শৈলসদৃশপ্রাকৃদ্বারবদ্ধান্ দ্বিপান্
দূরোদ্দণ্ডিত-যজ্ঞ-যূপ বৃষভোৎকর্ষেণ হর্ষোঽভবৎ॥"

ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের বিষয়বৈভবের অভাব ছিল না, বরং আশাতিরিক্ত ধনলাভে তাঁহার কোষাগার "জ্যোতির্জটাযুক্ত" অগণ্য মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সে সকলের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কুশকাশই আপনার ধনভাণ্ডার বিবেচনা করিতেন। যে বংশে হলায়ুধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বাৎস্যমুনির বংশের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। মুনির পক্ষে বংশ বা বেণু যেমন বিশ্রামভূমি হইয়া থাকে, বাৎস্যমুনির বংশ সদাচারের বিশ্রামভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। হলায়ুধের নাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইলেও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ভট্টনারায়ণ বংশধর বলিয়া নানা প্রবন্ধে ও পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয়েরা তাঁহাকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া, এক বংশাবলীর অবতারণা করিয়াছেন। ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন—সুতরাং বাৎস্যগোত্রীয় হলায়ুধ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না।

দানসাগরের রচনার কাল ধরিয়া "ব্রাহ্মণকুলসর্ব্বস্বের" রচনার কালনির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু সেটী বড়ই কষ্ট-কল্পনা হইয়া পড়ে। "সময় প্রকাশ" নির্ণয় করিয়াছেন যে দানসাগর "শশিনব দশমিতে শক বর্ষে" রচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণকুলসর্ব্বস্বে সময় নিরূপণ করিবার কোনও সাঙ্কেতিক কথা নাই। কোন স্থান হইতে হলায়ুধ এই বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া কোথায় বসিয়া শেষ করিলেন, তাহারও কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণসেন দেব তাঁহার রাজত্বের প্রথম সপ্তমবর্ষকাল শ্রীবিক্রমপুরে বাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। পরে লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। পরিণত বয়সে যখন ধর্ম্মাধ্যক্ষের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া হলায়ুধ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া নিজে লিখিয়াছেন, তখন মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে এই গ্রন্থপ্রণয়নকার্য্য যে সমাধা হইয়াছিল তাহা সুদৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায়। সেনরাজগণের তাম্রশাসন আলোচনার সময় একথা পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

লক্ষ্মণসেন দেবও সমাজশাসনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ

সমাজে কৌলীন্য ব্যাপার লইয়া এক মহা বিপ্লব হয়। তিনি সেই গোলমাল অতি সহজে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বিধি ও বিধান এইরূপ হইয়াছিল—পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহার যাঁহারা সন্তান, তাঁহা হইতে তাঁহারা যত পুরুষ, তাঁহাদের তত পুরুষ অন্য সন্তানদের সহিত ব্রাহ্মণ্য আচারাদির ন্যূনাতিরেকে বিবেচনামতে পৃথক্ পৃথক্ থাক বা শ্রেণী করিয়া বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের "মেল" বন্ধন করিয়া সমাজে অমরতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ইতিহাস জাতিবিশেষের জীবনচরিত। আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি, বস্তুতঃ তাহা ইতিহাস নহে, সে কেবল ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিত। গোটাকত ঘটনার বিবরণ, জনকত ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যকলাপের বিবরণসম্বলিত গ্রন্থ ইতিহাস নহে। যে গ্রন্থে একটী সমগ্র জাতির জীবনচরিত লেখা নাই, তাহা ইতিহাস নহে। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি আচারপদ্ধতি লইয়া জাতীয় জীবন। আমাদের দেশের বা জাতির ইতিহাস এই "দানসাগর" ও "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের" মধ্যে নিহিত আছে—বর্ত্তমান ও অতীতের ক্রিয়াকাণ্ডের মীমাংসাগুলি মিলাইয়া দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া জাতীয় জীবনের ইতিহাস রচনা করিলেই আমাদের দেশের অতীতকালের একখানা উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা হইতে পারে। অবসর ও শান্তি যাঁহাদের আছে তাঁহাদেরই এই বিরাট কার্য্য শোভা পায়; নচেৎ পল্লবগ্রাহীর মত দুই একটী তথ্য সংগ্রহ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়া কোনও লাভ নাই; কেন না সাময়িক প্রবন্ধ সময়ের অনন্তসাগরে অতলস্পর্শে ডুবিয়া থাকিবে কেহ খুঁজিয়াও পাইবে না।

আমরা দানসাগর হইতে দেখাইয়াছি সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বরেন্দ্রভূমিতে বাস করিতেন। লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যায় যে, তিনি লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বে শ্রীবিক্রমপুরে বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি তাম্রশাসন হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, তিনি তাঁহার রাজত্বের প্রথম সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত প্রদেশ-বিশেষের রাজা ছিলেন পরে "গৌড়েশ্বর" হইয়াছিলেন। আধুনিক গৌড়ে কোনও দিন লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা তাহার প্রমাণ কিছুই আমরা পাই নাই। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়, তাহা মুসলমান বাদসাহদের গৌরবস্মৃতি প্রকাশ করিতেছে। হিন্দু রাজত্বের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। সেকালে গৌড় বলিলে পাঁচটী প্রদেশ বুঝাইত, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, উৎকল ও বাঙ্গালা বা গৌড়। কেবল বাঙ্গালাদেশেই সে সময়ে গৌড় নামে অভিহিত হইত। আর আর প্রদেশের পৃথক্ পৃথক্ নাম ছিল। যে সময় বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালাদেশ জয় করেন—সে সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপে ছিল। গৌড়ে হিন্দু সেনরাজগণের রাজধানী ছিল না। ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, রাজধানীর অনতিদূরে একটী বিশাল

কাননভূমি ছিল। মুসলমান সেনাপতি সেই জঙ্গলে আপনার অসংখ্য সৈন্যসামন্ত লুকাইয়া রাখিয়া, সপ্তদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে যবনরাজের দূতবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতভাবে রাজপুরী আক্রমণ করেন; পরে তাঁহার সঙ্কেত অনুসারে অগণ্য যবন সেনা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। অপ্রস্তুত রাজসৈন্য প্রবল বন্যার ন্যায় সে আক্রমণ রোধ করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। রাজাও আর কোন উপায় না দেখিয়া নৌকায় গঙ্গাবক্ষে পলায়ন করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব, প্রসিদ্ধ ডাউ সাহেবের "হিন্দুস্থান" অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন। কেবল ডাউ সাহেবের লেখনীর উপর তিনি নির্ভর করেন নাই। যে সকল প্রচলিত মুসলমান লেখকের ইতিহাসের সাহায্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন গ্রন্থমধ্যে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটী তালিকাও প্রকাশ করিয়াছেন। ডাউ সাহেবের গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ "রিয়াজউস্ সালাতিন" গ্রন্থের অনুবাদ। এখন সে গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। মেনহাজ উদ্দীনের বাঙ্গালাবিজয় বর্ণনা সম্পূর্ণ নূতন। লক্ষ্মণসেনের পর বাঙ্গালার ইতিহাসে আর কোন সেনরাজার নাম লেখা পড়ে নাই। আজ পর্য্যন্ত সেনরাজগণের যতগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর পরগণায় কেশবসেনের এক তাম্রফলকে তিনি আপনাকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সেই তাম্রফলকে বিজয়সেন, বল্লালসেন, ও লক্ষ্মণসেনের পরিচয়ে গৌড়েশ্বর বলিয়া লেখা আছে। ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ায় বিশ্বরূপ সেনের এক তাম্রফলক পাওয়া যায় তাহাতে প্রথমোক্ত তিন নৃপতিকে গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে—কেশবসেনের নাম থাকিলেও তাঁহাকে সার্ব্বভৌম নৃপতির আসনে বসান হয় নাই। এই সকল তাম্রশাসনের "প্রশস্তি" অনুসারে আমরা সেনবংশের আরও ছইজন নরপালের নাম পাইতেছি। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে বক্তিয়ার বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন, বাঙ্গালাদেশ জয় করিতে পারেন নাই। একটী যুদ্ধ বিজয় হইলেই সেই দেশ সঙ্গে সঙ্গে বিজিত হয় না। দেশজয় সময়সাপেক্ষ। পলাশীক্ষেত্রে ইংরেজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশ জয় হয় নাই। পলাশীতে রণজয়ের নিশান উড়িয়াছিল—বকসারে সেই নিশান বাঙ্গালার বক্ষে প্রোথিত হইয়াছিল—পরে মীরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহার উত্তরাধিকারীরা করিয়াছেন।

আমরা "দানসাগর" হইতে দেখাইয়াছি, যে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রশস্তি সমূহেও এই কথার পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশে প্রবাদ আছে "শতং বদ মালিখ।" সেনরাজগণ যদি ক্ষত্রিয় না হইবেন তবে কেন সজ্জন সমীপে দানপত্রে সেই কথা পুনঃ পুনঃ লিখিয়া লোকের উপহাসাস্পদ হইতে যাইবেন। গোদাগাড়ীর তাম্রশাসনের ৪।৫ শ্লোকে লিখিত আছে:—

"বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতফলসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।

যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচিরাসূক্তিমাধ্বীকধারা-
পরাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতা।
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনো ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।"

পরাশরতনয় বেদব্যাস সুললিত ভাষায় যে বংশের বর্ণনা করিয়া (মহাভারত রচনা দ্বারা) বিশ্ববাসীর শ্রবণে মধুধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, অমরস্ত্রীগণের ক্রীড়ার সাক্ষীস্বরূপ সেই চন্দ্রবংশে দাক্ষিণাত্য ভূপতি বীরসেন প্রভৃতি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সেই সেন-বংশে অরাতিকুলের শত শত যোদ্ধার ধ্বংসকারী, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলের শিরোমণি সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।

এই শাসনের পঞ্চত্রিংশতম শ্লোকে প্রশস্তিলেখকের নিজের কথা লেখা আছে :—

"এষা কবেঃ পদ-পদার্থ-বিচার-শুদ্ধিঃ
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ।"

একজন মহামহোপাধ্যায়, নির্ভীক পণ্ডিতরাজ, যে অলীক বিষয় রটনার সাহায্যকারী হইবেন একথা বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। উদ্ধৃত শ্লোকে তিনটী কথায় বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। (১) ব্রহ্মবাদী (২) ব্রহ্মক্ষত্রিয় (৩) দাক্ষিণাত্যবাসী। আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম সেনরাজগণ এদেশবাসী ছিলেন না। তাঁহারা ব্রহ্ম-বাদী ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে এদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া বস-বাস করিতে থাকেন।

দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে এক জাতি হিন্দু আজও পুনা জেলায় বসবাস করিতেছে। বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণভূভাগ দাক্ষিণাত্য বলিয়া খ্যাত। এই দেশের ভাষা পুরাকালে স্বতন্ত্র ছিল। তামিল ভাষায় সেখানকার লোকে মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই তামিল ভাষার ব্যাকরণও অতি প্রাচীন তাহার নাম "নানুল"। ঠিক পাণিনি যেমন ব্যাকরণ "নানুল"ও সেই প্রকার। (Vide Elphinstone's History of India)। কালে আর্য্য সন্তানগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের সম্বন্ধে Bombay Gazetter Vol XVIII এই প্রকার লিখিত আছে,—

Brahma Khatria in Poona city :—they are said to have come into the district 60 years ago in search of work. They are also called Thakurs or lords, a name which in the Deccan is applied to several classes who have or who claim a strain of Khatria blood. Among their surnames are Bighe Nagar and Saker and among whom family stock or gotra are *Bharadvaj* and *Kausik*. They are religious, worshipping Mohadev of Sapta Sringi hill, abont 35 miles north of *Nasik*.

বাঙ্গালাদেশের বৈদ্যগণ সেন উপাধিধারী, সেনরাজগণও সেন উপাধিধারী, এই উভয় উপা-

খিতে মিল আছে বলিয়া বিনা যুক্তি তর্কে আমরা তাঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছি।

পাবনা জেলার অন্তঃপাতী মাধাই নগরে রাজা লক্ষ্মণসেনদেবের একখানা তাম্রফলক, জেলা পাবনার উকিল সরকার শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শাসনের ষষ্ঠ হইতে সপ্তদশ শ্লোকে সেন-রাজবংশের বংশপরিচয় আছে। তাঁহারা কোথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন, সে কথাও আছে :—

"তদন্বয়ে ধরিত্রীবলয় রেণুগালকীর্ত্তায়ো নরেন্দ্রাঃ।
পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগণৈর্বীরসেনস্য॥ (৬)
বংশে কর্ণাটক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ
কৃত্বা নির্বীরমুর্ব্বীতলমসি ন তরাস্তৃপ্যতা না+(অপাঠ্য) (৭)
ক নস্মাং নির্ণিক্তো যেন যুদ্ধ্যদ্দ্বি পুরুধিরকণাকীর্ণধারকৃপাণঃ।
বীরাণামধিদৈবতং রিপু চমূমারাঙ্ক॥ (৮)
মল্লব্রতস্তস্মাদ্বিস্ময়নীয়সৌর্য্যমহিমা হেমন্তসেনোহভবং।
ক্ষীরোদাধরবাসসো বসুমতী দেব্যা॥ (৯)
যদীয় যশোরত্নস্তবকৈস্তুমেরুমৌলি মিলিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি।
অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশেরস্মাৎ॥ (১০)
সমর বিশৃঙ্খলাণাং ভূভৃতামেকশেষঃ।
ইহ জগতি বিষেহে যেন বংশস্য পূর্ব্বঃ পুরুষ ইতি সুধাংশৌ॥ (১১)
* * কেবলং রাজশব্দঃ।
ভূচক্রং কিয়দেতদাবৃতমভূত্তদ্ধামনস্যাঙ্ঘ্রিণা নাগানাং কিয়দাসাদর্পমুর ?(১২)
সা লপ্সন্তি গূঢ়জ্যুরঃ।
একাহাস্ত * নুংং (?) বক্ষতি কিয়ন্মাত্রস্তদপায়্যরং।
যস্তেতীব * * দ ক্রিয়া ত্রিভুবন (১৩)
ব্যাপ্যাধি নো তৃপ্যতি।
অস্মাৎ শেষ ভুবনোৎসব ধ * শেন্দু বল্লালসেন জগতীপতি * জগাম। (১৪)
যঃ কেবলং নথলু সর্ব্ব নরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্রা বিধুধামধিচক্রবর্ত্তী।
ধবা ধরাস্তপুরমৌলিরত্ন * (১৫)
লক্ষ্য ভূপালকুলেন্দ্রলেখা।
তস্য প্রিয়া ভুজঙ্গমানভূবিরূপ্মী পৃথিব্যো রথিরাম পূর্ব্বা॥ (১৬)
বাসুদেব দেবকসুতা দেহান্তরাস্যামিব শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনমূর্ত্তিরজনি আপালনারায়ণঃ।" (১৭)

উপরোক্ত "প্রশস্তি" নিচয়ে আমরা জানিতে পারিলাম, কর্ণাট দেশ হইতে চন্দ্রবংশীয়

রাজা সামন্ত সেন আসিয়া বঙ্গে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশে হেমন্ত সেনের জন্ম হয়। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন। এই তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনদেব আপনার কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনাও করিয়াছেন :—

"যা গৌড়েশ্বর শ্রীহ। হবন কম্ম যস্ত কৌমার কেলি :
কলিঙ্গেনাঙ্গনাভি * * (১৯)
যে যস্ত পুত্র :। যেনাসৌ কাশিরাজ সময়-ভূবি
জিতা যস্ত + + ধারাভীর + পা + মূর্ত্তি * (২০)
দিক্ষিত পরম ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ভূ + + + ক্রোড়াবধূত নশেষ
ক্ষেণী বিফলীকৃত কলঙ্ক
বিক্রম বশীকৃত কামরূপ + + বর্ণাম ণ্ডৈক
চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বর পরমেশ্বর পরম নারসিংহ
পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ
শ্রীলক্ষ্মণসেনদেবপাদাবিজয়িন" :—

লক্ষ্মণসেনদেব যুদ্ধে কাশীরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন, বিক্রমে কামরূপ জয় করিয়াছিলেন এবং অবনীমণ্ডলে এক চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বর রাজা হইয়াছিলেন।

এই তাম্রশাসনে রাজা লক্ষ্মণসেনদেব পাবনা জেলার অন্তর্গত দাপনিয়া গ্রামখানি নবতিখাঢ়িকাধিক ভূখাঢ়ী শতৈকাত্মক : সংবৎসরেণ কপর্দ্দকানুযষ্ঠীপুরণাধিকশতমুদ্রকাধিক দাপনিয়া ঘাটক : সসাট বিটপ : সজলস্থল : স গত্তোষর : সগুবাকনারিকেলং" দামোদর দেব শর্ম্মার প্রপৌত্র, শ্রীরাম দেব শর্ম্মার পৌত্র, কুমার দেব শর্ম্মার পুত্র, শ্রীগোবিন্দ দেব শর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দেব কৌশিক ঋগ্বেদাশ্লায়ণ-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। উদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ বুঝা যাইবে, এই তাম্রশাসনের প্রশস্তিগুলি অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে, সকল স্থানের পাঠ উদ্ধার করা যাইতে পারে না। কিন্তু এত দিন পরে এই তাম্রশাসন খানি, সেনরাজগণের যথার্থ ইতিহাস লইয়া জন সমাজে উপস্থিত হইয়াছে। যত দিন ইহার প্রকৃতপাঠ উদ্ধার না হইতেছে, ততদিন ঘটনাবলীর সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে না। ইহার সহিত গোদাগাড়ীর তাম্রশাসনের বিংশ শ্লোকের কিঞ্চিৎ বিরোধ দেখা যাইতেছে। উহাতে বিজয়সেন দেবের, কামরূপ, গৌড়, ও কলিঙ্গ দেশ যাওয়ার উল্লেখ আছে :—

"ত্বং নান্যবীর বিজয়ীতি গির : কবীনাং
শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়দোষ :।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ—
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ॥"

কোন্ গৌড়াধিপকে বিজয়সেন জয় করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। বিজয়সেন লক্ষ্মণসেনের পিতামহ। পিতামহ বিজিত রাজ্যে, পৌত্র কেমন করিয়া "বিক্রম বশীকৃত কামরূপ" হইলেন বুঝা যায় না। তবে অনুমানে বোধ হয় বিজয়সেন যুদ্ধে কামরূপ-রাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন মাত্র তাঁহার রাজ্য অধিকার বা বশ করিতে পারেন নাই, লক্ষ্মণসেন সেই বিজিত রাজ্য আপনার বশে আনিয়াছিলেন।* সেনরাজগণ বিজয়সেনের সময় হইতেই গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিরচিত "Indo Aryan" গ্রন্থে সেনরাজগণের যে তালিকা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—

১। বীরসেন
|
২। সামন্ত সেন (তস্য পুত্র)
|
৩। হেমন্ত সেন (তস্য পুত্র)
|
৪। বিজয় সেন (তস্য পুত্র)
|
৫। বল্লাল সেন (তস্য পুত্র)
|
৬। লক্ষ্মণ সেন (তস্য পুত্র)

প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিত্র মহাশয়ের সময়ে, কেশব সেনের ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রফলক পাওয়া যায় নাই, এজন্য এই তালিকায় তাঁহাদের নাম উঠে নাই। গোদাগাড়ীর তাম্রশাসনে বীরসেনের পর সামন্তসেনের নাম দৃষ্ট হয়। মিত্র মহাশয়, সামন্তসেনকে বীরসেনের পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু মাধাই নগরের তাম্রশাসন আমাদের সে ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছে। বীরসেন সামন্তসেনের জনক নহেন পূর্ব্বপুরুষ মাত্র। "তস্মিন্ সেনান্বয়ে" পাঠে অন্য কোনও প্রমাণ উপস্থিত না থাকিলে সহজেই ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর পরগণায় লক্ষ্মণসেনদেবের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লক্ষ্মণসেন কাশীতে বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"বেলায়াং দক্ষিণাব্ধে মুষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং।
ক্ষেত্রে বিশেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষোগঙ্গোর্ম্মিভাজি॥
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যা।
কমলভবমখারম্ভনির্ব্যাজপূতে।
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালাণ্যধায়ি।"

---

* কামরূপ ইতিহাসে সেনবিজয় বা সেনাধিকার উল্লেখ নাই। কামরূপ সমাজও বল্লালসেন বা লক্ষ্মণ সেন প্রচারিত সমাজ পদ্ধতির বশবর্ত্তী নহে। অপিচ লক্ষ্মণসেনবিজেতা মুসলমানগণ, আসাম বা কামরূপ জয়ে প্রয়াসী হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। ইত্যাদি কারণে কোন সেনরাজকর্ত্তৃক কামরূপ বিজয় বা বশীকরণ বর্ণনা চাটুকারোক্তি বলিয়া বোধ হয়। যাহাহউক এবিষয় বিশেষ অনুসন্ধান সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে— পং সং

মাধাই নগরের তাম্রশাসনের বিংশ শ্লোকে লক্ষ্মণসেনদেবের সহিত কাশীরাজের যুদ্ধের উল্লেখ আছে, বিজয়ের কথা নাই, জয়স্তম্ভনির্ম্মাণের কথাও নাই।

মাধাই নগরের তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্ত্যন্তঃপাতী বরেন্দ্রভূমে ভূমি দান করিয়াছেন। "ভুক্তি" বলিলে প্রদেশ বা "ডিভিসন্" বুঝায়। মহাভারতের সময় পৌণ্ড্র একটী বড় রাজ্যের মধ্যে গণ্য ছিল। চীনপরিব্রাজক Hwenthsang তাঁহার প্রসিদ্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে পৌণ্ড্রদেশ দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে পথে গিয়াছিলেন সে পথেরও উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক স্থানের দূরত্ব দিয়া গিয়াছেন। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য কোথায় ছিল তাহা সুপ্রসিদ্ধ Cunningham সাহেব তাঁহার Ancient Geography of India গ্রন্থের ৪৮০ পৃষ্ঠায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মত ভেদ হইতে পারে বিবেচনায় আমরা তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। এই বরেন্দ্রভূমিতেই যে, বাঙ্গালী জাতির রাজা শৈশব দোলায় দুলিয়া, যৌবনে বিষয় ভোগে রাজচক্রবর্ত্তীর আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইবে—

"From *Kankjol* the pilgrim (Hwenthsang) crossed the Ganges and travelling Eastward for 600 *li* or 100 miles he reached the Kingdom of *Punna-fu-tanna.* This name M. *Stainslus Julien* renders as *Paundra Vardhana* and M. *Vivien de Saint Martin* identifies it *Bardhwan.* But *Bardhwan* is to the South of the last station, and on the same side of the *Ganges*, besides which its Sanskrit name is Vardhaman. The difference in the direction of the route might be a mistake, as we found in several previous instances ; but the other differences are, I think absolutely fatal to the identification of *Bardwan* with the place noted by *Hwenthsang.* I would propose *Pubna,* which is just 100 miles from *Kankjol,* and on the opposite bank of the Ganges, but its direction is South East instead of East. The Chinese syllables may represent either *Punya Varddhana*, or *Paundra Vard dhana ;* but the latter must be the true name, as it is mentioned in the native history of Kashmere as the capital of *Joynta,* Raja of *Gour,* who reigned from A. D. 782 to 813. In the spoken dialects the name would be shortened from *Pobardhan* to *Pobadhan*, from which it is an easy step to *Pabna* or *Pubna* as some of the people now pronounce it. *Hewnthsang* estimates the circle of the Kingdom at 4000 li or 667 miles, which agrees exactly with the dimension of the tract of the country bounded by *Mohanadi* on the West, the *Tista* and *Brahmaputra* on the East, and the *Ganges* on the South."*

---

* কানিংহাম সাহেবের পরিবর্ত্তিত মত রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পঃ সঃ।

সুতরাং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অর্থাৎ পাবনার অন্তঃপাতী ভূমি সেনরাজ দান করিয়া আপনাকে বরেন্দ্রভূমির রাজা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কানিংহাম্ যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে সমস্ত বরেন্দ্রভূমির সীমা ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেনরাজগণের তাম্রশাসনের প্রায় সমস্তগুলিই পূর্ব্ববঙ্গে পাওয়া গিয়াছে; পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন ভিন্ন আর কোন স্থানের নাম আমরা জানিতে পারি নাই।

কেশবসেন দেবের একখানি ও বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন ভিন্ন আর তাঁহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহাদের সময়ের কোনও কবি কিম্বা তাঁহাদের রচিত কাব্যাদিরও বিষয় জানিতে পারা যায় নাই। সুতরাং ইতিহাসে তাঁহাদের আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে, একটী সিভিলিয়ান কলেজ খোলেন। সেই কলেজের সিভিলিয়ান্ ছাত্রদিগকে, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের উপর ভার দেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা সেই সময় "রাজাবলী" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই "রাজাবলী" গ্রন্থ "বঙ্গবাসীর" স্বত্বাধিকারী পুনরায় মুদ্রাঙ্কণ করিয়া উহার গ্রাহকদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। রাজাবলীতে সেনরাজগণের নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—

(১) ধীসেন (রাজত্ব ১৮৫ বৎসর)
|
বল্লাল সেন (তস্য পুত্র রাজত্ব ১২ বর্ষ ৪ মাস)
|
লক্ষ্মণ সেন (রাজত্ব ১০ বর্ষ ৫ মাস) — কেশব সেন (রাজত্ব ১৫ বর্ষ ৮ মাস)
|
মাধব সেন (রাজত্ব ১১ বর্ষ ৪ মাস)
|
শূর সেন (রাজত্ব ৮ বর্ষ ২ মাস)
|
ভীম সেন (রাজত্ব ৫ বর্ষ ২ মাস)
|
কার্ত্তিক সেন (৪ বর্ষ ৯ মাস)
|
হরিসেন (১২ বর্ষ ২ মাস)
|
শক্রঘ্ন সেন (৮ বর্ষ ১১ মাস)
|
লক্ষ্মণ সেন (২৬ বর্ষ ১১ মাস)
|
দামোদর সেন (১১ বর্ষ)

"রাজাবলীর" এই সেনবংশের নৃপতিগণের নাম কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। কোন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে এই সকল নাম সংগ্রহ হইয়াছে কিনা তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পণ্ডিত মহাশয়ের মতে, সেনরাজগণ দিল্লীতে

রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহারা জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজা বল্লাল সেন "দানসাগর" গ্রন্থে আপনার বংশের যে পরিচয় দিয়াছেন, পণ্ডিত মহাশয় তাহা পদ দলিত করিয়া, বল্লালসেনকে ধীসেনের পুত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মহাভারতপ্রথিত হস্তিনাপুরের নাম "দিল্লী' বলিয়া কথিত হইলেও, হিন্দুরাজগণ যে "দিল্লী" নাম রাখেন নাই, তাহা ধ্রুব সত্য। দুঃখের বিষয় সেই ভ্রম আজ এক শতাব্দীর পর সত্য আবরণে "বঙ্গবাসীর" সাহায্যে সমাজে প্রচারিত হইল। এমনই আমাদের গবেষণা! এমনই আমাদের সত্যের প্রতি আস্থা!

আমরা বিশ্বরূপ সেনের নাম "রাজাবলী" কিম্বা অপর কোনও গ্রন্থে পাই নাই। তাঁহার নাম আমরা ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ার তাম্রশাসনেই দেখিতে পাই। বিশ্বরূপ সেন, কেশব সেনের ভ্রাতা ও লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া আপনার প্রদত্ত তাম্রশাসনে উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়, কেশব সেনকে লক্ষ্মণসেনের সহোদর ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কেশব সেন নিজেই "ইদিলপুরের" তাম্রশাসনে আপনাকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

আজ কাল বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া একটী তর্ক উঠিয়াছে। এখন সেনরাজগণের সমস্ত তাম্রশাসনের প্রশস্তিগুলি একত্র করিয়া পাঠ মিলাইয়া মুদ্রিত করিলে সমাজের সকল গোল মিটিতে পারে। তাম্রশাসনগুলি আবিষ্কার হইয়াই এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত হইতেছে; সহজে কাহারও পাইবার উপায় নাই। অনেক আয়াসের পর যদি কেহ এক আধখানির পাঠ আনাইতে পারেন, তবে তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সাধারণ পাঠকের একটী দুর্লভ বস্তু হস্তগত হইতে পারে।

উমাপতিধর একজন মহাকবি ছিলেন। বল্লালসেনের সময়ের তাম্রশাসনগুলির রচনা সবই তাঁহার। তিনি যে বরেন্দ্রভূমির লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনাতেই প্রকাশ। প্রত্যেক "শাসনের" প্রশস্তিতে তিনি বরেন্দ্রভূমির প্রশংসাসূচক শ্লোক সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উপাধি "ধর" দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি কায়স্থ ছিলেন।* তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। এই বঙ্গদেশে তাঁহার বংশের কেহ বর্ত্তমান আছেন কিনা আমরা জানিতে পারি নাই। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত কোনও কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ্মণসেনদেব একটী "অব্দ" প্রচলিত করেন। সে অব্দ এখন বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। মিথিলায় এখনও "লক্ষ্মণাব্দ" চলিতেছে বলিয়া শুনিয়াছি। বাঙ্গালা দেশের বৈদ্য-

---

* বল্লালের "সেন" উপাধিদ্বারা তাঁহাকে যেমন বৈদ্যজাতীয় মনে করা ভ্রম মাত্র, তদ্রূপ উমাপতিধরের "ধর" উপাধী দেখিয়া তাঁহাকে কায়স্থ জাতীয় বলা নিতান্তই অযৌক্তিক। (পত্রিকা-সম্পাদক)

গণও লক্ষ্মণাব্দানুযায়ী বর্ষ গণনা করেন না। মাধাই নগরের তাম্রশাসনের শেষ ভাগে সং ৩ (তিন) লেখা আছে। তাহা দেখিয়া তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে এই তাম্রশাসন প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইতিহাসে আমরা ঠিক লক্ষ্মণসেন নাম পাইনা। ইংরাজী গ্রন্থে লক্ষ্মমন্যু বা লক্ষ্মণের নাম পাওয়া যায়। পারসী গ্রন্থের উচ্চারণ হইতে ইংরাজী নামকরণ হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃত উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা। এখন এই বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনকেই যে বক্তিয়ার খিলিজি পরাজয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি ?

কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনদেব সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা থাকিলেও যবন সেনাপতির সহিত তাঁহার সংঘর্ষের কোনও উল্লেখ নাই। লক্ষ্মণসেন যে মুসলমান কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন, সে কথারও কোন উল্লেখ নাই। তাঁহাদের যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা দেশাধিপতির ন্যায় ভূমি দান করিয়াছেন, রাজ্য ভ্রষ্ট ভূম্যধিকারীর ন্যায় দান-পত্র লিখিয়া দেন নাই, আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়াও অভিহিত করেন নাই। এরূপ স্থলে এই দুই জন অবনীপাল বঙ্গের কোন্ স্থানে থাকিয়া আপনাদের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের "রাজাবলীতে" আমরা দুইজন লক্ষ্মণসেনের নাম দেখিতে পাই। এই লক্ষ্মণসেনের পুত্র দামোদরসেন পণ্ডিত মহাশয়ের মতে সেন বংশের শেষ ভূপাল। ইনি অন্য একজন দেশীয় ভূপতির নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন। মুসলমানরাজের সেনাপতির সহিত সংঘর্ষে ইনিও রাজ্যচ্যুত হন নাই। এরূপ স্থলে বঙ্গের শেষ সেনরাজের রাজত্ব কি প্রকারে লুপ্ত হইয়াছিল আমরা ইতিহাসের সহিত নামের মিল না থাকায় স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি না, বা প্রমাণ করিতে পারি না।

বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ বিজয় করিয়া অন্যান্য দেশ জয় করিতে সৈন্য সামন্তসহ যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি কুচবিহার ও আসাম দেশ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভও করিয়াছিলেন। সে সময় যদি আসামদেশ (কামরূপ) বঙ্গের শাসনাধীনে থাকিত, তাহা হইলে সেনাপতি খিলিজির তৎপ্রদেশ জয় করার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাণ হারাইতে হইত না। (Vide Stuart's History of Bengal, p. 5 to 55, Bangabasi Edition) এরূপস্থলে আমরা তাম্রশাসনের "গৌড়েন্দ্রমদ্রবদাপাকৃতকামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়" এ কথার সার্থকতা কিছুই বুঝিতে পারি না। লক্ষ্মণসেনের সময় কামরূপ একটী বিক্রমশালী রাজ্য ছিল। বঙ্গবিজেতা এখানে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আপনার সৈন্য সামন্ত হারাইয়া উদরাময় রোগে প্রত্যাবর্ত্তন পথে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেই দেশ লক্ষ্মণসেন জয় করিয়াছিলেন ?

মিন্‌হাজউদ্দীন্ বঙ্গের শেষ সেননরপতির সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক। তিনি বঙ্গবিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সত্যতার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন যে, অনেক দিন

বাঙ্গালার রাজধানীতে বসবাস করিয়া, এবং যে সকল বীরপুরুষ বঙ্গবিজয়ে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত আলাপাদি করিয়া, যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই তিনি লিখিয়াছেন। মিন্হাজউদ্দীনের বাঙ্গালার ইতিহাসের নাম "তবকৎনাসেরী"। উহা ১২৬০ খৃষ্টাব্দে জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। Stuart সাহেব তাঁহার ইতিহাসে মিন্হাজউদ্দীনের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা Stuart সাহেবের ইতিহাসে দেখিতে পাই "On the death of Luchmun the father of Luchmunyah, this prince was still unborn. Bengal was at that period ruled by this Hindu prince, who resided at Nadia."

যদি এই বর্ণনা সত্য হয় তবে লক্ষ্মণসেনের পুত্র লক্ষ্মণ্যার সময় বক্তিয়ার বঙ্গ জয় করেন। আমাদের কবি বা ঐতিহাসিকগণ যে "সপ্তদশ অশ্বারোহীভয়ে" লক্ষ্মণসেন রাজপাট ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সরফরাজ খাঁর পাপের বোঝা সিরাজউদ্দৌলার স্কন্ধে চাপানের ন্যায় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সরফরাজখাঁ, বেগমের বেশে জগৎশেঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই, তিনি আপনার রাজশক্তির বলে জগৎশেঠের নবপরিণীতা বধূ আপন প্রাসাদে আনিয়া দেখিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু আমরা "বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে" ইত্যাদি পলাশী যুদ্ধের কথা ভুলিতে পারি না। এখন জিজ্ঞাস্য বঙ্গের শেষ রাজা কে? লক্ষ্মণাবতীতে কোন্ রাজা রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে করিতে উৎসাদিত হইয়াছিলেন? আজ পর্য্যন্ত সেনরাজগণের যথার্থ ইতিহাস লেখা হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত সেনরাজগণের সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধানও হয় নাই। যেমন চিত্তবিনোদক উপন্যাস পাঠ করিয়া, নায়ক নায়িকার চরিত্রাঙ্কণের নৈপুণ্য দেখিয়া, আমরা মুগ্ধ হইয়া বিবেচনাশূন্য হই, সেই প্রকার ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক মত পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি হারাইয়াছি। কৈ এপর্য্যন্ত কাহাকেও তো বলিতে শুনিলাম না, বঙ্কিমবাবু যে, "মুতাক্ষরীণ" গ্রন্থ হইতে তাঁহার "চন্দ্রশেখর" গল্পের ঐতিহাসিক ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ৩৫ বর্ষ হইল ভূমিকায় লিখিয়াছেন—তিনি সেই ইতিহাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়া মহম্মদ তকীখাঁকে মুঙ্গের দুর্গে, নবাব মীরকাশিমের দরবারে ঘৃণিতভাবে চিত্রিত ও লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া, কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দের মধ্যে, নবাবের কোষবদ্ধ অসির আঘাতে অপরাধীর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন! "মুতাক্ষরিণ" সে সময়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল এখন নাই। Malleson's Decisive Battles of India" গ্রন্থেও মহম্মদ তকীখাঁর যে বীরোচিত মৃত্যুর বর্ণনা আছে "মুতাক্ষরিণেও" তাহাই আছে। যে দেশে ৩৫ বৎসরেও এরূপ একটী মারাত্মক ভ্রম সংশোধন হয় না, সে দেশে লুপ্ত উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা কোথায়! সেনরাজগণের যথার্থ ইতিহাস লেখা হয় নাই, হইবেও না। আমাদের অধ্যবসায়ের গুণে আমরা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিব।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

১। কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড "প্রেমোন্মাদ"

পাতার সংখ্যা ১১। ১২৫৪ সাল তারিখ ১৪ই বৈশাখ সোমবার বেলা মধ্যাহ্ণ সময় সমাপ্ত। সকির গ্রন্থ শ্রীদীনহীন হলধর মাহান্ত। গ্রন্থগত শ্রীহরিদাস বৈরাগী সাকিন ধুবনী পাচগাছী (সুন্দরগঞ্জ থানা)

গ্রন্থশেষে আছে :—

"চৈতন্য বিলাস সিন্ধু কল্লোলের য়েকবিন্দু,
তারকনার কণা কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীশ্চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্তনিলার সুত্র কথনে প্রেমুন্মাদ প্রলাপ বর্ণনং নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। জদক্ষর পরিভ্রষ্টা মাত্রা হিনঞ্চ জন্তুবেৎ তৎ সর্ব্বক্ষেমিত দোস মমসতি চঞ্চল মনং ইতি।"

২। শঙ্কর দাসের "দোল আরোহণ"

পত্র সংখ্যা ১৮। সন ১২২৭ সন তারিখ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার বেলা দুই প্রহর সময় দোললীলা সমাপ্ত। মোকাম জামালপুর। শ্রীকালাচাঁদ দাস পাটোওয়ারী।

গ্রন্থশেষে :—

"এইত গোবিন্দ লীলা শুনে যেবাজন।
জন্মে জন্মে পায় সে কৃষ্ণের চরণ॥
রচিল শঙ্কর দাস দোল আরোহণ।
মুকুন্দ পরীতে হরি বোল সর্ব্বজন॥"

গ্রন্থে কবির কোনও আত্মপরিচয় নাই। সকল বৈষ্ণবের চরণে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।

৩। ভ্রমরগীতা।

পাতার সংখ্যা ১১। "ইতি ভ্রমরগীতা পাচালী সমাপ্তঃ। সাক্ষরং শ্রীনবচন্দ্র শর্ম্মণঃ। তারিখ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ রোজ বুদবার সাকীন জামালপুর সন ১২২৭ সাল মোকাম পাটবাড়ী বের ছোটবাহির-বাড়ীর পশ্চিম দ্বারি ঘরের মৈধ্যে কুঠুরির মৈধ্যে বেলা আন্দাজ এক প্রহর সময় ইতি।"

শেষে আছে :—

"শ্রেদ্ধাযুক্ত হৈয়া যেবা করএ শ্রবণঃ।
অনায়াসে পাবে রাধা কৃষ্ণ চরণ॥
পরকালে হবে সে কৃষ্ণপদে লিপ্ত।
এই হতে ভ্রমর গীতা পুস্তক সমাপ্ত॥
ইহলোক পরলোক কৃষ্ণপদে য়াসঃ।
প্রার্থনা করয়ে শ্রীনরোত্তম দাস॥"

লেখকের বা কবির কোনও আত্মপরিচয় নাই।

৪। সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

পাতার সংখ্যা ১৩। দ্বিজ বিশ্বেশ্বর বিরচিত। কবির আত্মপরিচয় পুথির মধ্যে নাই।

"দ্বিজ বিশ্বেশ্বরে বলে শুন সর্ব্বজন :
হরি হরি বোলো ভাই হরি নারায়ণ।

ইতি পাঁচালী শম শমাপ্ত যথা দিষ্ট তথা লিখিতং ইত্যাদি। পুথি সমাপ্ত বেলা এক প্রহর থাকিতে লীক্ষকের নাম শ্রীকান্ত দাসস্য

রোজ শনিবার তালুক দেওডোবা সন ১২১৭ সাল তারিখ ৩ আষাঢ়।”

৫। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারতের “নল উপাখ্যান”।

গ্রন্থের প্রথম :—

“শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ বনপর্ব্ব নলদয়মন্তী সম্বাদ লিক্ষতে। নারায়ণং নমস্কৃতং ইত্যাদির পর :—

“মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
ইহলোকে সুখভোগ অন্তে বিষ্ণুপুরিঃ॥
জয় পরাসর স্থানে সত্যবতীর হৃদিয়।
জয় ব্যাস মুনি সত্যবতীর তনয়॥
তাহার মুখের কথা অমৃত সমান।
বেকত ভকত কথা অমৃত মধুপান॥
গত ডাকয় কর অবধান।
ইহাকে শুনিতে লোক না করিবে আন॥
প্রণামহো নিরঞ্জন পুরুষ প্রধান।
প্রণামহো ব্যাসমুনি গুণের নিধান।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ মহামায়া তার।
কলিযুগে হৈল জৈছে বিষ্ণু অবতার॥
প্রতাপে অনল যেন বিপক্ষের জম।
পৃথিবী ভরিল যশে যাহার বিক্রম॥
সুলতান আলাপদিন পক্ষ গৌড়নাথে।
ত্রিপুরার ধার সমর্পিল জার হাতে॥
রাঙ্গা টুপি শিরে দিল লক্ষের কাপড়া।
সুনার পালঙ্গ দিল একশত ঘোড়া॥
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।
দরিদ্র ভঞ্জন প্রভু অনাথের গতি॥
কুতুহলে ভারথের পুছিল কাহিনি।
কেমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানি॥
বনবাসে বঞ্চিল কেন দ্বাদশ বৎসর।
কোন কর্ম্ম কৈল তারা বনের ভিতর॥
বৎসরেক কোথা ছিল অজ্ঞাত বসতি।
কেমতে পৌরস তারা পাইল ক্রন্দপতি॥
এই সব কথা কৈল সংক্ষেপ করিয়া।
দিনেক শুনিতে পারি পাচালি রচিয়া॥
তাহার আদেশ মাল্য মস্তকে রহিল।
কবিন্দ্র পরমেশ্বর পাচালী রচিল॥”

পত্র সংখ্যা ৬৫। শেষে আছে—“মোহাভারথের বোনপর্ব্ব নল উপাখ্যান সমাপ্ত ইতি সন ১১৬৯ সন তারিখ ১৮ বৈশাখ বুধবার তালুক দেওডোবা পরগণে টেপা বেলা এক প্রহর উমানে সমাপ্ত ইতি গদ্দিপর বসিয়া পূর্ব্বমুখে সমাপ্ত শ্রীকান্ত দাসস্য।”

৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

কবি নরোত্তম দাস বিরচিত গ্রন্থমধ্যে কবির আত্ম পরিচয় নাই। পত্র সংখ্যা ৭ গ্রন্থ শেষে :—

“প্রণাম হও মুঞী ভক্তের চরণে।
শ্রীগৌরাঙ্গ জে বোলয়ে বাণী।
তাহা বহী নাহো জানি॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদে জার আশ।
সাধু সঙ্গে করি সখা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা,
কহে দিল নরোত্তম দাস॥

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থ সমাপ্ত ইতি ইতি সায়ক্ষর শ্রীরত্নেশ্বর দাস সাকিন ধুবনী পরগণে বাহারবন্দ সন ১২৩৯ সাল তারিখ ১লা ভাদ্র বুধবার দুই প্রহর সমএ সমাপ্ত ইতি।”

৭। গঙ্গাবন্দনা।

কবি কৃত্তিবাস বিরচিত এক পাতে বন্দনা সমাপ্ত। পাঠ উদ্ধার আমার শক্তিতে কুলায় নাই। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি ইহা, ও শিশুবোধকের সেই প্রসিদ্ধ গঙ্গার বন্দনা, একই প্রকার। সামান্য ইতর বিশেষ শিশুবোধকের গঙ্গার বন্দনা কবিকঙ্কণের ভ্রাতা কবিচন্দ্রের লেখা বলিয়া কথিত হয়।

কবিচন্দ্রের অঙ্গদের রায়বার, কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই গঙ্গার বন্দনাও বোধ হয় তাহাই হইবে—

গ্রন্থের আরম্ভ—

"বন্দমাতা সুরধনি, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিত পাবন পুরাতনী!
বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রব মই তুয়া নাম,
সুরাসুর নরেরজননী॥

এইরূপে আঠারটী পদে বন্দনা সমাপ্ত। শেষ চরণে আছে—

কিত্তিবাস পণ্ডিতে কয়, আমারে তরাইতে হয়,
মানব জনম জায় বহিয়া॥

কৃত্তিবাসের পূর্ব্ব পুরুষ গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পক্ষেই জন্মভূমির জলসম্ভার গঙ্গা নদীর মহিমা কীর্ত্তন করাই সম্ভব। কবিচন্দ্র দামুন্যায় চাষ করিয়া সাত পুরুষ বাস করিয়াছেন। গঙ্গার সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ নাই। তাঁর পক্ষে এ মহিমা বর্ণনা কতদূর সম্ভব, তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত রচনাই সাক্ষী। তারপর ভাষা, রামায়ণের রচনার অনুরূপ, ইহা দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। আমার একজন বন্ধু তাহেরপুরের (রাজসাহী) কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে প্রাপ্ত কৃত্তিবাস রামায়ণ হইতে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ (কৃত্তিবাস নিজে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন,) তাহারা নকল এবং এই জীর্ণ বন্দনা পত্রটী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রামায়ণখানি হস্তগত করিতে পারেন নাই। সে খানি নাকি কৃত্তিবাসের নিজের লেখা। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। অতীতের কেহ সাক্ষী নাই। তবে তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণের সভায় যে রামায়ণের সৃষ্টি তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই।

৮। হিত-উপদেশ।

এক খানি প্রাচীন হাতের লেখা বহি খুঁজিতে খুঁজিতে এই পুস্তকের এক খানি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণু শর্ম্মার হিত-উপদেশও বাঙ্গালা পদ্যে অনূদিত হইয়াছিল, পত্র খানি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ জন্য তাহাতে যাহা লেখা আছে তাহাই অবিকল এখানে উদ্ধৃত করিলাম। অনুবাদকের নাম দ্বিজ কান্তি। পত্রখানি গ্রন্থের সূচী বলা যাইতে পারে।

"বিষ্ণুরাম রচিত পুথি আছে প্রিথিবিত।
শুনিলে সকল লোকের করে সব হিত॥
চারি খণ্ডে এই পুথি রচি দ্বিজ কান্তি।
শ্লোক ভাঙ্গি প্রচার করিল সেই পুথি॥
মুর্খ বুঝাইতে সৃষ্টি কৈল দ্বিজ বরে।
হিতজ্ঞান হয় তার শুনিলেক পরে॥
শত ফুলে মালি যেন হার গাছি গাঁথে।
হিত-উপদেশ কথা লিখি তার সাথে॥

(ত্রিপদী)

প্রথম খণ্ডে মিত্র লাভ, যাতে হয় পৃতভাব,
মিত্র হৈয়া করে উপগার।
দ্বিতীয় খণ্ডে বৈরিচ্ছেদ, জাথে হয় বন্ধু ভেদ,
দুইজনে করিয়া অপৃত।
তৃতীয় খণ্ডে মহোমানে, বন্ধু জয় বুদ্ধি জ্ঞানে,
নানা শাস্ত্রে জে হয় পণ্ডিত॥
চতুর্মুখে সিদ্ধা খণ্ড, রাজনীত জোগ দণ্ড,
চারি খণ্ডে কথা সমাপন।
হিত উপজ্ঞাষ পুথি যে পড়িবে মরে।
হিত বুদ্ধি হবে তার সরস্বতি বরে॥

এই পুথি লিখিলাম অনেক জতনে ।
ইহাতে জে চুক থাকে সারিবেন মনে ॥
জদ্যাপি কোথায় পুথি থাকেন ব র্ত্তয় ।
সারিয়া লইবে মুখে জানিবা নিশ্চয় ॥"

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি—

সন ১২২৭ সাল সকাব্দা ১৭৪২। তারিখ ১৯শে বৈশাখ সোমবার তিথি কৃষ্ণপক্ষ ত্রিয়-দশী বেলা দুই প্রহর কালে পুথি সমাপ্ত সাক্ষর শ্রীহরগোবিন্দ দত্তস্য সাকিন বামনডাঙ্গা তারিখ বামনডাঙ্গা সন আখিরি।

বহু অনুসন্ধানে পুস্তক খানি উদ্ধার করিতে পারি নাই। রচনায় মিত্রাক্ষরের নিয়মাদি রীতিমত রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া আধুনিক পয়ার কালের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। এই দ্বিজ কান্তি কে জানিবার উপায় নাই। যে পৃষ্ঠা হইতে নকল হইল তাহার সংখ্যা ৬৫ লেখা আছে ইতি—

৯। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারত যাহা পরাগলী মহা-ভারত নামে খ্যাত।

মহাভারতের এক জায় সন ১১৮৭।

১। আদ্য পর্ব্ব	২৫ পাত	
২। সভা পর্ব্ব	১৬ পাত	৪১ পাতে সমাপ্ত
৩। বন পর্ব্ব	২১ পাত	৬১ " "
৪। বিরাট পর্ব্ব	২৭ পাত	৮৯ " "
৫। উদ্যোগ পর্ব্ব	২১ পাত	১১০ " "
৬। ভীষ্ম পর্ব্ব	১৯ পাত	১২৯ " "
৭। দ্রোণ পর্ব্ব	২৮ পাত	১৫৭ " "
৮। কর্ণ পর্ব্ব	২২ পাত	১৭৯ " "
৯। শল্য পর্ব্ব	৮ পাত	১৮৮ " "
১০। গদা পর্ব্ব	১৩ পাত	২০১ " "
১১। যত্তি পর্ব্ব	৮ পাত	২০৯ " "
১২। স্ত্রী পর্ব্ব	১১ পাত	২২০ " "
১৩। শান্তি পর্ব্ব	২১ পাত	২৪১ পাতে সমাপ্ত
১৪। অভিষেক পর্ব্ব	১০ পাত	২৫১ " "
১৫। অশ্বমেধ পর্ব্ব	৫৫ পাত	৩০৬ " "
১৬। আশ্রম পর্ব্ব	৮ পাত	৩১৪ " "
১৭। আচার্য্য পর্ব্ব	৯ পাত	৩২৩ " "
১৮। স্বর্গারোহণ পর্ব্ব	১৩ পাত	৩২৬ " "

সুলতান হোসেনশার পুত্র নছরতশার সময়ে পরাগলখাঁ নামে এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর এই ভাষা মহাভারত রচনা করেন। পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম জয় করিয়া তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বংশধরেরা চট্টগ্রামে বাস করিতেছেন। পরমেশ্বর তাঁহার সভাসদ ছিলেন। গ্রন্থখানির বয়স তদনুসারে ৪৫০ বৎসর হইতেছে। পরা-গল খাঁর পুত্র ছুটীখাঁও অশ্বমেধ পর্ব্ব মহা-ভারত অনুবাদ করাইয়া প্রচার করেন। এই খানি অতি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গ্রন্থ। পূর্ব্ব বঙ্গের গ্রন্থ বলিয়া ছাপাখানার মুখ দেখে নাই। কাশীরাম দাসের রচনা পরের হইলেও ছাপাখানার সাহায্যে অগ্রে জন সমাজে প্রচা-রিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থের প্রথমে আছেঃ—

অষ্টাদশ ভারত রচিল ব্যাসমুনি।
শ্লোক প্রবন্ধে তাহা পণ্ডিত পক্ষে শুনি ॥
ইতরাদি লোকে তাহা না পারে বুঝিবার।
সে কারণে পদ বুঝাইল সংসার ॥
গৌড়েশ্বর সুলতান মহিমা অপার।
কলিযুগে যার স্থানে ভারত প্রচার ॥
প্রতাপে তপন সম বিপক্ষের যম।
পৃথিবী তরিল যশে খ্যাতি অনুপম ॥

* * * *

শ্রীযুত লস্কর খান মোহামতি।
দরিদ্র তারন করে অনাথের গতি ॥

সভাপর্ব্বের শেষেঃ—

"লস্কর পরাগলখান, দাতাকর্ণ ভূমণ্ডন,
দরিদ্র তুষ্টার নিতিনিতি।
তাহার আদেশ মাথে, কবীন্দ্র কহে জোড় হাতে,
সভাপর্ব্বে রচিলেন ইতি॥"

বনপর্ব্বে আছে :—

"লস্কর পরাগলখান গুণের নিধান।
বনপর্ব্ব কবীন্দ্র রচিল তার স্থান॥"

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বের শেষে এই কথাগুলি লেখা আছে। "ইতি মহাভারতের বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত ইতি সন ১১৮৭। তালুক চেরেঙ্গা (থানা জলঢাকা) চাকলানে কাকিনা ইতি ইজারদার কৃষ্ণপ্রসাদ দেওয়ান। তোক-দার পাছুসিংহ। বসুনিয়া ধনীরামদাস বকলম শ্রীদলিরাম দাস গতাএতঃ শ্রীখেলারাম দাস।

স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষে এই কথাগুলি লেখা আছে—ইতি তারিখ ৭ই জ্যৈষ্ঠ রোজ মঙ্গলবার পুস্তক সমাপ্ত উজানী দুই প্রহর বেলা তিথি কৃষ্ণপক্ষ ২৮ অষ্টমী তালুক চেরেঙ্গা চাকলে কাকিনা ইজারদার শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দেওয়ান। সন ১১৮৭ শ্রীধনিরাম বসুনিয়া বকলম শ্রীদধিরাম দাস। পুস্তক গতাদি শ্রীখেলারাম দাস। নবাব শ্রীভগসাহেব (Bogle collector of Rungpur 1779) শ্রীরমাকান্ত দেওয়ান।

এই বিরাট গ্রন্থখানি আমার হস্তগত হয় নাই। মালিক আমাকে একবার দেখিতে দিয়াছিল মাত্র। পরে আমার নিকট হইতে ফেরত লইয়াছে। গ্রন্থখানি আজও অঙ্গহীন হয় নাই। জলঢাকা থানার নিকট শ্রীরাধা বল্লভ বসুনিয়ার বাড়ী চেরেঙ্গা গ্রামে বহি-খানি আছে।

১০। মনসা-মঙ্গল।

কবি জগজ্জীবন ঘোষাল-বিরচিত। পত্র সংখ্যা ২০০। ত্রিপদী ও পয়ারে লিখিত। গ্রন্থে কবির আত্মপরিচয় আছে। তাহা হইতে কবির সময়ের নিরূপণও করিতে পারা যায়। কবি গ্রন্থ প্রণয়নে, কবি কালি-দাসের সাহায্য লইয়াছিলেন। মনসা মঙ্গলের আদি অন্ত জগজ্জীবনের লেখা। মধ্যের কতক অংশ কবি কালিদাসের লেখা। এই কবি কালিদাস কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। একজন কবি কালিদাস "কালী-বিলাস প্রণেতা বলিয়া জানিতে পারা যায়। ইনি কোন কালিদাস তাহার প্রমাণ নাই। গ্রন্থ নকলের তারিখ ১১০২ সন। কাহার দ্বারা কোথায় এই গ্রন্থ নকল হইল তাহা জানিবার উপায় নাই। আমি গ্রন্থখানি জলঢাকা থানার চেরেঙ্গা গ্রামে পাইয়া-ছিলাম। গ্রন্থমধ্যে এই সকল ভণিতা পাওয়া যায় :—

(১)

"পদ্মার আদেশে গীত পাইল স্বপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগত জীবনে॥

(২)

জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল পরকাশ॥

(৩)

জগত জীবন, কবিত্ব বিচক্ষণ,
রচিল মনসার বরে।

(৪)

স্বপনে পাইয়া গীত, করিও রচিত,
দ্বিজ কবি জগত জীবন।

(৫)

দেবের বচনে পদ্মার আনন্দিত মন।
জগত জীবন গায় রেবতী নন্দন॥

(৬)

মনসা মঙ্গল, কাব্য মনোহর,
কবি কালিদাস ভণে।

(৭)

শোক পায়ে কান্দে সাধু তরণী উপর।
কালিদাস ভণে গীত মনসা মঙ্গল ॥

(৮)

গোলক নাথের পদ পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা মঙ্গল কবি কালিদাসে ভণে ॥

(৯)

মনসা মঙ্গল, কাব্যরস অনুপম,
কালিদাসের মধুর ভারতী।

কবির আত্ম পরিচয় :—

দেবের বচনে পদ্মার আনন্দিত মন।
জগত জীবন গায় রেবতী নন্দন ॥

অপর এক স্থানে :—

চৌধুরী রূপরায়, সর্ব্বদেশে গুণ গায়,
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তারপুত্র ঘনশ্যাম, তারপুত্র অনুরাম,
বিরচিল জগত জীবন ॥

অপর স্থানে :—

ঘোষাল ব্রাহ্মণরাঢ়ী, কোচআ-মোরাত বাড়ী,
প্রাণনাথ নরপতি দেশে।
বন্দিয়া মনসা পায়, জগত জীবন গায়,
পুরাণ সমাপ্ত তার শেষে ॥"

রাজা প্রাণনাথের রাজ্যে কবি বাস করিতেন। রাজা প্রাণনাথ দিনাজপুরের রাজা ছিলেন প্রাণনাথের পুত্র রামনাথ, তাঁহার পুত্র রাধানাথ শৈশবে দেবী সিংহের অভিভাবকত্বে ছিলেন। সে সময় হেষ্টিংস ভারতের শাসন কর্ত্তা। দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ কান্তনগরের মন্দিরে রাজা রামনাথ যে তারিখ লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে ১৬৭৪ শক পাওয়া যায়। (১৩৭৪ ও হইতে পারে)

গ্রন্থের মধ্যে নানাস্থানে বেশ কবিত্বের বিকাশ আছে। মৃতপতি লইয়া বেহুলা মান্দুসে জলে ভাসিয়াছে। পতির শরীর পচিয়া গলিয়া পড়িতেছে। সেই স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল :—

"যেইখানে ধরে কন্যা খসে সেইখানে।
স্বামীরে দেখিয়া বেহুলা কান্দে অভিমানে ॥
দেখিয়া স্বামীর অঙ্গ সুন্দরী অসুখী।
ভেলায় বসিয়া কান্দে চারু চন্দ্রমুখী ॥
মুরদ্দ সঙ্গে ভাসে কন্যা সাগরের জলে।
টলমল করে ভেলা জলের উপরে ॥
চক্ষু মেল প্রাণনাথ বল মধুর বাণী।
নয়ান ভরিয়া দেখি চাঁদ মুখখানি ॥
তোমার অভাবে প্রভু কিবা হবে গতি।
ফিরিয়া না যাব আর পুরী চাঁপাবতী ॥
খসিল কমল আঁখি লক্ষ শশধর।
সুন্দর নাসিকা খসে চিকুর চামর ॥
খসিল সোনার তনু নবনী নির্ম্মিত।
খসিল মৃণাল বাহু অজানুলম্বিত ॥
মণিময় জিনি তনু গলি গলি যায়।
একলা ভাসিব জলে কহিব ও পায় ॥
অভিমানে কাঁদে কন্যা ভেলার উপর।
প্রভাত হইল রাত্রি উঠে দিনকর ॥"

অপর এক স্থানে :—

"গোদা গেল মন্দিরে সুন্দরী কন্যা ভাসে।
সেইকালে দিন কর পশিল আকাশে ॥
নিগূঢ় হইল রাত্রি মহা অন্ধকার।
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা মহা চমৎকার ॥
শিশু ঘড়িয়াল মৎস কুম্ভীর মকর।
লাভালাভি দেখিয়া বেহুলী পায় ডর ॥
গাড়া মহিষ ব্যাঘ্র মহাশব্দ করে।
ভয় পাইয়া বেহুলী স্বামীক চাপি ধরে ॥"

কবি কালিদাস তাহার ভণিতার এক স্থানে বলিয়াছেন :—

গোলকনাথের পদ পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা মঙ্গল কবি কালিদাস ভণে ॥

ভণিতার এই পাঠ অনুসারে বোধ হয় গোলকনাথ নামক একজন কবি মনসামঙ্গল পূর্ব্বে প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের কবিরা তাঁহার ছায়া অবলম্বন করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। গোলকনাথ কে? তাঁহার কাব্যই যদি আদি গ্রন্থ হয় তবে "মনসা মঙ্গল নাম, কাব্যরস অনুপাম, বিরচিল গৌড়দেশবাসী।" এই কথারই বা স্বার্থকতা কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মহাকবি ঘনরাম তাঁহার শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলে লিখিয়াছেন "হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ুরভট্টের পথে।" সে হাকন্দ পুরাণও নাই ময়ুরভট্টের ও চিহ্ন নাই। গোলকনাথেরও সেই দশা হইয়াছে, পরবর্ত্তী কবিগণ কবিত্বে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে পরাজয় করায় তাঁহাদের গ্রন্থের সহিত তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। তবে একথা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে গোলকনাথ একজন সে সময় খ্যাতি সম্পন্ন কবি ছিলেন, তাঁহার বাড়ীও এই উত্তর বঙ্গের কোনও স্থানে ছিল। কালিদাস কবির নাম যেমন কেবল কালী-বিলাস গ্রন্থের শিরোভাগে অজ্ঞাত কুলশীলের মত আছে। গোলকনাথের নাম কোন গ্রন্থে আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থের বয়স কত তাহা কান্তনগরের ইষ্টক লিপি অনুসারে ধরিলে চতুর্দ্দশ শতাব্দির শেষভাগে পড়ে। আমরা দিনাজপুরের রাজাদের সমস্ত নাম আজ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জাহাঙ্গীর বাদশাহের ইত্রাকপুর (আধুনিক বর্দ্ধনকুঠি) রাজ্য, নয় আনা ও সাত আনায় বিভক্ত হইয়া দিনাজপুর ও বর্দ্ধন কুঠি রাজ্যে বা জমিদারীতে পরিণত হইয়াছিল। আইন-ই আকবরীর সরকার ঘোড়াঘাটের বর্ণনায় ইহার কোনও উল্লেখ নাই। ঢাকা রাজধানী হইলে পর এই দুই জমিদারীর নাম পাওয়া যায়। কান্তজীর মন্দিরে যে ইষ্টকলিপি আছে, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াদিলাম:—

"শাকে বেদাব্ধিকালক্ষিতিপরিগণিতে
ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ।
প্রাসাদঞ্চাতি রম্যং সুরচিত-
নব রত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ॥
রুক্মিণ্যাকান্ত তুষ্টৈ সমুদিত মনসা
রমানাথেন রাজ্ঞা।
দত্তঃ কান্তায় কান্তস্তু নিজনগরে
তাতসংকল্পসিদ্ধৈ॥"

পিতা প্রাণনাথের সংকল্প সিদ্ধির জন্য তাঁহার পুত্র রমানাথ কান্তজীর নিজ নগরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১১। শ্রীগুরুভক্তি অমৃত গ্রন্থ।

পত্র সংখ্যা ৬, দ্বিজ শিবপ্রসাদ প্রণীত। গ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয় নাই। গ্রন্থারম্ভে প্রচলিত "অখণ্ড মণ্ডলাকারং" ইত্যাদি গুরু প্রণাম ত্যাগ করিয়া কবি প্রকৃত গুরুর বর্ণনা করিয়াছেন যথা:—

/৭ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।
অজ্ঞান তিমির অন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমির নাস, দিগু করি পরকাশ,
গুরুপদে করিয়ে প্রণাম।
জ্ঞান সলা দিয়া চক্ষে, উথিত করিল অক্ষে,
বন্দ মুক্তি শ্রীগুরু চরণ॥

গ্রন্থশেষে আছে:—

যদি কৃপা গুরু করে, তবসে সংসারে তরে,
কৃপাহীন আরি সে পাররে।

ইতি শ্রীগুরুভক্তি অমৃত গ্রন্থ সমাপ্তঃ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি সন ১২২০ সাল। সরক্ষর শ্রীমনসারাম বৈরাগী সাং বামন ডাঙ্গা তারিখ ৫ই আশ্বিন রোজ মঙ্গল বার সমাপ্ত হইল।

এই শিব প্রসাদ দ্বিজ কে আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই।

১২। হর-গৌরী মন্ত্র

নাম শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম পূজা পদ্ধতির সংস্কৃত মন্ত্র। সে কালের অতি জটিল লেখা। পাঠ উদ্ধার করিয়া জানিলাম বাঙ্গলা পদ্য রচনা। গ্রন্থকার বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় মন্ত্র প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। বহি খানি অতি ক্ষুদ্র ৪ পাতে সমাপ্ত। প্রথম পাতা আমরা পাই নাই। গ্রন্থারম্ভে কি লেখা ছিল জানিবার উপায় নাই। দ্বিতীয় পাতে আছে।

জে জন পুস্তক পরে সর্ব্বক্ষণ।
রাজার দুর্ল্লভ সেহি হব প্রতিদিন॥
সকল কার্য্যের সিদ্ধি এই মন্ত্রবর।
শুনিলে কল্যান লভিব বিস্তর॥

পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তরে পশুপতি বলিতেছেন। হর গৌরীর মন্ত্রে হর গৌরীর রূপ বর্ণনা নাই, প্রশংসা আছে মাত্র।

গ্রন্থ শেষে আছেঃ—

কহিলেন ভোলানাথ মহা মন্ত্র খানি।
লিখনের দোষ নাই বাজনি শুনি॥
নমো হর গৌরি প্রণাবহো পশুপতি।
আমার মন্ত্র হইল সমাপ্ত ইতি।

ইতি সন ১১৮৩ সাল শ্রীশ্রীহরগৌরী নম নমঃ।

বহি খানি বোধ হয় ভোলানাথর নিজের লেখা নকল নহে, তাহার হইলে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী অন্যান্য সকল কথা পাওয়া যাইত। তবে গ্রন্থ খানি প্রাচীন বলিতে হইবে।

১৩। শ্রীরাধার রসকারিকা

গ্রন্থ খানি ৫ পাতে সমাপ্ত। কবি কৃষ্ণদাসের লেখা। অবশ্য এ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নহেন অন্য আর এক ব্যক্তি। গ্রন্থ মধ্যে পরিচয় নাই। গ্রন্থ খানির নাম রসকারিকা বটে, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে আমরা কোনও রস পাই নাই। গ্রন্থারম্ভে আছেঃ—

৴৭শ্রীরাধা কৃষ্ণায় গতি মম।
নিগুড় ব্রজের রস জগত বিহরে।
অজ্ঞ জন নাহি বুঝে রহে বহু দুরে॥
বৈকুণ্ঠ ভিতরে নাহি নাহিক বাহিরে।
সে বস্তু জগতে আছে ভকত হৃদয়ে॥ ইত্যাদি—

গ্রন্থ শেষে আছে—

সাধ্য কোন বস্তু হয় সাধন কোন আস।
শ্রীরাধিকার রস কারিকাতেই কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীরাধিকার রসকারিকা সমাপ্ত ইতি যথা দৃষ্টং ইত্যাদি সায়ক্ষর শ্রীহিরণ চন্দ্র দাস সাং চোরতাবাড়ী পরগণে বাহারবন্দ সন ১২৪৯ সাল তারিখ ৯ই পৌষঃ—

১৪। শ্রীগোলোকসংহিতা—

এক পাতায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গদ্যে লিখিত। সংস্কৃতের সংখ্যা অল্প। লেখক শ্রীরঘুনন্দন দেব শর্ম্মা সাকিম পোড়া গাছ (সুন্দরগঞ্জ থানা) সন ১১৬৩ সাল শকাব্দ ১৬৭৭ তারিখ ৬ই পৌষ। কোন গ্রন্থ হইতে নকল বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের প্রথমে আছেঃ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমো। অথ খিষ্টিস্থিতি

ব্রহ্মাণ্ড নিরুপম। গোলক সংহিতার তত্রাহ আদৌ পাতাল বর্ণন। সর্ব্বাদৌ মোহা শূন্য। তদুপরি অন্ধকার। তদুপরি ধুর্ম্মাকার। তদুপরি শুক্লাকার। তদুপরি নিরাকার। তদুপরি স্থির বায়ু। তদুপরি কর্ম্মরাজ। তদুপরি ঐরাবত হস্তি। তদুপরি বাসুকি বাসুকীর সহস্র ফণ। সহস্র ফণাপরি সপ্ত পাতাল।

গ্রন্থ শেষে আছেঃ—

সহস্র ফণা উপরি মহা বৈকুণ্ঠ। তন্মধ্যে চিন্তামণি ভূমি স্বর্ণবেদি তদুপরি কল্পতরু সুবর্ণ মন্দির আচ্ছাদিত মন্দির এক যোজন পরিমাণ অষ্ট কপাট দ্বার তন্মধ্যে সিংহাসন তদুপরি মহাবিষ্ণু মহালক্ষ্মী—

কল্পনার লীলা খেলা ইহার চেয়ে আর কি হইতে পারে আমরা ভাবিয়া পাই না।

১৫। রাধাকুঞ্জের রূপ বর্ণনা।

লেখকের নাম নাই। আমরা খণ্ডিত পুস্তক পাইয়াছি। সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। যেটুকু পাঠ করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই বুঝিতে পারি যে বাঙ্গালা ভাঙ্গা পদ্যে লেখা ক্রিয়া পদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। বর্ণনার বিষয় শ্রীরাধিকার প্রেম—এখানি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় কি করিয়া বৈষ্ণব ঠাকুরেরা আপনাদের ধর্ম্মতেজ হারাইয়া আধুনিক বৈরাগী সমাজের জন্ম দিয়াছিলেন। সন তারিখ নাই গ্রন্থ কর্ত্তারও নাম নাই। যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে অবতারবাদ সঙ্গে ইন্দ্রিয়বাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া অনেকেই প্রণাম করিবেন। আমরা সামান্য একটু উঠাইয়া দেখাইতেছি—

অথ বস্তু নির্দেশন। ১। গোসাঞির দিগের সিদ্ধ সাধক নাম নির্ণয়। শ্রীরূপ গোস্বামি রূপমঞ্জরী। রঞ্জন মালা রঞ্জন বল্লিঃ গন্ধরাজ চাঁপার তুল্য অঙ্গ গন্ধ। শ্রীসনাতন গোসাঞি স্বর্ণমঞ্জরী স্বর্ণমালা লবঙ্গ বল্লি ভূমিচম্পক তুল্য অঙ্গ গন্ধ।২॥ শ্রীরঘুনাথ দাস গোসাঞি রতিমঞ্জরী ভানুমতি তুলসী রাগ মালাঃ রতি বল্লি পারিজাত পুষ্প তুল্য অঙ্গগন্ধ।৩॥ শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি অনঙ্গ মুঞ্জরীঃ শ্রীগুণ মঞ্জরী ঃ কামমঞ্জরীঃ গুণমালা অনঙ্গ বল্লী নাগেশ্বর পুষ্পতুল্য অঙ্গগন্ধ ইত্যাদি—

বোধ হয় এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পুরুষ-বেশী নায়িকার অঙ্গগন্ধ ঘ্রাণে কাহারও রুচি হইবে না বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইলাম। চৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচারের ইহাই শেষ দিন। এইখানে চৈতন্য ধর্ম্মের বিলোপ সাধন। এই রাধা কুঞ্জ হইতে বন বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীরের কন্যাকে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে বিনা কারণে সযৌতুক বিবাহ করিয়া বৈষ্ণব ঠাকুর গৌরাঙ্গের পার্শ্বচর পরম ভাগবত নৃত্যানন্দ নিষ্কাম কর্ম্মের এক নূতন সাধনাশ্রম খুলিয়া ছিলেন।

১৬। কৃষ্ণমঙ্গল।

প্রভুরাম প্রণীত। ইনি ভণিতায় আপ-নাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা খণ্ডিত পুস্তক পাইয়াছি। আদি অন্ত পাই নাই মধ্যভাগ পাইয়াছি। কৃষ্ণমঙ্গলের লেখক অনেকে, প্রভুরামও একজন। তাঁহার পরিচয় লুপ্ত হইয়াছে আমরাও উদ্ধার করিবার শা‍ধ্য রাখি না। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ

করিয়া এই গ্রন্থে মথুরা লীলার পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। কংসের আদেশে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে আনিতে যাইতেছেন—আমরা সেই অবধি গ্রন্থের খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পাইয়াছি। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের অন্তে আছে—

কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বলে শিষ্যগণ।
দ্বিজ প্রভু রাম ইহা করিল রচন॥

গ্রন্থের রচনা আদি দেখিয়া বোধ হয় যখন পয়ার রচনা মিত্রাক্ষরের নিয়মাবলী অনুসারে পাদ বদ্ধ হইয়াছে সেই সময় প্রভুরাম এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিরাম যতির দোষ, শেষ চরণের স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জন বর্ণের মিলন দোষ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। বোধ হয় ভারত চন্দ্রের পর কবি লেখনী ধরিয়া থাকিবেন। আমরা যে নকল বহি পাইয়াছি তাহাও বহু দিনের নকল, ইহা কালী ও কাগজের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয়। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও গ্রন্থ খানি উদ্ধার করিতে পারি নাই। কবি কাশীরাম দাসের অনুরূপ কবি। তাঁহার রচনায় প্রসাদ গুণ বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

১৭। ভজনক্রম।

কবি শ্রীকৃষ্ণদাস বিরচিত পত্রসংখ্যা মাত্র ৪। গ্রন্থের নকলের সন তারিখ বা লেখকের নাম নাই। কৃষ্ণদাসই বা কে তাহাও জানিবার উপায় নাই। সংসারের অনিত্যতা প্রদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বন্ধু ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থ মধ্যে একস্থান উদ্ধৃত করিয়া রচনা ভঙ্গি দেখাইতেছি :—

"পিত্রি পুত্র ভাইবর্গ জতো বন্ধুজন।
ই হলে যার চারি করএ ক্রন্দন॥
প্রাণ গেইলে পুত্র জেন ঘরের বাহির করে॥
বাঁসে ভিড়ি বান্দি লঞা জায় নদি তিরে॥
দেহ রাখিবার তার আছে দুই ঠাঁই।
গর্ত্ত করি রাখে কিবা পুড়ি করে ছাই॥
তার শেষে নানা মতে করে শ্রাদ্ধ সান্তি॥
এসব সকল মিথ্যা বাদি আর বাজি॥
দেহ ছাড়ি জীব চৌরাশি ভ্রমএ।
পরিণামে কৃষ্ণ বিনা সকল নাহি হয়॥
বুঝিয়া দেখহ ভাই সকলি অসত্য।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ এই তিন সত্য॥"

গ্রন্থ শেষে আছে :—

আসির্ব্বাদ করো পাঁও কৃষ্ণের চরণ॥
সবে কৃপা কর মোরে হইয়া সদয়॥
এজন্ম জাউক মোরে বৈষ্ণব সেবায়।
নানা গ্রন্থ আনি তার অনুমান লঞা॥
লিখিল ভজনক্রম সংখেপ করিয়া॥
যদি কোন মহাশয় কহে গ্রন্থ নাহি হয়॥
সে কথা শ্রবণে মোর অধিক প্রিত হয়॥
মুঞি সে অজ্ঞান শিষ্য ভকতির দূর।
অপরাধ ক্ষেমিবে মোরে বৈষ্ণব ঠাকুর॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ রেণু করি য়াস।
সাংখেপে ভজনক্রম কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি ভজনক্রম সমাপ্ত।

১৮। শ্রীরূপমঞ্জরী সখীর কাল আখ্যান।

কবির নাম নাই। লেখকের নাম নাই। নকলের সন তারিখ নাই। এখানি আধুনিক নায়ক নায়িকার প্রেমবর্ণনও বলা যাইতে পারে। কবি গ্রন্থের প্রথমে যত নামজাদা প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণবগণের চরণে যথারীতি প্রণাম করিয়া আপনার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু কোথায়ও আপনার নামের ভূমিকা দেন

নাই। আমরা গ্রন্থখানির মাত্র ১৬ পাতা পাইয়াছি। ইহার পর আরও আছে কিনা জানি না; কারণ ১৬ পাতার শেষে ইতি বলিয়া লেখা নাই। ১৬ পাতার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

কুঠির চৌদিগে সর্থ্যা বৃন্দার রচিত।
তাতে সখিগণ আসি হৈল উপনিত॥
স্বরূপার গবাক্ষে নেত্রে আরূপিআ।
মদন আলসে তবে সুতিলা চাপিআ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি করে চামর ব্যেজন।
শ্রীমঞ্জরি করে চরণ সেবন॥
উথলিল কত কত সুখের বিলাস।
বিদগধ নাগর করে রস বাস॥
মধুকর মধুপিএ কমলিনি পাস॥
দুঁহ অবগাহন দুঁহ ভেল ভুর।
চান্দ অমিআ যেন পিহয়ে চকোর॥
দুঁহো মুখ কমল দুঁহো করে পান।
দুঁহার অধর ধরি চতুর সুজান।
দুঁহার পরসে দুঁহ ভৈল ভুর॥
জাঞা কাঞ্চনমণি লাগল ঘুর॥
বৃন্দাবনে নব লবঙ্গ কুঞ্জ-চির।
বিলসঞি রাস রস দুঁহ রণধির॥

গ্রন্থের প্রথমে বৈষ্ণববন্দনাদির পর আছে :—

শ্রীরূপমঞ্জরি সখি, কৃপা দৃষ্টি চাহ দেখি,
তবে হয়ে বাঞ্ছিত পূরণ!
দশনে ধরি আচল, করি এহি নিবেদন,
ওমা পায়ে লইল স্মরণ॥

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীগুরুবে নমঃ—প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুর চরণ ইত্যাদিঃ—

যখন হরিনামসর্ব্বস্ব বৈষ্ণবগণ ভোগ বিলাসের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন, এই সকল গ্রন্থ সেই সময়ের রচনা। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধঃপতনের নমুনা।

১৯। চৈতন্যমঙ্গল।

কবির নাম বৃন্দাবন দাস। প্রথম ৬ পাতা হইতে আমরা ৯৬ পাতা পাইয়াছি। এগ্রন্থ এখন ছাপা হইয়াছে; সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না। গ্রন্থমধ্যে আমরা কবির কোনও পরিচয় পাই নাই। কিন্তু গ্রন্থখানিতে প্রসিদ্ধ "করচা" অনুরূপ বর্ণনা দেখিলাম। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে এইরূপ আছে :—

শ্রীচৈতন্য নৃত্যানন্দ পহু বান্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবন দাস তছুপদ যুগে গান॥

এই গ্রন্থে চৈতন্য দেবকে অবতার সাজান হইয়াছে। যেখানে চৈতন্যদেব প্রেমোন্মাদগ্রস্ত সেই স্থানের বর্ণনা অতি প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট। পরলোক গত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল সি, এস্ সাহিত্যপত্রিকায় চৈতন্য সম্বন্ধে এই স্থান অবলম্বন করিয়া তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

২০। পদ্মাপুরাণ।

এই গ্রন্থখানির মাত্র ১০ পাতা আমরা পাইয়াছি। এখানি "মনসার ভাসান"। আরম্ভ,—গোদার বাঁকে ভেলা উপস্থিত। গোদা মাছ ধরিতেছিল মান্দুষে সুন্দরী বেহুলাকে দেখিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে কবি রঙ্গরস মন্দ ফলান নাই। আমরা গোদার বিবাহের হিসাব খতিয়ান করিয়া দেখাইতেছি—

ভদির বেচিলে নত হবে বাটিপোণ।
কর্ণফুল বেচিলে পাব এক কাহন॥
ভিক্ষা সিক্ষা করিয়া আনিব পোন দুই।
কয়ে বয়জে আর পোন পাচ থুই॥

এক কাহন পোন্দরো পোন কড়ি হইল জমা।
ইহা দিয়া কাজের করিতে চাই সীমা॥
তণ্ডুল কারণ দিব সের দশ ধান্য।
পোন্দর গুয়া কড়া দশকের পান॥
তামাকুর গণ্ডা ছএকের দুই কড়ার চুন।
এক পোনের তৈল্য গণ্ডা দশকের নোন॥
পোন্দর গণ্ডার দুগ্ধ্য এক পোনের দই।
চিড়া গুড়ে বুড়ি ছএ গণ্ডা ছএকের খই॥
দেড় বুড়ির চিনি গুড় ষাট কড়ার কলা।
শুচি মাটী কড়া দুইকের দস কড়ার মোলা॥
হরিদ্রা মরিছে লাগিবে গণ্ডা দুই।
পাতিল বাসনা হাড়ি এক পোন থুই॥
হলিদ্রা সেন্দুর কীনিবার ছএ রাগে।
কন্যার কাপোড়ের কড়ি পোন দশ লাগে॥
প্রাচিন্ন কাপড়ে হবে সাজন আমার।
মটুকের গণ্ডা ছএকের নবে মালাকার॥
এই মতে দর্ব্বজাত রানিব কিনিঞা।
চাইর পোনের চুকীয়া আনিব বাজিনিঞা॥
সাতবুড়ি কড়ি জোয়া রাখিআছে গুদি।
ইহাতে করিব ধার নাহি আটে যদি॥
নিমন্ত্রণ করিবার বেস্তর কাজ নাই।
কেবল সিয়ালু মামা টগুরু বিয়াই॥ ইত্যাদি

এই ফর্দ্দে ধোপা নাপিত ও পুরোহিতের বিদায়ের বিধান নাই। মূল্যের হারের সহিত জিনিষের ওজন থাকিলে আমরা দেশের অবস্থা অনেকটা জানিতে পারিতাম। এ ফর্দ্দ দেখিয়া আমাদের চণ্ডী-কাব্যের ভাড়ুদত্তের কথা মনে পড়ে। কবির পরিচয়, গ্রন্থ নকলের তারিখ এবং লেখকের নাম আমরা জানিতে পারি নাই। গ্রন্থখানি লোপ পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় অধ্যায়ের শেষে এই ভণিতা লেখা আছে :—

মনসার চরণ সরজে দিয়া মন।
হরগোবিন্দ গান করিল রচন॥

কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। একস্থানে আছে—

মনসার চরণ সরজে দিয়া মন।
হরগোবিন্দ সর্ম্মন গান করিল রচন॥

২২। চণ্ডীমঙ্গল।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী। ১২০৪ সালে তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবারে ব্রাহ্মণীকুণ্ডা সাকিনের (পরগণে বাহারবন্দ) শ্রীধনীরাম দাস নকল করিয়াছিল। সমগ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল। মালিক চণ্ডীমঙ্গল গান করিয়া বেড়ায় এই জন্য গ্রন্থখানি দেয় নাই। গ্রন্থের প্রথমে এইরূপ আছে :—

অথ কবি-কঙ্কণ গান লিক্ষতে। তাহার কবিতা।
শুন ভাই সভাজন, করি সব বিবরণ,
এই গীত হৈল জেহি মতে।
অতি মোহন বেষে, কবির শীয়র দেষে,
চণ্ডী দেখা দিল আচম্বিতে॥
সহর শীলমা বাজ, তাহাতে সর্জন রাজ,
নিবে সেওগী গোপিনাথ।
তাহার তালুকে বসি, দামান্তেত চাষ চাষী,
নিবাষ পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, কৃষ্ণপদে যেন ভৃঙ্গ,
গৌড়বংশের প্রধান মহিপ।
রাজা মানসিংহ কালে, প্রজার পাপের ফলে,
দেষ পাইল মামুদ সরিফ॥
উজির হৈল রায়জাদা, বেপারি খেত্রির খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হৈল বৈরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া, পোনর কাঠার কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল, খিল জমি লিখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধতি।
পোতদার হইল যম, কাঠার আড়াই মাসা কম,
পাই ব্যাজ খায়ে দিন প্রতি॥

জনদার প্রতি নাচে, প্রজার পলান পাছে,
হার জাতিয়া দেয়ে থানা।
প্রজা হইল বিকল, খিকে বিত্ত সকল,
টাকার জিনিষ দষ আনা ॥
ডিহিদার আবু খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ,
ধান্ত গরু কেহ নাহি কিনে।
প্রভু গোপিনাথ নন্দী, খিপাকে পড়িল বন্দি,
নাহি হেতু কেহ পরিত্রাণ ॥
সহায়ে সামন্ত খাঁ, চণ্ডি বাটী জার গাঁ,
মুক্তি কৈল ভগিরথ থার সনে।
দামাজ্ঞা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানাথ ভাই,
পথে চণ্ডী হৈল সুপ্রসন্নে ॥
তেলুয়া ভেলুয়া উপনীত, রূপরায়ে লৈল বিত্ত,
জহু কুণ্ড তেহ কইল রক্ষা।
দিয়া আপন ঘর, নিবারণ কৈল ডর,
দিন তিন দিবসের ভিক্ষ্যা ॥
বাহি নাওৎ খড়িয়া নদী, সদায়ে স্মোরিয়া বিধি,
ভেণ্ডুরায় হৈল উপনীত।
দারু কেশরি তরি, পান পাথরি পুরি,
গঙ্গাদাস বড় কৈল হিত ॥
নারায়ণ পরাসর, পার হৈল দামোদর,
উত্তরিল গুঞ্জরি নগরে।
তৈল বিনা কৈল স্নান, করি নাওৎ উদক পান,
সিশু কান্দে ওদনের তরে॥ ইত্যাদি

২২। গোপীগোষ্ঠ।

দুই পাতার বহি। কবির নাম নাই। নকলের সন তারিখ নাই। কে নকল করিল তাহার নামও নাই।

গ্রন্থের আরম্ভে আছেঃ—

সিংগাতে দিআ সান, গোঠের চলিল কাল,
কেহ ২ বদন বাজায়।
আনন্দিত গুপীগণ, করে পদ নিরক্ষণ,
নন্দের নন্দন গোঠে জায়।
গোকুল অনাথ করিআ।
সিঙ্গা বেণু মুরারি বাজে ঘন ঘন।
হাম্বা ২ রব করি চলিছে গোধন ॥

দ্বিতীয় পত্রের শেষে আছেঃ—

রাই বলে সখি, অপরূপ দেখি,
কিবা সে চলিআছে খোনে।
মোরা পরার নারি, স্থির হইতে নারি,
মা হইআ বাচে কেমনে।
রসিক বরজ রাজ, চলে শিশুগণ মাঝ,
শ্রীদামের কান্দে দিয়া হাত ॥
রসিক নন্দনে কয়, ললিতা বুঝায়,
এ তোর প্রাণনাথ।

এই ভণিতা দেখিয়া বোধ হয় কবি রসিক নন্দনের লেখা। এ রসিক নন্দন কে আমরা জানিতে পারি নাই।

২৩। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ইহার প্রণেতা দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ। গ্রন্থের মধ্যে আত্ম পরিচয় নাই। "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" লেখকের মতে কবির নিবাস নদীয়া জেলার উলা গুপ্তি পাড়ায় ছিল। আমরা সমগ্র গ্রন্থ পাই নাই প্রথম হইতে ৭২ পাতা মাত্র পাইয়াছি। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দীনেশ বাবু তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে করিয়াছেন। আমরা যে পর্য্যন্ত পাইয়াছি তাহাতে কোন্ সালে কাহার কর্ত্তৃক কোথায় কোন সনে নকল হইল জানিতে পারি নাই। গ্রন্থের পাতার স্থানে ১১৫২ সন লেখা আছে। অবস্থা আদি দৃষ্টে পুরাতন বলিয়াই বোধ হয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এই প্রকার ভণিতা আছে—

দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী।

২৪। কৃষ্ণমঙ্গল।

কবি কৃষ্ণ দাস প্রণীত। প্রথম হইতে ৫৭ পাতা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। কে কোথায় কোন স্থানে কোন সময়ে এই গ্রন্থ নকল করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থের পাতার স্থানে স্থানে ১১৬০ সন তারিথ ৫ই আষাঢ় গোপী মোহন দাস লেখা আছে। কবি মাধব আচার্য্যের আদেশ মত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে:—

মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব সিতল।
যাহার আজ্ঞাতে হৈল শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥
পূর্ব্বগুন কবি আছে আচার্য্য গোসাঞি।
মনে অনুমানি সেই অনুসারে যাই॥
লিখিতে না পারি মনে সদাএ তরাস।
না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাস॥
আচার্য্য লিখিল গুণ করিয়া বাথান।
রসময়ে গান শুনি অমৃত সমান॥
দক্ষিণে তোমার গুণ হইবে প্রচার।
এথাত গাইত গুণ বহিল আমার॥
তাল যন্ত্র ধরি যেবা গান করে।
তাহার চরন বন্দো সভার ভিতরে॥

আমরা "এথাতে গাইত শুন বহিল আমার" ধরিয়া বহু অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু এই কবির কোন সন্ধান পাইলাম না। কবি দক্ষিণ দেশবাসী নন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ "দক্ষিণে তোমার গুণ হইবে প্রচার" বলিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন। গ্রন্থের স্থানে স্থানে এইরূপ ভূমিকা আছে:—

শুনহ ভকত লোক হৈয়া এক চিত।
কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব চরিত॥

অপর স্থানে—

মুনিপদ ধরি রাজা করয় স্তবন।
মাধব রচিত গান যাদব-নন্দন॥

কবি শ্রীমদ্ভাগবতের গল্পভাগ রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ স্কন্ধের বিবরণে গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। গ্রন্থ মধ্যে সামান্য ভাবে সূচীপত্র লিখিয়া সংক্ষেপ বর্ণনা দিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের "কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী রচনার পূর্ব্বে লিখিত ও প্রচারিত হইয়া থাকিবে। "কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী" সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ। রচনাও কৃষ্ণমঙ্গল হইতে শ্রেষ্ঠ। শেষোক্ত গ্রন্থের প্রচার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থ লোপ পাইয়া থাকিবে।

আমরা কৃষ্ণদাসের নামে অনেকগুলি গ্রন্থ দেখিতে পাই। কোনও গ্রন্থে তাঁহার আত্মপরিচয় পাই নাই। এই গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথম আমরা দেখিলাম "মাধব চরিত গান যাদব-নন্দন।" এই কৃষ্ণদাসের পিতার নাম যাদব ছিল। কৃষ্ণদাস "এথাতে" বলিয়া একটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে স্থানটী আমরা ঠিক করিতে না পারিয়া বড়ই সমস্যার মধ্যে পড়িয়া থাকিলাম ইতি।

২৫। কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী।

পণ্ডিত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। এখানি সাহিত্য-পরিষৎ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়া একটী অভাব মোচন

করিয়াছেন। গ্রন্থ খানি সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের পদ্য অনুবাদ। উপেন্দ্রনাথ দাসের দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ বটতলায় ছাপা হইয়া বহুলপ্রচার হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ভণিতা আছে :—

রঘুনাথ পণ্ডিত রচিল রসময়ে।
সুখে যেন সর্ব্ব লোক বুঝে অতিশএ॥

গ্রন্থ শেষে এই সকল কথা লেখা আছে—

শ্রীকৃষ্ণ ভকত লোক কৃষ্ণ কর ধ্যান।
দশম স্কন্দের কথা হৈল সমাধান॥
সমাপ্ত হৈল পদ শুন সাধুলোক।
আনন্দে শ্রবণ করো যতো ভক্তলোক॥

হস্ত অক্ষর শ্রীদধিরাম দাস।
পুস্তকগস্ত শ্রীমগল দাষ।

পুস্তকে লিখিল বন্দিয়া সরষতি।
নিন্দা না করিবা মোকে ছাওয়ালের মতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেখ ইষ্ট দেবে।
বিপথে না চল মন থাক সুষ্টভাবে॥

ইতি সন অব্দে ১১২৩ সাল বা তারিখ ৭ ভাদ্র মঙ্গলবার বেইল দেড় প্রহর থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত। যথাদিষ্টং ইত্যাদি পুস্তক গত শ্রীআত্তারাম দাস্। সাকিন তালুক রতি চাকলে ফর্ত্তেপুর সরকার কোচবেহার মহাল সরঞ্জামী পুস্তক লিখিলাম মোকাম ভাঙ্গনির শ্রীহরিক বেপারির বাড়ীতে আমার মোকাম দলগ্রাম নাম।

সেই দল বাড়ির কথা কহিতে লাগে শঙ্কা।
সেই থানে আছে চাঁদর এক খানি ডিঙ্গা॥

২৬। অভয়ামঙ্গল।

কবি কৃষ্ণজীবনের লেখা পত্রসংখ্যা ২৪৬। আট পালায় গীত সমাপ্ত স্বাক্ষর শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মণ সাং আলাপসিন্দু গ্রাম পর্যার মোকাম বাহারবন্দ এক্ষণি শ্রীখোসালচন্দ্রের বাড়ীতে বেলা দেড়-প্রহরের সময়ে ভৃগুবাসরে পঞ্চবিংশতি দিবসে মীন রাশিতে শ্রীযুক্ত জন্তিরাম দাসের পুস্তক সমাপ্ত। শকাব্দা ১৭৩১ সন ১২১৬ সন তারিখ ২৪ চৈত্রস্য সমাপ্ত মাহে চৈত্রস্য রোজ শুক্রবার বেলা দেড় প্রহর গতে সমাপ্ত তিথি শুক্লাতৃতীয়া। সন ১২১৬ আখেরি। ইজারদার শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর বাড়ুয্যার দরইজারদার শ্রীযুক্ত হরিচন্দ্র বকসি সাকিন গুণাইগাছ। শ্রীযুক্ত মাণিকরাম সরকারের শিষ্যস্য শ্রীযুক্ত জন্তিরাম দাস গিতাল সাকিম তালুক সদর দুহার শ্রীপালামুনস্য সাকিম কোদালধুয়া ডাইনের বাইন শ্রীযুক্ত রামদাস সাকিন নবাবগঞ্জ বাত্রর বাইন শ্রীবালকরাম দাস সাকিন তথা তথা শ্রীমায়ারাম দাস তথা শ্রীহরেশ্বর দাস সাকিম গড়দিঘি তথা শ্রীবজদিনস্য সাকিম কাপাসিয়া ডাইনের বাইন শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাস এহি আট জনে সম্প্রদা।

হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া এই অভয়ামঙ্গল গীত গান করিত। হিন্দু মুসলমান মধ্যে আজকালকার মত দেশময় বিরোধ ছিল না। আজ কাল আর এ প্রদেশে অভয়ামঙ্গল গীত গাহিতে দেখা যায় না। কেহ কেহ কবিকঙ্কণের চণ্ডীর গান গাহিয়া থাকে তাহাও বড় কেহ শুনে না।

কবি গ্রন্থমধ্যে আপনার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু বংশের পরিচয় দেন নাই। গ্রন্থমধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় :—

খোজরা গ্রামেতে বাস রাম কৃষ্ণরাজা।
কবি কৃষ্ণ জীবন হয় তার প্রজা।
ভূপতিকে ভগবতি করহ কুশল।
যাহার আশ্রয় থাকি রচিল মঙ্গল॥

অপর এক স্থানে :—

শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস, বোজড়া গ্রামত বাস,
পূর্ণ হইল নর্ত্তন কবিতা।

অপর এক স্থানে আছে ঃ—

ষিদায় হইতে গেল পতির সদন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকৃষ্ণ জীবন॥

অপর এক স্থানে ঃ—

শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস, রচিল সরস ভাস,
রামকৃষ্ণ রাজার সভাতে।

অপর এক স্থানে—

নৃপতিকে ভগবতি করহ কুশল।
যাহার আশ্রয় থাকি রচিল মঙ্গল ॥
নায়কের ভগবতি পূর্ণকর মন।
শ্রীকৃষ্ণ জীবন রচে সংগিত নৌতুন ॥

অপর এক স্থানে—

শ্রীকৃষ্ণ জীবন দাস, কবিত্ব সরস ভাস,
বোজড়ায় যাহার নিবাস॥

অপর এক স্থানে—

অভয়া মঙ্গল গান, শ্রীকৃষ্ণ জিবন গান,
... ... জনম মদক কুলে।

কবির বাসস্থান বাহারবন্দ পরগণার অন্তর্গত "বজরা" গ্রাম। বাহারবন্দ পরগণা পূর্ব্বে নাটোর রাজ্যভুক্ত ছিল। হেষ্টিংস বলপূর্ব্বক নাটোরের রাজার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কাশিম-বাজার রাজাদের আদিপুরুষ শ্রীকান্ত রায়কে দিয়াছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর দত্তক পুত্র। রাজা রামকৃষ্ণ লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসের সহিত দশশালা বন্দবস্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ সাধক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রচিত বলিয়া অনেকগুলি শ্যামাবিষয়ক সংগীত এখনও প্রচলিত আছে। তাঁহার সভায় কবি এই অম্বিকামঙ্গল রচনা করেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম একটি করিয়া ধুয়া আছে, তাহাতে গানের সুর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বজরা গ্রাম তিস্তানদীর তীরে। এই তিস্তানদী বজরার ঘাটের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া সুন্দরগঞ্জ এবং উলিপুর থানার সীমা ভাগ করিয়া দিয়াছে। এই সংগীত যাহারা গান করিত বলিয়া প্রাপ্ত গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে তাহাদের সকলের বাড়ী সুন্দরগঞ্জ থানার এলাকায়। তাহাদের বংশাবলীর কাহাকেও খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। কবির বাড়ী ঘর এখন তিস্তার গর্ভে নিমজ্জিত। আমরা বজরা গ্রামে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার গ্রন্থের প্রতিলিপি পাই নাই।

কবির পূর্ব্বে কবিকঙ্কণের চণ্ডী সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। কবি তাহার ছায়া লইয়া আপন সংগীত রচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, কেননা তাহা হইলে প্রতি ছত্রে নূতন মঙ্গল বলিয়া ভণিতা লিখিতে সাহস করিতেন না। বিষয় গত মিল উভয় কবির বর্ণনায় থাকিলেও রচনায় কোনও মিল নাই। বজরার কবি দেব বর্ণনা আদি বড় বেশী করেন নাই। সৃষ্টির আদি হইতে আরম্ভ করিয়া যেরূপে ভগবতী আপনার পূজা পদ্ধতির প্রচার মানসে সেবক জুটাইয়া লইলেন তাহা লিখিয়া কালকেতুর জন্ম, তাহার রাজ্য স্থাপন, ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্য, সিংহলে বিবাহ আদি লিখিয়া আপনার গ্রন্থ শেষ করিয়া-ছেন। রচনার বড় বেশী পারিপাট্য নাই কিন্তু সকল স্থানই প্রসাদ গুণবিশিষ্ট ও রচনা অতি প্রাঞ্জল। কবিকঙ্কণের মত গ্রাম্যতা দোষের লেশ মাত্র আমরা পাই নাই। সকলস্থানের সরলতা দেখিয়া চমৎ-কৃত হইতে হয়। প্রণয় বিকাশ, বিরহ বর্ণনা, প্রেমসম্ভাষণ, বাক্‌চাতুর্য্য, কাব্যের মধ্য স্থানে বেশ আছে। রাজা কৃষ্ণ ও ধরণী ঈশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক লোক।

ভারতচন্দ্র ও কবি শ্রীকৃষ্ণজীবন এক সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ভারতচন্দ্র যেমন "কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে," "কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়" লিখিয়াছেন। বজরার কবি তেমন ভাবে রাজা রামকৃষ্ণের কথা একবিন্দুও লিখেন নাই।

রাজা রামকৃষ্ণের সভা বর্ণনা কবির কাব্য মধ্যে না থাকাতে বোধ হয় তিনি নাটোরে থাকিয়া আপনার গ্রন্থ লিখেন নাই। সভাসদের যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহার কিছু করেন নাই। আমরা মাত্র পাইতেছি "রাজা রামকৃষ্ণের সভাসদ্, নৃপতিকে করহ কুশল।" এতদ্ভিন্ন রাজার সম্বন্ধে আর কোনও কথা নাই।

গ্লেজিয়ার সাহেবের রঙ্গপুর বিবরণীতে দেখা যায়, বাহারবন্দ পরগণা নাটোর রাজাদের নামে লেখা থাকিলেও তাঁহারা কোনও দিন ভোগদখল করেন নাই। পুরাতন কাগজপত্রে রাণী সত্যবতীর নামে বাহারবন্দ পরগণা লেখা যাইত বটে, কিন্তু পরগণাটী একজন মোগল সৈনিকপুরুষের জায়গীর ছিল। রাজা রামকৃষ্ণ এই রাণী সত্যবতীর সহিত সম্পর্কিত কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। রাণী সত্যবতীর আবাসস্থান বলিয়া অলিপুরের নিকট একটী স্থান আজও লোকে দেখাইয়া দেয় *। রাজা রামকৃষ্ণের নাম আমরা বাহারবন্দ পরগণার অনুসন্ধানে পাই নাই। সম্ভবতঃ এই রামকৃষ্ণ নাটোরাধিপতি রামকৃষ্ণ নাও হইতে পারেন। এরূপ অবস্থায় আমরা কবির সময় নিশ্চয় করিতে অসমর্থ।

আমরা এই শ্রীকৃষ্ণজীবন দাসের "অভয়া মঙ্গল" কাব্য খানিকে অতি প্রাচীন বলিতে পারি। কবির—

"বোজরা গ্রামত বাস রামকৃষ্ণ রাজা।
কবি কৃষ্ণজীবন হয় তার প্রজা॥"

এই দুই ছত্র পাঠ করিয়া এক বিষম সমস্যার মধ্যে পতিত হইয়াছি। এই রাজা রামকৃষ্ণের বাড়ী কি বজরাগ্রামে ছিল? তাহা না হইলে "কবির বোজরাগ্রামত বাস রামকৃষ্ণ রাজা" এ কথা লিখিবার সার্থকতাই বা কি বুঝিতে পারি নাই। বজরা গ্রামে কোন দিন রামকৃষ্ণ নামে কোন রাজা ছিল না। দূর অন্বয়ের দোহাই দিয়া "বাস" এ কথা কবির নামের সহিত জোটাইলেও জটিলতার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না। কালে কস্মিনে এ স্থানে রামকৃষ্ণ নামে এক জন রাজা থাকিলেও থাকিতে পারেন। কালের কুটিল গতিতে রাজার নাম লোপ পাইয়া এখন কেবল মাত্র এক খানি তুলট কাগজে লেখা গ্রন্থে কাঠের মলাটের মধ্যে রাজা রামকৃষ্ণের নাম রক্ষিত হইয়াছে। আমরা পুরাতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় বলিয়া কবির সময় নিরূপণে আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

কবির কাব্য মধ্যে আমরা হরগৌরীর বর্ণনা পাইয়াছি সদাগর শৈব তিনি ভগবতীর পূজা করিতেন না, সাধ্বী সতী স্ত্রীর অনুরোধে সম্মত হইয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন। অগ্রে কাহার পূজা করিবেন ইষ্টদেবের না ভগবতীর, এই চিন্তা করিতে করিতে শিব পূজা সমাধা করিয়া ভগবতীর পূজা করিবেন স্থির করিয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় তিনি

* রঙ্গপুর ধামসানী বা ধামশ্রেণী নামক স্থান রাণী সত্যবতীর আবাসস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে। সং

হরগৌরীরূপ দেখিলেন—কবি যদিও দার্শনিক ভারতচন্দ্রের ন্যায় বর্ণনায় আপনার উদ্দাম কল্পনার লীলাখেলা দেখাইয়া "প্রভাতচিন্তা"লেখকের গন্তময়ী কবিতার অবতারণা করিতে পারেন নাই তবুও তাঁহার চিন্তায় নূতনত্ব আছে বলিয়া আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম :—

"অর্দ্ধেক শঙ্কর হইল অর্দ্ধেক ভবানী।
* * * বামেত জনক ॥
অর্দ্ধেক বাহন সিংহ অর্দ্ধেক বৃষভ ॥
দক্ষিণ করেতে সিঙ্গা সঙ্খ বাম করে।
ধুতুরা কুসম কর্ণে কনক কুণ্ডল ॥
পরিধান পট্টবাস আর বাঘাম্বর।
অর্দ্ধেক বনমালা অর্দ্ধেক বিশ্বাম্বর ॥
দক্ষিণ লোচনে তারা বামে ইন্দুবর।
ললাটে করিছে শোভা পূর্ণ শশধর ॥
হরিতাল সিন্দুরে জলেক ভালে ফোটা।
অর্দ্ধেক মুকুট মাথে অর্দ্ধেক শোভে জটা ॥
দেখিয়া সে চমৎকার সাধু ধনপতি।
শ্রীকৃষ্ণজীবন রচে মঙ্গল ভারথি ॥

কাব্য খানি প্রকাশিত হইলে কাব্য জগতে তুলনায় সমালোচনায় জানা যাইতে পারে আদি কবি কে। কবিকঙ্কণ না রঙ্গপুরের মোদক কবি। আমরা কবিকঙ্কণের সমস্ত হাতের লেখা গ্রন্থও পাইয়াছি। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। বঙ্গবাসীর ছাপা চণ্ডীর সহিত মিলাইয়া দেখিয়া কোন বর্ণনায় মিল পাই নাই। কবি স্বাধীন ভাবে আপনার গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। মনসা মঙ্গলের শেষাংশের সহিত এই গ্রন্থের শেষাংশের বিলক্ষণ মিল আছে। উভয় গ্রন্থের নায়ক নায়িকা গ্রন্থ শেষে দেবরথে চড়িয়া স্বর্গে গমন করিতেছে। মনসা মঙ্গলে হরিবোলের ছড়াছড়ি নাই। কিন্তু অম্বিকা মঙ্গলের শেষ অংশে স্বর্গারোহণ দেখিয়া দর্শকগণ প্রাণ ভরিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া সাধ মিটাইয়াছে। কবির প্রতিপাদ্য অম্বিকা মঙ্গল অম্বিকার নামে গ্রন্থ শেষ করা হয় নাই।

২৭। চন্দ্রকান্ত

বই খানি বিদ্যাসুন্দরের ছাঁচে ঢালা, সেই মালিনী সেই যুবতী অবিবাহিতা রাজকুমারী বেণীর ভাগ স্ত্রীলোকের বেশে মালিনীর নাতিনীর সাজে নায়কের রাজপুরী প্রবেশ ও প্রেমলীলার অভিনয়। সে কালের কাষ্ঠের খোদিত অক্ষরে বাঙ্গালা কাগজে ছাপা। আমরা প্রথম ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ৭৪ পৃষ্ঠা মাত্র পাইয়াছি। গ্রন্থ খানি পয়ার আদি নানা ছন্দে লেখা। কবির নাম গৌরীকান্ত রায়—কবির পরিচয় আদি গ্রন্থে নাই :—ভণিতায় এই এই মাত্র পাওয়া যায়—

গৌরীকান্ত কহে সাধুর নন্দন।
রমণী তুষিয়া কহ মধুর বচন ॥

অন্যত্রে—

পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত রায়।
কেমনে রমণী কাছে হইবে বিদায় ॥

২৮। জ্যোতিষসংগ্রহ

একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ—গ্রন্থের নাম নাই, প্রথম পৃষ্ঠায় বা টাইটেল পেজ এই ভাবে লিখিত :—

সেই সত্য পরাৎপর, বাক্য মন অগোচর,
বিশ্বব্যাপী বিশ্বের কারণ।
তাঁরে করি স্তুতি নতি, রাশিলগ্ন বারতিথি
নানা মতে আছে নিরূপণ।
সবিশেষ জানিবারে, জ্যোতিষ অপেক্ষা করে,
এই হেতু করিয়া যতন।
শকে সপ্তদশ শতে, আটত্রিশ দিয়া তাতে,
সাধারণ বোধের কারণ।

জ্যোতিষ সংগ্রহসার অনায়াসে বুঝিবার,
করিলাম ভাষা বিবরণ ॥
যদি কোন থাকে ভুল, গুণীজনে হয়ে কুল,
শুদ্ধি পত্রে পাইবে সোধন ॥

যে যে বিষয় ভাষায় আছে ইহার প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা যদি কেহ করেন তাহাও এই অঙ্কানুসারে পুস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে পাইবেন। বাঙ্গালীপ্রেসে ছাপা হইল।”

অৰ্দ্ধেক বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত, অপরার্দ্ধে মূল সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থশেষে সংযোজিত আছে। বাঙ্গালা কাগজে কাঠের খোদিত অক্ষরে ছাপা।

গ্রন্থ শেষ—শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত ভাষা জ্যোতিঃসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ। শকাব্দা ১৬৩৮॥ ১২২৩ সাল—১০ই মাঘ।

জ্যোতিষের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকলই এই গ্রন্থে সরল পদ্যে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবারও চেষ্টা হইয়াছে। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি জ্যোতিষশিক্ষার্থীর পক্ষে এইখানি অতি সরল গ্রন্থ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

প্রাচীন গ্রাম্য কবিতা-সংগ্রহ।

মহাস্থানের পৌষ নারায়ণী করতোয়া-স্নানের কবিতা।

শুন শুন সভাপতি করি নিবেদন।
নবীন কবিতা কিছু করহ শ্রবণ॥
এক দিন স্বর্গপুরে যত দেবগণ।
সভা করি বসিয়াছে দেব পঞ্চানন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর আর যম শনি।
বরুণ পবন গ্রহ দিক্‌পাল মণি॥
পৃথিবীর বৃত্তান্ত কথা ভাবে মনে মন।
এবার পৃথিবীতে রাজা হবে কোন জন॥
গো ব্রাহ্মণ জীব হিংসা লোকে করে সদা।
শিষ্যের সাক্ষাতে হেন গুরুর অমর্য্যদা।
বিশ্বাসঘাতকী লোক স্থাপ্য গুপ্ত করে।
পরদারি পরহিংসা প্রতি ঘরে ঘরে॥

মহাদেব কহিছেন চক্রপাণি স্থানে।
পাতকী উদ্ধার হবে নারায়ণী স্নানে ॥
যেমন রাবণ বধের হেতু বান্ধ্যাছিলে সেতু।
পাতকী উদ্ধার হৈতে আছে এই হেতু ॥
বৈশাখ মাসেত কথা উপস্থিত হৈল।
দৈব যোগে হেনকালে পৌষ মাস আইল॥
পৌষ মাসের সোমবার অমাবস্তার ভোগ।
মূলা নক্ষত্রেত পাইল নারায়ণী যোগ ॥
বাইশ রাজা সাজে অথন স্নান করিবারে।
সাহেব লোকে উমেদারেক ডাক দিয়া বোলে ॥
রাজা যেন মহাস্থানে চলিতে না পারে।

* * • *

মহারাজা রামকৃষ্ণ চলিলেন স্নানে।
আর যত রাজা ছিল ভাবে মনে মনে ॥
বর্দ্ধনকুটীর রাজা আইল মনে হয়া হৃষ্ট।
সুসঙ্গের রাজা আইল কুলীনের শ্রেষ্ঠ ॥
যুগলরায়ের পুত্র আইলেন থাকি জাফরসাহী।
গোপালরায়ের পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের ভাই ॥
দামরুলের সন্তান আইল নামে প্রাণনাথ।
যে মাদা স্থাপিত কৈল দেব রঘুনাথ ॥
কচুয়ার লাড়ি আইল জামালপুরের আচার্য্য।
গোঁসাই ডোমনগিরি চলিলেন যেন দ্রোণাচার্য্য।
কালুর আচার্য্য আইল ঢাকন্তর নেড়ী।
গুপ্তজী চলিল যার কচুর কাড়ায় বাড়ী ॥
হুতমুঠের মিঞা আইল খয়েরুল্লা নাম।
বদিজ্জামা চৌধুরী চলে সৈয়দ প্রধান ॥
কাগমারি অঞ্চলে যত জমিদার ছিল।
স্থান ত্যাগ করি তারা মহাস্থানে গেল ॥
পাকুড়িয়া হৈতে আইল ঠাকুর কাশীপতি।
চাঁদঠাকুরের পুত্র তিনি ইন্দ্র জিনি গতি ॥
বৈরার ঠাকুর আইল রাণী ভবানীর গুরু।
দানে অকাতর তিনি যেন কল্পতরু ॥

চৌগাঁয়ের রায় আইল সঙ্গে লয়া হাতি।
দিঘাপতিয়া হৈতে আইল দয়ারাম রায়ের নাতি॥
সিবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, সেরপুর বগুড়া।
বেশ্যা কত সাজিলেন নৌকা ঘাট ভরা॥
ঘরের মধ্যে কুলবধু বোলেন ননদেরে।
তোমার ভাইয়েক বোল যাব স্নান করিবারে॥
গর্ভিনী সাজিল ধাত্রী লয়া সাথে।
দিন ক্ষ্যাণ পূর্ণ হৈল প্রসবিল পথে॥
দান ধ্যান করি সভে হইলেন খুসী।
সেরপুর হৈতে গেলেন অনুপ মুন্সী॥
দান ধ্যান করি সভে হইলেন ঋষি।
মঙ্গলবারের দিন আইল ছয় শত সন্ন্যাসী॥
তারা কাশীবাসী, মহাঋষি, উর্দ্ধবাহুর ঘটা।
বম্ বম্ বম্, গাল বাজাইছে, পায়, পড়িছে জটা॥
লেঙ্গটা সন্ন্যাসী তবে যে দিগেতে ধায়।
মুখে বস্ত্র দিয়া কত স্ত্রীলোক পলায়॥
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়্যা গেল শঙ্কা।
যুগলরায়ের পুত্র পলায় বাজাইয়া ডঙ্কা॥
সন্ন্যাশ আইল বলা লোকের পৈল উৎরোল।
যতেক বাঙ্গাল পলায় করি গণ্ডগোল॥
এক বাঙ্গালে বোলে আলো শুন মোর বাই।
পুড়া পুড়ি লগে লয়া দেশকে চল্যা যাই॥
হিনান করিব্যাম্ দরগা দেখিব্যাম মনেছিল হাদ।
পুড়ি মাগিক লগে আন্যা হবে কৈলাম বাদ॥
হন্যাশী দারুন বেটারা যদি লাগুল পাইব্যাম্।
বেস্তের বারি * * দিয়া দৈর‍্যা লয়্যা জাইব্যাম॥
বেটারা দুষ্ট বর, হিপাহি দড়, থাকে পচ্চিম স্থাশে।
হাজারে, হাজারে, বেটারা, লুট করিতে আইসে॥
বেটাদের অস্ত্র আছে, রাখে কাছে, বন্দুক সাঙ্গি তীর।
তরার চিমীঠা, খাপে ঢালে ঢাকা শির॥
দেখশনা গোড়া আইসে, কুটমুটাইতে হিপাই আইসে আড়ে।
কিম্বাই কর‍্যা পড়ে জানি কোনবা মাউগের গাড়ে॥

কেউ দৌড়্যা যায় আছাড় খায় বুকে লাগে খিল।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কেউ দৌড়ে, ভাতারে মারে কিল॥
মাগি দৌড়া চল নাইক বল, অখন গেল মান।
ভাল মানুষে আবুরু রাখে পল্যা রাখে প্রাণ॥
ভবানী গঞ্জের পথে আইলেন সভে।
জলে মল মূত্র তেজে দেশের স্বভাবে॥
কবিতা রচিল দ্বিজ গৌরী কান্ত নাম।
নিবাস তাহার বটে নারুলি গ্রাম॥
বগুড়ার [পূর্ব্ব ভাগ] চেল পাড়া গ্রাম।
দ্বিজ কুলে উৎপত্তি সেই করে গান॥

সমাপ্ত। সন ১২২০ সাল।

বগুড়া জেলার তিন্ ক্রোশ উত্তরে মহাস্থান নামক স্থানে করতোয়া নদীর তটে পৌণ্ড্রক্ষেত্রে কয়েক বৎসর পরে পরে বিশেষ বিশেষ তিথি নক্ষত্রের মিলনে পৌষ-নারায়ণী স্নান হইয়া থাকে। সে সময়ে বঙ্গের সকল অঞ্চলের লোকই স্নান করিতে আসিয়া থাকেন। বহু লোকের সমাগম হয়। ইহা তদুপলক্ষে লিখিত। কিছু কিছু জানিবার বিষয় আছে।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার

দ্বিতীয় বর্ষের

কার্য্য-বিবরণী

অষ্টম অধিবেশন।

স্থান—রঙ্গপুর টাউনহল, সময়—অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকা।

২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ (১৯০৭) রবিবার।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি এল,
পত্রিকা-সম্পাদক।
সতীশকমল সেন বি, এল, উকীল।
কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, উকীল।
কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল ঐ
মথুরানাথ দেব মোক্তার।
রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
খগেন্দ্রনারায়ণ দাস।
প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস।
অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল উকীল।
শ্রীশগোবিন্দ সেন।
হরগোপাল দাস কুণ্ডু
সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক।
অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
হেমচন্দ্র ভট্ট।
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক।

ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "কৃত্তিবাস"। ৬। প্রদর্শন—(১) শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের সংগৃহীত বগুড়া জেলার বিখ্যাত কয়েকটী প্রাচীন মস্‌জিদ, মন্দির, ও প্রস্তরমূর্ত্তির ছায়া চিত্র ও (২) সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক রামরাম বসু প্রণীত শ্রীরামপুর হইতে প্রথম মুদ্রিত "লিপিমালা" গ্রন্থ। ৭। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতিদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয়ের প্রস্তাব এবং সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী মহাশয়

সভাপতি হইলেন। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সম্পাদক কর্তৃক পঠিত হইয়া, সর্ব্ব-সম্মতিতে গৃহীত ও সভাপতি মহাশয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১। শ্রীযুক্ত সতীশকমল সেন বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।	সম্পাদক।	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার।
২। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বামনডাঙ্গা ছোটতরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।	শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য।	সম্পাদক।
৩। „ কালীনাথ সরকার, ধাপ, রঙ্গপুর।	শ্রীপঞ্চানন সরকার	ঐ
৪। „ বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী টুর ক্লার্ক, ম্যাজিষ্ট্রেট্ অফিস, রঙ্গপুর।	শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।	ঐ
৫। „ অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য লালমণির হাট থানা, লালমণির হাট পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
৬। „ দীননাথ ভট্টাচার্য্য দিলালপুর পোষ্ট, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।	শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী।	ঐ
৭। „ গোলকচন্দ্র দত্ত। শ্যামগঞ্জ, দিলালপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি উপহৃত হইয়াছিল। তজ্জন্য উপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

১। বঙ্গদর্শন ১৩১৩ একাদশ সংখ্যা। ২। জন্মভূমি ১৫শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা।
৩। ভারতী। ৪। রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

মূল সভা ও সভাপতি মহাশয়ের নিকট দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন এপর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর না পাওয়ায়, পুনরায় তাগিদ পত্র লেখার ব্যবস্থা ও আগামী ৯ম মাসিক অধিবেশনে এবিষয়ের একটী মীমাংসা করা হইবে ইহা স্থির হইল।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্ব অধিবেশনে তিনি উপস্থিত না হওয়াতে তাঁহার লিখিত "গোবিন্দ মিশ্রের গীতা" নামক প্রবন্ধের শেষার্দ্ধ পঠিত হইতে পারে নাই। সভ্যগণের এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমোদিত হইলে উহা তিনি পাঠ করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় সর্ব্বসম্মতিতে বলিলেন শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "কৃত্তিবাস" প্রবন্ধ আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে; অদ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের শেষাংশ পাঠ করুন। সরকার মহাশয় প্রবন্ধ

পাঠ করিলেন। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সার সঙ্কলন সহজসাধ্য নহে। সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে।

সকল শাস্ত্রের সার, সকল শাস্ত্রের সংশয়ছেদিনী—মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ মুখনিসৃতা শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই গ্রন্থকারের অবলম্বন।

তিনি শ্রীমদ্ভগবতের পদরচনা ভাষাতে করিয়াছেন। কেবল মূল অনুসরণ করিয়া ভগবদ্গীতার পদরচনা করেন নাই, তাহারও অধিক করিয়াছেন। শঙ্করভাষ্য, শ্রীভাষ্য, হনুমানভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও শ্রীধর স্বামির সুবোধিনী টীকা এই পঞ্চটীকা মিলাইয়া পদরচনা করিয়াছেন। গীতাকে সাধারণের সুবোধ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দর্শনের অতি দুরূহ ব্যাখ্যাও তাঁহার লিপিকৌশলে সহজবোধ্য হইয়াছে। লোকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় তিনি মধ্যে মধ্যে স্বরচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মধুর পদ সন্নিবেশিত করিয়া সোনার উপরে সোহাগা ঢালিয়া দিয়াছেন। এই গীতার বা গীতার্থের প্রকৃত পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত প্রবন্ধকার মূলগীতা ও তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চটীকার সহিত সমুদ্ভাবিত অর্থ উহাতে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা কয়েকটী অর্থ প্রধান শ্লোকের সহিত বিশদভাবে তুলনা করিয়া দেখাইলেন। ইহা দেখাইতে তিনি প্রথমে মূল শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া তাহার পঞ্চটীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাদের পরস্পরের সঙ্গতি দেখাইয়া মিশ্রঠাকুরের পদ উঠাইয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এইরূপে কয়েকটী শ্লোকের তুলনা করিয়া গোবিন্দ মিশ্র ভগবানের বিরাট মূর্ত্তিটী কিরূপে ভাষায় প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা—

সঞ্জয় বদতি শুন অম্বিকার সুত।
কৃষ্টে দেখাইলা রূপ অতি অদ্ভুত॥
অনেক নয়নবক্ত্র বাহু অসংখ্যাত।
কিরিটী কুণ্ডল হার শোভাকরে তাত॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থখানির ভাষা কামরূপী কিন্তু উহাতে কামতাবিহারী বা কোচবিহারী ভাষার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি কামরূপ বা কামতাবিহারে বাস করিতেন। মিশ্রঠাকুরের বাসস্থান ঠিক কোন স্থানে ছিল, প্রবন্ধকার এপর্য্যন্ত ইহাপেক্ষা তাহার অন্য কোন ভাল প্রমাণ প্রাপ্ত হন নাই। তবে তিনি অনুমান করেন যে মিশ্র-ঠাকুরের জন্ম কামরূপ, বাস কামতাবিহারে বা কোচ্‌বিহারে।

কামরূপে বৈষ্ণবদিগের দুইটী সম্প্রদায় আছে দামোদর পন্থী ও শঙ্কর পন্থী। কাম-রূপের অন্তর্গত বিজনী রাজ্যের দামোদর দেব প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ইনি বিজনিরাজ পরম শাক্ত পরীক্ষিত কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কোচবিহারে আসিয়া রাজা প্রাণ-নারায়ণের রাজত্বকালে সাদরে গৃহীত এবং কোচ্‌বিহার রাজ্যের দুই ক্রোশ পশ্চিমে টাকা-গাছ গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বাসস্থান সমতল ভূমি হইতে পঞ্চদশ হস্ত উচ্চে অবস্থিত।

উহা অদ্যাপী "দামোদর-পাট" বলিয়া বিখ্যাত। দামোদরচরিত নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবনী বর্ণিত আছে। উহাতে তিনি ভগবানের ভক্তাবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি বিষ্ণুময় জগত জ্ঞান করিতেন। প্রবন্ধ রচয়িতা এই দামোদর দেবের শিষ্য বলিয়া গোবিন্দ মিশ্রকে অনুমান করেন। নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে তাঁহার এই অনুমানের কারণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রথমে গুরুক, নমস্কার করোঁ,
শির দিয়া চরণত।
যাঁর উপদেশে, জ্ঞানক প্রকাশে,
ঘুচিল অবিদ্যা যত॥
শুদ্ধ সত্যমতি, কৃষ্ণত ভকতি,
পাদপদ্মে নিষ্ঠা যার।
ছদ্মবেশ ধরি, মোহা ভাগবত,
লোকক করিলেন্ত নিস্তার॥
কৃষ্ণ পাদপদ্ম প্রিয় রসপানে,
ভক্তি ভাবে হয়া মত্ত।
বাসুদেব বুদ্ধি, সবাত দেখয়,
জ্ঞানের বুঝিয়া তত্ত্ব॥

শঙ্কর দেবও ঠিক এই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মহাভক্ত হইলেও অবতার বলিয়া গণিত হন নাই। তাঁহাকে লোক মহাপুরুষ এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে মহাপুরুষিয়া ধর্ম্ম বলে। এজন্য মিশ্রঠাকুর যে গুরুকে বন্দনা করিতেছেন, তিনি দামোদর দেব হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন মিশ্রঠাকুরকে ভক্তাবতার চৈতন্য দেবের শিষ্য বলিলে কি ক্ষতি হয়; প্রবন্ধকার ইহার বিরুদ্ধে এই যুক্তি দিলেন যে চৈতন্য দেব জ্ঞানের উপরে ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যেরা অদ্বৈতবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞানকে বিদ্রূপ না করিয়া তৃপ্তি লাভ করে না। গোবিন্দমিশ্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী। তিনি অদ্বৈতবাদী। তিনি জীব ও আত্মার ভেদ স্বীকার করেন না যথা,—

"জেহি ব্রহ্ম সেহি আত্মা নাহিকো অন্তর।
আত্মা ব্যতিরেকে বস্তু নাহিক অপর॥
দেহী বুলি আত্মা অংশ কহয় জীবক।
অবধ্য জীবক লাগি কেনে কর শোক॥

কামরূপ বা কামতা এবং বাঙ্গলা দেশ পূর্ব্বে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। বাঙ্গলা যখন পরাধীন কামতা তখন স্বাধীন। এই দুই স্থানের হিন্দু সমাজও সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কামতা

হিন্দুসমাজ বাঙ্গলার মুখাপেক্ষী ছিল না। স্বাধীন কামতাহিন্দুসমাজ পরাধীন বাঙ্গলা হিন্দুসমাজকে ঘৃণা করিত। এজন্য গোবিন্দমিশ্রের চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই সকল কারণে প্রবন্ধ রচয়িতা নিঃসন্দেহে গোবিন্দমিশ্রকে দামোদর দেবের শিষ্যত্বে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে কামতাবাসী বলিয়াছেন।

গোবিন্দমিশ্র কামতারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ১৬২৫—১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং মিশ্রঠাকুরের রচিত গীতার বয়ঃক্রম আড়াইশত বৎসর হইবে। দামোদরপাটের নিকটে কয়েক জন মিশ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ অদ্যাপী বাস করিতে-ছেন। তাঁহারা মিশ্রঠাকুরের বংশধর কিনা তাহার সন্ধান করা হয় নাই। মিশ্রঠাকুরের অধিক পরিচয় জানা না গেলেও গীতাই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয়, অক্ষয়কীর্ত্তি।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে উত্তর বঙ্গের প্রধান পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে এতদ্দেশীয় এরূপ একটী কবিকে পরিচিত করিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরা এই মিশ্রঠাকুরকে আমাদের দেশীয় কবি বলিতে পারিয়া গর্ব্বিত হইয়াছি। পদ রচনা করিয়া পঞ্চ টীকার এরূপ সমন্বয় আর কেহ করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ মিশ্রের পদ শুনিয়া তাহাকে শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদাবলম্বী নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরমাণুবাদ, প্রকৃতিবাদ ও বিবর্ত্তবাদ বা অদ্বৈতবাদের প্রভেদ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন যে, এই শেষোক্ত অদ্বৈতবাদের পরে আবার এক বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ আছে কিন্তু উহাদের পার্থক্য তিনি ভালরূপ বুঝিতে পারেন না।

গীতার পঞ্চটীকার মধ্যে হনুমানকৃত টীকা সম্বন্ধে বলিলেন যে বস্তুতঃ রামায়নোক্ত মহাবীর হনুমান এ টীকাকার নহেন, ইনি পণ্ডিত হনুমান্। অর্জ্জুন কপিধ্বজ ছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া গীতোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুনের রথোপরি অবস্থিত হনুমান তাহা শুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তাহাও সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় এই গীতাখানিকে বিশদ টীকাসহ উদ্ধার করেন, ইহা তিনি অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ও তাঁহার যে এরূপ ইচ্ছা আছে এবং তজ্জন্য তিনি যে প্রস্তুত হইতেছেন ইহা প্রকাশ করিলেন।]

অতঃপর বগুড়া জেলার কয়েকটী বিখ্যাত মন্দির মসজিদ ও দেবমূর্ত্তির ছায়াচিত্র শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইল। তিনি ছায়াচিত্রগুলির যে বিবরণ প্রদান করিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রের বিবরণ। বগুড়া জেলার সেরপুর মিউনিসিপালিটীর দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্তে করতোয়া নদীতীরে কিছু দূর দূর দুইটী মস্‌জিদ আছে। ঐ মসজিদ দুইটীর ছায়াচিত্র গৃহীত হইয়াছে। উত্তরদিকস্থ মসজিদটীকে "শির মোকাম" ও দক্ষিণ দিকস্থ মসজিদটীকে "ধড় মোকাম" বলে। কথিত আছে যে রাজা বল্লাল সেনের সহিত গাজি

তুরকান সহিদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে নিহত তুরকান সহিদের "শির" অর্থাৎ মস্তক যে স্থানে পড়িয়াছিল তাহাই "শির মোকাম" এবং "ধড়" যে স্থানে পড়িয়াছিল তাহাই "ধড় মোকাম" নামে খ্যাত ও তদুপরি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। বল্লালচরিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে শেষাবস্থায় বাবাআদাম বা বায়াদুম নামক মুসলমানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই তুরকান সহিদ সেই বায়াদুম হইবেন। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব তাঁহার বগুড়া বিবরণীতে এই দুই মসজিদের বিষয় উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত প্রবাদটী লিখিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয় চিত্র। সেরপুরস্থ হরগৌরী-মন্দিরের। ইহার আকৃতি বাঙ্গালা ঘরের ন্যায়। বহু দিনের প্রাচীন মন্দির। প্রদর্শক মহাশয় পূর্ব্বে যে সিংহবংশের রাজাদিগের কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার এক দিকে রাজার নাম অন্য দিকে "হরগৌরীপাদ পরায়ণায়াঃ" এরূপ লিখিত আছে। এক্ষণে এই হরগৌরীর মন্দির সেই সিংহ বংশীয় রাজাদিগের স্থাপিত কিনা, এবং সিংহবংশের কোন রাজা বগুড়া রঙ্গপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের আবশ্যক। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরে একখানি ইষ্টকলিপি আছে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

চতুর্থ চিত্র। সেরপুর ৺গোবিন্দ রায় বিগ্রহের বাটীতে রক্ষিত হরগৌরী, চামুণ্ডা, ও বাসুদেব নামে খ্যাত প্রস্তর মূর্ত্তিত্রয় হইতে গৃহীত হইয়াছে।

প্রথমোক্ত মূর্ত্তির বর্ণনা এইরূপ—স্ত্রীমূর্ত্তি, দশভূজা। নয়ন তিনটী কিনা বুঝা যায় না। তবে দুই চক্ষু গোল এবং ললাটেও তদনুরূপ গোলাকার চিহ্ন রহিয়াছে। গলে নরমুণ্ডমালা দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে খড়্গ, নিম্নের হস্তে গদা, ৩য় হস্তে বাণ, ৪র্থ হস্তে স্ফেণ অর্থাৎ খড়্গাকৃতি অস্ত্রবিশেষ। ৫ম হস্তে খর্পর। বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র, ২য় হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি নিম্নোষ্ঠাধরে স্থাপিত, ৩য় হস্তে ধনু, ৪র্থ হস্তে ত্রিশূল এবং পঞ্চম হস্তে একটী পুং-শব। এই মূর্ত্তিটী একটী দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তির স্কন্ধোপরি দণ্ডায়মানা। উহার উভয় পার্শ্বে দুইটী কঙ্কালসার পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাহাদেরও গলায় মুণ্ডমালা। কাঠাম সহিত এই মূর্ত্তিটীর দৈর্ঘ্য সওয়া হস্ত পরিমিত। অন্য দুইটী মূর্ত্তির বিশেষত্ব কিছুই নাই।

৫ম চিত্র—সেরপুর, দক্ষিণ পশ্চিম খোন্দকারটোলায় খেরুয়া মসজিদের। মসজিদটী এক্ষণে বৃক্ষ লতাদিতে আবৃত বলিয়া চিত্রটী ভালরূপ উঠে নাই। পারসিক অক্ষরের দুই খানি শিলালিপি সংলগ্ন আছে। তাহার প্রতিলিপি প্রদর্শক মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিলিপি সেরপুরের সাবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত কোরবানউল্যা সাহেব পাঠোদ্ধার জন্য কলিকাতাস্থিত এসিয়াটিক সোসাইটীর ডাক্তার রস্ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার রস্ তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা সভায় পঠিত হইল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—

নবাব মূজামুয়াদ খাঁর ব্যয়ে ৯৮৯ হিজরী, ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে, জেলহদ্ মাসে, সোমবারে এই

মসজিদ নির্ম্মিত হয়। আব্দুসসামাদ্ নামক একটী ফকির তৎকালে ঐ মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মসজিদ নির্ম্মাণ কালে মক্কা হইতে আগত কপোত কপোতীর ঐ মসজিদোপরি বাসস্থান প্রার্থনার এক অদ্ভুত উপাখ্যান ও মসজিদ, জলাশয়, পথ ও বৃক্ষাদি রোপণ সম্বন্ধে কএকটী ধর্ম্মোপদেশ উহাতে লিখিত আছে।

৬ষ্ঠ চিত্র—সেরপুর, গোয়ালপাড়াঘাটে রক্ষিত একটী প্রস্তর মূর্ত্তি হইতে গৃহীত। মূর্ত্তিটীর মুখাকৃতি বরাহের ন্যায়, চতুর্ভুজ, পুরুষমূর্ত্তি।

৭ম চিত্র—সেরপুর হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে কাশীপাড়া নামক গ্রামে স্থাপিত কৃশোদরী কালী নামে খ্যাত প্রস্তর মূর্ত্তি হইতে গৃহীত হইয়াছে। যে মন্দিরটীতে উহা স্থাপিত আছে তাহা ক্ষুদ্র ও ভগ্ন, এবং একটী বিশাল বটবৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। উহার সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে "মিঠাপুকুর" নামে একটী পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীটীর অবস্থা ভালই আছে। মূর্ত্তিটীর বর্ণনা এইরূপ—বামহস্তোপরি মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক একটী ভৈরবাকৃতি মূর্ত্তি আড়ভাবে শায়িত, তদুপরি পদ্মাসনে একটী চতুর্ভুজা বৃদ্ধা স্ত্রীমূর্ত্তি উপবিষ্টা, চতুর্হস্তের বামোর্দ্ধ হস্ত কপোলে, ও নিম্নহস্ত জানূপরি স্থাপিত। দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে ডম্বরু, ও নিম্ন হস্ত প্রসারিত, বামপদ সঙ্কুচিত, এবং দক্ষিণ পদ নিম্ন দিকে প্রসারিত, উদর অতিশয় কৃশ বলিয়াই বোধ হয় "কৃশোদরী কালী" নামে খ্যাত হইয়াছেন। উহার দক্ষিণ দিকে গণেশাকৃতি একটী পুরুষমূর্ত্তি ও বাম দিকে বরাহ মস্তকযুক্ত একটী স্ত্রীমূর্ত্তি এবং মস্তকোপরি নানাপ্রকারের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

৮ম চিত্র—সেরপুরের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে কৌশল্যাতলা নামক ক্ষুদ্র পল্লিতে স্থাপিত একটী প্রস্তর মূর্ত্তি হইতে গৃহীত হইয়াছে। এ মূর্ত্তিটীও স্ত্রীমূর্ত্তি, চতুর্ভুজা, মস্তোকপরি একটী সর্প সপ্তফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উহার পদ্মাসনের নিম্নে চারিটী স্ত্রীমূর্ত্তি জোড়করে উপবিষ্টা, সকলের মস্তকেই সর্পফণা এবং কটীর নিম্নদেশ হইতে সর্পাকৃতি। বামে ও দক্ষিণে একটীর পর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি, তাহাদেরও মস্তকে সর্পফণা বিস্তৃত, কটীর নিম্নদেশ হইতে সর্পাকৃতি।

৯ম চিত্র—উপরোক্ত স্থানের অপর দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি হইতে গৃহীত। পুরুষমূর্ত্তিটী দ্বিভূজ, উভয় হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম গ্রহণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্ত্রীমূর্ত্তিটীও দণ্ডায়মানা, বামহস্তে সম্ভবতঃ পদ্মকলিকা, দক্ষিণহস্ত প্রসারিত। এই মূর্ত্তিটীর মস্তকদেশে অনেকগুলি ধ্যানমগ্ন যোগীমূর্ত্তি উপবিষ্টাবস্থায় রহিয়াছে। প্রদর্শক মহাশয় প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, উহার কোন্‌গুলি হিন্দু দেবদেবীর এবং কোন্‌গুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি তাহা স্থির করা আবশ্যক।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বা কোন প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের উপরে ভার দেওয়া কর্ত্তব্য।* শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়

---

* প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় চিত্রগুলি দেখিয়া যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহা পরে প্রকাশিত হইবে

বহু শ্রম স্বীকার এবং নিজ হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া শাখা-পরিষদের জন্য এই সকল অত্যা-বশ্যকীয় ছায়া চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য তিনি সভার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। রঙ্গপুর, বগুড়ার এরূপ প্রাচীন বহু কীর্ত্তি অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। উৎসাহী সভ্য মহাশয়গণের চেষ্টা দ্বারা তাহাদের ছায়াচিত্র সংগ্রহ হইলে ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তির প্রতি সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে এবং তাহার তথ্যাদি আবিষ্কারেরও সহায়তা করিবে। এই সভার কোন কোন সভ্যের ছায়াচিত্র গ্রহণোপযোগী যন্ত্রাদি আছে। তাঁহারা চেষ্টা করিলে এবং ইচ্ছা থাকিলে সভাকে এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় প্রদর্শক কুণ্ডু মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন উহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

অতঃপর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত রামরাম বসু প্রণীত লিপিমালা গ্রন্থ, যাহা সম্পাদক মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইল। গ্রন্থখানির অক্ষর হস্তলিখিত অক্ষরের ন্যায়। কাগজ তুলটের। উহা ফোর্টউইলিয়ম কলেজে পঠিত হইত। গ্রন্থখানির মূল্য ছয় টাকা এবং বাঁধাই খরচ ৸৵১০ পাই ইংরাজিতে লিখিত আছে। বাঙ্গালা অক্ষরের আদিম আকার দেখিয়া সভামণ্ডলী আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। সংগ্রহ কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

মূল সভার সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হওয়াতে সম্পাদক মহাশয় আগামী প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনে বহরমপুরে, রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সর্ব্ব সম্মতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি চতুষ্টয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক   ২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ

৩। „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়   ৪। „ পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ,

প্রতিনিধিগণের নির্ব্বাচন সংবাদ ইত্যাদি সংবাদ পত্রে এবং মূল সভার সম্পাদক ও বহরমপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট জ্ঞাপনের ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

মহন্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত সুমেরুগিরি গোস্বামী, জমিদার মহাশয় সম্পাদকের নামে এক পত্র সহ শাখা-পরিষদে পুরস্কার বিতরণের জন্য নগদ ১৫৲ পনর টাকা সভাস্থলে পাঠাইয়া দেন। উহা সভা হইতে সাদরে গৃহীত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রজনী প্রায় আট ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইল। ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন।

স্থান রঙ্গপুর টাউন হল—সময় অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।
২৪শে চৈত্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ৭ই এপ্রিল ১৯০৭।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
„ রাধারমণ মজুমদার জমিদার
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বি, এল
„ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই
„ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীল
„ ব্রজসুন্দর রায় এম, এ, বি, এল
„ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস্
„ কালীমোহন রায়চৌধুরী হরিদেবপুর
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ কালীকৃষ্ণ দাস স্কুল সব্ইনেস্পেক্টর
„ শ্রীশগোবিন্দ সেন
„ খগেন্দ্রনারায়ণ দাস
„ সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল।

আলোচ্য বিষয়—

১। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ। (১) পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের কৃত্তিবাস (২) শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের মহিলাব্রত। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের প্রেরিত গোপীচাঁদের গান ও ফকিরবিলাপ ও অন্য এক খানি মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনপুঁথি। ৬। বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা। ৭। কাশীমবাজার মহারাজকুমারের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ। ৮। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইয়া সভাপতি মহাশয় দ্বারা স্বাক্ষরিত হইল।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বেলপুকুর, দিলালপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী	সম্পাদক
২। শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী জমিদার, নাওডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী
৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এ, " দুর্গাদাস লাহিড়ী ডাক্তার মহাশয়ের বাসা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
৪। শ্রীযুক্ত মহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী, জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ

কুণ্ডী গোপালপুরের স্বনাম খ্যাত সুকবি ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত মহাত্মার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে একটী কবিতা রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, সভায় তাহার এক খণ্ড উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে সম্পাদক মহাশয় উহা পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশগোবিন্দ সেন মহাশয় বলিলেন যে ঐ কবিতাটীকে কার্য্য-বিবরণী মধ্যে স্থান দেওয়া হউক। ইহাতে কবি কালীচন্দ্রের নামের স্মৃতি রক্ষিত হইবে। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় উহার সমর্থন করিলে সর্ব্ব সম্মতিতে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল। তদনুসারে কবিতাটী এ স্থলে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল।

(স্বর্গীয় মহাত্মা কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী)

(১)

এসেছিলে হাস্তোজ্জল পূর্ণিমার মত।
শুভ্রস্নিগ্ধ দিব্য জ্যোতিঃ করিয়া বিকাশ।
কুণ্ডীর আঁধারাকাশ করি, আলোকিত
ওহে কুণ্ডীধ্রুবতারা, উদার উন্নত।
কমলার পদ্মাসনে বীণার ঝঙ্কার
তুমি তুলেছিলে কবি সকলের আগে।
আছে বীণা কোথা প'ড়ে, শুধু আছে তা'র
সুস্বর লহর রাশি স্মৃতি অগ্রভাগে।
ছিল কুণ্ডী মুখরিত তব মুখ গানে,
ছিল প্রভা প্রভাময় তোমার প্রভায়!
"প্রভাকর কর" তাই বিমুগ্ধ নয়ানে,
হেরিত তোমারে কবি সুতৃপ্ত আশায়।
গিয়াছে সে পুণ্য দিন কোথায় ডুবিয়া
রেখে গেছে সুখ-স্মৃতি প্রোজ্জল করিয়া।

(২)

দেখি নাই স্বর্গ দেব সুষমা মণ্ডিত ;
মন্দাকিনী তটোজ্জ্বল ফুল্ল পারিজাত,
সৌরভ গৌরব যার করে পুলকিত,
হেথা বিশ্ববাসী জনে আনন্দ সম্পাত !
শুনিয়াছি স্বর্গময় মহিমা মণ্ডিত ;
ছিল তব উচ্চ হৃদি, কল্পনা প্রপাত—
শুভ্র জ্যোৎস্না স্নাত বক্ষে অবাধে ছুটিত
তরঙ্গিয়া সুখ দুঃখ বিশ্বের আঘাত।
রাজর্ষি, কোথায় কোন্ উচ্চ সিংহাসনে
বিরাজিত আজি তুমি পূত স্বরগের,
কবিত্ব কিরীট শিরে মণ্ডিত প্রসূনে ?
নমি মোরা আশীর্ব্বাদ কর আমাদের।
এ জীবনে তব নাম যেন না পাশরি,
তব কীর্ত্তি তব খ্যাতি সদা অনুসরি ॥

শ্রীযতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(লোকরঞ্জন প্রেস রঙ্গপুর)

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "কৃত্তিবাস ও তাঁহার রামায়ণ" প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সার নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কৃত্তিবাস বাঙ্গালার আদি কবি না হইলেও মহাকাব্য রচনার পথ প্রদর্শক, এজন্য তিনি বঙ্গভাষার বিধাতাপুরুষ। কৃত্তিবাসের স্বরূপ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত অন্ধকূপে নিমজ্জিত। প্রবন্ধ রচয়িতা এক খানি পুরাতন হাতের লেখা রামায়ণে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যে বিবরণ পাইয়াছিলেন তাহা কোন মুদ্রিত রামায়ণে নাই এবং পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ নাই। ইহাতে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে এবিবরণটী প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু পুরাতন হাতের লেখা আরও অনেক রামায়ণে এই বিবরণটী আছে অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইয়াছে। পরবর্ত্তী সামাজিক ঘটনাতেও ইহার সত্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বিবরণটী রচয়িতা সম্পূর্ণ প্রকটিত করিয়াছেন।

কবির পূর্ব্ব-পুরুষ নৃসিংহ ওঝা রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিতে বাধ্য হন। তিনি যে রাজার আশ্রয়ে বাস করেন তাহার নামোল্লেখ না করিয়া কেবল গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই গৌড়েশ্বরের সভাসদাদির নামের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে রাজা কংশনারায়ণকেই কবির উল্লিখিত গৌড়েশ্বর বলিয়া অনুমান হয়। ইহাতে কবিকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। রাজা

কংশনারায়ণ তাহেরপুরে রাজত্ব করিয়া ছিলেন; তাঁহারই অনুমতিক্রমে কবি ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন। উপরোক্ত বিবরণে লিখিত হইয়াছে কবি কৃত্তিবাস মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিবসে রবিবারে শুভ বাসন্তীপঞ্চমী তিথিতে, ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের বৎসর নির্ণয় করা কঠিন। সুবর্ণগ্রামে ১৩৪০ খৃঃ অব্দে কুতবউদ্দিনের বিদ্রোহ কালে, নৃসিংহ ওঝা ফুলিয়াগ্রামে গিয়া বাস করেন। এই নৃসিংহ ওঝার তিন পুরুষ নিম্নবর্ত্তী কবি কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ ১৪২০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান বর্ষের মাঘমাসের সংক্রান্তি হইতে গণনা করিলে Precession of the equinoxes ধরিয়াও আমরা ১৪৩০ খৃঃ অব্দে উপস্থিত হই। কবি ফুলের মুখুটী ছিলেন। তিনি ওঝা বংশে জন্মিয়া উপরোক্ত বিবরণে আপনাকে মুখুটী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মুখুটীগ্রামীগণ কুলে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। সুতরাং ওঝা অপেক্ষা মুখুটী বলিয়া পরিচিত হওয়াই অধিক গৌরব-জনক ইহা তিনি মনে করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বকথিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে নৃসিংহ ওঝা বেদানুজ নামক এক মহারাজার এবং তাঁহার পিতামহ "উধ", দনৌজমাধব নামক মহা-রাজার মহাপাত্র ছিলেন। এই দনৌজমাধব রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের মতে ১২৮০ শকে রাজত্ব করিতেন। কুলজী গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খান্‌কে লইয়া ১৪৮০ শকে মালাধরীমেলের সৃষ্টি হয়। কবি সে সময়ে জীবিত ছিলেন ইহা এক্ষণে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। বড়গঙ্গাপারে ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতির ন্যায় গুরুর নিকটে তিনি (কৃত্তিবাস) বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অন্নদামঙ্গলের "পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গাপার" ইত্যাদির দ্বারা কবি উত্তর বঙ্গের ঋষিতুল্য কোন গুরুর নিকটে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যাইতেছে। রাজা রঘুনাথ, যিনি কবিকঙ্কণের আশ্রয়দাতা ছিলেন, তিনি ১৫৭৩-১৬০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ১৪৯৫ শকের বহুপূর্ব্বে ভাষা-রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। মালাধরীমেলের সৃষ্টির কাল ১৪৮০ হইতে কীর্ত্তিবাসের জন্ম ন্যূনকল্পে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ধরিলেও তাঁহার বয়স এই সময়ে ৮০ হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দের বংশাবলী গ্রন্থ ১৪৪৭ শকের রচনা। সেই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"কৃত্তিবাসকবির্ধীমান্ সাম্যঃ শান্তিজনপ্রিয়ঃ"। কবি ইহারও পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা করিয়া কবিনামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ১২ হইতে ৩০ বৎসর কাল বিদ্যা-ভ্যাসের সময় বাদ দিলে কবি ১৪৩০ হইতে ১৪৪০ শকের মধ্যে আপনার ভাষা-রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর কৃত্তিবাসের সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল কি না তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধরচয়িতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কৃত্তিবাস উত্তমরূপ সংস্কৃত জানিতেন। কেবল মূল রামায়ণে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করায়, এবং কৃত্তিবাসী খাঁটি রচনা আজকাল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া কোন কোন স্থানে মূল রামায়ণের সহিত কবির রচিত ভাষা-রামায়ণের বৈষম্য ঘটিয়াছে। রঙ্গপুরে কবি কৃত্তিবাসের অযোধ্যা,

অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, ও লঙ্কাকাণ্ড হাতে লেখা পুঁথি প্রবন্ধরচয়িতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ পুঁথির সময় ১১৫২ সাল। লেখকের নাম নাই, এই পুঁথির সহিত যে বটতলা ও জয়গোপালী রামায়ণের বহু পাঠবৈষম্য আছে, তাহা অনেক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। আধুনিক রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবের পরিচয় দিয়া প্রবন্ধরচয়িতা বলিয়াছেন যে মূল রামায়ণে উহার চিহ্নমাত্র নাই; রঙ্গপুর হইতে যে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতেও নাই। শাক্ত বৈষ্ণবের ঘোরতর দ্বন্দ্বের কালে যে তাহাদের নিজ নিজ মনোমত কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ উদ্ধৃত করিয়া কবির অলঙ্কারাদি বোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে রামায়ণিক ও মহাভারতিক কালের ও কৃত্তিবাসের সময়ের সামাজিক ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানাদির উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণ ব্যতীত কৃত্তিবাস আরও দুইখানি কাব্য লিখিয়াছেন এক খানি "শিবরামের যুদ্ধ" ও অপর খানি যোগাদ্যার বর্ণনা। এই দুইখানি পুঁথি রচয়িতা দেখেন নাই। শিশুবোধকে গঙ্গার যে বর্ণনা আছে তাহা কাহার রচিত তাহার উল্লেখ নাই। রঙ্গপুরে কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত ঐ গঙ্গার বর্ণনার পুঁথি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ বন্দনাটীর শেষে ১৪৮৭ শকও লেখা আছে। কৃত্তিবাসের হাতের লেখা বলিয়া প্রবন্ধরচয়িতার কোন বন্ধু উহা তাঁহাকে দিয়াছেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত বঙ্গভাষার লেখক নামক গ্রন্থে তৎ সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ গঙ্গার বন্দনাকে কবিকঙ্কণের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন পুঁথিতে তিনি উহাতে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ভণিতাও দেখিতে পাইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পুঁথি ব্যতীত আরও যে কয়েকখানি পুঁথি রচয়িতা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতেও ঐ গঙ্গার বন্দনায় কৃত্তিবাসেরই ভণিতা আছে। পূর্ব্ববঙ্গের রামায়ণগুলির সহিত পশ্চিম বঙ্গের রামায়ণের অনেক পাঠ বৈষম্য আছে। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে পূর্ব্ববঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের কবিরা কৃত্তিবাসের গঙ্গার স্তব প্রভৃতি অন্যান্য রচনার স্থলে আপনাপন ভণিতা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কৃত্তিবাস পাঁচকুলে সাজিপুর্ণ করিয়াছেন ইহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া প্রবন্ধ রচয়িতা আপন প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গের প্রধান পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর প্রকাশিত কবিজীবনী গ্রন্থে হীরেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং কালীকান্ত বাবু যে বিশেষ কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা তাঁহার বিবেচনা হয় না। রামায়ণ ও মহাভারতের সময় যে সকল আচারাদির বিষয় প্রবন্ধ-রচয়িতা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত তিনি ঐক্যমত হইতে পারেন না। প্রবন্ধটীর স্থানে স্থানে যেন অসামঞ্জস্য দোষও হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। যাহাহউক প্রবন্ধটী

দ্বিতীয়বার সংশোধিত হইলে এবং পুরাকালের আচারানুষ্ঠানাদির বিষয় উহা হইতে পরিত্যক্ত হইলে মন্দ হইবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে কালীকান্ত বাবু যেরূপ গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন, এ প্রবন্ধে তাহা দিতে পারেন নাই। তাহেরপুরের কংসনারায়ণ গৌড়েশ্বর কিনা সন্দেহের কারণ নাই। আরাকানরাজ কংসনারায়ণকে পঞ্চগৌড়েশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাহেরপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন সামাজিক আচারাদির বিষয়ে প্রবন্ধ রচয়িতার সহিত তাঁহারও বিষম মতানৈক্য আছে। অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। প্রবন্ধ অসামঞ্জস্যতা দোষে দুষ্ট ইহা তিনি মনে করেন না।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন কৃত্তিবাসের নিজ হস্তলিখিত গঙ্গার বন্দনা, প্রবন্ধ রচয়িতা পাইয়াছেন কিনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য। যদি সত্য সত্যই উহা কবির নিজ হস্ত লিখিত বন্দনা হয় তবে কালীকান্ত বাবু যে একটী আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। গঙ্গার বন্দনা যে কৃত্তিবাসেরই লিখিত তৎসম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ রচয়িতার সহিত এক মত হইতেছেন। উত্তর বঙ্গে ভাষারামায়ণের বিশুদ্ধতা আজও অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ উহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে এই সমালোচনা শুনিয়া নিজের কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

সময়াভাব বশতঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের মহিলাব্রত নামক প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই। উহা আগামীতে পঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় বৌদ্ধযুগের গোপীচাঁদের গান ও ফকির বিলাস নামক এক খানি প্রাচীন মুসলমানি উপদেশ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া সভায় উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় ঐ পুঁথিগুলি ও গানের সংগ্রহটী সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। সম্পূর্ণ গোপীচাঁদের গান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে গানটী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করা হউক, এবং সভার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান হউক, ইহা সর্ব্ব সম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইল। আধুনিককালের মুসলমান কবির রচিত পদ্য গ্রন্থখানি প্রকাশের উপযুক্ত হইবে কি না তাহা গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি নির্ণয় করিবেন এবং যথা সময়ে তাহার ফলাফল গ্রন্থরচয়িতাকে জানাইবেন।

মূল সভার সম্পাদক, রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশনে যে সকল প্রতিনিধি মূল সভা হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া রঙ্গপুরে শুভাগমন করিবেন তাঁহাদের নাম সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সেই পত্রখানি পঠিত হইল। উহাতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণের নির্ব্বাচন সংবাদ লিখিত আছে।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ,বি,এল,এটর্ণি,এট,ল   পণ্ডিত ক্ষীরদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক বঙ্গদর্শন
„ মন্মথ মোহন বসু
„ গোবিন্দলাল দত্ত
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মূল সভার সম্পাদক
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী ঐ সঃসম্পাদক
„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্রদাস গুপ্ত

উপরোক্ত চতুর্দ্দশ প্রতিনিধির মধ্যে অধিকাংশেরই আগমনের সম্ভাবনা আছে, ইহাও ঐ পত্রে লিখিত হইয়াছে। সম্ভব হইলে বৈশাখ মাসের মধ্যে বার্ষিক অধিবেশন করা হউক মূলসভার ইহাও ইচ্ছা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, মহাশয় বলিলেন যে বৈশাখ মাসের মধ্যে সমস্ত উদ্যোগ করা সম্ভবপর নহে। বিশেষ একটা বৃষ্টি না হইলে সুবিধামত কোন কার্য্য করা যাইবে না। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসে সুবিধাজনক ছুটী নাই। আষাঢ় মাসেও ভাল ছুটী পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাস মধ্যে অধিবেশন করা যাইতে পারে না। এজন্য জ্যৈষ্ঠের প্রথমে বা আষাঢ়ের প্রথমেই দিন স্থির করা আবশ্যক। অধিবেশন সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপরে ভার দেওয়া হইল। আগামী দশম মাসিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ঐ অধিবেশনের দিন ও বিষয়াদি স্থির করিয়া সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন। মূল সভা উৎসাহের সহিত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া তৎসংবাদ পাঠাইয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইল। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মূলসভা ও সভাপতি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়াই বার্ষিক অধিবেশনের দিন স্থির করিবেন।

অনন্তর সম্পাদক মহাশয়, রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে বহরমপুর প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা এবং সাহিত্যসেবী মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র নন্দী বি, এ, মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে যে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল এবং তদুত্তরে মহারাজা সভাকে যে ধন্যবাদ দিয়াছেন তাহা সভায় পাঠ করিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বহরমপুরের প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনী স্থগিত হইয়াছে। সর্ব্ব সম্মতিতে মহারাজার এই বিপৎপাতে সমবেদনা-প্রকাশক মন্তব্য গৃহীত ও প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনীর পুনঃপুনঃ এরূপ পরিণতিতে খেদ প্রকাশ করা হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রজনী প্রায় ৭।০ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ১৯শে মে, (১৯০৭)।

স্থান—রঙ্গপুর টাউনহল। সময়—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী ঐ

শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এল্
„ হরগোপাল দাসকুণ্ডু, সহঃ পত্রিকা সঃ
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ শশীমোহন অধিকারী, বঙ্গজননী পঃ সঃ
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী, উকীল

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল
„ পঞ্চানন সরকার, এম্.এ, বি,এল্ পঃ সঃ
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

আলোচ্য-বিষয়াদি—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—পূর্ব্ব অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট "মহিলাব্রত" ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের "উত্তরবঙ্গীয় গ্রাম্য শ্লোকসংগ্রহ"। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত "শ্রীনাথী মহাভারত ও "শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা" নামক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিদ্বয়। ৬। দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন ও উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সংবাদ। ৭। কাকিনারাজের বাঙ্গালাভাষায় প্রবন্ধ রচনার জন্য দুইশত টাকা পুরস্কার প্রদানের সংবাদ। ৮। বিবিধ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উপরোক্ত সভ্যগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের সভাসমিতি সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত নববিধিদ্বারা রঙ্গপুর প্রকাশ্যভাবে সভাসমিতি করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এ সংবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের নিকটে অদ্যই তারযোগে আসিয়াছে, ইহাও তিনি পরম্পর অবগত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে টাউনহলে উপরোক্ত সভার দশম মাসিক অধিবেশন করা সঙ্গত হইবে কি না তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া তবে সভার কার্য্যারম্ভ করুন। ইহাতে সভ্যগণ একমত হইয়া স্থির করিলেন যে অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক। সম্পাদক মহাশয় সত্বর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির একটী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া অতঃপর কিরূপ ভাবে সভার কার্য্যাদি চলিবে তাহা স্থির করিবেন।*

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী সহঃ সভাপতি।
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

* কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি, গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ, উহার ৫ম অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন যে আপাততঃ রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের মাসিক ও বার্ষিক অধিবেশনাদি আহূত হইবে না। সভার কার্য্যালয়ে প্রতিমাসে কেবল কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন আহূত হইয়া সাধারণ অধিবেশনের মত সাপেক্ষে সভার যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে। এই কারণেই দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন ও উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন স্থগিত করা হইয়াছে। অতঃপর যেরূপ ব্যবস্থা হইবে সভ্যগণ তাহা সময়ে জানিতে পারিবেন। সম্পাদক।

রঙ্গপুর-শাখা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বিতীয় ভাগ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, সম্পাদক।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহঃ সম্পাদক।

রঙ্গপুর।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত)

সূচী।

কলিকাতা।

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, [illegible]বাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেস"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রি[illegible]

১৩১৪ বঙ্গাব্দ

গোবিন্দমিশ্রের গীতা।

গীতার প্রথম অধ্যায়টী কথা মাত্র। সংগ্রামক্ষেত্র, যুদ্ধোদ্যোগ, সৈন্যসমাবেশ, সৈন্য-দর্শন, সৈন্যমধ্যে আত্মীয়ের দর্শন, তাঁহাদের আসন্ন মৃত্যুচিন্তার উদয়, তজ্জনিত অর্জ্জুনের বিষাদ ও বৈক্লব্য ইত্যাদি বর্ণিত। এই গুলি গীতার উত্তরভাগের তত্ত্বালোচনার অবতরণিকা মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোক পর্য্যন্ত তত্ত্বালোচনা দেখা যায় না। একাদশ শ্লোক হইতে তত্ত্বালোচনার আরম্ভ। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমধুসূদন এই জন্যই এই একাদশ শ্লোক হইতে তাঁহাদের ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। একাদশ শ্লোকটীই গীতার প্রকৃত আরম্ভ। এই শ্লোকটী গীতার বীজমন্ত্র বলিয়া উদ্গীত। এই একাদশ শ্লোক হইতে পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোক দ্বারা গীতা মন্ত্রমালার দেবতা আত্মা স্তুত, গীত, অন্বেষিত, দৃষ্ট, নির্ণীত ও বর্ণিত। সুতরাং এই শ্লোককয়েকটীর শ্রীমদ্ গোবিন্দমিশ্রকৃত ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ (২।১২)

এই শ্লোকটীর "পঞ্চ-টীকা" নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এই কয়েকটী টীকা আলোচনা করিয়া মিশ্রঠাকুর তাঁহার পদ রচনা করিয়াছেন। আমরাও এই কয়েকটী টীকা আলোচনা করিয়া দেখি, গীতার টীকা-সমুদ্ভাসিত অর্থ পদগুলিতে কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। কিরূপেই বা মিশ্রঠাকুর এই "পঞ্চটীকা" চাহিয়া অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক "নিজ মতি অনুসারে শ্লোক ভাঙ্গি" পদ করিয়াছেন।

গীতার জ্ঞানবাদ, কর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদ লইয়া বাদবিতণ্ডা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহার উদ্দেশ্য, মূল গীতার সহিত গোবিন্দমিশ্রের অন্বয়-নির্ণয়; সুতরাং কেবল শ্লোকটীর অর্থ সম্বন্ধে টীকা উদ্ধৃত করা হইল।

১। তত্রৈবং সম্মূঢ়চেতসো মিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্যার্জুনস্যান্যত্রাত্মজ্ঞানাদুদ্ধরণমপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবস্ততঃ কৃপয়ার্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাত্মজ্ঞানায়াবতারয়ন্নাহ অশোচ্যানিত্যাদি। ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ। তানশোচ্যান্ অন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি। তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তমহম্ তৈর্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনা ইতি। ত্বং প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে। তদেতন্মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যঞ্চ বিরুদ্ধম্ আত্মনি দর্শয়সি, উন্মত্ত ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ মৃতান্ অগতাসূন্ অগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ ন অনুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ

পণ্ডিতাঃ আত্মজ্ঞাঃ পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ, "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" ইতি শ্রুতেঃ। পরমার্থতস্তু নিত্যানশোচ্যানমুশোচস্যতোমূঢ়োঽসীত্যভিপ্রায়ঃ।—শঙ্করাচার্য্যঃ।

২। গীতাভাষ্যবিবেচননামকটীকায় আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলেন।

যস্যাজ্ঞানং তস্য ভ্রমো, যস্য ভ্রমস্তস্য পদার্থপরিশোধনপূর্ব্বকং সম্যগ্ জ্ঞানং বাক্যাদুদেতি ইতিজ্ঞানাধিকারিণং অভিপ্রেত্যাহ অশোচ্যান্ ইত্যাদি। ... ... ন শোচ্যা ইতি কথম্ তেষামশোচ্যত্বমিত্যুক্তে ভীষ্মাদিশব্দবাচ্যানামশোচ্যত্বং তৎপদলক্ষ্যানামেবেতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি সদ্বৃত্তত্বাৎ। যে ভীষ্মাদিশব্দৈরুচ্যন্তে তে শ্রুতিস্মৃত্যাদীরিতাবিগীতাচারবত্ত্বাদশোচ্য-তামশ্নুবীরন্ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ পরমার্থেতি। অরজতে রজতবুদ্ধিবদ্ অশোচ্যেষু শোচ্যবুদ্ধ্যা ভ্রান্তোঽসীত্যাহ তানিতি। অনুশোচনপ্রকারমভিনয়ন্ ভ্রান্তিমেব প্রকটয়তি তে ম্রিয়ন্ত ইতি। পুত্রভার্য্যাদিপ্রযুক্তং সুখং আদিশব্দেন গৃহ্যতে। ইত্যনুশোচিতবানসীতি সম্বন্ধঃ। বিরুদ্ধার্থাভিধায়িত্বেনাপি ভ্রান্তত্বমর্জ্জুনস্য সাধয়তি ত্বং প্রজ্ঞাবতামিতি। উৎসন্ন-কুলধর্ম্মাণাং ইত্যাদীনি বচনানি। কিমেতাবতাফলিতমিতি তদাহ তদেতদিতি। তন্মোচাম্ অশোচ্যেষু শোচ্যদৃষ্টিত্বমেতৎ পাণ্ডিত্যং বুদ্ধিমত্তাং বচনভাষিত্বং ইতি যাবৎ। অর্জ্জুনস্য পূর্ব্বোক্তভ্রান্তিভাকৃত্বে নিমিত্তমাত্মাজ্ঞানমিত্যাহ যস্মাদিতি। ননু সূক্ষ্মবুদ্ধিভাক্‌মেব পাণ্ডিত্যং নত্বাত্মজ্ঞত্বং হেত্বাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তেহীতি। পাণ্ডিত্যং পণ্ডিতভাবমাত্মজ্ঞানং নির্ব্বিদ্য নিশ্চয়েন লব্ধ্বা "বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্" ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিমুক্তার্থমুদাহরতি। যথোক্ত-পাণ্ডিত্যরাহিত্যং কথং মমাবগতমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যদর্শনাদিত্যাহ পরমার্থতস্ত্বিতি। যস্মা-দিত্যস্যাপেক্ষিতং দর্শয়তি অত ইতি। (আনন্দগিরি)

৩। অত্র "দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্" ইত্যারভ্য যাবৎ "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীম্ বভূব হ"—ইত্যেবমন্তো গ্রন্থঃ শোকমোহবলসংসারোঽবিদ্যামূল ইতি প্রদর্শনার্থেন ব্যাখ্যেয়ঃ। অশোচ্যানিতি। অশোচ্যাঃ ন শোচ্যাঃ ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ ধার্ম্মিকত্বাৎ, বস্তুতস্তু পর-মার্থস্বরূপত্বাৎ; অন্বশোচঃ অনুশোচিতবান্ ত্বং প্রজ্ঞা পরমাত্মজ্ঞানং তন্নিমিত্তাংশ্চ বাদান্ বচনানি ইহ ভাষসে। গতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যেষাং তে গতাসবস্তান্ গতাসূন্ অগতপ্রাণাংশ্চ পণ্ডিতাঃ পরমার্থবিদো নানুশোচন্তি। অহো মূঢ়ত্বং প্রজ্ঞা পরমা কুতস্তে। (হনুমান্)

৪। দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি। তদ্বিবেক প্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ অশোচ্যানিত্যাদি শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন শোচোঽনুশোচিতবানসি "দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা তত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে। ন তু পণ্ডিতোঽসি যতঃ পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূন্ জীব-তোঽপি "বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি" না শোচন্তি। পণ্ডিতাঃ বিবেকিনঃ। (শ্রীধর)

৫। অশোচ্যান্ প্রেতানুশোচসি:—"পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া"

ইত্যাদিকান্ দেহাত্মস্বভাবপ্রজ্ঞানিমিত্তবাদাংশ্চ ভাষসে। দেহাত্মস্বভাবজ্ঞানবতাং নাত্র কিঞ্চিচ্ছোককারণমস্তি। গতাসূন্ দেহান্ অগতাসূনাত্মনশ্চ প্রতি তয়োর্যাথাত্ম্যবিদো ন শোচন্তি; অতস্ত্বয়ি বিপ্রতিষিদ্ধমিদমুপলভ্যতে। "যদেতান্ নাহং হনিষ্যামি" ইতি অনুশোচনং, যচ্চ দেহাত্মাতিরিক্তাত্মজ্ঞানকৃতধর্ম্মাধর্ম্মভাষণং। অতো দেহস্বভাবং ন জানাসি, ন তদতিরিক্তমাত্মানং নিত্যং; তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতং যুদ্ধাদিকং ধর্ম্মাঞ্চ; ইদং যুদ্ধং ফলাভিসন্ধিরহিতং আত্মযাথাত্মপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতং। আত্মা হি ন দেহাদীনজন্মা ন দেহমরণাদীনবিনাশশ্চ, তস্য জন্মমরণয়োরভাবাদ্ অতঃ স ন শোকস্থানং দেহস্তুচেতনঃ পরিণামস্বভাবঃ তস্যোৎপত্তিবিনাশযোগঃ স্বাভাবিক ইতি। সোঽপি ন শোকস্থান-মিত্যভিপ্রায়ঃ। (রামানুজঃ)

পঞ্চটীকা উপরে উদ্ধৃত হইল। এখন এই পঞ্চটীকার আলোচনা করা যাউক। শ্লোকটীতে কয়েকটী অর্থপ্রধান পদ আছে। সেই কয়েকটী পদের কোন্ পদের কে কি ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা আলোচনা করিয়া তুলনা করিলে পঞ্চটীকার পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত হইবে এবং শ্লোকটীর নিষ্কর্ষার্থ বুঝা যাইবে। তৎপর পুথিখানিতে লিখিত গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-পদ সমালোচনা করিলে গ্রন্থখানিতে মূলগীতার অর্থ-প্রতিবিম্ব-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকটীতে তিনটী পদ অর্থ প্রধানঃ—

১। অশোচ্যান্—

২। প্রজ্ঞাবাদান্—

৩। পণ্ডিতাঃ—

গতাসূন, অগতাসূন্ এই পদ দুইটীর অর্থও আলোচনা করা আবশ্যক।

১। অশোচ্যান্—

ন শোচ্যা অশোচ্যাঃ ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ তান-শোচ্যান্—(শঙ্করাচার্য্যঃ)

২। কথম্ তেষাম্ শোচ্যত্বমিত্যুক্তে ভীষ্মাদিশব্দবাচ্যানাম্ শোচ্যত্বং তৎপরলক্ষ্যাণাং বেতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি সদ্বৃত্তত্বাদিতি। যে ভীষ্মাদিশব্দৈরুচ্যন্তে তে শ্রুতিস্মৃত্যু-দীরিতাবিগীতাচারবত্বান্ ন শোচ্যত্বমর্হন্তীরয়িতার্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ পরমার্থেতি অরজতে-রজতবুদ্ধিবদ্ অশোচ্যেষু শোচ্যবুদ্ধ্যা ভ্রান্তোঽসি ইত্যাহ তানিতি। (আনন্দগিরি)

৩। অশোচ্যা ন শোচ্যাঃ ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ ধার্ম্মিকত্বাৎ বস্তুতস্ত পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ। (হনুমান্)

শঙ্করাচার্য্য যে অর্থে "সদ্বৃত্ত" বলিয়াছেন, হনুমান্ সেই অর্থেই "ধার্ম্মিক" বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের "সদ্বৃত্তত্বাৎ" পদের ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি বলিয়াছেন, ভীষ্মদ্রোণাদিশব্দ দ্বারা যাহাদিগকে বুঝাইতেছে (অর্থাৎ তন্নামধেয় দেহসম্বন্ধী জীব) তাহারা শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যময় হইয়াছেন; সুতরাং মৃত্যুান্তরকালে তাহাদের সদ্গতি হইবে, অতএব তাহারা অশোচ্য।

শঙ্করাচার্য্য অশোচ্যতার দ্বিতীয় হেতু নির্দ্দেশ করিলেন "পরমার্থেন চ নিত্যত্বাৎ"। আনন্দগিরি এই পদের বিশদবিবৃতি করেন নাই। কিন্তু "অশোচ্যান্" পদের ব্যাখ্যায় অর্থবিভাগ করতঃ দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত "তৎপদলক্ষ্যাপাং বেতি" এই কথা দ্বারা "পরমার্থেন চ নিত্যত্বাৎ" এই পদের অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন। পরমার্থবিচারে ভীষ্মাদি—পদলক্ষ্য নিত্যবস্তু পরমাত্মা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

হনুমান্ অশোচ্যতার দ্বিতীয় হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন "বস্তুতস্ত পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ" অর্থাৎ বিচারে ভীষ্মদ্রোণাদি পরমাত্মস্বরূপ; সুতরাং অশোচ্য।

শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান্ তিন জনেরই মতে ভীষ্মদ্রোণাদিশব্দ দ্বারা বাচ্যার্থে তন্নামধেয় জীব বা দেহসম্বন্ধী জীব। লক্ষ্যার্থে পরমাত্মা বুঝাইতেছে। বিচারতঃ উভয়ই অশোচ্য।

৪। শ্রীধরস্বামী—"অশোচ্যান্" এই পদের "শোকস্যাবিষয়ীভূতান্ বন্ধূন্"—এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু টীকার প্রারম্ভে "দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি প্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ।" এই বলিয়া ব্যাখ্যায়মান শ্লোকের উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যায়মান শ্লোকের উত্তর চরণের ব্যাখ্যার সহিত সঙ্গতি করিয়াও দেখা যায় যে, শ্রীধরস্বামী দেহ ও আত্মার ভেদ নির্দ্দেশ করতঃ উভয়ের অশোচ্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপিচ "শোকস্যাবিষয়ীভূতান্ বন্ধূন্" "গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্" ইত্যাদি পদস্থিত "বন্ধূন্" শব্দ দ্বারা দেহশব্দের অর্থে দেহসম্বন্ধী জীবই বুঝা যাইতেছে; কেবল স্থূল দেহ নহে।

এই চারিটী টীকার অর্থে বেশ মিল দেখা যায়। চারিটী টীকায় 'অশোচ্যান্' 'গতাসূন্' 'অগতাসূন্' এই কয়েকটী পদ, "বন্ধূন্" এই একটী বিশেষ্য পদ কল্পনা করিয়া তাহার বিশেষণস্বরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গতাসূন্ ও অগতাসূন্ "বন্ধূন্" অর্থাৎ জীবিত ও গতজীবিতবন্ধু বা বন্ধুর জীবন ও মরণ, অর্থাৎ দেহ ধারণ ও দেহ নাশ বুঝাইতেছে।

৫। রামানুজ—"অশোচ্যান্" পদের বিশেষ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু উত্তর চরণের ব্যাখ্যায় "গতাসূন্ দেহান্, অগতাসূন্ আত্মনশ্চ প্রতি তয়োর্যাথাত্ম্যবিদো নানুশোচন্তি," এইরূপ অর্থ করিয়া দেহাত্মস্বভাব ও সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, দেহ উৎপত্তি ও বিনাশশীল; সুতরাং দেহের জন্য শোক অযৌক্তিক। আত্মা নিত্য জন্ম ও মরণশূন্য; সুতরাং তাহারও জন্য শোক অবিধেয়।

এখন দেখা যাইতেছে, রামানুজের সহিত পূর্ব্বোক্ত চারিটী টীকাকারের "গতাসূন্" "অগতাসূন্" এই পদ দুইটীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও অশোচ্যতার হেতু সম্বন্ধে বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। শোক বিষয় বন্ধুকে দুইটী পদার্থে ভাগ করিয়া উভয়তঃই পঞ্চটীকা অশোচ্যতা অবধারণ করিতেছেন; কিন্তু পদার্থ দুইটীর স্বভাবসম্বন্ধে টীকাকারদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রামানুজ একাকী একমত। অপর চারি জন একমত। তুলনায় জন্য মত দুইটী পরস্পরসমীপে উল্লিখিত হইল।

শঙ্করাচার্য্য—জীব ও পরমাত্মা।

রামানুজ—দেহ ও আত্মা।

আত্মা বা পরমাত্মা নিত্য, সুতরাং অশোচ্য। কিন্তু দেহের অশোচ্যতা জন্ম-মরণের স্বাভাবিকতা। জীবের অশোচ্যতার কারণ, শঙ্করাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ধার্ম্মিকতা। শঙ্করাচার্য্যের ভীষ্মাদিপদবাচ্য জীব ও রামানুজের "গতাসূন্" পদদ্বারা উপলক্ষিত দেহ, বিভিন্ন পদার্থ। কিন্তু দেহ অর্থে যদি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহই বুঝা যায়, তবে দেহ ও জীবে পার্থক্য অধিক বলিয়া বোধ হয় না।

প্রজ্ঞাবাদান্—

১। প্রজ্ঞাবতাম্ বুদ্ধিমতাং বাদান্ বচনানি চ ভাষসে।—শঙ্করাচার্য্য।

২। অশোচ্যেষু শোচ্যদৃষ্টিস্বমেতৎ পাণ্ডিত্যং বুদ্ধিমতাং বচনভাষিত্বং।—আনন্দগিরি।

৩। প্রজ্ঞাবতাং পরমাত্মজ্ঞানাং।—হনুমান্

৪। প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং।—শ্রীধর

৫। প্রজ্ঞাবাদান্ দেহাত্মস্বভাবনিমিত্তপ্রজ্ঞাবাদান্।—রামানুজ।

শ্রীধরের টীকায় বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। রামানুজ ও হনুমান্ একমত। শঙ্করাচার্য্যও তচ্ছিষ্য আনন্দগিরি একমত। শেষোক্ত মতে প্রজ্ঞাবাদ শব্দের অর্থ—বুদ্ধিমানের মত কথা মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ পাণ্ডিত্যহীনতা। অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞানশূন্যতা অর্থাৎ মুখে পণ্ডিতালি।

পণ্ডিতাঃ—

পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতাঃ আত্মজ্ঞাঃ পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাম্ তে হি পণ্ডিতাঃ।—শঙ্করাচার্য্য

পণ্ডিতাঃ বিবেকিনঃ।—শ্রীধরস্বামী

রামানুজ, "দেহাত্মস্বভাবজ্ঞানবতাম্ নাত্র কিঞ্চিৎ শোককারণমস্তি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পণ্ডিতশব্দের অর্থ দেহাত্মজ্ঞানবান্ বুঝাইতেছেন।

সুতরাং পণ্ডিত শব্দের অর্থে টীকাকারগণ মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

এখন অর্থপ্রধান পদ কয়েকটীর ব্যাখ্যা আলোচনা করা হইল। কিন্তু শ্লোকটীর ব্যাখ্যার পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে সকলের সুবোধার্থ পূর্ব্ব বৃত্তের কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা আবশ্যক।

যুদ্ধজন্য কুরুক্ষেত্রে কৌরবের ও পাণ্ডবের সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে। সকলে প্রাণপণে যুযুৎসু। সৈন্যপরিচর্য্যা জন্য উভয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করিতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ উভয় সৈন্য মধ্যে রথ রাখিলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, উভয় সৈন্য মধ্যে তাঁহার নিজের আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধবগণ "প্রাণক্ উৎসর্গি" যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত। যুদ্ধে ইহাদের মরণ নিশ্চিত। জয় পরাজয় অনিশ্চিত। ফলও রুধিরপ্রদিগ্ধ। নিজের হৃদয় উৎপাটন ও প্রমথন করিয়া তন্মিশ্রিত অন্নভোগ। চিন্তায় অর্জ্জুন নিতান্ত বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

অর্জ্জুন বোলেন্ত প্রভু শুন কৃপাময়।
বন্ধুগণ দেখি মোর কম্পয় হৃদয়॥
সকল শরীর কম্পে লোম শিহরিল।
হস্তের গাণ্ডীব ধনু খসিয়া পড়িল॥

* * * *

জাক লাগি রাজ্য ভার তাকে সংহারিবোঁ।
বন্ধুহীন হৈলে পাছে রাজ্য কি করিবোঁ॥
ইতো রাজ্য যদি হঞো ত্রৈলোক্যের পতি।
তভো মোর বন্ধু বধ না করিবোঁ আতি॥

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের বিসদৃশ ভাব দেখিয়া লৌকিক নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন ;—

ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম জানা এড়া* অসন্তোষ।
আতাইতাই বধিতে তিল মাত্র নাই দোষ॥

দেখাইলেন, যে ছয়টী দোষে দুষ্ট অপরকে আততায়ী বলে, সেই ছয় দোষ "কৌরবত্ সাঙ্গোপাঙ্গে আছে।" আততায়ী কৌরবকে মারিতে কিছু মাত্র দোষ নাই। অর্জ্জুনের মনে এই প্রবোধ লাগিল না ; তিনি উত্তর করিলেন ;—

অর্জ্জুন বোলেন্ত শাস্ত্রে দোষ নাহি কয়।
কিন্তু অর্থ শাস্ত্র সিতো† ধর্ম্ম শাস্ত্র নয়॥

* * * *

তারা রাজ্যলোভে ধর্ম্ম বুদ্ধি হৈল হত।
মুঞি কেনে জানি প্রবর্ত্তাইব অধর্ম্মত॥

* * * *

স্বামিক মারিলে তার যতেক যুবতী।
বিহুয়া‡ হৈবেক ভজিবেক অন্য পতি॥
সন্ততি সন্তান তার হৈবেক অস্থর।
জাতি নষ্ট হৈলে হৈবে বর্ণশঙ্কর॥
শঙ্কর হইলে সদা নষ্ট হবে জ্ঞান।
পিতৃলোক না পাইবে উদকপিণ্ডদান॥
জাতিকুল ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম হৈব হত।
উর্দ্ধ হবে§ পিতৃলোক পড়িব অনন্ত॥

* এড়া=এড় ত্যাগকর। † সিতো=সে ত।
‡ বিহুয়া=বিধবা। § হবে=হইতে, কামতাবিহারী "হাতে"।

কৃষ্ণ পুনরায় প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। অর্জ্জুনের বিসদৃশ ভাব দেখাইয়া তিরস্কার করিলেন ;—

কুরু পাণ্ডবর, অনেক কালর,
যুদ্ধের আরম্ভ কাজে।
সম্মুখ সংগ্রামে রথ রাখাইলা
উভয় সেনার মাঝে॥
পৃথিবী ভিতর যত বীরবর
তোমাক অগ্রত গণি।
সম্মুখ সংগ্রামে কোন বীর কান্দে
নাহি দেখি নাহি শুনি॥

এই হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন ;—

এড়ি স্বর্গ পথ, অসাধুর মত,
করহ অকৃতি নয়।
দুর্ব্বলক এড়া, ডাম্পি ধনু ধরা,
যুদ্ধে উঠা ধনঞ্জয়॥

কিন্তু অর্জ্জুনের মন প্রবোধ মানিল না। বিষাদ গেল না। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলের কথা ছাড়িয়া এখন যুদ্ধকার্য্যেরই অন্যায্যতা দেখাইয়া বলিলেন।

ভীষ্ম গুরু দ্রোণ, দোঁহার চরণ,
সদা লাগে পূজিবাক।
অহর্নিশি সেবা, করিতে লাগয়
কি মতে যুঝিব তাক॥

অবশেষে অর্জ্জুন— ন যুঝিব বলি, প্রতিজ্ঞা করিল,
মৌনে রহিলন্ত বসি।

কৃষ্ণ দেখিলেন, অর্জ্জুন কথা বলিতেছেন, জ্ঞানীর মত। কথায় ধর্ম্মের দোহাই দিতেছেন। কিন্তু শোক করিতেছেন। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তিবশতঃ অর্জ্জুনের বৃথাজ্ঞানিতাভিমানের উদয় হইয়াছে। পরমার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে এই ভ্রম সমুদ্র হইতে অর্জ্জুনের উদ্ধারের আর উপায় নাই। তাই অর্জ্জুনের জ্ঞানিতাভিমান অথচ বস্তুতঃ অজ্ঞানের কথা মনে করিয়া কৃপার সখা বলিয়া শ্লেষপূর্ব্বক :—

অর্জ্জুনক চাই, কৃষ্ণ কহিলন্ত
অল্প করি হাসি হাসি।

তত্ত্বালোচনার অবতরণিকা পূর্ব্ব বৃত্ত বর্ণিত হইল। এখন শ্লোকটীর আলোচনা করা যাউক। শ্লোকটী এই—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

অর্থবিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শ্লোকটীদ্বারা পূর্ব্ববৃত্ত বর্ণিত তিনটী ভ্রম লক্ষ্যীকৃত হইয়াছে।

১। শোক—ভ্রম।

২। অশোচ্য-শোচন—বিপ্রতিষিদ্ধার্থ সম্পাদন।

৩। অশোচ্য-শোচন আর প্রজ্ঞাবাদ-ভাষণ—এইটী বাক্‌ক্রিয়ার বিরোধ তত্ত্বদৃষ্টির অভাব অথচ জ্ঞানিতাভিমান।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার শোক ও বাদ-ভাষণ পাণ্ডিত্য-বিরুদ্ধ। কারণ—পণ্ডিতেরা গতপ্রাণ ও অগতপ্রাণ উভয়তঃ শ্লোকের বিষয় দেখিতে পান না। এখন টীকাধৃত অর্থ ও এই বিশ্লিষ্ট অর্থ আলোচনা করিয়া দেখিলে শ্লোকটীর এই তাৎপর্য্য বুঝা যায়ঃ—

তুমি "উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং" "কথম্ ভীষ্মমহং সংখ্যে" "গুরূন্‌ হত্বা" ইত্যাদি প্রজ্ঞাবাদ মুখে বলিতেছ অথচ অশোচ্য-বিষয়ে শোক-প্রকাশ করিতেছ, প্রকৃতপক্ষে তুমি পণ্ডিত নও। কারণ—পণ্ডিতেরা গতপ্রাণ ও অগতপ্রাণ কাহারও জন্য শোক করেন না। অশোচ্যে শোচ্য-দৃষ্টি অরজতে রজতজ্ঞানবৎ অসর্প ভ্রম বলিয়া রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ জানেন। দেহ জীব ও আত্মার স্বভাব বিচার করিয়া অজ্ঞানকৃত ভ্রম দূর করতঃ তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করিয়া জন্মমরণ-জনিত শোক হৃদয়ে স্থান দেন না।

শ্রীমদ্‌গোবিন্দমিশ্র কৃত এই শ্লোকটীর পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাৎপর্য্য ও টীকার অর্থের সঙ্গে মিলাইয়া দেখুন।

তুয়া সব্যসাচি মুখে পণ্ডিতালি
কর পণ্ডিতক চাই।
তীর্থযাত্রা কালে তপ্নীক হরিলা
তাত কিছু দোষ নাই॥১
জাত শোক নাঞি তাত শোক কয়া
মুঞি বোধোঁ বারবার।
পণ্ডিত না হব বাদ মাত্র কব
প্রজ্ঞাবাদ আপনার॥২
গুরু উপজিতে আনন্দ না করে—
মরিতে না করে শোক।
মান অপমান যাহাক না থাকে—
সেহিসে পণ্ডিত লোক—॥৩
মৃত্যু উপজয় সব ভ্রম ময়
সুখ দুঃখ যত তাব—

দেখে আত্মা পর অবিদ্যা ভিতর
অজ্ঞান না ঘুচে যেবে ॥৪
পথে আছে জড়ি সর্প হেন পড়ি
পুরুষক ভয় পাবে।
তৎকালে ভয় মরণ সংশয়
বিচার না করে যেবে ॥৫
পাছে বিচারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া
সন্নিধ চাপিয়া তার।
সর্প ভয় ভ্রম তিলে দুর গৈলা
জড়ি গাছ মাত্র সার ॥৬
দেহার নগদ আত্মার মরণ
কহে অজ্ঞানক পাই।
ব্যাপক আত্মার পরিচ্ছিন্ন করে—
জার আদি অন্ত নাই ॥৭

প্রথম পদটী অর্জ্জুনের জ্ঞানিতাভিমান লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সোপহাস বাক্য। এইটি পূর্ব্বে উদ্ধৃতপদগত "অল্প করি হাসি হাসি" ও ১০ম শ্লোকের "প্রহসন্নিব" পদের এবং ১১শ শ্লোকের "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—পদের অন্তর্নিহিত অর্থের স্ফুটতরা অভিব্যক্তি। ১ম চরণটী অর্জ্জুনের পণ্ডিতাভিমানিতার প্রত্যুত্তর। ২য় চরণটী সুভদ্রাহরণের উপোদ্ঘাত অর্জ্জুনের ধর্ম্মাধর্ম্মভাষণের বিশেষতঃ "উৎসন্নকুলধর্ম্মণাম্" ইত্যাদি এবং উদ্ধৃত পদ "স্বামিক মারিলে যতেক যুবতী" ইত্যাদি বাক্যের সোপহাস প্রত্যুত্তর। অর্জ্জুনের নিজের বাক্ক্রিয়ার বিবোধের স্ফুটতরা অভিব্যক্তি

জাত শোক নাই তাত শোক করা
মুঞি বোধোঁ বারম্বার।
পণ্ডিত না হব বাদমাত্র কব
প্রজ্ঞাবাদ আপনার ॥ ২ *

* এই পদটী ১১শ শ্লোকটীর ১ম চরণের ভাষানুবাদ বলা যাইতে পারে। পদের ২য় চরণটীতে শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরিকৃত "প্রজ্ঞাবাদ" শব্দের "বুদ্ধিমতাং বচনভাষিত্বং" এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। ১ম পদের "মুখে পণ্ডিতালি" এই বাক্যেও আনন্দগিরিকৃত অর্থ পরিস্ফুট গৃহীত দেখা যায়। "মুঞি বোধোঁ বারম্বার" এই পদটীর দ্বারা পূর্ব্ববৃত্ত নির্দ্দেশিত হইয়াছে, এইটী শ্রীধর স্বামীর "ময়া বোধিতোঽপি পুনঃ পুনঃ" এই টীকার অনুরূপ।

পুত্র উপজিতে আনন্দ না করে—
মরিতে না করে শোক।

মান অপমান জাহাত না থাকে—
সেহিসে পণ্ডিত লোক ॥৩

এইটী ১১শ শ্লোকে দ্বিতীয় চরণের ভাষানুবাদ বলা যাইতে পারে। "গতাসূন্" "অ-গতাসূন্" এই পদের অর্থে রামানুজ ব্যতীত অপর চারি জন টীকাকার—তদ্বিধান্ "বন্ধূন" বলিয়াছেন। গোবিন্দমিশ্র সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। স্নিগ্ধতম বন্ধু বলিয়া "বন্ধু" স্থলে "পুত্র" উল্লিখিত হইয়াছে। জীবনের মূলীভূত জন্মদ্বারা জীবন লক্ষিত হইয়াছে। "নানু-শোচন্তি" পদের "সুখৈর্দুঃখৈশ্চ নাভিভবন্তি" এই স্থলসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া বিভাগ করতঃ স্থলবিশেষে বিশিষ্টার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। অপিচ জীবনকালে দ্বন্দ্ববিষয়ে পণ্ডিতের সর্ব্বতো-ভাবে উদাসীনতা দেখাইবার জন্য শ্রীমদ্ গোবিন্দমিশ্র নিজমতি অনুসারে দ্বিতীয় পদটী যোজনা করিয়া প্রস্তুত অর্থের বিবৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুখে দুঃখে অনভিভবতারূপ পণ্ডিতের ব্যবহার সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন।

অতঃপর পদগুলিতে হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক 'অশোচ্য' পদের ব্যাখ্যা ও লক্ষ্যার্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মৃত্যু উপজয় সব ভ্রমময়
সুখ দুঃখ যত ভাব।
দেখে আত্মা পর অবিদ্যা ভিতর
অজ্ঞান না ঘুচে যেবে।৪
পথে আছে জড়ি সর্প হেন পড়ি
পুরুষক ভয় পাবে।
তৎকালে ভয় মরণ সংশয়
বিচার না করে যেবে।৫
পাছে বিচারিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া
সন্নিধ চাপিয়া তার।
সর্প ভয় ভ্রম ভিলে দূর গৈলা
জড়ি গাছ মাত্র সার ॥৬

অরজতে রজতবুদ্ধি, অসর্প রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি, ভ্রম। বিচারে যথার্থবৎ বস্তুজ্ঞান জন্মিলে আর সে ভ্রম থাকে না। অজ্ঞানজনিত মনের ভয়ও দূর হয়। বন্ধুবিয়োগে শোচ্যবুদ্ধিও সেইরূপ ভ্রম। ভ্রমহেতু অযথাবৎ বস্তুপ্রতিভানজন্য শোকের উদয়। ভ্রম দূর হইলে যথার্থবৎ বস্তুজ্ঞান জন্মিলে শোক আর থাকিতে পারে না। এইটী আনন্দগিরির "অরজতে রজতবুদ্ধিবৎ" এই টীকাবাক্যের অনুসরণ করিয়া লিখিত। কিন্তু, রজ্জুতে সর্প জ্ঞানে ভয়ের উদয় যেরূপ, দেহাত্মবিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ সেইরূপ শোক দৃষ্টি; এই

দুইটী ভাবোদয়সাম্য দেখাইবার জন্য রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রমের দৃষ্টান্ত পরিগৃহীত হইয়াছে।

রজ্জুতে সর্পবুদ্ধিবৎ দৃষ্টান্তে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি পরিস্ফুট। অরজতে রজতভ্রান্তি-দৃষ্টান্তে সেই বিক্ষেপ পরিস্ফুট নাই। এই জন্য গোবিন্দমিশ্র রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির দৃষ্টান্তটী গ্রহণ করিয়াছেন।

যতদিন অবিদ্যার নিবৃত্তি না হয়, ততদিন জন্ম মৃত্যু, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দেহের ধর্ম্মগুলি আত্মায় আরোপিত হইয়া থাকে। এইটী রজ্জুতে সর্প বুদ্ধিবৎ ভ্রম। এই ভ্রমবশতঃই অপণ্ডিতেরা দেহের উৎপত্তিতে আত্মার উৎপত্তি ভাবিয়া আনন্দে, এবং দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ ভাবিয়া দুঃখে, অভিভূত হইয়া থাকে। কিন্তু ;—

দেহার নগত, আত্মার মরণ,
কহে অজ্ঞানক পাই।
ব্যাপক আত্মার, পরিচ্ছিন্ন করে,
যার আদি অন্ত নাই ॥৭

দেহ ও আত্মা দুইটী ভিন্ন পদার্থ। দেহ জন্মবিনাশশীল। আত্মা সর্ব্বগত বিভু নিত্য অনন্ত। দেহের জন্মমরণের দ্বারা ইহার সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় না। মোহবশতঃ অনন্ত অপরি-মেয় আত্মাকে সাধারণ লোকেরা জন্মমরণাবচ্ছিন্ন ভাবিয়া থাকে।

শ্লোকের অর্থ বিভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের অর্থের সহিত মিল করিয়া পদগুলির অর্থ দেখান হইল। পদগুলিতে টীকাদ্বারা সমুদ্ভাসিত শ্লোকার্থ সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। "অশোচ্যান্" পদের ব্যাখ্যায় পঞ্চটীকা আলোচনা করিয়া দেহ ও আত্মার প্রভেদটী সুন্দররূপে দর্শিত হইয়াছে। দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্তিও সুস্পষ্ট প্রদর্শিত।

পদগুলিতে রামানুজের দেহাত্মবিবেকসম্বন্ধে ব্যাখ্যা পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্রই শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হনুমান্ ও শ্রীধরস্বামীর মত গৃহীত হইয়াছে। গোবিন্দমিশ্র দেহ অর্থে দেহসম্বন্ধী জীবই বুঝিয়াছেন। ২য় অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন ;—

কর্ণ দুর্য্যোধন বলি খ্যাত সর্ব্বলোক।
সেহি দেহ নষ্ট হইলে তাত কেনে শোক ॥

এইটী আনন্দগিরির "যে ভীষ্মাদিশব্দৈরুচ্যন্তে" ইত্যাদি টীকার অন্যত্র বিক্ষিপ্ত প্রতি-বিম্ব মাত্র।

দেহাত্মসম্বন্ধে ভ্রান্তিব্যাখ্যায় আনন্দগিরির টীকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। আর শেষ পদটীতে আলোচ্যমান শ্লোকের—"পরমার্থতস্তু নিত্যান্ অশোচ্যান্ অনুশোচন্ততঃ মূঢ়োঽসি", পরমার্থত যাহা নিত্য ও অশোচ্য তাহার জন্য শোক করিতেছ, সুতরাং তুমি মূর্খ, শঙ্করাচার্য্যের এই তাৎপর্য্যটী পরিগৃহীত হইয়াছে।

পঞ্চ টীকাধৃত অর্থের সহিত মিশ্রঠাকুর নিজ মতিও কিছু মিশ্রিত করিয়াছেন, যথা-স্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

এখন দেখুন, পদগুলি আলোচ্যমান শ্লোকের ভাষানুবাদ কি টীকা। ভাষানুবাদ নিশ্চিতই নহে। ভাষ্যও বলা যায় না। কিন্তু পদগুলি ১১শ শ্লোকের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা। এই গুলিকে ভাষায় শ্লোকটীর ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। গ্রন্থ খানিকে "ভাষায় গীতার্থ বিবেচন টীকা" নাম দেওয়া যাইতে পারে। অথবা কবির কথা অবলম্বন করিয়া "গীতার্থ বিবেচন প্রবন্ধ"ও বলা যাইতে পারে।

নত্বেবাহং জাতু নাসম্ ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরং॥ ১২।২
ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মরূপেণ ইত্যর্থঃ—শঙ্করাচার্য্যঃ

এই তাৎপর্য্যের অনুসরণ করিয়া গোবিন্দ মিশ্র পদ করিলেন।

তুমি আমি আদি, যত লোক দেখা,
আছিলা পূর্ব্ব কালত।
সম্প্রতি সবহি আছে বিত্তমান,
থাকিব পাছ কালত॥

এই শ্লোকটীতে "অহং ত্বং ইমে বয়ং" ইত্যাদি দ্বারা পরস্পর ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করা-চার্য্য টীকায় বলিলেন, "দেহ ভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনং নতু আত্মাভিপ্রায়েণ"। দেহভেদ বুঝাইতে বহুবচন, আত্মার ভেদ বুঝান অভিপ্রায় নহে; এই বলিয়া বহুত্বের ব্যাখ্যা করি-লেন। হনুমান্ ভেদের ব্যাখ্যায় বলিলেন '-বহুবচনং দেহাভিপ্রায়েণ। বহুষু জায়মানেষু বিনশ্যৎসু চ আত্মনো জন্মবিনাশৌ নস্তঃ ইত্যুক্তং ভবতি'। দেহাভিপ্রায়ে বহুবচন। দেহের জন্মবিনাশে আত্মার জন্মমরণ নাই, এই কথা বলা হইতেছে।

ইহারা আত্মার একত্ব, জীবের বহুত্ব, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীব ও পরমাত্মার পরমার্থতঃ অভেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু রামানুজ অহং ইত্যাদিতে ভেদ, বয়ং ইত্যাদিতে বহুবচন প্রয়োগ দেখিয়া, সর্ব্বেশ্বর ও আত্মার ভেদ এবং আত্মার বহুত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শ্লোকটীর তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন;—

"যথাহং সর্ব্বেশ্বরঃ পরমাত্মা নিত্য ইতি নাত্র সংশয়স্তথৈব ভবন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মানোঽপি নিত্যা এব ইতি মন্তব্যা এবং ভগবতঃ সর্ব্বেশ্বরাৎ আত্মনাং চ পরস্পরম্ ভেদঃ পরমার্থিক ইতি ভগবতৈবমুক্তং ইতি প্রতীয়তে।"

আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা নিত্য তাহাতে যেরূপ সংশয় নাই, সেইরূপ তোমরাও ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্য; এইরূপে ভগবান্, সর্ব্বেশ্বর হইতে আত্মার ভেদ তথা আত্ম মধ্যে পরস্পর ভেদ পার-মার্থিক এই কথা বলিতেছেন। ফল কথা, রামানুজ যাহাকে আত্মা বলিতেছেন, শঙ্করা-চার্য্য তাহাকে জীব বলিতেছেন।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন :—

"যথাহং পরমেশ্বরঃ জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাবতিরোভাবাৎ নাসমিতি তু নৈব" লীলাবিগ্রহের আবির্ভাবতিরোভাববশতঃ আমি যেমন ছিলাম না এরূপ নহে।

এই ব্যাখ্যায় "পরমেশ্বর" এই পদটীর দ্বারা পরমেশ্বর ও জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু "ইমে" ইত্যাদি পদের নিত্যত্ব ব্যাখ্যায় তদ্ধেতু "মদংশ-ত্বাৎ" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবে ঔপাধিক ভেদ এ পর্য্যন্ত থাকিলেও পারমার্থিক ভেদ থাকিতেছে না। উত্তর শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও শ্রীধরস্বামী ঈশ্বর ও জীবের ব্যবহারিক ভেদ অঙ্গীকার করিয়া, "একের নিত্যত্ব স্বীকারে অপরের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না", এই পৃচ্ছা উত্থাপন করতঃ শ্লোকটী তৎসমাধানস্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"নন্বীশ্বরস্য তব জন্মমরণাদিশূন্যত্বং সত্যমেব জীবনাং তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে তত্রাহ দেহিন ইত্যাদি"। তুমি ঈশ্বর, তোমার জন্ম মরণ শূন্যতা সত্য। কিন্তু জীবগণের জন্ম মরণ প্রসিদ্ধ।

শ্রীমদ্গোবিন্দমিশ্র শ্রীধরস্বামীর মতানুবর্ত্তন করিয়া তদর্থানুযায়ীপ্রশ্নপূর্ব্বক ১৩শ শ্লোকের পদ করিলেন ;—

বুলিবা ঈশ্বর জন্ম মৃত্যু হীন
তুমি থাকা সর্ব্বদাই।
আন যত লোক কত উপজয়
কত কত মরি যাই॥ ১

একে শরীরত বাল্য যুব বৃদ্ধ
হবে যেন পুরুষর
দেহ এড়ি জীব আন দেহে জন্ম
মৃত্যু সেহি পাঠান্তর॥ ২

যদি বোলা আর ইতো দেহে নষ্টে
ইতো জীব নষ্ট হয়।
আন দেহ ধরি পুনর্ব্বার আসি
ভিন্ন জীব উপজয়॥ ৩

জানিবা জীবের পূর্ব্ব যে দেহের
পূর্ব্ব সংস্কার জন্তু।
সেহি সংস্কারে পুনঃ দেহ ধরে
নিষ্ঠে জানা স্বরূপত॥ ৪

যেন শরীরর সর্প কয় এড়ে
জীবের সিমত পুনু।

পূর্ব্ব সংস্কারে সেহি জীব নহে
তনক পিয়াবে তনু ? ॥ ৫

জেন বাল্য দেহ ধরি উপজয়
যুবা ভৈল মধ্য কালে।

বাল্য যুবা দুয়ো অবস্থা দূর হৈ
বৃদ্ধ অবস্থাক পাইলে ॥ ৬

বাল্য যুবা জরা তিনিয়ো অবস্থা
একে দেহে পাবে লোক।

বাল্য গুচি জেবে বৃদ্ধক পাইলেক
তাক কেনে নাহি শোক ॥ ৭

জেবে বোলা বাল্য যুবা জরা ভৈল
তিনি কাল স্মরে মনে।

জেবে পূর্ব্বে দেহ সংস্কার নাই
উৎপত্তি প্রলয় কেনে ॥ ৮

মন ইন্দ্রি প্রাণ সমস্ত থাকয়
অবস্থা সে দূর যাই।

আত্মা সেহি মত শরীর সে নষ্ট
আত্মার মরণ নাই ॥ ৯

জীবর মরণ কহে জিতো জন
সবে মিথ্যা মহাভাগ।

কর্ম্ম সংস্কারে আন দেহ ধরে
পূর্ব্ব দেহা করি ত্যাগ ॥ ১০

উপরি লিখিত পদগুলি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক ভাঙ্গিয়া করা হইয়াছে। ১৩শ শ্লোকটী এই:—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩।২

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন।

"দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব নতু স্বতঃ পূর্ব্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ—তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব ন তু তাবদাত্মনো নাশঃ জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ ॥

দেহাভিমানী জীবের স্থূলদেহে কৌমারাদি অবস্থা সেই দেহনিবন্ধনা, জীবের স্বভাবগত

নহে; কারণ অবস্থা ভেদেও "এই আমি সেই" এই রূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। এই স্থূল দেহ নাশে দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ লিঙ্গশরীরনিবন্ধনা। তাহাতে আত্মার নাশ হয় না। জাত মাত্র শিশুর মাতৃ স্তন্যপানে প্রবৃত্তিদর্শনে পূর্ব্ব সংস্কার অনুমিত হয়।

দেহী আত্মার স্থূলদেহের অবস্থাভেদ যেমন বাল্যাদি, লিঙ্গ দেহের অবস্থাভেদ সেইরূপ জন্মান্তরপ্রাপ্তি। উভয়তঃ ভেদ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মাত্র, আত্মার বিনাশ নাই।

এখন মিলাইয়া দেখুন।—

উদ্ধৃত পদগুলির ১ম পদটী পূর্ব্বকথিতা পৃচ্ছা। ২য় পদটীকে শ্লোকটীর ভাষানুবাদ বলা যাইতে পারে। তৎপর লিখিত পদগুলি পূর্ব্বোক্তার্থের বিশদ ব্যাখ্যা। ৩য় পদটী দেহের উৎপত্তিবিনাশে দেহাভিমানী জীবের উৎপত্তি বিনাশ আশঙ্কা করিয়া উত্থাপিত প্রশ্ন। তদুত্তর পদগুলি তাহারই উত্তর। ৪র্থ পদটীতে জীবের জন্মান্তরপ্রাপ্তির হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। ৫ম পদটীতে জীবের জন্মান্তরপ্রাপ্তি প্রমিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পদটীতে স্থূল দেহের অবস্থাভেদের সহিত লিঙ্গদেহের জন্মান্তরপ্রাপ্তির তুলনা ও শোকের নির্নিমিত্তকতা প্রদর্শন। ৮ম পদটীতে দর্শিত হইয়াছে স্মৃতি যেমন পূর্ব্বপ্রতীতি স্মরণ করাইয়া বর্ত্তমান "আমি"র সহিত অতীত "আমি"র যোজনা করতঃ উভয় প্রতীতিকে একই "আমি"র অবস্থা ভেদ বলিয়া জানাইয়া দেয়; সেইরূপ জাতমাত্র শিশুর স্তন্য পানাদিকার্য্যে প্রবৃত্তি, তৎকারণ পূর্ব্ব সংস্কার অনুমান করাইয়া বর্ত্তমান জন্মের জীবের সহিত পূর্ব্বজন্মের জীবের যোজনা করতঃ উভয় জন্মে জীবের অনন্যত্ব প্রতিপাদন করে। ৯ম ও ১০ম পদটীতে পরস্পর তুলনা দ্বারা স্থূলদেহের অবস্থাভেদে লিঙ্গদেহের স্থিরত্ব ও দেহদ্বয়ের নাশে তদতিরিক্ত আত্মার অবিনাশিতা দেখান হইয়াছে। অপিচ নবম পদটীতে লিঙ্গদেহের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

পদগুলি আলোচনা করা হইল। টীকাও আলোচিত হইয়াছে। শ্লোকটীর টীকোদ্ভাসিত অর্থের অবিকৃত বিমল প্রতিবিম্ব পদগুলিতে স্ফুটতর আলোকে আলোকিত হইয়াছে।

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥"১৪।২

এই শ্লোকটীর পদঃ—

পার্থক সম্মুখি কৃষ্ণ বাক্য বোলে পুনঃ।
শোকের ব্যবস্থা কহোঁ শুনিয়ো অর্জ্জুন॥
যদি বোলা ক্লেশ দুঃখ সহন না জাই।
চির কাল তথাপি ন থাকে সর্ব্বথাই॥
শীত উষ্ম সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় বিষয়।
ন ভবস্ত (নষ্ট বস্ত) বুলিয়া সহিও ধনঞ্জয়॥
শীত কালে উষ্ম উষ্ম কালে হৈব শীত।
দুইক দুই পরিবর্ত্তে শরীরর হিত॥

শীতে শীত উষ্মে উষ্ম জেবে দুঃখ পাই।
কিন্তু কত কাল থাকে কতকাল নাই॥
সুখ দুঃখ কত আসে কত থাকে যাই।
ইহাকে বোলয়ে শাস্ত্রে আগম-অপাই॥

"যদ্যাত্মনাশনিমিত্তঃ শোকো ন ভবতি নিত্য আত্মেতি জানতঃ তথাপি শীতোষ্মনিমিত্তঃ শোকো সম্ভবতি ইত্যেতদর্জ্জুনবচনমাশঙ্ক্য মাত্রাস্পর্শাস্থিতি।" (হনুমান)

"নন্থ তান্ অহং ন শোচামি তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজম্ মামেবেতি তত্রাহ মাত্রস্পর্শা-ইতি।" (শ্রীধর)

"যদ্যপি আত্মবিনাশনিমিত্তঃ শোকো ন সম্ভবতি নিত্য আত্মেতি বিজানতস্তথাপি শীতোষ্ম-সুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে সুখবিয়োগনিমিত্তো মোহঃ দুঃখসংযোগ-নিমিত্তশ্চ শোকঃ। ইত্যেতদর্জ্জুনবচনমাশঙ্ক্য আহ। মাত্রস্পর্শা ইতি।" (শঙ্করাচার্য্য)

আত্মা নিত্য মানিলাম, তাহার জন্য শোক অনুচিত। শীত উষ্ম সুখ দুঃখ ইত্যাদি নিমিত্ত শোকাদি সকলেই করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত শোকাদিও অপরিহার্য্য। আমিও তজ্জন্য শোক করিতেছি :—

টীকাকারগণ এইটী ১৪শ শ্লোকের প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোবিন্দ মিশ্রও,—

"পার্থক সম্মুখি কৃষ্ণ বাক্য বোলে পুনঃ।
শোকের ব্যবস্থা কহোঁ শুনিয়ো অর্জ্জুন॥
যদি বোলা ক্লেশ দুঃখ সহন না জাই।

এই প্রশ্ন করিয়া তৎসমাধানস্বরূপ উদ্ধৃত শ্লোকের পদ করিলেন,—

চির কাল তথাপি ন থাকে সর্ব্বথাই—
শীত উষ্ম সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় বিষয়।
ন ভবন্ত বলিয়া সহিও ধনঞ্জয়॥

এই সার্দ্ধৈকপদে শ্লোকার্থ বলিয়া শীতোষ্ম সুখ দুঃখের স্বভাব ও সম্বন্ধ এবং "আগমা-পায়ি" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শীতকালে উষ্ম উষ্ম কালে হৈব শীত।
দুইক দুই পরিবর্ত্তে শরীরর হিত॥
শীতে শীত উষ্মে উষ্ম জেবে দুঃখ পাই।
কিন্তু কত কাল থাকে কত কাল নাই॥
সুখ দুঃখ কত আইসে কত থাকে জাই।
ইহাকে বোলয় শাস্ত্রে আগম-অপাই॥

শীতে উষ্ম, উষ্মে শীত, শরীরের হিত।

অর্থাৎ সুখকর। আর শীতে শীত উষ্মে উষ্ম শরীরের দুঃখ বটে। উভয়েই শরীর সংসর্গ-জনিত। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সম্পর্কে উৎপন্ন চিরদিন থাকে না; আসে ও যায় মাত্র। সুতরাং স্থির ও ধীরচিত্তে সুখ দুঃখ সমানভাবে সহ্য করা উচিত।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

অমৃতত্বায় মোক্ষায়—শঙ্করাচার্য্য—

এই শ্লোকটীর পদ—

শীত উষ্ম সুখ দুঃখ জিতো জন সয়।
সেহি ধীর বুদ্ধিমন্ত মোক্ষ ভাগী হয়।

এইটী প্রতিশব্দ পূর্ণ ভাষা পদ। অর্থেরও কোন জটিলতা নাই। টীকাকারগণও কোন আড়ম্বর করেন নাই।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য অসৎকার্য্যবাদ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হনুমান্ ও শ্রীধরস্বামী তদর্থ স্বীকারপূর্ব্বক শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"নাসতোঽবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে নাস্তি ভাবো ভবনমস্তিতা...... তথা সতশ্চাত্মনোঽভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রাব্যভিচারাদিত্যবোচাম। এব-মাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি, দৃষ্টঃ উপলব্ধঃ অন্তো নির্ণয়ঃ, সৎসদেবাসদসদেবেতি তু অনয়োর্যথোক্তয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ......তদিতি তস্য ভাবস্তত্ত্বং ব্রহ্মণো যাথার্থ্যমিতি।" (শঙ্করাচার্য্যঃ)

"অসতঃ অবিদ্যমানস্য রজ্জুসর্পবৎ দৃষ্টনষ্টস্বভাবস্য জগতঃ ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে। তথা পরমার্থস্য সতঃ আত্মনঃ অভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রাব্যভিচারাৎ।" (হনুমান্)

"অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ।" (শ্রীধরঃ)

শ্রীমদ্গোবিন্দমিশ্র টীকা কয়েকটীর সমন্বয় সাধন করিয়া পদ করিয়াছেনঃ—

অসন্ত বস্তুক কভো নাহিক প্রকাশ।
সন্ত বস্তু ভৈলে কদাচিত নাহি নাশ॥
অজ্ঞানী সন্তক অসন্তক এক মানে।
জ্ঞানী বিচারিয়া তৎস্বরূপক জানে॥
শীত উষ্ম সুখ দুঃখ যার মনে নাহি।
সেহি সে পুরুষ শ্রেষ্ঠ মহাপদ পাই॥

গোবিন্দ মিশ্র অসৎকার্য্যবাদ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া সাধারণভাবে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিলেন। তৎস্বরূপ আত্মা সৎ ও শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ অসৎ অনাত্মধর্ম্মী ইহা দেখাইয়া উপরি উদ্ধৃত তৃতীয় পদটীতে ফলিতার্থ প্রকটিত করিলেন।

"শীতউষ্ণ সুখ দুঃখ যার মনে নাই" অর্থাৎ যিনি সুখ দুঃখাদির অনাত্মধর্ম্মতা সুতরাং অসৎ স্বভাব সম্যগ্ বুঝিয়া তাহা আত্মা হইতে ভেদজ্ঞান করতঃ উপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাপদ পাইয়াছেন অর্থাৎ আত্মাকে যথার্থ জানিতে পারিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭।২
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮।২

ষোড়শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, তত্ত্বদর্শিগণ সদসদ্বস্তুর তত্ত্বনির্ণয় করিয়াছেন। সেই তত্ত্ব কি, উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে ভগবান্ তাহাই দেখাইতেছেন := আত্মা বিভু সর্ব্বগত নিত্য অনন্ত ;—দেহা অর্থাৎ দেহাশ্রিত, অন্তবন্ত অর্থাৎ জন্মমরণশীল।

গোবিন্দমিশ্র উপরি লিখিত শ্লোক দুইটীর পদ করিয়াছেন :—

অবিনাশী আত্মার প্রমাণ নাহি যার।
অক্ষয় অব্যয় বিভু ব্যাপক সংসার ॥
দেহা আদ্য অন্তে পুনঃ মরে উপজয়।
হেন জানি যুদ্ধে উঠিয়োক ধনঞ্জয় ॥

এক এক করিয়া মিলাইয়া দেখুন, শ্লোকের অর্থ পূর্ণমাত্রায় অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। "প্রমাণ নাহি যার" অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা অনির্ণেয়, অপ্রমেয়—অর্থাৎ স্বয়ম্প্রভ। প্রথম পদটী দ্বারা শ্লোক দুইটীর উদ্দিষ্টার্থ অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় পদটী দ্বারা "অন্তবন্ত ইমে দেহা" এই পদের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গোবিন্দ মিশ্র "অন্ত" শব্দের কেবল "নাশ" অর্থ করেন নাই ; এই "অন্ত" শব্দের অর্থ 'আদ্যন্ত' বা "জন্ম মৃত্যু দ্বারা পরিচ্ছেদ" ব্যাখ্যা করিয়া পদ দুইটীতে অসৎস্বভাব দেহের ও সৎস্বভাব আত্মার বিরোধ সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। "বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি" এই পূর্ণ পদটীর অনুরূপ পদ দেখা যায় না। কিন্তু "অব্যয়" শব্দটী দেখা যায়। "হেন জানি যুদ্ধে উঠিয়োক ধনঞ্জয়" এইটী উপরি উক্ত চরণটীর ফলিতার্থ।

এই পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হইল, আত্মা অবিনাশী, অপ্রমেয় ; নিত্য আত্মা সদ্বস্তু নিত্য দেহাদি হইতে পৃথক্ অথচ বিভু অর্থাৎ দেহাদি সমস্ত জগদ্ব্যাপক। আত্মা নিত্য অবিনাশী, তাহার জন্য শোক অসঙ্গত। উৎপত্তি বিনাশ দেহের স্বভাব, সুতরাং তজ্জন্যও শোক অযৌক্তিক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন সরকার।

প্রাচীন মেয়েলী সাহিত্য।

মেয়েলী সাহিত্যের কোন ইতিহাস নাই; অধিকাংশ কবিতারই রচয়িতার নাম ও রচনার সময় জানা নিতান্ত দুর্ঘট। বহুকাল হইতে তাহা রমণীগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, ছাপাখানার লৌহ কারাগার ভেদ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। এই সকল কবিতা আলোচনা করিলে সেকালের আচার ব্যবহার কতকটা অবগত হওয়া যায়।

অশিক্ষিত পুরুষ ও রমণী কুলের মধ্যে যে সকল কিম্বদন্তী ও ছড়া, গাথা, কবিতা উপাখ্যান প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তাহাও সাহিত্যের অন্তর্গত। এই সকল সাহিত্যকে সাধারণত দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য বলা যায়। ষষ্ঠী পূজা, লক্ষ্মী পূজা প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রমণীগণ নানারূপ কবিতা, উপাখ্যান ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়া থাকে। তৎসমুদয়ের উদ্ধারসাধন বাঞ্ছনীয়। আমরা বহুদিন হইতে এ বিষয়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এখনও বহুতর বিষয় সংগ্রহ করিতে বাকী আছে। শিশুদিগের মনোরঞ্জনেরও অনেকগুলি গাথা ছড়া ও কবিতা আছে। এই সকল সাহিত্যকে 'মেয়েলী সাহিত্য' নামে অভিহিত করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। প্রত্যেকেই বাল্যকালে ইহার দুই একটী করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার তত্ত্ব প্রদান করিতে অনেকেই অক্ষম। ইহাতে সর্ব্বত্র ছন্দ নাই, মিল নাই, নিয়ম নাই, অথচ চিত্তাকর্ষণ করিবার যথেষ্ট উপাদান বর্ত্তমান আছে; তদুপরি কাব্যরসেরও অসদ্ভাব নাই।

অদ্য আমরা একটী কবিতা প্রকাশিত করিলাম। কবিতাটী আমার এক আত্মীয়ার নিকট হইতে সংগৃহীত এবং এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। বারান্তরে অন্যান্য বিষয়ের কবিতা ও উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইব।

রাধিকার বারমাস্যে।

মাঘে মাধবীলতা মথুরায় গমন।
দশদিক্ চেয়ে স্থাখ শূন্য বৃন্দাবন॥
আস্‌বেন ব'লে গিয়েছেন কৃষ্ণ মথুরা নগরে।
আর না আসিল কৃষ্ণ রাধিকার মন্দিরে॥
ফাগুণে দু'গুণ চুরি চিত্তে উঠে রোল।
প্রাণনাথ গোবিন্দ নাই, কে করিবে দোল॥
চোতে (১) চাতকপাখী ডাকে পিয়া পিয়া।
বিধাতা বঞ্চিল মোরে হাতে নিধি দিয়া॥
বৈশাখেতে শুন প্রভু অতি গুণমন্ত।
অভাগী রাধিকার প্রাণ দুঃখের নাহি অন্ত॥

(১) চৈত্র মাসে।

জৈষ্ঠ্যেতে যমুনার জল খেল্‌ছে বনমালী।
শ্যাম অঙ্গে দিয়া জল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
আষাঢ়ে নবীন স্যাওয়া (২) এলরে ডাকিয়া।
এত দুঃখ দিলে প্রাণনাথ, বিদেশে থাকিয়া ॥
সাওনেতে (৩) হেন প্রাণ হেন মোরে মোরে।
হেথায় জীবন রাখা কোন্‌ প্রয়োজনে ॥
ভাদরে (৪) ভরণ নদী দুকুল পাথার।
কেমনে আসিবে শ্যাম না জানে সাঁতার ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে।
অভাগী রাধিকার প্রাণ আর কত সয় ॥
কার্ত্তিকে কামিনী-মন বশ ধীরে ধীরে।
বসনেতে তুলে রাধে দু'নয়নে ঝরে ॥
আগুণে (৫) হেমন্ত ধান জগত প্রসাদি।
পৌষে প্রবল শীত সেই তো ছিল ভাল ॥
ঠাকুর কৃষ্ণ ছেড়ে কেন মথুরা রহিল ॥

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

প্রাচীন গ্রাম্য কবিতা সংগ্রহ।

সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখা পত্রিকার ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় 'সুবল মিলন কবিতা', এবং ঐ পত্রিকার ২য় বৎসর ১ম সংখ্যায় 'পৌষ নারায়ণী স্নানের কবিতা' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রাইবিরহ, কৃষ্ণকালী, রাধিকার মানভঞ্জন, পারিজাত হরণ, কৃষ্ণের ননী চুরী, মনসাধনা, গোরার জন্ম, হরগৌরীর কোন্দল, গঙ্গাস্নানের কবিতা, মজনু ফকিরের কবিতা, নাটোরের এবং দিনাজপুরে কবিতা, এই দ্বাদশটী কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে অদ্য শেষোক্ত দিনাজপুরের কবিতাটি প্রকাশিত হইল। অবশিষ্টগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

পূর্ব্বে প্রকাশিত দুইটী ও সংগৃহীত বারটী এই চতুর্দ্দশটী কবিতার মধ্যে পৌষ-নারায়ণী স্নানের কবিতা, গঙ্গাস্নানের কবিতা, মজনু ফকিরের কবিতা, নাটোরের কবিতা এবং দিনাজপুরের কবিতা, এই পাঁচটী প্রাচীন ঐতিহাসিক ও অবশিষ্ট গুলি দেবলীলাবিষয়ক। দেবলীলাবিষয়ক কবিতাগুলি প্রায়ই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মুখে শুনিয়া লিখিত এবং ঐতিহাসিক কবিতা গুলির মধ্যে এক গঙ্গাস্নানের কবিতাটী ব্যতীত অবশিষ্ট গুলি আমাদের গৃহ রক্ষিত

(২) স্যাওয়া—দেবতা, মেঘ। (৩) শ্রাবণ মাসে। (৪) ভাদ্র মাসে। (৫) অগ্রহায়ণ মাসে

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের একখানি পুরাতন তুলট কাগজের কীটদষ্ট পুথি (পুস্তকাকারের) হইতে সংগৃহীত। কোন্ সনে কাহার কর্তৃক লিখিত, তাহা কবিতাটীর শেষে লিখিত আছে—দিনাজপুরের রাজার কবিতা লিক্ষতে।

শুন কবি সর্ব্বজন কৈতে উঠে তাপ।
না জানি কি দিনাজপুরে হৈল ব্রহ্মশাপ॥
দেবতাগণ গুপ্ত কিবা লুপ্ত রাজধর্ম্ম।
বেদ ছাড়া হৈল কিবা অনুচিত কর্ম্ম॥
রাজলক্ষ্মী ছাড়ি কিবা গেল স্থানান্তর।
ধর্ম্ম বিনাশিতে কিবা কলির জবর॥
বিধি নিয়োজিত কর্ম্ম বুঝা নাহি যায়।
নৃপতির মতি হৈল অক্ষটীর (১) প্রায়॥
রাজ্য যেন কার্য্য নাহি উচাটন মন।
মির শিকারী সঙ্গে করি ফিরে বনে বন॥
মহারাজা রাধানাথ (২) বাহাদুর খ্যাতি।
দেওান (৩) লালা মাণিকচন্দ শল্য সারথি॥
সুবুদ্ধি মুচ্ছুদ্দি আদি নির্ব্বুদ্ধি নহে কেহ।
দেওান রায় রামকান্ত ভীষ্ম পিতামহ॥
কৃষ্ণরাম বল্লভ গণিয়া পশ্চাত।
কদরী (৪) চাকর তারা ভুবন বিখ্যাত॥
উত্তরখণ্ডের রাজা সুমেরুর চূড়া।
লোকে বলে নষ্ট কৈল তার দুই খুড়া॥
এক ভূমেতে দেওান দুই নাহিক বন্দেজ। (৫)
কার কথা কেউ না রাখে কেবল দন্দেজ॥ (৬)
কার কথা কেউ না রাখে পরস্পর দ্বেষ।
তাথে হৈল রাজ্য নষ্ট কাথে দিব দোষ॥

(১) অক্ষটী=আখেটক=ব্যাধ।

(২) দিনাজপুর রাজবংশ মহাকাব্যে (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়-রচিত) দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ বৈদ্যনাথের ঔরস সন্তান হয় নাই, এ জন্য ১৬৯৮ শকে জ্ঞাতিপুত্রকে দত্তক লইয়া তাঁহার নাম রাধা নাথ রাখিয়াছিলেন। মহারাজ রাধানাথ বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথের প্রপিতামহ। মহারাজ বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ পর্য্যন্ত বংশতালিকা নিম্নে দেওয়া গেল,—

বৈদ্যনাথ পুত্র রাধানাথ, তৎপুত্র গোবিন্দনাথ, তৎপুত্র তারকনাথ, তৎপুত্র গিরিজানাথ (দিনাজপুরের বর্ত্তমান মহারাজা)।

(৩) দেওান=দেওয়ান। (৪) কদরী—কর্ত্তব্যজ্ঞানী।

(৫) বন্দেজ—সুবন্দোবস্ত, বা মিল। (৬) দন্দেজ—দ্বন্দ্ব।

প্রজার পাপে পিঁড়ে (৭) রাজা আর নষ্ট রাজ্য
যাগ যজ্ঞ করিতে হয় বেদ বিহিত কার্য্য ॥
অশ্বমেধ রাজসূয় রাজপ্রিয় আদি।
তিন যুগে রাজাগণ কৈল নানা বিধি ॥
শুন ধর্ম্ম সে সব কর্ম্ম লোকে নাহি করে।
যুগ কলিতে হৈল জন্ম রাজ্য দিনাজপুরে ॥
নিদ্ধূম (৮) যজ্ঞের ক্রম দেবতা বহির্ভূত।
বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি যেন কৈল আর মত ॥
ব্রহ্মা লালা মাণিকচন্দ জ্বালেন আনল (৯)।
হোতা আচার্য্য হৈল বল্লভ যুগল (১০) ॥
দেওান রায় রামকান্ত অধিষ্ঠিতা হয়া।
নিদ্ধূম যজ্ঞের ক্রম দেন বাতাইয়া ॥
পলাতক (১১) হৈল মন্ত্র ঘ্রেত (১২) রকমফের।
বিলাত বাকি আম্রস্থলী (১৩) হইল যজ্ঞের ॥
চরু তাহে তহবিল তলব বই নিস্ফল।
উদখোল (১৪) হাজি নান্দা আইল মুশল ॥
পাটনী নিবাসী হৈল প্রাণিতে প্রজ্ঞ্যানী। (?)
মহা মহোৎসব যজ্ঞ স্বর্গে উঠে ধ্বনি ॥
হইল ব্রহ্মার ভূজ্য চৌষট্টি জিহ্বায়।
সুমারে প্রমাণ তার যদি নিকাশ হয় ॥
সর্ব্ব যজ্ঞের অঙ্গ ব্রাহ্মণ ভোজন।
তাহার 'এআজে' (১৫) মির শিকারী ভোজন।
বিশেষ কহিব কত যেমত যেমত গতি।
আমিন হয়া তালুকদার দিল পুন্ন (১৬) আহুতি ॥
সে সব যজ্ঞের নীত কৈতে প্রাণ কাঁপে।
বাস্তু বৃক্ষ না থাকিল মন্ত্রের প্রতাপে ॥
শুন কথা বলি এই মনে লয়ে দড়।
অনাসে (১৭) বিনাসে কাজ কিবা ছোট বড় ॥

(৭) পিঁড়ে—পীড়ে, পীড়া করে। (৮) নিদ্ধূম—নির্ধূম (৯) আনল=অনল।
(১০) বল্লভ যুগল—কৃষ্ণবল্লভ ; ও রামবল্লভ। (১১) পলাতক—জমিদারী কাগজের ভিন্ন হেডিং।
(১২) ঘ্রেত—ঘৃত। (১৩) আম্রস্থলী—আজ্যস্থালী (১৪) উদখোল=উদুখল।
(১৫) এআজে=এওয়াজে ; মুসলমানী কথা ; পরিবর্ত্তে ; স্থানে।
(১৬) পুন্ন—পূর্ণ। (১৭) অনাসে—অনায়াসে।

দুরন্ত আমলা সব সবাবত্র (?) প্রজা।
পাঁচ প্রকারে বেবাক গেল কি করিবে রাজা॥
যে সুরতে জমা রাখে সাহেব মিস্ত্র হেজ। * (১৮)
আস্ত জমা খাস্ত করে আক্রানের (১৯) তেজ॥
বহাল রাইত ফিবর করে বিনামেত পাট্টা।
ঘরে থাকি না দেয় কড়ি আমলা সহে সাট্টা॥
ভর্ত্তা জমা খাস্ত করে লিখে রকম ফের।
পাট্টা লইয়া বেটা প্রজা দরবারেএ (২০) সের॥
বিনে পাট্টায় জমি কেহ করে জবর করি।
তজবিজেতে সাদের হইলে ধরিতে না পারি॥
বিনাম পাট্টা ফের করিয়া ভর্ত্তা সামেল করে।
অনায়াসে খায় জমি কহ ধরিতে না পারে॥
হাজিরা রাইওত খারিজা করি সলাত্তাউদ (২১) জমি লিখে।
কম নিরিখে করে ভোগ রসদ মকুব রাখে॥
মণ্ডল পাটারি মিলি আমলা পরগণাতি (২২)।
কারসাজিতে বাকি পাড়ে নিমক হারাম অতি॥
মিছা মিছা করে নালিশ পিছা কারো নাঞি।
সে, সন কড়িকের নএ কারণ কথা এই॥
সেই ওজরে বাকি পাড়ে কিসের মাল গুজারি।
বাকি লিখ্যা ফাঁকি দেয় উশুল ছাঁট করি॥
হাটের নাড়া (২৩) হুজুক চায় শুনি লোকের মুখে।
ভোগ পলাতকা আদি লিখে আপনার সুখে॥
তা সবাকারে মিছা দোষ দেওয়া অকারণ।
পিছা কার না থাকিলে কেবা ছাড়ে ধন॥
কি কব কাহার কথা সর্ব্ব ঘাটে এই।
চাজার বারসও কড়ি হৈলে বন্দোবস্ত নাঞি॥
কি করিবে উমেদোওার না হয়ে চাকুরি।
যে হউক সে হউক পিছে আসে কেন ডরি॥

---

(১৮) মিস্ত্রহেজ = মিষ্টার-হেজ Mr. Harse. (১৯) আক্রান—আইন।

(২০) দাবাবেএ = দরবারে। (২১) মমাত্তাদৈ—

(২২) পরগণাতি = পরগণাসম্বন্ধি। (২৩) নাড়া—নেড়া।

স্থানে স্থানে * * দিয়া আমলাগণ যায়ে।
বিকার * * * * * * * জল খায়ে॥
কি করিবে উমেদার দায়ে হয়্যা ব্যস্ত।
সহজে তহবিল পাড়ে জমা করি খাস্ত॥
কেহ তাহাতে না করে কিছু উল্টা পায় যশ।
কুলটা প্রমদা যেন সহচরির বশ॥
বিলাত খারাপ নানা মতে লগুল গিৰ্ব্বান। (?)
তৈল থাকিতে প্রদীপ যেমন হইল নির্ব্বাণ॥
যত্ন কৈলে রত্ন দেয় প্রজা কাম ধেনু।
সার বিনা না হয়ে চন্দন মলায়ত বেণু॥
ভোমে গেল ভোমের কড়ি তদারক বিনে।
খরচে ঋণের বৃদ্ধি হৈল দিনে দিনে॥
মহারাজা মহীপতি কর্ণ সম দাতা।
খাজানা ভাঙ্গি খরচ করে নাহি লাগে বেথা॥
তাহা নাহি পড়ে পুরা করজ কর্য়া সারে।
সোণার তোড়ল বলয়া দেন মির শিকারীর করে॥
হীরা মুক্তা জহর পাথর নবরত্ন আদি।
তা সবাকে এসব দেন না হয়ে বিরতি॥
অসম্ভব করেন কাজ যে নহে বিধান।
হাজার হাজার খরচ কর্য়া গণ্ডরা বানান॥
লোকে কহে যোগীর যোগ রাজার রাজ্য পাট।
উল্টা হইল সেহি কর্ম্ম মহাল হইল লাট॥
লাট বন্দি মহাল সব হইল থরে থরে।
লাটে পেল ইস্তাহার মাল গুজারির তরে॥
লাট কিনিতে আইল সঙে * * * তাহার।
মহাজন মোসাহেব রাজা জমিদার॥
মণ্ডল রাইওত আর সিপাহী সন্ন্যাসী।
লাট কিনিতে আইল সব রাজার দাস দাসী॥
দিনে দিনে মীনের মুল্যে রাজ্য বিকি যায়।
হাড়ি শুড়ি করে যুক্তি লাট লইতে চায়॥
যে পাইল সেই লইল যার কপালে ছিল।
কেহবা লইয়া লাট বাজারে বিকাইল॥

খয়ের সিন্দুর টোপলা বান্ধা লাট কিনিল বান্যা।
রাজার চাকর কিনে লাট তফিলের টাকা আন্যা॥
রাজ্য পিছা নাহিকার সকার্য্য প্রচুর।
সুরথ রাজার মন্ত্রী যেন ছিল কোলাপুর॥
দেশে রটিল কথা উঠিল হাহাকার।
দানা বিনা খানায় হাতি করে চিৎকার॥
আজুরা বিনে মজুরা আদি ঘাস নাহি কাটে।
সেহি দুঃক্ষে মহারাজা অশ্ব দিল ভাটে॥
কহিতে এসব কথা ফাট্টা যায় ছাতি।
ঋণ শোধ কৈল কত দামিয়া দিয়া হাতি॥
উঠানাদারের বাকির কারণ নাহি পায় দিশ।
তা সভাকে দামিয়া দিল যে ছিল মহিষ॥
তোরশাখানা দামিয়া দিল মহাজনে।
কাঁচ মূল্যে কাঞ্চন বিকায় নাহি সহে প্রাণে॥
না ছিল কাহার * * * * * করে এমত ধার্য্য।
কাকেতে খাইল মধু খেদায় ভ্রমরা॥
সোণার রাজ্য দিনাজপুর * * * * * নামে।
নিদ্রাগত কাল্যা-কান্ত না দেখে নয়ানে॥
সর্পের মাথার মণি ভেকের * * * * *।
দুঃখেতে নৃপতির মন স্থির * * য * *॥
নিরবধি ফিরে রাজ্য ঈশ্বর ইচ্ছাতে।
ভাবিয়া রচিল কবি দ্বিজ জগন্নাথে॥

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

সকার্য্য=স্বকার্য্য।
কাট্টা=কাটিয়া। দামিয়া=দাম করিয়া।
তোরশাখানা=তোষাখানা।
কাল্যাকান্ত=কালীয়কান্ত; দিনাজপুর মহারাজার গৃহ-দেবতা।

মহিলা-ব্রত।

বঙ্গমহিলাগণ এক একটী বিষয় কামনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্রত ধারণ করিয়া থাকেন; এই ব্রত-ধারণপদ্ধতি বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন প্রকার ব্রত পালন জন্য এক একটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। দেবদেবীর পূজা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অল্প-বিস্তর দান প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রথমতঃ ব্রত ধারণ করিতে হয় এবং কাম্য বিষয় ভক্তি সহকারে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল ব্রতপালন করিতে হয়। এই পালন-রীতিও সকলগুলি ব্রতের একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্রতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তিথি নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সব তিথিতে ব্রতধারিণীকে দেবদেবীর অর্চ্চনার পরে একাগ্রমনে ব্রত-কথা শুনিতে হয়; এই ব্রত-কথাগুলিও এক এক ব্রতের এক এক প্রকার। এইরূপে পালন কাল শেষ হইলে পুনরায় দেবার্চ্চনা, দান, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। পালন ও প্রতিষ্ঠা উভয় সময়েরই দেবার্চ্চনা, দান ইত্যাদির উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। বহুসংখ্যক ব্রত আমাদের দেশের মহিলাগণ ধারণ করিয়া থাকেন; একজনেই ৫।৭টী কি তদধিক ব্রত ধারণ ও পালন করিয়া থাকেন। কাহারও কোন ব্রত ধারণ করিয়া পালন কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র-বধূ কি কন্যা ব্রতপালন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। সবগুলি ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ ও প্রচলিত উপাখ্যান সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এই ব্রত ধারণে কুলমহিলাগণের ভক্তি ও বিশ্বাস যেন দিনে দিনে কমিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্ষীয়সী রমণীগণ যত অধিক ব্রত পালন করেন এবং ব্রতের উপাখ্যান অবগত আছেন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কাগণ তত নাই। অনেক পল্লীতে দেখা যায় যে বৃদ্ধা রমণী-গণের অভাব হেতু ব্রতকথা ও পালনপ্রথা লোপ পাইবার মত হইয়া উঠিতেছে; কারণ তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় কর্ত্তব্য জ্ঞানে ব্রত কথাগুলি শিখিয়া লইবার আবশ্যকতা কেহই উপলব্ধি করেন নাই। এখন ঐ সব পল্লীতে কেহ শত চেষ্টা করিলেও দুই একটী ছাড়া বেশী কথা শিখিতে পারেন না। যাহাতে এই কথাগুলির অস্তিত্ব একেবারেই লোপ না পায় তাহার জন্য এখনও চেষ্টা করিলে কিয়ৎপরিমাণে সফল-মনোরথ হওয়ার আশা করা যায়। কিছুদিন পরে আর যে সে সুযোগ হইবে এমন আশা নাই। বিশেষ অনুসন্ধানে যতগুলি ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ ও ব্রতকথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সেগুলি ক্রমশঃ পরিষদের পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, অদ্য সংগৃহীত ব্রতগুলির নাম ও একটী মাত্র ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ ও ব্রত-কথা প্রকাশ করিলাম।

মহিলাগণের অনুষ্ঠিত কতকগুলি ব্রতের নাম।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা ব্রত—ইহা দুই প্রকার—লক্ষ্মীপূর্ণিমা ব্রত ও ইতোলক্ষ্মী ব্রত।

সাওনাই ব্রত	জলঘট ব্রত
ষোলকলা ব্রত	ফলঘট ব্রত
মধুমণ্ডা ব্রত	নিত্যএয়োব্রত
সম্পদ্‌নারায়ণ ব্রত	রূপহলুদ ব্রত
কুলাইমঙ্গলবার ব্রত	আদরসিংহাসন ব্রত
অশোকষষ্ঠী ব্রত	সর্ব্বজয়া ব্রত
অরণ্যষষ্ঠী ব্রত	ধর্ম্মঘট ব্রত
হরিষষ্ঠী ব্রত	চাঁপাচন্দন ব্রত
নেটোনষষ্ঠী ব্রত	ফলদান ব্রত
চাপড়ষষ্ঠী ব্রত	অন্নদান ব্রত
শীতলাষষ্ঠী ব্রত	অর্থদান ব্রত
ধান্যষষ্ঠী ব্রত	ঢালাসুবচনী ব্রত
যমপুকুর ব্রত	খাড়াসুবচনী ব্রত
পুণ্যপুকুর ব্রত	এয়োসংক্রান্তি ব্রত
নিরাকুল ব্রত	দধিসংক্রান্তি ব্রত
আকালিসুকালি ব্রত	

১। কুলাই মঙ্গলবার বা কুলাই মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উপকরণ ও পদ্ধতি।

এই ব্রত ধারণে বিশেষ কোন পূজা অর্চ্চনা বা আয়োজনের আবশ্যক করে না এবং ইহার শাস্ত্রীয় বিধানোক্ত প্রতিষ্ঠাও নাই। কুমারী অবস্থায় কেহ ব্রত ধারণ করে না, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে শাশুড়ী বা ননদিনীগণের সহিতই এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুনমাসের প্রতি মঙ্গলবারে ইহা পালনীয়। অসমর্থ পক্ষে প্রথম ও শেষ দুইটী মঙ্গলবার বাদ দিলেও চলে। যে কোন প্রকারে হউক দুইটী মঙ্গলবারে "ব্রতকথা" শুনিতেই হইবে। বিধবা মহিলাগণও এই ব্রত ধারণ করিতে পারেন। একাকিনী এই ব্রতকথা শুনা নিষিদ্ধ। এক বাড়ীতে একজন মাত্র ব্রতধারিণী থাকিলে, তাঁহাকে অন্য বাড়ী বা স্থানান্তর হইতে আরও একজন ব্রতধারিণী আনাইতে হয় কিম্বা স্বয়ং স্থানান্তর যাইয়া পূজা করিয়া, ব্রতকথা শুনিয়া আসিতে হয়। এই ব্রতে সকল প্রকারের উপকরণই ১৭ প্রস্থ করিয়া প্রদানের পদ্ধতি আছে। এমন কি ১৭ জন ব্রতধারিণী একত্রে ব্রতকথা

শুনিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময় একটি পল্লীগ্রাম হইতে ১৭ জন ব্রতধারিণী খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া উঠে বলিয়া নিয়ম হইয়াছে যে, একের বেশী হইলেই হইবে। এই ব্রতের উদ্দেশ্য ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে সংসারের উন্নতি কামনা।

যে কয়জন ব্রতধারিণী একত্র হয়েন, তাঁহাদের প্রতিজনের এক একখানি কুলা, (স্থর্প) থাকিবে। সেই কুলাগুলির সম্মুখের পৃষ্ঠে মাথার নিকট একটী করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর মস্তক এবং মধ্য স্থানে ১৭টী করিয়া বৃত্ত পিঠেলী (জল মিশ্রিত তণ্ডুলের গুঁড়া) দ্বারা অঙ্কিত করিতে হয়। কুলার অপর পৃষ্ঠে দাঁড়ি মাঝি সহিত এক একখানি নৌকা অঙ্কিত করিয়া যে স্থানে কুলাগুলি স্থাপন করা হইবে সেই স্থানে সমসূত্রে কুলার চিত্র পিঠেলীদ্বারা আঁকিয়া, অঙ্কিত চিত্রের উপরে এক একখানি কুলা বসাইয়া দিতে হয়। তৎপর কুলার মধ্যস্থ বৃত্তগুলিতে ১৭ গাছি দুর্ব্বা, ১৭টী কুলের পাতা ও ১৭ মুষ্টি করিয়া চিড়া, মুড়্‌কী, খই প্রভৃতি জলপান, দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। ঐ সঙ্গে ১৭টী করিয়া খোঁটা ধান হাতে খুটিয়া তুষ হইতে পৃথক্ করা তণ্ডুল ঐ ঘেরের মধ্যে দিতে হয়। ঐ তণ্ডুলগুলি সব এক বর্ণের হওয়া চাই। কুলা-গুলি যে স্থানে স্থাপন করা হইল ঠিক তার নিম্নেই মঙ্গলচণ্ডীর একটী মস্তক পিঠেলী দ্বারা আঁকিতে হয় এবং তাহার উপর একখানি কলার "নেঙ্গুজ" (কলা পাতার মাথার দিকটা) রাখিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী পুঁতুল সিন্দুর দ্বারা চিত্রিত করিয়া মাথায় ৫টী সিন্দুরের ফোঁটা দিতে হয়। ঐ কলার নেঙ্গুজখানির উপর একছড়া পাকা কলা সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া বসাইয়া ৮ গাছি করিয়া দুর্ব্বা (নিজ বংশের পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র যত জন থাকে তাহাদের প্রত্যেকের এবং কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়ের নামে) এবং পূর্ব্বোক্ত ৮টী করিয়া খোঁটা ধান তদুপরি দিতে হয়।

ঐ কলার নেঙ্গুজের সম্মুখভাগে তাম্র টাট স্থাপিত থাকে। পুরোহিত মহাশয় আসিয়া তাহার উপর মঙ্গলচণ্ডীদেবীর পূজা করেন। অর্চ্চনা অন্তে সকলে মিলিয়া তাহাদের নিজেদের মধ্যে এক জনের মুখে ব্রতকথা শুনেন। কথা শুনা হইলে দেবীর স্থানে যে ফল মূল জলপান ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে তাহাই ভোজন করেন। যদি ভ্রমক্রমে পূজার সময় কোন প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য দিতে স্মরণ না থাকে, তবে পূজান্তে স্থানান্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবার পদ্ধতি নাই। এই জন্যই পান সুপারী হইতে তৈল লবণ টুকু পর্য্যন্ত পূজার পূর্ব্বেই সেই স্থানে সযত্নে সংগৃহীত থাকে।

১। কুলাই মঙ্গলবারের ব্রত কথা।*

ফাল্গুন মাস। কুলাই মঙ্গলবার। এক সদাগরের মাও কুলাই মঙ্গলবার কর্ব্বি; বউ ঝিরা সকলে কুলাই মঙ্গলবারের জোগাড় কর্‌তিছে। এমনি সময় সদাগরের বড় ব্যাটা আস্যা ক'ল যে আমি যে তা আজ বাণিজ্যে যাব; তোমরা সকাল সকাল আমাক চাট্যা ভাত

* বগুড়া জেলার মহিলাগণের কথিত ভাষাতেই ব্রতকথাটী লিপিবদ্ধ করিলাম। লেখক।

রান্ধ্যা দেও। ওরা রান্ধা-বাড়ি ও করে নাই, কিছুই না। পূজার জোগাড়িই করতিছে। কিছুক্ষণ পরে সদাগরের ব্যাটা আস্যা দেখে যে পাকশাক কিছুই হয় নাই। তখন তার বড়ই রাগ হ'ল, রাগ্যা বাঁও পাও দিয়া পূজার সাজান কুলা উল্ট্যা ফাল্যা দিল। সদাগরের মাও বউ ঝি সকলে ভয়ে জড়ষড় হয়্যা আগে যায়্যা ভাত রান্ধ্যা দিল, ডিঙ্গা বর্যা দিল। সদাগর খাওয়া দাওয়া কর্যা যায়্যা ডিঙ্গায় উঠ্‌ল। ডিঙ্গা রওনা হ'ল। এদিকে কুলখ্যা মঙ্গলচণ্ডী কুপ্ত হ'ল। নগরের ডিঙ্গা নিয়া যায়্যা সাগরেত্ তল কর্‌ল। মাল্লা মাঝি ভাস্যা উঠ্‌ল, সদাগরও ঝাঁপায়্যা ঝুঁপায়্যা কুলেত্ উঠ্‌ল। কিন্তু হাজার টানাটানি কর্যাও ডিঙ্গাখানি তুল্‌তে পার্‌ল না। তখন সদাগর বড়ই ভাবিত্ হয়্যা কেনারার উপর একটা বট গাছের তলায় বস্যা-অকরুন্ কর্যা কাঁদ্‌বার লাগ্‌ল। মাল্লা মাঝি কত কর্যা সদাগরেক্ বুঝাবার লাগ্‌ল। অনেকক্ষণের পরে একটু সুস্থির হয়্যা সদাগর মাল্লা মাঝিকেরে ক'ল, দেখ ঐ যে ঢিকির্ পাড় পড়্‌তিছে ঐখান থাক্যা একটুক্ আগুন আন্যা আমাক্ দিল্যা এনে, আমার যে তা বড়ই তামুক খাব্যার ইচ্ছা হ'চ্ছে। মাঝিকেরে মধ্যে একজন তখনি যেটি ঢেঁকি পড়্‌তিছিল সেটি গেল। ক'ল যে মাওরে! আমাক্ একটু আগুন দিব্যা? তারা ক'ল "না বাপু! আম্‌রা ত এ আগুন দিবার পার্ব্ব না, আমরা কুলাই মঙ্গলবারের চিড়া কুটতিছি এ আগুনঠ কাকেও দ্যাওয়া হয় না"। মাঝি পুছ্‌ল মাওরে! এ পূজা কর্লে কি হয়? গিরস্তের ঝি বেটিরা ক'ল—"এ বর্ত্ত কর্লে অপুত্তুরের পুত্তুর হয়, নিধ্বনের ধন হয়, অন্ধের চক্ষু হয়, বিপদেত্ পড়্‌লে মুক্ত হয়।" মাওরে! আমরাও ত বড় বিপদে পড়িছি, বর্ত্তের কিছু পোর্‌সাদ আমাক্ দ্যাও, আমি নিয়্যা যাই। তারা ক'ল এ বর্ত্তের ত পোরসাদ নাই; যে বিপদেত্ পড়ে তারি কুলখ্যা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানাছিনা কর্যা এই বর্ত্ত করা লাগে। তবে আমি যাই, সদাগরেক্ ডাক্যা। আনি এই বল্যা মাঝি ফির্যা গেল। যায়্যা সদাগরেক্ ক'ল—আগুন ত পাল্যাম না তারা যে তা কুলাই মঙ্গলবারের চিড়া কুটতিছে, সে আগুন কাকেও দেওয়া হয় না। তারা ক'ল, যে বিপদেত্ পড়ে তারি কুলখ্যা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানাছিনা কর্যা এই বর্ত্ত করা লাগে। এ বর্ত্ত কর্‌লে—অপুত্তুরের পুত্তুর হয়, নিধ্বনের ধন হয়, অন্ধের চক্ষু হয়, বিপদে পড়্‌লে মুক্ত হয়। সদাগর দৌড়াদৌড়ি কর্যা গিরস্তের ঝি বেটীর কাছে যাচ্ছে, যায্যা পুছিচ্ছে মাওরে! এ বর্ত্তের ফল কি? এ বর্ত্ত কর্‌লে কি হয়। তারা কচ্ছে এ বর্ত্ত কর্‌লে অপুত্তুরের পুত্তুর হয়, নিধ্বনের ধন হয়, অন্ধের চক্ষু হয়, বিপদে পড়্‌লে মুক্ত হয়। মাওরে! আমিও বড় বিপদেত্ পড়িছি, আমাক্ তোমরা কিছু কিছু কর্যা ভাগ দ্যাও; আমিও যে তা এই বর্ত্ত কর্ব্বো। বউঝিরা ক'চ্ছে বর্ত্ত আমাকেরে সাথে করব্যার পার, সব ভাগ দিব কিন্তু কুলার ভাগ দিব না। সদাগর সেই গাঁয়েই থাকিচ্ছে; থাক্যা নগর মাঙ্গ্যা (মাগিয়া) এ বাড়ী ও বাড়ীত্ থাক্যা ১৭ মুঠ কর্যা জলপানের জোগাড় করিচ্ছে, এক বাড়ীত্ থাক্যা একখান্ কুলা মাঙ্গ্যা নিচ্ছে, ধান হাতেত ডইলা চাল কর্যা নিচ্ছে, ১৭টা বরুয়ের (কুলের) পাতা আনিচ্ছে ১৭ গাছ

দুর্ব্বা তুল্যা আনিছে; আগ্যা, গিরস্তের ঝিবেটীকেরা দিয়্যা কুলাখানি সাজায়্যা নিচ্ছে। তারিকেরে সাথেই মোনে মোনে ভক্তি রাখ্যা পূজা করিচ্ছে। পূজা হল। সকলে কথা শুনব্যার বস্‌ল। কথাশুনা হলে সকলে ভক্তি কর্যা পোর্ন্নাম কর্‌ল। সদাগরও মোনে মোনে ক'ল মা! আমার মাও এই বর্ত্ত কর্‌তিছিল, আমি তুচ্ছ কর্যা বাও পাও দিয়্যা তার কুলা উল্ট্যা ফাল্যা দিছিলাম, সেই জন্যে আমি এই বিপদেত্‌ পড়িছি; যদি এই বিপদেত্‌ থাক্যা আমাক্ মুক্ত কর, তাহ'লে আমি যথাসাদ্দি দিয়্যা তোমার পূজা কর্ব্ব। এই কর্যা পোর্ন্নাম কল্ল। তার পরে সক্কলে মিশ্যা মিল্যা পোরসাদ বাঁট্যা নিয়্যা খা'ব্যার বসল। খাওয়া হলে ২টা কি ৩টা কর্যা কলা, ১ ভাগ জলপান, বরুয়ের পাতা, ১টা কর্যা বরুই, ৮ চাল দুর্ব্বা, কলার নেঙ্গুজ খান, পূজার নির্ম্মালি সব কুলার উপর কর্যা নিয়্যা, কুলাখান মাথাত্‌ নিয়্যা উলু যোগাড় (হুলুধ্বনি) দিতে দিতে সক্কলে ঘাটেত্‌ গেল। সদাগর ও ঐ রকম কর্যা নিজের কুলাখানি মাথাত্‌ নিয়া তার্‌কেরে সাথে সাথে ঘাটেত্‌ গেল। জলের কেনারাত্‌ বস্যা সক্কলে বল্‌ব্যার লাগ্‌ল যে "কুলা যায় ভাঁস্যা পুত্তুর আসে হাস্যা"। এই কর্যা কুলা ভাসায়্যা দিল। সদাগরও তার ডিঙ্গা যেখানে তল হ'ছে সেইখানে যায়্যা তার কুলা ভাঁসা'ল। ভাঁসায়্যা মোনে মোনে ভক্তি কর্যা পোর্ন্নাম করল্ যে মা! তুমি যদি পরতক্য (প্রত্যক্ষ) দেব্‌তা হও ত'বে আমাক্ এই বিপদেত্‌ থাক্যা মুক্ত কর আমি নগর মাঙ্গ্যা তোমার পূজা কর্ব্ব। কুলা ভাঁসায়্যা সকলে বাড়ী বিল্যা আলো। পরের দিন ভোরে সদাগর হাত মুখ ধুব্যার কাম্নে (কারণ) ঘাটেত যায়্যা দেখে যে তার তলান্ ডিঙ্গা ধিকি ধিকি কর্যা একটু দেখা যায়। দেখ্যা তার বড়ই ভক্তি হ'ল। ঐ গাঁয়েই আবার ৮ দিন থাক্যা আবার নগর মাঙ্গ্যা পূজার জোগাড় করিচ্ছে। আবার ফের মঙ্গল বার সেই গিরস্তের ঝি বেটী কেরে সাথে করিচ্ছে। মোনে মোনে মান্‌সিত্‌ করিচ্ছে যে মা! আমার ভরা ডিঙ্গা যদি ভাঁস্যা ওঠে তাহ'লে ১৭টা মহোর দিয়া তোমার পূজা দিব। এই কর্যা মোনের দারা ১৭টা মহোর বাঁধা থুচ্ছে। গিরস্তের ঝি বেটীকেরে সাথে পরসাদ (প্রসাদ) বাঁট্যা নিয়্যা খাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া হ'লে আবার সকলে মিল্যা ৮ চা'ল দুর্ব্বা, নির্ম্মালি, কলার নেঙ্গুজ্‌ বরুই, (কুল), বরুয়ের পাতা, ১ ভাগ জলপান সব সেই কুলায় মাথার উপর কর্যা গিয়া উলু যোগাড় দিতে দিতে ঘাটে ভাসাব্যার গেল। গিরস্তের ঝি বেটীরা জলের কেনারাত বস্যা "কুলা যায় ভাঁস্যা, পুত্তুর আসে হাস্যা" এই বল্যা কুলা ভাঁসাল। সদাগর যেখানে তার ডিঙ্গা তলা'ছে সেই খানে যায়্যা কুলা ভাঁসাল। ভাঁসায়ে বাড়ী বিল্যা (বলিয়া) চল্যা আলো। পরের দিন ভোরে সদাগর হাত মুখ ধুব্যার জন্যে ঘাটেত্‌ যায়্যা দেখে যে তার ডিঙ্গা যেমন ভরাপোরা আছিল ঠিক তেমনি ভাঁস্যা উঠিছে। সকলে হরির ধ্বনি দিল, উলু যোগাড় দিল। সদাগরের আর আল্লাদের সীম্যা সংখ্যা নাই। গিরস্তের ঝি বেটীকেরে কচ্ছে যে, মা! আমি বাড়ীত পৌছ্যাই এই বর্ত্তের জোগাড় কর্ব্বো। তখন তোমাকেরে যদি নিয়্যা যাবার জন্যে লোক পঠাই তাহ'লে অবিশ্যি অবিশ্যি যা'ও।

এই কয়্যা তারকেরে কাছে বিদায় হয়্যা সদাগর রওনা হচ্ছে। দিনরাত সমান ক'র্যা বাড়ীর দিকে আস্তেছে। বেলা চিকিমিকি আছে এমনি সময় সদাগরের ডিঙ্গা আস্যা তার বাড়ীর ঘাটেত লাগ্‌ল। সকলে হরির ধ্বনি দিল, ডঙ্কা পড়্‌ল। ভাল ভাল নানা রকম কাপড় চোপোড় পর্যা গওনা গাঁঠ্‌রার গায়েত দিয়্যা বৌ ঝিরা ডিঙ্গা বর্যা দিব্যার জন্যে আলো। সদাগর ডিঙ্গাত থাক্যা নাম্যা আস্যা মায়ের পায়েত পরণাম (প্রণাম) কল্ল। পরণাম (প্রণাম) কর্যা ব'ল্ল মাও! ডিঙ্গা যে তা আগে বরা হবে না। আগে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কর, তারি ৮ চা'ল দূর্ব্বা আন্যা আগে আমার ডিঙ্গার পর দেও; তার পরে ডিঙ্গা বর্যা নিয়্যা যা'য়ো। তুমি যে কুলাই মঙ্গলবারের বর্ত্ত (ব্রত) করিছিলে, আমি তুচ্ছ কর্যা তার কুলা বাঁও (বাম) পাও দিয়া ঠেল্যা ফাল্যা দিছিলাম সেই জন্যে আমার ভরাডিঙ্গা যায়্যা সাগরেত তল্ হয়। এই কয়্যা সদাগর তারমায়ের কাছে আগাগোড়া সব কথা ভাঙ্গ্যা চুর্যা কচ্ছে। কচ্ছে যে কুলগ্যা মঙ্গলচণ্ডীর কোপে আমার ভরাপুরা ডিঙ্গা যায়্যা সাগরেত ত'ল্যা পড়্‌লে (ডুবিয়া গেলে) সকলে ঝাঁপ্যা ঝাঁপ্যা কেনারাত্ উঠ্‌লাম। মোনের দুঃখুতে অনেক কাঁদাকাটি ক'রল্যাম; অনেক পরে একটুক্ সুস্থির হ'লে অমুকগাঁয়ে ঢেঁকির পাড়পড়ার শব্দ শুন্যা এক ঝন মাঝিক্ একটুক আগুন আনার জন্যে পা'ঠ্যা দিলাম। তাঁই ফির্যা আস্যা আমাক্ ক'ল যে গিরস্তের ঝি বেটারা ত আগুন দিল না; ক'ল যে আম্‌রা কুলাই-মঙ্গলবারের চিড়া কুট্‌তিছি এ আগুন কাকেও দিব না। মাঝি তার্‌কেরে পুছিছিল যে এবর্ত্ত কল্লে কি হয়? তারা কয়্যা দিছে যে এবর্ত্ত কল্লে অপুত্ত্‌রের পুত্ত্‌র হয়, নিধ্বনের ধন হয়, অন্ধের চক্ষু হয়, বিপদে পড়্‌লে মুক্ত হয়। আমি এই কথা শুন্যা তার্‌কেরে কাছে গিছিলাম। যায়্যা নগর মাঙ্গ্যা জয় জলপান, (চিড়ে মুড়কী) আর আর যা লাগে সব এবাড়ী ও বাড়ীত থাক্যা মাঙ্গ্যা নিয়্যা দুই মঙ্গলবার তার্‌কেরে সাথে এই বর্ত্ত করিছিলাম। আর যেখানে আমার ডিঙ্গা ডুবিছিল সেই খানে যায়্যা কুলা ভাঁস্যায়া আস্‌ছিলাম। মনে মনে মান্‌সিত কর্যা ১৭টা মহোর বাঁধা থুছি যে মা! আমার এই তলান্ (ডুবান) ডিঙ্গা যদি ভাঁস্যা উঠে তাহলে বাড়ীত্ যায়্যাই যথাসাদ্দি তোমার পূজা কর্ব্বো। সেই জন্যে আমি তলান ডিঙ্গা ফির্যা পাছি। মা! তুমি আগে বাড়ীত্ যাও, যায়্যা সোনার মঙ্গলচণ্ডী গড়াও, রূপার ছত্তর ধর, তামার ঘটে জল দাও, দেশবিদেশ থাক্যা বামন পণ্ডিত আনাও, আত্মকুটুম্বু, বন্দুবর্গ যাই যেখানে আছে তার্‌কেরে আনাও; আর ঐ গিরস্তের ঝি বেটীকেরে আনাও, ১৭ ঝন্‌ব র্ত্তী (ব্রতী) আনাও আনায়্যা আগে পূজা কর। পূজা হলে সেই নির্ম্মালি আর ৮ চা'ল দূর্ব্বা আন্যা ডিঙ্গাত দেও; দিয়্যা ডিঙ্গা বর্যা নিয়্যা যাও। এই বল্যা সদাগর ১৭টা মহোর মায়ের হাতেত দিচ্ছে। মাও সেই মহোর নিয়্যা যায়্যা ভাঙ্গায়্যা তাই দিয়্যা পূজার জোগাড় করিচ্ছে। বাড়ীত ঘনঘটা কর্য্যা পূজার জোগাড় হচ্ছে। আত্মকুটুম্ব্ দাস দাসীত বাড়ী ভর্যা যাচ্ছে; সোণার মঙ্গলচণ্ডী হচ্ছে, রূপার ছত্তর হচ্ছে, তামার ঘট্ আসতিছে, দেশবিদেশ থাক্যা বামন পণ্ডিতেরা আসতিছে, কুলের কুলপুরুত্

(কুলপুরোহিত) আস্যা পূজা কর্‌তিছে। ১৭ বাড়ীত থাক্যা ১৭ ঝন বর্ত্তী আস্‌ছে, ১৭ পোরোস্ত (প্রস্থ) কর্যা পূজার জোগাড় হ'ছে, অচালা অমাপা কর্যা পূজা হচ্ছে। পূজা হল, ১৭ ঝন বর্ত্তী বস্যা কথা শুন্‌ল। কথা শুন্যা, ৮ চাল দূর্ব্বা, কলাগোটা দুই সুদ্দা কলার নেঙ্গুরখান, পূজার নির্ম্মালি, একভাগ জলপান, ফলমূল, সব কুলার উপর তুল্যা নিয়্যা মাথাত কর্যা উলু যোগাড় দিতে দিতে ঘাটেত্‌ গেল ; যায়্যা ডিঙ্গাত নির্ম্মালি, ৮ চাল দূর্ব্বা-দিয়া বর্যা দিল। তখন সদাগর ভারে ভারে টাকা কড়ি ধনরত্ন নাম্যা নিয়া হরির ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ীত আলো। অচলা হয়্যা মঙ্গলচণ্ডী ঘরেত বাঁধা থাক্‌ল, সদাগরের ধন-সম্পত্তি দিনের দিন বাড়্‌তে নাগল। সেই থাক্যা মঙ্গলচণ্ডীর কথা পিরথিবিত (পৃথিবীতে) নাম্‌ল। ইতি।

কুলাই মঙ্গলবার ব্রতের—মঙ্গলচণ্ডীর পূজা শেষ হইলে ব্রতধারিণীগণ, উপরোক্ত ব্রত-কথাটী শুনেন ; তার পর নিম্নোক্ত পাঁচালীটী এক জন আবৃত্তি করিতে থাকেন ; আর আর সকলে মন দিয়া শ্রবণ করেন। পাঁচালীটী একটী অতি বৃদ্ধার মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ; স্থানে স্থানে শ্লোকের পদ মিল নাই ; অর্থও অনেক স্থানে বোধগম্য হয় না। ৩।৪টী পল্লীর ভিতর গড়ে একটী পল্লীতেও মহিলাগণ এক্ষণে এ ব্রতটী করেন কিনা সন্দেহ। ২।৪ বৎসরের মধ্যে, বর্ত্তমান বৃদ্ধাদের অভাব হইলে বোধ হয় এ ব্রতটীর "কথা" শুনাইবার জন্য কোন ব্রতী মিলিবে না। এইরূপ অনেক ব্রতই একবারে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। "সম্পদ-নারায়ণ" ও অশোকষষ্ঠী নামক দুইটী ব্রত বগুড়া জেলায় প্রায় লোপ পাইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীটী ২।৩ জন বৃদ্ধা মাত্র জানেন। আধুনিক যাঁহারা নূতন ব্রতী হইয়াছেন তাহারা ঐ বৃদ্ধাত্রয়ের একজন না একজনের নিকট হইতে শুনিয়া শিখিয়া লইয়াছেন। আমিও তাহাই সংগ্রহ করিলাম। সম্ভবতঃ ইহা সম্পূর্ণ নহে। সময়ান্তরে অন্য অঞ্চলে খুজিয়া দেখিব ইহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ রকমের পাঁচালী সংগ্রহ করিতে পারি কিনা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহন মৈত্র।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা।

পূজন মঙ্গলচণ্ডী ত্রিজগতের মাতা।
শ্রদ্ধয়া শুন মা মঙ্গলচণ্ডীর কথা।
অষ্টমঙ্গল কথা সর্ব্বরাজ সার।
কলিযুগে মঙ্গলচণ্ডিকা অবতার॥

প্রথমে আসিলা দেবী কলিঙ্গ নগরে।
বিবরণ কহিলা_সার'কংস নদীতীরে॥
সহস্রাক্ষ নামে রাজা দেখিলা স্বপন।
স্বপন দেখিয়া রাজা হরষিত মন॥
স্বপন দেখিয়া রাজা হন হরষিত।
প্রভাতে দেউলে ধ্বজা দেখেন আচম্বিত॥
মেষ মৈষানে রাজা রাজ্যখণ্ড লৈয়া।
আনন্দে পূজেন দেবী সানন্দিত হৈয়া॥
ইন্দ্রপুত্র পুষ্প তোলে নামে নীলাম্বর।
তাহাকে ছলিলা দেবী পুষ্প উদ্ধার॥
বিভাকালে মহাদেব তারে দিলা শাপ।
শশিকলা সহিতে অনলে দিলা ঝাপ॥
আদ্যাশক্তি উপস্থিত করিলা নিরঞ্জন।
চতুর্দ্দশ ভুবন মা তোমার সৃজন॥
বেদমাতা বেদপিতা:বেদের প্রধান।
আগমপুরাণে শুনি তোমার বাখান॥
তোমার বাখান মাগো কি কহিতে পারি।
ইহার অধিক ছিল মধুকৈটব মহাবলী॥
ধর্ম্ম অধর্ম্ম বধিলা মহরণে।
আর যত সেনাপতি বধিলা জনে জনে॥
শম্ভু নিশম্ভু মাইরা মৈষে সুরাসুর।
রক্তবীজ বধিয়া রাখিলা সুরপুর॥
বারিষ্টি বৃষ্টি মৃষানে ধরে বিধি।
কুম্ভ বাসুকী সতী সৌরভী করে স্তুতি॥
বাপের বাড়ী স্বামী নিন্দা শুনিয়া শ্রবণে।
অভিমানে দিলা প্রাণ সেই যজ্ঞস্থানে॥
এ দুঃখে চিন্তিত হর কমল লোচন।
অস্থিমালা গলে দিলা স্তুতির কারণ।
সতী সাবিত্রী মা কে জানে তোমার মায়া।
* * * তুমি সর্ব্বজয়া॥
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী মহেশ্বরী ধ্বজা।
ইন্দ্রাক্ষর উপস্থিত পয়ার করিলেন পূজা॥

দৈবকীর অষ্টম গর্ভ রোহিণী উদরে।
রামকৃষ্ণ মধ্যে থুইয়া নানা কুতূহলে ॥
কংস নিবারিলা মা অনেক প্রকারে।
বাণযুদ্ধ প্রলয় ভয় ভাঙ্গ্লা হরিহরে ॥
বলি ছলিতে মা পাতালপুরে গেলা।
নৃসিংহ রূপেতে মা হিরণ্য বিদারিলা ॥
মহাদুর্গা নামে ছিলা মহা নদীতীরে।
অন্নপূর্ণারূপে মা অনাথ পালিলা ॥
ঘোরতপা কালরূপা মেঘ সেনা তুমি।
কালরাত্রে তপস্বিনী সহস্র যোগিণী ॥
প্রথম প্রহরে দেবী হরের নিলয়।
হর সম্ভাষিতে নাম রৈল মহাময় ॥
দ্বিতীয় প্রহরে দেবী নবীন যৌবন।
পূর্ণমাসী শশি যেন ভুবনমোহন ॥
তৃতীয় প্রহরে দেবি হৈলা বিশালিকা।
শুষ্ক মাংস ভৈরবীর গলায় মুণ্ডমালা ॥
বাম হাতে খর্পর দেবীর অসুর মুণ্ডতায়।
দিগম্বরী রূপ মায়ের প্রথম সন্ধ্যায় ॥
চারপ্রহরে চার নাম যেবা জানে শোনে।
অবশ্য নিস্তার পায় সঙ্কটের স্থানে ॥
দ্বিতীয় তারিণী মা কাণ্ডার ধারিণী।
শত্রু সংহারিণী মা বিপদনাশিনী ॥
নম নম নম দেবি নম নারায়ণি।
ঘুচাও কপট মায়া দুঃখ বিনাশিনি ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মায়ের গৌরবর্ণ ধারা।
পট্টবস্ত্র পরিধান সুবর্ণময়ী কলা ॥
স্থানে স্থানে শোভা করে দিব্য অলঙ্কার।
গলাতে শোভে মায়ের গজমতিহার ॥
দুই হস্তে শোভে মায়ের কণককেয়ূর।
দুই পায় শোভা করে কণকনূপুর ॥
অভয়া বরদা দেবি সকরুণ মন।
অনুগত জনে কৃপা করেন সর্ব্বক্ষণ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব সুরপতি।
চরণে পড়িয়া যার নিত্য করেন স্তুতি ॥
খুল্লনা সে ভাগ্যবতী পূজিয়া পার্ব্বতী।
স্বামীর সৌভাগ্যে হল পুত্রবতী ॥
কাস বাজে করতাল বাজে, বাজে শঙ্খধ্বনি।
কায়মনে পূজা করি মা মঙ্গলচণ্ডী ॥

প্রবন্ধ পাঠের পর সম্পূর্ণ ব্রতকথা রংপুর জজ্ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বাগ্‌চি বি, এল উকিল মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই নব সংগৃহীত ব্রতকথাটী এস্থলে প্রকাশিত হইল। প. স.

যদুনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনা।

৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নমঃ ॥১

বন্দো গুরুপদ অমূল্য সম্পদ
জে পদ বিপদ নাশি।
জাহার কৃপাতে প্রেম চিন্তামণি
সাক্ষাতে মিলয়ে আসি ॥
শিক্ষা গুরুগণ করিয়ে বন্দোন
কৃপার সাগর অতি।
হরিগুণ গান করিয়ে অনুক্ষণ
যে করে দৈরজ্জ মতি ॥
গৌর পদতল কমল শীতল
বন্দোনা করি আমি।
যার নাম লইতে পতিত সর্গতি
নএ্যানে ঝুরয়ে পানি ॥
বন্দো নিত্যানন্দ সদানন্দ কন্দ
পরম দয়াল রাজে।
পাষণ্ড দলন করি হরিনাম
যে দিলা ভুবন মাজে ॥
গৌর প্রিয়জন করিয়ে বন্দোন
নিত্যানন্দ প্রিয় আর।
বন্দিয়া গাইব সভারে বন্দিব
অদ্বৈতের পরিবার ॥

সোনাতন রূপ ভকতির ভূপ
বন্দিব দোহার পায়ে।
অনাতের বন্ধু করুণার সিন্ধু
ত্রিজগতে গুণ গায়ে॥
শ্রীভট্ট শ্রীগোপাল চরণ যুগল
বন্দোনা করিব আমি।
দাস রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ
দোহা পায়ে পরণামি॥
শ্রীজীব চরণ করিয়া বন্দোন
বৃন্দাবন বাসী জত।
সভার চরণ করিয়া বন্দোন
প্রেতেকে বন্দিব কত॥
গদাধর পাএ প্রণামহো তাএ
গৌররসে পরবিন।
স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ
বন্দো মুঞি রাতি দিন॥
বন্দো নরহরি প্রেমের লহরি
বন্দিব মুকুন্দ দাস।
শ্রীরঘুনন্দন করি যে বন্দোন
সদা খণ্ডে যার বাস॥
অক্রূর জটিল করিয়া বন্দিল
আগে পাছে হএ নাম।
না লইবে দোষ সদাই সন্তোষ
বন্দোনা আমারি কাম॥
অনন্ত বৈষ্টব কতেক বন্দিব
সভার চরণ ধূলা।
আদর করিয়া শিরেতে ধরিয়া
গাই হরিগুণ লীলা॥
না লইবে দোষ সদাই সন্তোষ
ঠাকুর বৈষ্টব মোর।
শ্রীযদুনন্দন দাস শুনি ভোর
হইয়া অনুভব॥

শ্রীযদুনন্দোন দাশ বিরচিতং বষ্টব বন্দন সম্পূর্ণং সমাপ্ত

কথা ও ছিল্কা।

"কথা" এইটী তৎসম শব্দ। সংস্কৃতেও যেরূপ, ভাষায়ও সেইরূপ। কোন বিশেষ সংশ্লিষ্ট অর্থের অভিব্যঞ্জক বাক্য নিচয়কে সংস্কৃতে "কথা" বলে। হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের এক একটী গল্প এক একটী কথা। বাঙ্গালা ভাষায়ও এই বিশিষ্টার্থে কথা শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এদেশে এই বিশিষ্ট অর্থে কথা শব্দটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"ছিল্কা" শব্দটী এদেশীয় শব্দ। অর্থাৎ রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ী ও ধুবড়ী এই কয়েকটী প্রদেশের কথা। এই কয়েকটী জেলা পূর্ব্বে কমতাবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং "এদেশী" স্থলে "কমতাবিহারী" বলিলে অল্প কথায় বিস্তর অর্থের অভিব্যক্তি হয়।

"ছিল্কা" শব্দটী তৎসম শব্দ নহে। "তদ্ভব" অথবা "দেশী" শব্দ। এটী আবার কমতা-বিহারী শব্দ। অধুনা বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত সমগ্রদেশে এই শব্দটী শ্রুতিগোচর হয় না। সুতরাং "ছিল্কা" শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আবশ্যক।

"শ্লোক" শব্দটীর কমতাবিহারী তদ্ভব "ছোলোক" বা "চ্ছোল্লোক"। যথা—"ছোলোক সিদ্ধান্ত"। অর্থাৎ পদ্যনিবদ্ধ তত্ত্বকথা। চাণক্যের "চ্ছোল্লোক" অর্থাৎ চাণক্য প্রণীত সংস্কৃত শ্লোক; অথবা চাণক্য শ্লোকের বাঙ্গালা পদ। এগুলিকে কিন্তু ছিল্কা বলে না। "ছিল্কা সিদ্ধান্ত" বা "চাণক্যের ছিল্কা" বলিলে যেন ঠাট্টা করা হয়; গৌরবের হানি করা হয়। কাহারও নিকট" ছিল্কা" শুনিতে চাহিলে, তিনি চাণক্য শ্লোকের বাঙ্গালা পদ আবৃত্তি করিবেন না, অথবা আলোচিত-তত্ত্ব পদ শুনাইবেন না। তিনি বলিবেন,—অল্পাক্ষরা, ক্লিপ্তবাক্, মধুর-শ্রুতি স্ফুরিতার্থা ক্ষুদ্র কবিতা। সংক্ষেপত "ছোল্লোক" কথাটীতে যেমন গৌরব ও পুরুষোচিত অধ্যবসায় বুঝায়, "ছিল্কা" কথাটীতে সেইরূপ রমণীয়তা মধুরতা ও স্ত্রীস্বভাবোচিত বিলাস বুঝায়।

"ছিল্কা" শব্দটী "দেশী" নহে। শ্লোক শব্দের কমতাবিহারী তদ্ভব রূপ। শ্লোক শব্দের উত্তর আদরার্থে "ক" প্রত্যয় করিয়া "শ্লোকক" শব্দ সাধিত হয়। অল্পাঙ্গতা, মনোরমতা প্রভৃতি স্ত্রী-স্বভাব সঙ্গত গুণ বুঝাইবার জন্য স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত করিয়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অল্পাক্ষরতা, মধুর শ্রুতিতা ইত্যাদি গুণ বুঝাইবার জন্য "শ্লোকক" শব্দটীকে স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত করিয়া "শ্লোকিকা" শব্দ সাধিত হয়। প্রাকৃত ও প্রাকৃত-সন্ততি ভাষায় শ্লোকিকার রূপান্তর হয়। সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী "ক" প্রাকৃতে লোপ পায়। আদ্য যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত শ্লোকিকা শব্দের প্রাকৃতে বা ভাষায় "শ্লোইকা" বা "ছোল্লোইকা" অথবা "ছোল্লিকা" রূপ হইয়া যায়। উচ্চারণ সৌকর্য্য ও শ্রুতি-মাধুর্য্য সাধন জন্য এই "ছেল্লোইকা"

বা "ছোল্লিকা" প্রথমে "ছোইল্কা" বা ছইল্কা শেষে "ছিল্কা"রূপ ধারণ করিয়াছে। "শ্লোক" হইতে "ছিল্কা" পর্য্যন্ত আসিতে যে সকল ক্রম নির্দ্দেশ করা হইল, তাহার কিছুকিছু ব্যতিক্রম হইতে পারে; কিন্তু শ্লোক হইতে ছিল্কার উৎপত্তি বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"ছিল্কা" ও "কথার" প্রভেদ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "ছিল্কা" ক্ষুদ্র কবিতা। "কথা" এক একটী গল্প। ছিল্কাগুলি কখন কখন কথার অঙ্গীয় হইয়া থাকে।

ছিল্কা ও কথার বিষয়গুলি নানাপ্রকারের। অধিকাংশই উপদেশ পূর্ণ। এক একটী ছিল্কা এক একটী সংক্ষিপ্ত উপদেশ। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের শ্লোকগুলির ন্যায়। কথাগুলির মধ্যে কোন কোনটী ছিল্কার উপদেশ বিস্তার করিয়া বুঝাইয়া দেয়। উপদেশ ব্যতীত রসিকতা, তত্ত্বালোচনা বা সাধারণ দূরদর্শিতার ফল ছিল্কা বা কথার অঙ্গীভূত হইয়া থাকে।

ছিল্কা।

১। আশা সে পরম দুখ।
নিআশা পরম সুখ॥

"সে" অব্যয় পদ অবধারণে। 'নি' নাই আশা 'আশার অভাব' এই অর্থে "নিআশা"। পাঠান্তর নিরাশা ক্বচিৎ শুনা যায়। আশার পরিপূরণ ক্ষণিক আনন্দের জনক বটে। কিন্তু সকল আশা পূর্ণ হয় না। আশা ভঙ্গে হতাশের উদয়। হতাশ পরম দুঃখদায়ক। অপিচ আকাঙ্ক্ষা আশার ভগ্নী, সহচরী। আকাঙ্ক্ষা পরিতর্পনীয়া নহে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পায়। অসংখ্য জ্বালা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। অপূর্ণা আকাঙ্ক্ষাও পরম দুঃখের আকর। যাহার কোন বিষয়ে আশা নাই বা আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার তজ্জনিত দুঃখ বা যন্ত্রণা নাই। কোন দুঃখ বা যন্ত্রণার উৎপত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং "নিআশা" পরম সুখ অর্থাৎ যে কোন আশা পরিপোষণ করে না, তাহার কোন দুঃখই নাই; সে সর্ব্বদাই পরম সুখী।

২। ফাড়া হউক ছিড়া হউক গায়ের বস্তর।
ভাঙ্গা হউক টুটা হউক মাথার ছত্তর॥
বস্তর = বস্ত্র। ছত্তর = ছত্র।

গায়ের বস্ত্র জীর্ণ, তথাপি কাপড়খানি গায়ের আচ্ছাদন—আব্রু রক্ষা করে। ছাতাটী জীর্ণ, তথাপি বর্ষাতপ বারণ। তাহার স্থান মাথার উপর। যে বস্তুটী যে কাজের, সে বস্তুটী সেই কাজেই লাগাইতে হইবে। যে বস্তুর বিধি নির্দ্দিষ্ট যে মান, সেই বস্তু সেই মানেরই অধিকারী। তাহাকে সেই মানই দিতে হইবে। যাহার যাহা বিধি বা ধর্ম্ম তাহার তাহাই প্রতিপালন করা উচিত। স্ত্রী কুরূপা, নির্গুণা, তথাপি সে স্ত্রী, পত্নী; পত্নী বলিয়া তিনি তদনুরূপ আদর ও স্নেহের অধিকারিণী। তাঁহার প্রতি সেইরূপ আদর ও স্নেহ সর্ব্ব প্রযত্নে দর্শয়িতব্য। স্বামী, অলস, জড়, অকর্ম্মণ্য। তথাপি তিনি স্বামী; স্বামী বলিয়া তাঁহার প্রতি তদনুরূপা সেবা ও ভক্তি সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যাঁহার যে প্রকৃতি সিদ্ধস্থান, দোষ থাকিলেও তিনি সেই স্থানের অলঙ্কার। অন্যে তাঁহার স্থানের অধিকারী বা যোগ্য হইতে পারে না।

৩। তাঁতীর ছাওয়ার গালাত কেঁথা।
ছাকরবন্দের ভিজে মাথা॥
কামারের ভোতরা দাও।
বৈদের কাশুলী মাও॥

ছাওয়া=সুঅর্থ=সুতক, সন্তান। ছাকরবন্দ=ছাপর (ঘর) বান্ধে যে অর্থাৎ ঘরামী। ভোতরা=ভোতা, অতীক্ষ্ণ, ধারহীন। কাশুলী=কাশলী বা কাশওয়ালী, কাশরোগগ্রস্থ। বৈদ=বৈদ্য।

ছেলের শীতের ভাল কাপড় নাই ; যাহা আছে তাহা ছিন্ন ; কাপড় বুনিয়া দিতে হইবে কিন্তু অপরে একটী "তানা" আনিয়া দিল, সত্বর বুনিয়া দিতে হইবে। "বানি" (আজুরা) নগদ মিলিবে। লোভসম্বরণ বড়ই দুষ্কর। "এইখানি বুনিয়া পরে ছেলের কাপড় বুনিব" ভাবিয়া তাঁতী পরের কাপড়খানি বুনিল। আর একখানি জুটিল, নগদ আজুরা লোভ পাইল ; "আচ্ছা এইখানি বুনিয়া পরে ছেলের কাপড় বুনিব" ভাবিয়া তাঁতীভায়া সেইখানিও বুনিতে লাগিল। ছেলের কাপড় বুনা পড়িয়া রহিল। এইরূপে এক দুই তিন করিয়া পরের বহু কাপড় বুনা হইল কিন্তু ছেলের কাপড় আর বুনা হইল না। ছেঁড়া নেকড়া ছেলের গলা ছাড়িল না।

ছাকরবন্দ ভায়ার ঘর ভাঙ্গা ; বৃষ্টি হইলেই ঘর জলময় হইয়া যায়। কিন্তু পরের কাজ করিলে পয়সা পাইব ভাবিয়া ছাকরবন্দ পরের কাজই করে। কালি কালি করিয়া নিজ ঘরের কাজ পিছাইয়া গেল ; বর্ষা আসিল নিজ ঘর আর মেরামত হইল না। ছাকরবন্দের নিজের মাথা ভিজাও ঘুচিল না।

কামারভায়ার একখানি দা 'ভোতরা' সেখানি কেহই চায় না। কামার একখানি ধারাল দা নির্ম্মাণ করিল, খরিদদার আসিল, দাখানি দেখিল বেশ ধারাল, বলিল "চারিআনা বেশী লও, দাখানি দাও"। কামার দেখিল লাভ বেশী ; ভাবিল "কালিই আর একখানি ধারাল দা তৈয়ার করিয়া লইব, লইয়া যাও।" খরিদদার দা লইয়া গেল "কালি" অন্য কাজ আসিল ; নিজের দা নির্ম্মাণ করা হইল না। পরন্তু হয়ত দা নির্ম্মিত হইল পরক্ষণেই সেই দাখানির অধিক মূল্যদাতা একজন খরিদ্দার জুটিল, সেখানিও গেল এইরূপে কত ধারাল দা তৈয়ারী হইল একখানিও রহিল না। সেই ভোতরা দা দিয়া কামারের কাজ করা ঘুচিল না।

মায়ের কাশি ; সন্ধ্যায় কাশ, বিহানে কাশ, রাত্রিতে কাশ, যখন তখন কাশ। বৈদ্য ভাবিল দেখিয়া ঔষধ দিই ; অপর একটী রোগী আসিল ; বৈদ্য ভাবিল, মায়ের ব্যারাম আর তেমন কি ? আর বেশী হইলেই বা কি। আগে রোগীটা দেখি, কিছু টাকা আদায় করি। বৈদ্য রোগীর নাড়ী টিপিল, ঔষধ দিল, দর্শনী পাইল ; সেই রোগীর জন্যই ব্যস্ত রহিল। রোগী আরোগ্য লাভ করিল। মায়ের পীড়া এখন পর্য্যন্তও দেখা হইল না। কবিরাজ

আবার মাকে দেখিতে মনস্থ করিল, আবার রোগী আসিল, আবার বৈদ্যের সেইরূপ ভাবনা, সেইরূপ ব্যস্ততা, রোগীর সেইরূপ আরোগ্য লাভ। মাকে কিন্তু দেখা হইল না। মায়ের ঔষধ দেওয়া হইল না। কাশ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। চিকিৎসা হইল না। কাশ ছাড়িল না, সুতরাং বৈদ্যের মা কাশুলীই রহিয়া গেল।

ব্যবসার খাতির এইরূপ। নিজের খাতির, ছেলের খাতির, মায়ের খাতির সব খাতির উপেক্ষা করিয়া ব্যবসাদারের কেবল ব্যবসার খাতির।

৪। ও মোর দয়ার দাদা রে,
ও মোর দিলের ভাইয়া রে।
একে পেটের ভাই হাম্‌রা,
একে হাড়ির খাওয়াইয়া রে॥
কেমন রংঙ্গের গান বাজনা,
কেমন ঢকের তাম্‌সা রে।
মোর মনটা উলমতি,
দেরে দুইটা পাইসা রে॥

হাম্‌রা = আমরা। খাওয়াইয়া = খাঅইঅ = খাদয়িতা, ভক্ষক। ঢক = ঢঙ্গ। উলমতি = উন্মতি।

বাদ্যের তরঙ্গ, গানের লহরী, উভয়ের লীলাময় বিলাস মনের উদ্বেল উল্লাস তুলিল। তার পর তাহার সহিত রুত্তমিলন তামাসা কি মনোহর! কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছি। অধিকাংশ দেখিতে পাইতেছি না। নিকটে গিয়া দেখিবার নিমিত্ত বড়ই আবেগ, চিত্ত বড়ই 'উলমতি' (উন্মতি, চঞ্চল); কিন্তু দেখিতে পয়সা চাই, হাতে পয়সাটী মাত্র নাই। ওই একটী লোক দাঁড়াইয়া আছে; উহার সহিত বিশেষ কিছু সম্পর্ক নাই। কিন্তু উহার সহিত পরিচয় আছে; গ্রামের নিকটেই বাড়ী বটে। অথবা কয়েকদিন হইল এক গ্রামেই বাস করিতেছি। বিশেষ কিছু সম্পর্ক নাই, কিন্তু গ্রাম সম্পর্কে ভাই বলিয়া থাকি। এখন নিজের কাজ সাধিতে হইবে। দুইটী পয়সা লইতে হইবে। সম্পর্কটা মুখে ঘনাইয়া উহার মন নরম না করিয়া লইলে চলিবে না। তাই আজি—'তুমি আমার ভাই, ভাইতো ভাই তুমি আমার দয়ার দাদা। তুমি আমার দিলের ভাই, প্রাণের ভাই একই মায়ের সন্তান। একই হাড়িতে রান্না ভাত খেয়ে থাকি। তোমার আমার একই আত্মা কেবল শরীর মাত্র দুটী। আমার ভোগে তোমার ভোগ, আমি তামাসা দেখিলে তোমারও দেখা হইল। তামাসা দেখিতে আমার মন একান্তই চঞ্চল। দুইটী পয়সা চাই, দেরে ভাই, দুটী পয়সা দে?'

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন সরকার

প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৯। গুরু-বন্দনা।

আরম্ভ—শ্রীশ্রী গোবিন্দজি

নম নম গুরু করুণাসাগর।
কৃপা করি দেহ নিজ সেবা অধিকার॥

* * * *

দ্বিজ কৃষ্ণানন্দ পড্যাছে চিন্তাকুপে।
মন বাঞ্ছা পূর্ণ করি রক্ষা কর দাসে॥ (সমাপ্ত)

একখানি সকল দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির মধ্যে প্রাপ্ত। এবম্বিধ অনেক ব্রতকথা, স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত আছে। গ্রন্থের তারিখ সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২৫শে আষাঢ় মঙ্গলবার স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণানন্দ শর্ম্ম মজুমদার সাকিন কালুডাঙ্গা পরগণে বাহারবন্দ থানা উলিপুর জেলা রঙ্গপুর।

৩০। হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান।

এখানি কবি অদ্ভুতাচার্য্যের উত্তরাকাণ্ডের অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান পত্রসংখ্যা ৩১। সমগ্রই পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থশেষে এই কয়েকটী কথা লেখা আছে—সমাপ্ত সন ১২২৪ সালের মাহ ৩ পৌষ বেলা দুইপ্রহর সাকিন জামালপুর পরগণে আঁধুয়া সরকার বাজুহায় স্বাক্ষর শ্রীনবচন্দ্র শর্ম্মন।

৩১। লঙ্কাকাণ্ড।

অদ্ভুতাচার্য্য কবি-বিরচিত পত্রসংখ্যা ২২৭। সমগ্র পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থশেষে এই কথা লেখা আছে:—

ইহলোকে পরলোকে রামচন্দ্র গতি।
অদ্ভুতাচার্য্য কবির ভারথি॥

এই হইতে লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত।

স্বাক্ষর শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্তস্য। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি সন ১১৮৫ তারিখ ২০ জ্যৈষ্ঠ রোজ রবিবার পরগণে বাহারবন্দ সরকার বাঙ্গালভুমি।

৩২। অরণ্যকাণ্ড।

কবি কৃত্তিবাস বিরচিত। পত্র-সংখ্যা ৩৮। সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থশেষে ভীমস্য ইত্যাদি ইতি তারিখ ২৪শে আষাঢ় সন ১২২৪ সাল লেখক (নাগরী অক্ষরে সহি) সদাশিব সরকার।

৩৩। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কবি কৃত্তিবাস বিরচিত। পত্র-সংখ্যা ৩২। সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থশেষে লেখা আছে তালুকদার শ্রীশ্রী কাচমেনির্থা হস্তাক্ষর শ্রীরাধাবল্লব দাস সন ১১৫৫ সাল।

৩৪। পদ্মপুরাণ।

সুকবি নারায়ণদেবের রচনা। সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই ২৪৭ পাতা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। কোথায়, কবে, কাহার দ্বারা এই পুস্তকখানি নকল হইল গ্রন্থ

মধ্যে তাহার কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় নাই। দীননাথ দাস (সাং চোরতা-বাড়ী, থানা সুন্দরগঞ্জ) নামক ব্যক্তির বাড়ীতে এই বহিখানি পাইয়াছি। পুস্তকখানি জীর্ণ হইলেও লেখা বড়ই সুন্দর ও উজ্জ্বল আছে। দীননাথের সাত পুরুষ পদ্মপুরাণের গীত গাহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে। দীননাথের কথা সত্য হইলে সুকবিবল্লভ তাহারই একজন পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। বল্লভ হইতে দীননাথের বাড়ী এদেশে হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে নারায়ণদেবের সম্বন্ধে মাত্র এই জানিতে পারা যায় :—

"নারায়ণ দেবে বলে নরসিংহ সুতে।
এক নাছাড়ী বলি শাকো পায় হ'তে॥"

গ্রন্থখানির মধ্যে দুই একস্থানে আমরা পঠমঞ্জরী রাগের উল্লেখ পাইয়াছি। পঠমঞ্জরী রাগের কথা অন্য কোন প্রচলিত বাঙ্গালা পাঁচালীর মধ্যে আমরা পাই নাই।

এই গ্রন্থ মধ্যে যত নদনদী, গ্রাম ও হাটবাজারাদির নাম পাওয়া যায়, তাহার অধিকগুলিই এই রঙ্গপুর জেলায় আছে। অন্য জেলার নদনদীর নাম নাই বলিলেই হয়। ভৌগলিক তত্ত্ব হইতে এই মাত্র বুঝিতে পারা যায়, কবি উত্তরবঙ্গের দেশাদির অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন। কামালপুরের রাজা কেদারমাণিক্যের উল্লেখ আছে। মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরাধিপতির ভিন্ন বঙ্গদেশে অন্যের নাই।

৩৫। অষ্টমঙ্গল গাহানে শত নাম

এই গীতটী একখানা সে কালের এক আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা, ষ্ট্যাম্প খানি আঠার ইঞ্চ লম্বা ও ১০ ইঞ্চ প্রস্থে। বলা বাহুল্য এখন আর একখানা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই পৃষ্ঠায় ঘন ঘন লেখা কিন্তু সমগ্র গীতটী কাগজখানিতে শেষ হয় নাই। আমরা আর অধিক পাই নাই ; সুতরাং কাহার রচনা কখনকার লেখা জানিবার কোনও উপায় নাই। মূল পড়িয়া বোধ হয় কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর দেবীর গোধিকা মূর্ত্তি ধারণ উপাখ্যানটীর নকল। গীতটীর আরম্ভ এইরূপ।

অথ ব্রতকথা আরম্ভ :—

"রাম রাম পরশুরাম কমললোচন।
অভয়ার চরণে মজিয়া যায় মন॥
চণ্ডী চামুণ্ডা কালী জগতের মাতা।
পুথি ধরি কএন মঙ্গল চণ্ডীর কথা॥
অভয়ার চরণ ধরি যথা তথা যায়।
মৈসে নাহি মারে ব্যাঘ্রে নাহি খায়॥ ইত্যাদি

তারপর কালকেতুর পশুবধ যাত্রা, রাজানুচর কর্ত্তৃক বন্দী, দেবীর স্বপ্ন দেখান পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে।

ষ্ট্যাম্পখানির পৃষ্ঠে লেখা আছে, সন ১১৮১ সাল তাং ১৫ই বৈশাখ খরিদদার দধিরাম মাঝি সাং ভেলারায় ৩১৬ নং শ্রীরাধানাথ সরকার ভেণ্ডার সাং কামারজানি।

৩৬। কেরামতনামা।

মুসলমান কবির স্বধর্ম্মের কথা। আমরা এই পুথিখানির প্রথম হইতে একশত পাতা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। কবির আত্মপরিচয় গ্রন্থমধ্যে আছে। কবির নাম কারি ব্রাণউল্যা। "কারি" হাফেজ উপাধি অপেক্ষা মুসলমানদিগের বড় উপাধি। সৃষ্টিবিবরণ, মহম্মদের জন্মবৃত্তান্ত পাপপুণ্যের বিচার ইত্যাদি এ গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলমান

হইয়া হিন্দুর দেবী পূজা করে দেখিয়া তিনি দুঃখ করিয়া যে চিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন, তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য।

আত্মপরিচয় :—

মহা গুণবান সেখ দিদার মামুদ।
তাহার কৃপায় পাই পরম সম্পদ॥
সেই সাহেব হয় আমার পীর মুরসীদ।
তাহার ঠাঁঞি হৈয়াছি তালিব মুরিদ॥
সেখ মসএদ নামে পিত্রি তাহার তনয়।
সেখ গিস্পিতে আমার কুর শিকুন হয়॥
শতকোটী বন্দগী মোর ওস্তাদের পাত্র।
অজ্ঞান শরীরে জ্ঞান দিয়াছে মহাশত্র॥
তাঁহার প্রসাদে পাই বসিতে সভাএ। ইত্যাদি—

কবির ভণিতা :—

কহে কবি ত্রাণ উল্যা শুণ ধনিগণ।
মন্দ কর্ম্মেতে ধন নষ্ট না কর কদাচন॥

সম্ভবতঃ পুস্তকখানি সমাপ্ত, খণ্ডিত নহে। পুস্তকের শেষে লেখক এই কয়েকটী লাইন লিখিয়াছেন। ১১৫৪ সাল ১০ অগ্রহায়ণ রোজ বুধবার বেলা সওয়া প্রহর কাগজ কালী কলম ভাল দেখিয়া এই ক্যামতনামা পুথি লিখিবার সখ হৈল মনে আমী লিখিবার আরম্ভ করিলাম সকল বফেয়েল দোষ মাপ করিয়া লইবেন সকল তোবা জগতের ভাই ইষ্ট মিত্র বন্ধু বান্ধব নাহী তাহা সকলের আমী দোয়া চাহি আমার নাম শ্রীমনিরমহম্মদ সাং গোপালচরণ পরগণে বামণডাঙ্গাতে ঘর নষ্ট দোষে আনিয়াছে আমার ছাওয়া পরাইবার নয়া করে লোক নাহি নাবালক দুইটা ছাওয়াল তাপরলে শেসকালে আমার এহি হাল খোদার মহিমা কিছু ছারিতে না পারি দুখ আছে আমার জনম ভরি ইহাতে খোদার ইচ্ছা বচনী তাহার ইহা আমি করিলাম সোনায়ে তোমার :—

প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের লিখিত সাধারণ বঙ্গভাষা কেমন ছিল, তাহাও উপরোক্ত লেখা হইতে, বেশ বুঝিতে পারা যায়। কথন ভাষা ভিন্ন গদ্য ভাষা লিখিত হইত না, এ কথার মূল্য নাই।

পুথিখানির রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট অতি সরল সাধারণ লোকেরও বুঝিতে কষ্ট নাই।

——

৩৭ মহাস্থান বা পৌষ-নারায়ণী স্নান।

হিন্দুমাত্রেই পৌষ-নারায়ণী স্নানের কথা অবগত আছেন এইস্নান বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীতে শীলাদেবীর ঘাটে হইয়া থাকে। সেই স্নান উপলক্ষে এই কবিতা লেখা হইয়াছে। এই পুস্তক ছাপা হইয়াছে, অবশ্য বটতলায়। আমরা ১২২০ সনের একখানা হাতের লেখা পুস্তক দেখিয়াছি। কবির নাম গৌরীকান্ত ইঁহার বাড়ী বগুড়া জেলার 'নারুলী' গ্রামে ছিল। ভণিতায় আছে :—

কবিতা রচিল দ্বিজ গৌরীকান্ত নাম।
নিবাস তাহার বটে নারুলি গ্রাম॥
বগুড়া পূর্ব্ব ভাল যেন পাড়া গ্রাম।
দ্বিজ কুলে উৎপত্তি সেই করে গান॥

আমরা "চন্দ্রকান্ত" উপন্যাসলেখক একজন কবি দ্বিজ গৌরীকান্ত রায় পাইয়াছি। সম্ভবতঃ সেই গৌরীকান্ত ও এই গৌরীকান্ত একই কবি, উভয়ের রচনাই একরূপ কোনও প্রভেদ নাই। সম্ভবতঃ ইনি একজন নিতান্ত আধুনিক কালের কবি নহেন একশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি আপন গ্রন্থ আপনিই ছাপাইয়া

থাকিবেন। আমরা আর কোনও স্থানে তাহার কবিতার নাম শুনি নাই। কেবল রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার কবিতা পুস্তক পাওয়া যায়। এই কবির "ভানুমতী উপাখ্যান" নামে একখানি কাব্য আছে। তাহাতে জানা যায়, ইনি জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। রাম প্রসাদের অনুকরণে সম্ভবতঃ দ্বিজ বলিয়া ভণিতায় উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ভানুমতী উপাখ্যানের ভণিতা এইরূপ—

পয়ার প্রবন্ধে বন্দে গৌরীকান্ত রায়।
শীঘ্রগতি রাতরাতি কত দূর যায়।

অন্যত্র—

পশ্চাতে বিবাহ দিব জানিবা নিশ্চয়।
রচিয়া পয়ার বৈদ্য গৌরীকান্ত কয়॥

অন্যান্য কবির চন্দ্রকান্ত নামে মুদ্রিত পুস্তক আছে জানিতে পারা গিয়াছে।*

---

৩৮ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরস চিন্তামণি।

নবম অধ্যায়ে পুস্তকখানি সমাপ্ত। শ্লোক সংখ্যা ২৯। অতি সূক্ষ্ম কলমে ক্ষুদ্রাকারে লেখা। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম আছে পরিচয় নাই। গ্রন্থ সমাপ্তির বা রচনার শেষ হইবার সময়ও দেওয়া আছে। তুলট কাগজে ক্ষুদ্রাকারে দুই পৃষ্ঠায় লেখা। রচনায় বেশ কবিত্বও আছে। গ্রন্থ আরম্ভে আছে :—

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কীশর নমমঃ।
বন্দে মুরারে, মধুকৈটভারে, ।
পাপাপহার, জমুনা বেহার।
পবিত্রকার, ভবসিন্ধু তার।
লক্ষ্মীপতে খো, সবিধ সদাহ।
জয় জয় মধু বিশ্ব মুকুন্দ মুরারি ইত্যাদি

শেষে আছে :—

ব্যাশ অমর বিশ জম উত্তরাতনয়।
ভিশ্য বলি যুধিষ্ঠীর জয় বিজয়॥
অনুদিন অনুক্ষণ চরণে প্রণতি।
তার গুণ গানে লভে গোবিন্দ ভকতি॥
হরি গুণ নারায়ন চরন কমলে।
জনমে জনমে মতি রহুক নিরন্তরে॥
অন্তরিক্ষে ধ্যান করি আদি নিরঞ্জন॥
দাশরথি সীতাপতি রঘুব বন্দন।
কালরূপী সেহি প্রভু জানিব গেয়ানে।
অবনীতে জন্ম হৈল চরণ ভজনে॥

গ্রন্থরচনার সময় কবি ইহার পরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু শ্লোকটী প্রহেলিকাপূর্ণ :—

ছাপ্পন্ন অক্ষরে পুর্ব্বে অব্দনাম কহি।
বাণগ্রহ যুগল পদের সংখ্যা এহি॥

আমরা এই সংখ্যাকে ১৬৫৬ শকাব্দ ধরিয়া লইয়াছি। সম্ভবতঃ ইহাই গ্রন্থ রচনার কাল হইবে।

কবির ভণিতা :—

রস চিন্তামণি প্রেম সুধারস ভাসা।
দাশ প্রাণ কৃষ্ণক শ্রীকান্ত পদে আশা॥

গ্রন্থশেষে লেখা আছে ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমরস চিন্তামণিগ্রন্থস্য নবমোধ্যায় সম্পূর্ণেতি পুস্তক শ্রীমন্ত গুরুচরণেভ্যো প্রণতি সহস্র শ্যাম কিশোরায় নম। সন ১২২৩ সাল তারিখ ১৬ পৌষ স্বয়ক্ষর শ্রীআনন্দমোহন কর সাকীন হাট বামুনী তরফ লক্ষ্মীপুর পরগণে বাহারবন্দ সরকার বাঙ্গাল ভোম সন ১২২৩ সাল :—

বর্ণ বিন্যাসের বিকৃতির জন্য পুস্তকখানি দুর্ব্বোধ্য স্থানে স্থানে পড়াই যায় না। এই গ্রন্থকর্ত্তার পুরানাম প্রাণকৃষ্ণ দেব বাড়ী ঘরের ঠিকানা জানা যায় নাই ; ইতি।

---

* ১৩শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৬১ পৃষ্ঠায় এই পুঁথির বিবরণ লিখিত এবং ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা রঙ্গপুর পরিষৎ-পত্রিকায় সমগ্র কবিতাটী মুদ্রিত হইয়াছে।

৩৯। বিন্দুসাগর।

লেখকের নাম নাই। ইহা একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ, ছয় পাতে গ্রন্থ সমাপ্ত, গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে কিলি বিলি মন্ত্র আছে। আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এই খানি একখানা বৈষ্ণব গ্রন্থ। প্রথম পাতাখানি পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমে এইরূপ আছে:—

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্দন।
অতি হিন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ ভাবে করে কন্দে আবাহন।
আমি তোমার জন্য তুমি আমি নাম।
* * * * * *

ইহার পর যাহা আছে, তাহা অপাঠ্য অতিশয় অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট।

গ্রন্থশেষে আছে:—

বিন্দু সাগরে কহে সহজ বিচার।
ইহা যে সাধিবে কি আছে তাহার॥"

ইতি বিন্দুসাগরগ্রন্থ সমাপ্ত ইতি স্বাক্ষর দীনহীন শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মা সন ১২৫৪ সাল শাল—রোজ বিষ পৌষ বারবেলা আধ প্রহর।

গ্রন্থের মধ্যের মন্ত্রের নমুনা—

হং হর ধং ধর মং মজ্ঞ লং লোট পং পোছ জং জোর ইত্যাদি:—

৪০। হরিবংশ।

বেদব্যাস-বিরচিত হরিবংশের পদ্যানুবাদ। আমরা খণ্ডিত পুস্তক পাইয়াছি কয়েকখানা পাতা মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া অধ্যায় ঠিক করা যাইতে পারে না।

সপ্তম পাতে আছে:—

পরাসর সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্য শ্লোক হরিবংশ॥
সেহি শ্লোক বাখান করিল ভবানন্দ।
বিস্তার করিল তাহা দ্বিজ দয়াচন্দ্র॥

ইহাতে বোধ হয় দ্বিজ দয়াচন্দ্র নামে এক জন কবি হরিবংশের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। কবির আর কোনও পরিচয় পাইবার উপায় নাই। আমরা যে কয়েক পাতা পাইয়াছি—তাহাতে মদন ভস্মের বর্ণনা, রতি বিলাপ প্রভৃতি আছে। কাব্যাংশে রচনা মন্দ হয় নাই। কাশীরাম দাসের অনুকরণে রচনা। সম্ভবত কবির বাড়ী উত্তর বঙ্গেই ছিল—নচেৎ তাঁহার এই পুরাণ ছাপাখানার মুখ দেখিতে পাইত।

গ্রন্থের আরম্ভ:—

ভারত ভুমিতে রাজা নাম জন্মজয়।
পরীক্ষিত সুত রাজা সারদা তনয়॥
শৃঙ্গ মুনির পাপে রাজা হৈয়া কাব্যব্রত।
ক্রমে ক্রমে শুনিলেন গীতা ভাগবত॥
অষ্টাদশ পুরণাদি গীতা ভাগবত।
* * * * * *
হরিবংশ জিজ্ঞাসিলেন মহারাজেশ্বর।
ইতি মধ্যে আইল তথা ব্যাস মুনিবর॥
ইত্যাদি:—

৪১। শ্রীকৃষ্ণঅর্জ্জুন সংবাদ।

এই খানি গীতার অনুবাদ লেখকের নাম নাই। রচয়িতা কে তাহারও কোন নিদর্শন নাই। তুলট কাগজে অতি প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা। কোনও স্থানে সন তারিখ নাই। আমরা প্রথম ১০ পত্র মাত্র পাইয়াছি, ইহা পাঠে বুঝিতে পারিলাম, একটী অধ্যায়ের কতকাংশ মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে গীতার সার কথা লেখা হইয়াছে।

আমরা প্রথম পত্র হইতে উদাহরণস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

৺৭শ্রীগুরবে নমো।

এক চিত্ত হয়া সব শুন সাবধানে।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কথা হইল জেহি মনে॥
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কথা কহে নারায়ণে।
শুনিলে দুরিত পাপ খণ্ডে ততক্ষণে॥
অর্জ্জুনে পুছেন কথা হয়্যা সাবধানে।
কহেন সকল কথা কমল নয়ানে॥
কোন লোক জায় নর কোন কর্ম্ম করে।
নিরবধি ধ্যেয় কাহে প্রণাম কাহারে॥
তবে কৃষ্ণ কহেন কথা হয়ে সাবধানে।
সাবধান হয়া কথা শুনহে অর্জ্জুনে॥
সকল বৃত্তান্ত কথা কহিব তোমার স্থানে।
আমাকে বৈষ্ণব বলো উপায় জেহি মনে।
আমাগতি বিনা তার আমাক নমস্কার।
আমাকে ধ্যান আমাতে মন পুজয় আমাক॥
ইত্যাদি ইত্যাদি—

৪২। বিদ্যাসুন্দর

এই খানি খাঁটি উত্তর বঙ্গের বিদ্যাসুন্দর। ভারতচন্দ্র কিম্বা কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। পরিতাপের বিষয়, আমরা ইহার ছয় খানি মাত্র পাতা পাইয়াছি। গ্রন্থে কবির ভণিতা আছে। লেখকের নাম নাই, সন তারিখ নাই। পুরাতন কাগজে প্রাচীন অক্ষরে লেখা। লেখক নকল করিতে আরম্ভে লিখিয়াছেন অথ বিদ্যাসুন্দর লিখ্যতে। কবি কিন্তু কালিকা পুরাণ বলিয়া ভণিতা লিখিয়াছেন:—

আরম্ভ:—অথ বিদ্যাসুন্দর লিখ্যতে

কাঞ্চিপুর দেশে এক রাজা অনুপাম।
বৈকুণ্ঠ নন্দন সেই গুণ সিন্ধু নাম॥
অপুত্রক রাজা সেই নিজকর্ম্ম দোষে।
অপুত্রক বলি তাথে সর্ব্বলোকে ঘোসে॥
একদিন রাত্র যোগের শুনহ কাহিনী।
যেমতে বিরোধ লাগিল রাজা রাণী॥
রাজা বলে শুন প্রিয়া এক কথা।
অপুত্রক হৈয়া আমি বড় পাই ব্যাথা॥
ইত্যাদি—

ভনিতা—

কালিকা মঙ্গল গিত মধুরস বাণী।
রচিল ভারত কবি ভাবিয়া ভবাণী।

এই ভারত কবি কে, তাহার কোনও পরিচয় আমরা জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার রচনার সহিত তাঁহার স্মৃতি লোপ পাইয়াছে।

৪৩। আত্মনিবেদন।

নবকৃষ্ণ দাসের বিরচিত। কবির স্বহস্ত লিখিত। এক খানা তুলট কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় অতি ঘন ঘন করিয়া লেখা। রচনার শেষে কাব্যের সন, তারিখ, আছে কিন্তু কবি আত্মপরিচয় কিছুই দেন নাই। তবে এই আত্মনিবেদনের মধ্যে কবি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব স্থানে তাহার কর্ম্ম ফলে কিছু অর্থ আশা করিয়াছেন, আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি:—

বন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য, সাঙ্গ এই শাখা ধন্য
* * মহান্ত তোমা সনে।
শ্রীযুত প্রেমসিন্ধু দিন দুঃখি জন বন্ধু
জয় জয় যুগল চরণে॥
অতি জ্ঞান হীন, ভকতি বিহিন,
নব কৃষ্ণ দেব দাস।
তব কৃপা পায়, তুমি সত হয়া
দণ্ডবৎ তুয়া পায়॥
কমল চরণে, দুহার ভরনে
প্রণাম করিতে চাঞো।
রিপুর স্বনে, মনের চঞ্চলে
সন্ধান নাহিক পাও। ইত্যাদি

শেষে আছে :—

দেহমন সনে, তব শ্রীচরণে
এহি নিবেদন লিখি।
তোমা যুগ্য নএ, মোর মনে হএ
দেখিবা না হবে সুখি।
এই নিবেদনে, যুগল চরণে,
দুখি দিন হিন কয়।
স কৃপা করহ, চরণে ধরহ
তব পদে জয় জয়॥
সন বার সত বাইস সন গত
সাতাইসা কার্ত্তিক মাস।
তব কৃপা বিনে, নাহিপ্রেম চিনে,
তোমার দাসানু দাস।
ইতি ১২২২ সন ২৭ শে কার্ত্তিক—
রোজ শনিবার, তব পদসার
মনে পাই বড় ত্রাস

এক খানা পুরাতন পুথির মধ্যে এই আত্মনিবেদন পাওয়া গিয়াছে ইহার পর আরও লেখা আছে—

নিবেদন পুনর্ব্বার, শ্রীচরণে কহি সার,
সিগ্র আসিবেন পএলা রোজ।
নবান্য প্রসাদ করি দেহ আসি তরাতরি,
আর বলে দিন নাহি সোজে।
এই কথা মনে ধরি একবার কৃপা করি,
দরশন দিয়া করো ধন্য ইত্যাদি—

ভক্ত কবি আপনার প্রত্যেক কাজই আরাধ্য দেবতায় অর্পণ করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতেন। আমরা এই আত্মনিবেদন হইতে ইহাই জানিতে পারিয়া এই নাস্তিকতার দিনে সুখী হইলাম।

৪৪। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারত।

খণ্ডিত পুস্তক আমরা পাইয়াছি। লেখকের নাম নাই নকল করিবার সন তারিখও নাই। কেবল কবীন্দ্র নামের ভণিতা আছে। আমরা দ্রোণ পর্ব্ব হইতে অশ্বমেধ পর্ব্ব পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ইহার মধ্যেও দুই এক স্থানের পাতা নাই। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা ইতি পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি এখন আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন করে না। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা অনুসন্ধান করিয়া রঙ্গপুর জেলার মধ্যে একখানিও কাশীদাসী মহাভারত পাই নাই। যে দুই এক খানি হাতের লেখা মহাভারত পাওয়া যাইতেছে, তাহা পরাগলী মহাভারত। সুলতান আলাদিন যখন গৌড়ের বাদসাহ, সেইসময় এই মহাভারত রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কাশীদাসী মহাভারত ইহার তুলনায় আধুনিক রচনা। সেনাপতি পরাগল খাঁ যে সময়ে ত্রিপুরা জয় করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময় পরমেশ্বর নামে ব্রাহ্মণ তাঁহার সভাতে থাকিয়া আদেশ ক্রমে এই মহাভারত রচনা করেন। কবি দরিদ্র ছিলেন ইহা তৎকর্ত্তৃক পরাগল খাঁর প্রশংসা বাদে জানা যায়। দরিদ্রের রচনা বলিয়া হতাদরে কালের কবলে লীন হইয়াছে।

৪৫। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ। সমগ্র লঙ্কা কাণ্ড পুঁথিখানা আমরা পাইয়াছি। অদ্ভুতাচার্য্যের সমগ্র রামায়ণই আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। এই খানির পত্র সংখ্যা ১৬৯ এ সম্বন্ধে আমবা পূর্ব্বেও কিছু লিখিয়াছি। কবির বাসস্থান নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। সোনারায়ে বড় বাড়ী গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহারা চারি সহোদর কবিই সর্ব্বকনিষ্ঠ। আত্রেয়ী ও করতোয়া-নদীর সঙ্গমস্থলে যে তাঁহার বাড়ী ছিল, সংগৃহীত পুঁথি গুলি হইতে কবির এই পর্য্যন্ত আত্ম পরিচয় পাইয়াছি। রঙ্গপুরে কৃত্তিবাসী রামায়ণও খুব কম

দেখা যাইতেছে। কেবল যেখানে সেখানে আমরা অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ পাইতেছি। কবি বাল্মীকির সীতার উপর এক নূতন সীতা খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার সীতা কালীর অবতার। দশমুণ্ড রাবণকে বাল্মীকির রাম বধ করেন। সীতার মুখে সহস্রশীর্ষ রাবণের কথা শুনিয়া রাম তাহাকে বধ করিতে যাত্রা করেন। যুদ্ধে সহস্র মুণ্ড রাবণের নিকট পরাস্ত হইয়া রাম মোহ প্রাপ্ত হইলে কালিকা রূপিণী সীতা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া রাবণকে বধ করেন, অদ্ভুতাচার্য্য এই অদ্ভুত সৃষ্টির জন্যই বোধ হয় উপাধি পাইয়া থাকিবেন। তাঁহার আসল নাম নৃত্যানন্দ। এই কবির সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। প্রাপ্ত গ্রন্থ খানির শেষভাগে লেখা আছে ইতি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত। যথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি শ্রীরাম পদে করি আস্ স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ দাসস্য সাকিন হরিবুল্যাপুর পরগণে সেরপুর রোজ মঙ্গলবার বেলা এক প্রহর উদানে পুস্তক সমাপ্ত মোকাম নিজবাড়ী সন ১২২৬ সাল তারিখ ৩ জ্যৈষ্ঠ। ৯০ বৎসর পূর্ব্বেও রঙ্গপুরে এই রামায়ণ লিখিত ও পঠিত হইত বলিয়া জানা যায়।

৪৬। ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য।

এই পুথিখানির ৪ পাতা হইতে আমরা ১৫ পাতা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। বাঙ্গালা পদ্যে রচিত। এই ১৫ পাতের মধ্যে কবির কোনও ভণিতা পাওয়া যায় নাই। পত্রের স্থানে স্থানে ১১৫৯ সাল লেখা আছে। কবির নাম ধাম জানিবার কোনও উপায় নাই। সম্ভবতঃ সমগ্র পুথিখানি সংগ্রহ হইলে সবিশেষে সব কথা জানিতে পারা যাইত। আজ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে এপ্রকার অপর আর একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কবি যিনিই হউন না কেন, তিনি যে একজন প্রাঞ্জল-প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট পয়ার রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাহা প্রাপ্ত কয়েকখানি পত্র পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। রাম, জমদগ্নিমুনির আদেশে জননীকে কুঠারাঘাতে হত্যা করিতেছেন, সেই বীভৎস দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া, কবি পরশুরামকে নানাতীর্থ পর্য্যটনে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং স্বীয় গ্রন্থে ঐ সকল তীর্থের মহিমা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া কবির রচনা ভঙ্গী দেখাইতেছি :—

"তবে গাবি বলিলেন বাছুরের তরে।
এহি মহাপাপ কেহ খণ্ডাইতে নারে॥
যত যত তীর্থ আছে কত কত ঠাঞি।
মাতৃহত পাপ খণ্ডায় হেন কেন নাঞি॥
সবে একতীর্থ আছে ব্রহ্মপুত্র নাম।
ভাগ্যবশে যাইতে পারে তার সন্নিধান॥
গোপতে আছয় তীর্থ এই মাত্র শুনি।
ইহা আছে কোনখানে তাহা নাহি জানি॥
রামের না হয় নিদ্রা কুঠার কারণে।
কোথা যাব কি হইবে ভাবে মনে মনে॥
সন্ধ্যাতে থাকিয়া এই কথা শুনে রাম।
গাবি মুখে কথা শুনে অতি অনুপাম॥
শুনিলু উত্তম তীর্থ উত্তরে আছয়!
গাবি মুখে কথা শুনে আনন্দ হৃদয়॥
মনের সহিত রাম নমস্কার কৈল।
মহা পুণ্য গাবি মুখে উপদেশ দিল॥
এহি বলি গেল রাম ঘরের বাহিরে।
* * * * * ॥"

এক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ-গাভীর সহিত প্রতিদিন তাহারই বয়ঃপ্রাপ্ত বৎসকে লাঙ্গলে জুড়িয়া দিত। বৃদ্ধা গাভী বৎসের সহিত লাঙ্গল টানিতে অসমর্থা হইয়া পুত্র

বৃষকে তাহার প্রাণ বধ করিতে অনুরোধ করিয়া "মাতৃহত্যা" পাপ বিমোচনের উপায় বলিয়া দিতেছে। পরশুরাম দৈব বশে সেই ঘরে রজনীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গাভীর বৎস মাতার অনুরোধ স্বীকার করিয়া পরদিন প্রত্যুষে সেই ব্রাহ্মণ যখন গাভী ও বৎসকে লাঙ্গলে জুড়িয়া দেয়, বৎস তখনই বিপুল পরাক্রমে ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া, স্বীয় জননীর প্রাণবধ পূর্ব্বক গাভীর উপদেশ মত উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মপুত্র নদীর উদ্দেশে ছুটিতে থাকে। পরশুরাম সেই বৃষের লাঙ্গুল ধরিয়া তীর্থাভিমুখে রওনা হন। পরে বৃষের সহিত ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। ইহাই এই কাব্যের উপাখ্যান ভাগ।

৪৭ বৈষ্ণব-বন্দনা।

(অজ্ঞাতনামা পুথি)

এক পুরাতন পুঁথির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমরা এই বন্দনার তিনখানি বিভিন্ন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কয়েক পাতায় আমরা যাবতীয় ভক্ত বৈষ্ণবগণের নাম পাইয়াছি। তাহাতে তাঁহাদের গুণাবলীর বর্ণনাও আছে। নানাবিধ রাগ রাগিণীতে এই বন্দনা লেখা হইয়াছে, কিন্তু একটীরও শেষে আমরা কবির ভণিতা পাই নাই। যদি নিখিল বৈষ্ণবগণের নাম ও তাঁহাদের গুণাবলী কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কেবলমাত্র এই বন্দনাটী পাঠ করিলেই সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে পারিবেন। তাঁহাকে আর বৈষ্ণব সাহিত্য-সাগরে সন্তরণ করিতে হইবে না। দুঃখের বিষয় সমগ্র বন্দনাটী বোধ হয় আর জনসমাজের মুখ দেখিতে পাইবে না। আমরা যতদূর পারিলাম এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গোবিন্দ গরুড় মহিমা অপার।
গৌরপদে ভক্তি ছারে যার অধিকার॥
বন্দিব অম্বষ্ঠে নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যার গানের মাহাত্ম্য॥
বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধ ভাবে।
উৎকল স্থানে প্রভু যারে রাখিল সমীপে॥
বন্দ মহা নিরিহ পণ্ডিত দামোদর।
পিতাম্বর বন্দো তার জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দো জগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥
বন্দো মহাশয় চক্রবর্ত্তি নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য কথা কহিল সকল॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দো গোপ্ত নারায়ণ।
বন্দো গুরু গঙ্গা বিষ্ণুদাস সুদর্শন॥
বন্দো সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত খান বন্দো আর বিদ্যানিধি॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারি শুক্লাম্বর।
প্রভু যারে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥
নন্দন আচার্য্য বন্দো লিখক বিজয়।
বন্দো রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥
বন্দো খোলাবেচা খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
মহাপ্রভুর সঙ্গে যার পরিহাস্য কোন্দল॥
বন্দো ভিক্ষুক বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিল আচম্বিতে॥
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দো করিয়া আদর।
বন্দনা করিব বাসুদেব ভাদড়॥
বন্দিব ঈশান দাস করজোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যারে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দো জগদীশ আর শ্রীমান সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দো করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
রায় মুকুন্দ বন্দো করিয়া আনন্দ॥

বল্লভ আচার্য্য বন্দো জগজনে জানি।
জার কন্যা আপনে শ্রীলক্ষি ঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দো একমন হঞা।
জার কন্যা আপনে ঠাকুরাণি বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আচার্য্য বনমালী বন্দো দ্বিজ কাশী।
* * * * * (অন্যপত্রে)
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য অগ্রজ নাম সংসার শরণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
পতিত পাবন অবতার ধন্য ধন্য॥
বন্দো লক্ষি ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি বন্দনা করিঞা॥
বন্দো পদ্মাবতি দেবি হাড়াই পণ্ডিত।
যার পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দো শ্রীনিত্যানন্দ।
জাহা হৈতে নাট গীত সভার আনন্দ॥
বসুধা জাহ্নবি বন্দো দুই ঠাকুরাণী।
যার পুত্র বিরভদ্র জগতে বাখানি॥
শ্রীবিরভদ্র ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বস যার প্রেমগুণে॥

ভাটিয়ালি রাগ।

ধন্য অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ব্যাসমুনি।
এমন সুন্দর নাম কোথায় না শুনি॥
সাবধানে বন্দো আগে শ্রীমাধবপুরি।
বিষ্ণুভক্তি পথে জে প্রথমে অবতরি॥
আচার্য্য গোসাঞি বন্দো অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দো তাহার নন্দন।
সিতা ঠাকুরাণী বন্দো হঞা একমন॥
বন্দিব শ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ ক্ষিয়াতি যার ভুবন বিদিত॥
ভক্তি করি বন্দিব মালানি ঠাকুরাণী।
আপনে মহাপ্রভু জারে বলিল জননী॥
নারায়নি দেবি বন্দো হঞা সাবধানে।
আলবাটি প্রভু জারে বলিলা আপুনে॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দো বিরক্ত প্রধান।
ব্রহ্ম দিঞা শিশুরে লওাইলা হরিনাম॥

গুপিনাথ ঠাকুর বন্দো জগত বিক্ষাত।
প্রভু স্তুতি পাটে জার ব্রহ্মা সাক্ষাত॥
বন্দিব মুরারী গুপ্ত ভক্তি সক্তিমন্ত।
পুর্ব্ব অবতারে যার নাম হনুমন্ত॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দো চন্দ্রসিতল।
আচার্য্য রতন বন্দো ক্ষাতি নির্ম্মল॥
* * * * * (অন্যপত্রে)
আচার্য্য গোসাঞি জারে উৎকল নগরি॥
পুরুশোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসি সুজন।
প্রভু যারে দিল আচার্য্য প্রভুর স্থান॥
বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমন।
মকরধ্বজ বন্দো প্রভুর গায়ন॥

বড়ারি রাগ।

গোরা গোসাঞি পতিত পাবন অবতার।
তোমার করুণায় প্রভু সবার নিস্তার॥
কবিরাজ মিশ্র বন্দো ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দো অনন্ত আচার্য্য॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণে সালি।
জে করিল রাধাকৃষ্ণ বিচিত্র ধামালী॥
বন্দো সার্ব্বভৌম বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যার অদ্ভুত কবিত্ব॥
প্রতাপরুদ্র রাজা বন্দো ইন্দ্রসম ক্ষাতি।
প্রভু যারে দেখাইল ষড়ভুজ আরতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দো উড়িয়া বিপ্রদাস।
দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষ্ণুদাস॥
জার গীত শুনিঞা হয় প্রভুর উল্লাস।
তার ভাই বন্দো শ্রীবনমালি দাস।
বেশে আবেশে জার গুপি * বাস॥
কানাঞি খুটিয়া বন্দো বিশ্ব পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র জার॥
বন্দো ভরিয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যার বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস সে সঙ্গিত পণ্ডিত।
জার গানে বস জগন্নাথ মোহিত॥
বন্দ সিবানন্দ পণ্ডিত কাসিশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥

সুবুদ্ধি মিশ্র বন্দো আর মিশ্র শ্রীনাথ।
তুলসি মিশ্র বন্দো মহান্ত কাসিনাথ॥
হরিভট্ট বন্দো মোহান্ত বলরাম।
বন্দ পট্টনায়ক কুমার জার নাম॥
বসু বংশে রামানন্দ বন্দিব যতনে।
জার বংশে গৌর বিনু অন্য নাহি জানে॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো নাম ব্রহ্মচারি।

* * * * *

এই পত্রত্রয়ের এক স্থানে ১১৯২ সন লেখা আছে। গ্রন্থের নাম কি জানি না তবে সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বৈষ্ণব-বন্দনা নাম দিলাম।

৪৮। কবিরাজী ঔষধসংগ্রহ।

এই পুথিখানির ১৭খানি পাতা পাওয়া গিয়াছে। নানারোগের ঔষধ লিখিত আছে। ইহাকে আজকালকার ভৈষজ্যরত্নাবলী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লেখক জনার্দ্দন সেন, বাড়ী তিপ্পান হাটী, জিলা নাটোর, তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২০৬ সাল। কএকটী ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল:—

মাসাদিচুর্ণ প্রেমহরোগবিনাসন।

মাসকলাই ১ তোলা, শুন্ট ১ তোলা, ঘচরস ১ তোলা, ভাগপত্র একতোলা, একত্র সকল চুর্ণ আদতোলা খাইলে প্রেমহবিগার ভাল হয়।

শুটাদি চুর্ণ সোতবোলেন।

পুরাণা গুড় ১ তোলা পিপল ১ তোলা শুট ১ তোলা, একত্র বাটিয়া একতোলা বড়ি খাইলে সোত দুর হয়।

চন্দ্রদয়া চক্ষুরোগ ভাল হয়।

হরিদ্রা ১ তোলা নিম্বপত্র ১ তোলা পিপল ১ তোলা মরিচ ১ তোলা মুথা ১ তোলা বিড়ঙ্গ ১ তোলা শুট ১ তোলা এহি সকল গোময় দিয়া একত্র ঘটন করিবে কলা প্রমাণ বড়ি ছাগদুগ্ধে কিম্বা ছাগল মূত্রের অঞ্জন চক্ষে দিলে চক্ষুপীড়া ভাল হয়।

৪৯। নাড়ীপ্রকরণ।

চারি পাতের পুথি—সমগ্র পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পদ্যে করা হইয়াছে।

আরম্ভ:—শ্রীসিবায় নমঃ অথ নাড়ি লক্ষণ। আদৌ চ বহতে বাতো মধ্যে পিত্তং তথৈবচ। অন্তেচ বহতে শ্লিগ্মা নাড়িকাত্রয়-লক্ষণম্।

মৃত্যুর অনেকগুলি লক্ষণ এই পুস্তকে আছে। তাহার একটী শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

ভুজগের গতি নাড়ী সদা বহে যায়
ক্রমশ হইয়া ক্ষীণ মাসে মৃত্যু হয়॥

গ্রন্থশেষে আছে—ইতি নাড়িপ্রকরণ বচন সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীবিষ্ণুরাম শর্ম্মণ মজুমদার সাং বোদনা পং কালীগাতি গুরাতা মোকাম দয়ালপুর পুস্তক শ্রীভৈরবচন্দ্র সেনের সাং তথা পঃ ছিওাবাস। সন ১২০৬ মাহে আশাড় ২৩ রোজ শনিবার শকাব্দ সন ১৭২১।

৫০। কামশাস্ত্র।

৮৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সত্য। অথ রতিশাস্ত্র লিক্ষতে:—

বন্দো দেব নিরঞ্জন প্রলয় কারণ।
এক ব্রহ্ম পরিপুর্ণ সকল ভুবন॥
সেই প্রভু অগণ্ডিত নাহি আদিঅন্ত।
সর্ব্বত্র ব্যাপিত প্রভু অক্ষয় অনন্ত॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সে যাহার করণ।
অন্তকালে হেতু সেই ভক্তির কারণ॥
পুরুষ প্রকৃতি ভোগে জন্ম মৃত্যু হয়।
সেই স্ত্রী পুরুষের কথা শুনহ মহাশয়॥
একচিত্ত হয়া কথা শুনহ পণ্ডিত।
কামশাস্ত্র কথা কহি শুনহ নিশ্চীত॥
সেহি স্ত্রি পুরুস জনমে জেবা জাতি।
রতিশাস্ত্র কথা শুন হয়া একমতি॥ ইত্যাদি

রাজা জন্মেজয় প্রশ্ন করিতেছেন আর গর্গ মুনি তাহার উত্তর দিতেছেন। চারিজাতি পুরুষ ও চারিজাতি স্ত্রীলক্ষণাদির বর্ণনা আছে। গ্রন্থমধ্যে কোনও স্থানে কবির ভণিতা দৃষ্ট হইল না। ১৭ পাতে পুস্তকখানি সমাপ্ত। বলা বাহুল্য বড়ই অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট,এরূপ পুথি লোপ পাওয়াই সমাজের মঙ্গলের কারণ। বটতলার কৃপায় এহেন পুথিও মুদ্রাযন্ত্রের মুখাবলোকন করিয়াছে। পুস্তকশেষে আছে—ইতি সমাপ্ত পাঠক শ্রীবৈদ্যনাথ দাস সাধু সাং নিঙ্গেনি সন ১১৮৯ সাল তারিখ ২৭শে চৈত্র।

৫১। ভগবতীর শত নাম।

এ খানা কবিকঙ্কণচণ্ডীর একাংশ মাত্র। গায়কের সুবিধার জন্ম সামান্যাংশ পৃথক করিয়া লইয়া পৃথক নাম দিয়াছে মাত্র। আরম্ভ:—

উমা শান্তিনাম, ভুবনে অনুপাম,
শুনহ নামের কথা।
রাজা রঘুনাথ, গুনে অবদ্যাৎ,
রসীক সমাজে সুজন॥
তার সভাসঙ্গে শ্রীকবিকঙ্কণে গান।
প্রবোধ না জাই মাতা এ সব বচনে।
কীবা সতনাম তুমি সিখিলা পুরাণে॥
যদি নিজরূপ ধর প্রবোধ যাই মনে।
জেহিরূপে লোকে তোমায় পুজিল আস্বীনে॥
এমত শুনিল মাতা বিরের বচন।
নিজ মূর্ত্তী ধরিতে মায়ের হইল মন॥
মহিষ মর্দ্দিনী রূপ ধরিল চণ্ডিকা।
অষ্টদিগে শোভা করে অষ্ট নায়িকা॥
সিংহ প্রেষ্ঠে আরোহন দক্ষিণ চরণ।
মহিষের প্রেষ্ঠে বামপদ আরোহন॥ ইত্যাদি

কালকেতুর ভগবতী পুজার পালা। পালার শেষে আছে সন ১২৪৩ সাল তারিখ ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার গিতাল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ কর্ম্মকার, শ্রীহোসেন উদ্দী সরকার তথা শ্রীঘাউয়াদাস চকীদার পাটাত্যে শ্রীগোবর্দ্ধন দাস গিতাল সাং অলীপুর পরগণে বাহারবন্দ তরফ পাঁচগাছী। হিন্দুমুসলমানে একত্রে এই গীতগান করিত, হিন্দুমুসলমানে শুনিত। দেশে যখন আধুনিক যাত্রাগানের প্রচলন ছিল না সেই সময় লোকে এইরূপে অনেক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাদির সজীবতা রক্ষা করিয়াছিল। উত্তরবঙ্গে দুর্গম নদনদী ইত্যাদি পার হইয়া শ্রীকবিকঙ্কণ আসিয়া ৭০ বৎসর পূর্ব্বে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এই খণ্ডকাব্য খানি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৫২। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

কবি অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিত উত্তরকাণ্ডান্তর্গত হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। কৃত্তিবাস এই উপাখ্যানটী তাঁহার আদিকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অদ্ভুতের ইহাও একটী অদ্ভুতত্ব। পত্রসংখ্যা ২৬। গ্রন্থশেষে

লেখা আছে—ইতি হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ সমাপ্তঃ যথা দৃষ্টং ইত্যাদি লিখিক সহয়ক্ষর শ্রীখগেশ্বর বৈরাগি সাকিম যবপুর পরগণে আন্দুআ সন ১২৩৪ সাল মাস আসাড় ২৬ রোজ রবিবার। আঁন্ধুয়া রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত। কবি কমললোচনের জন্মস্থান। আঁন্ধুয়া যবপুর কোথায় জানিতে পারিলাম না। পায়রা-বন্দের চৌধুরীসাহেবেরা এই আঁধুয়া পরগণা সুলতান সা-সুজার নিকট জাইগীর লাভ করিয়াছিলেন। মোগলশাসনের সময় আঁন্ধুয়া সরকার ঘোড়াঘাটের অধীন ছিল। আঁন্ধুয়া বিদ্যাচর্চ্চায় পুরাকালে বিখ্যাত ছিল

৫৩। চৈতন্যচরিত গান।

আমরা এহ পুথির তিনটী মাত্র পাতা পাইয়াছি। সমগ্র পুথিখানির জন্য গায়কদের নিকট অনেক অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যতখানি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কবির নাম নাই। প্রসিদ্ধ মধুকানের “ঢপ” সঙ্গীতের অনুকরণে এই সংগীত রচিত হইয়াছে। একটী গান, তারপর খানিকটা বিষয় বর্ণনা, এইরূপে সঙ্গীত অগ্রসর হইয়াছে। আমরা নমুনা স্বরূপ নীচে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রে পত্রে “১২৫১ সাল ৩০শে ভাদ্র খোষালচন্দ্র দাসস্য সাং সেরপুর জেলা” আছে। এই খোষালদাসের নাম প্রাচীন অনেক গ্রন্থে লিপিকাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। লেখনভঙ্গীও পণ্ডিতের অনুরূপ। এই খোষালচন্দ্র যিনিই হউন সে সময়ে তিনি যে একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

“তখন নিমাই বলিতেছেন ভারথি গোসাঞি গাত্র উত্থান করেন। আমি আর ফিরিয়া ঘরেতে জাব না। তখন ভারতি গোসাঞী গাত্র উত্থান করিয়া দেখিল আত্রি অল্প আছে। সেই কালেতে নিমাইর সঙ্গে গমন করিলেন। তদন্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া কি কাজ করিতেছেন। চৈতন্য পাইয়া দেখেন প্রভু পালঙ্গেতে নাঞি। প্রভু আর কি করিতেছেন, অঙ্গের আভরণ নিলাম্বরের অঞ্চলেত বন্দন করিয়াছেন বুঝি প্রভু অনাথ করিয়া গিয়াছেন। “সিরে হানে করাঘাত, কোথা গেলা প্রাণের নাথ।” তখন বিষ্ণুপ্রিয়া কি করিতেছেন:: কেন আওলাইয়া প্রভুর আভরণ লুইয়া কান্দিতে কান্দিতে গমন করিলেন। সচির দ্বারেতে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন, ঠাকুরাণী গাত্র উত্থান কর—সচির মন্দিরে বসি ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া:—

সয়ন মন্দিরে ছিল, নিসাকালে কোথা গেল,
মোরমুণ্ডে বজ্রপাত করি।
আউলায়া মাথার বেণী, কান্দিয়া ফিরে পাগলিনী,
গৌড়াঙ্গ গিয়াছে মোরে ছাড়ি॥
মন্দির রহিছে পড়ি, সকল আছএ পড়ি,
প্রভু মোরে গেল ছাড়ি। ইত্যাদি

রচনা মধুকানের অনুকরণ হইলেও দাশরথি রায়ের পাঁচালীর অনুরূপ। ইহার মধ্যে কবিত্বের কিছুই আমরা খুজিয়া পাই নাই। কিন্তু চৈতন্যের সন্ন্যাস অতি সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে; ইহাই গ্রন্থখানির প্রশংসার কথা।

---

* হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান নামক আর একখানি পুঁথির বিষয় পুর্ব্বেই লিখিয়াছি।

৫৪। কালকেতুর উপাখ্যান।

কালকেতুর উপাখ্যান বিখ্যাত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অন্তর্গত কালকেতুর কথায় পূর্ণ। এই উপাখ্যান গীত হইত। কবিকঙ্কণ বিরচিত। পত্রসংখ্যা ত্রিশ, শেষপত্রে লেখা আছে :—

"যেমতি হইল ধন কালকেতুর ঘরে।
সেমতি হবে ধন নায়কের ঘরে॥
নায়কের মনোরথ করিবে কুশল।
বশ্চরে বশ্চরে হবে তোমার মঙ্গল।
ভবানিচরণে মজিয়া রহুক মন।
হরি হরি বোল ভাই সাদু সর্ব্বজন॥"

::: পালিসমাপ্ত।

আর আর কথা ভগবতীর শত নামের মত। গায়কেরা ইচ্ছামত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালায় চণ্ডীর গান বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। শেষের কয়েক চরণ শ্লোক বোধ হয় গায়কের নিজস্ব। "নায়ক" অর্থে এইস্থলে যাহার বাড়ীতে গান হয় অথবা যে গৃহস্বামী গান করান। পত্রের স্থানে স্থানে ১২৪১ সাল লেখা আছে। লেখকের নামাদি নাই।

—*—

৫৫। চণ্ডিকাবিজয় কাব্য।

কবি কমললোচন বিরচিত। এই কবির বাস রঙ্গপুর জেলার ঘাগট নদীর তীরে আঁধুয়া গ্রামে ছিল। আঁধুয়া এখন মিঠাপুকুর থানার মধ্যে। আমরা খণ্ডিত পুস্তক পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় একখানি সমগ্র পুথি পাইয়া রঙ্গপুর-শাখা পরিষদের ব্যয়ে সেখানি ছাপাইতেছেন সুতরাং এখন আর বেশী কিছু এই পুথি সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন। এই পুস্তকের বর্ণনা কালীবিলাসের দেবীযুদ্ধের অনুরূপ। কালীবিলাস ক্ষুদ্র পুথি কিন্তু এই চণ্ডিকাবিজয় কাব্য একখানি বৃহত্তর পুস্তক, স্থানে স্থানে কবিত্ব সম্পৎপূর্ণ। কালীবিলাস কবি কালিদাস প্রণীত বটতলার ছাপা এখনও পাওয়া যায়। একটী ভণিতায় আছে :—

তোমার সেবক জনে, চণ্ডিকা-বিজয় ভনে,
কৃপা কর কমল লোচনে।

পুস্তকের শেষে আছে স্বাক্ষর শ্রীশিবপ্রসাদ দাস সাং মৃজাপুর, পরগণে আন্দুয়া-সরকার বাজুহায় সন ১১৮০ সাল তারিখ ২০ বৈশাখ,রোজ শনিবার সমাপ্ত। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদ পুস্তকখানি সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া রঙ্গপুরের একজন কবির সজীবতারক্ষা করায় বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইলেন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত হরগোপাল বাবুরও অনুসন্ধান প্রশংসনীয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস

৬। শ্রীযুক্ত শশিমোহন অধিকারী মহাশয়কে এই সভার বিশেষ সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইল।

৭। দশম মাসিক অধিবেশনের অন্যান্য আলোচ্য বিষয়াদি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে ক্রমে আলোচিত হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সম্পাদক	সভাপতি
১২।২।১৩১৪	৮।৩।১৩১৪

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ২য় বর্ষ—ষষ্ঠ অধিবেশন।

(২য় বর্ষ—একাদশ মাসিক অধিবেশন বলিয়া গৃহীত হইবে)

স্থান—কার্য্যালয়।

রবিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ২৩শে জুন, ১৯০৭ ইং।

সময়—অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যগণ।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার

„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল, „ হরগোপাল দাসকুণ্ডু সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক।

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "খেতুরে বৈষ্ণব মহাধিবেশন", ৫। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির গত ৫ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

	সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১।	শ্রীহেমচন্দ্র সেন, সেনপাড়া, শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মোক্তার মহাশয়ের বাসা, রঙ্গপুর।	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়,	শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
২। শ্রীমহিমচন্দ্র সরকার নাউতাড়া টেপা, নাউতাড়া পোষ্ট, রঙ্গপুর।	শ্রীশশিমোহন অধিকারী	সম্পাদক।
৩। শ্রীলোকনাথ দত্ত সব-ম্যানেজার, বামনডাঙ্গা বড় তরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।	শ্রীরাসবিহারী ঘোষ	শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়

৩ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সভার গ্রন্থাগারের জন্য উপহৃত হইয়াছিল। উপহার দাতৃগণকে সভাকর্তৃক সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

উপহৃত পুস্তকের নাম।	উপহারদাতার নাম।
মঞ্জরী, হাফেজ বচন, কুমুদ	শ্রীযুক্ত শ্রীশগোবিন্দ সেন।
হরিদেব বংশ ৪ খণ্ড	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাকড়াশী স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
হস্তলিখিত গোসানীমঙ্গল	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

৪। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার "খেতুরে বৈষ্ণব মহাধিবেশন" নামক প্রবন্ধপাঠ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি নিজে সভায় উপস্থিত হইয়া আর কোন প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন নাই। সভাপতি মহাশয় ইহা উল্লেখ করিলেন। তাঁহার এই প্রবন্ধটী "রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে, এজন্য উহার সম্পূর্ণ সার উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। অতি সংক্ষেপে প্রবন্ধোক্ত বিষয়টীর মাত্র এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বগামিগণ সকলেই প্রায় পূর্ব্ববঙ্গের সন্তান। আসামের মধ্যে শ্রীহট্ট প্রদেশ সর্ব্ব প্রথমে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। বাঙ্গলার রাজস্ববিভাগের তদানীন্তন রাজধানী ঢাকার অধীনে এই শ্রীহট্টকে রাখা হইয়াছিল। ইহা আসামের অন্তর্গত লাউড় রাজ্যের একটী প্রদেশ মাত্র। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম এই লাউড়ে; এজন্য তাঁহাকে "লাড়া বুড়া" বলিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক শঙ্করদেবের জন্মও আসাম দেশে। আসামের বার ভূঁইয়ার মধ্যে ইনিও একজন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। এই শঙ্করদেবের পরে বৈষ্ণবাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। শঙ্করদেব ১৪৪৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৬৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। 'চৈতন্যদেবের পর যে সকল মহাপুরুষ প্রেমভক্তির পতাকা উড়াইয়া সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইঁহাদের মধ্যে নরোত্তম ঠাকুর খাঁটী উত্তর বঙ্গের লোক। রাজসাহী, গোপালপুর প্রদেশের রাজপুত্র। জাতিতে কায়স্থ। উপাধি "দত্ত"। গোপালপুর পদ্মানদী তটে। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত। মাতার নাম নারায়ণী দাসী। রাজ ঐশ্বর্য্যে নির্ম্মম

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখার দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য-বিবরণী।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ২য় বর্ষ—পঞ্চম অধিবেশন।

(২য় বর্ষ—স্থগিত দশম মাসিক অধিবেশন বলিয়া গৃহীত হইবে)

স্থান—কার্য্যালয়।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ২৬শে মে, ১৯০৭ ইং, রবিবার।

সময়—অপরাহ্ণ পাঁচঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যগণ।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল,
" রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার " হরগোপাল দাসকুণ্ডু, সহঃ পত্রিকা সম্পাদক।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

আলোচ্য-বিষয়—

১। স্থগিত দশম মাসিক অধিবেশন সম্বন্ধে ব্যবস্থা, অতঃপর কি ভাবে সভার মাসিক অধিবেশনাদি সম্পন্ন হইবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

২। দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন ও প্রস্তাবিত "উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন" সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ।

৩। শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই, দেওয়ান বাহাদুর কোচবিহার, মহাশয়কে এই সভায় বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ।

৪। স্বাধীন কোচবিহারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, জি, সি, আই, ই; এ, ডি, সি, মহোদয়কে এই সভার পরিপোষকরূপে গ্রহণ জন্য সভার পক্ষ হইতে আবেদন পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা।

৫। আসাম, গৌরীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের পক্ষে দেওয়ান শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভার প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া আসামের প্রাচীন কবিগণের রচিত গ্রন্থাদির উদ্ধারসম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ ও তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। দ্বিতীয় নির্দ্ধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, দশম মাসিক অধিবেশন বা অন্য যে কোন মাসিক অধিবেশন রাজবিধির নির্দ্দেশ মত ছয় মাসের জন্য স্থগিত থাকিবে। সভ্যাদি নির্ব্বাচন, প্রবন্ধপাঠ ও সভার অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য, সাধারণ অধিবেশনের মত সাপেক্ষে, বর্ত্তমান অধিবেশন হইতে, আপাততঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিই প্রতিমাসে আহুত হইয়া চালাইবেন। ঐ সমিতির বর্ত্তমান অধিবেশন হইতে কার্য্যবিবরণাদি, মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের ন্যায় সভার মুখপত্রের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইবে।

গত নবম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং দশম মাসিক অধিবেশন সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন পূর্ব্বোক্ত কারণে, দ্বিতীয় নির্দ্ধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে। "উত্তরবঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন" সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা করা হইল। সভার সভ্যগণের ও বিভিন্ন স্থানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের অবগতির নিমিত্ত সম্পাদক মহাশয় অগৌণে এ সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবেন।*

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কোন অধিবেশনে সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিয়া গৃহীত হইলে তাহা মূল সভায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। ঐ কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত করিয়া সভ্যগণকে বিতরণ করা হইবে।

৩। শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, সি, আই, ই মহোদয়কে এই সভার বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইল। সভার প্রতি তাঁহার সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র পঠিত ও তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪। স্বাধীন কোচবিহারাধিপতি মহারাজা শ্রীশ্রীভূপ বাহাদুরকে এই সভার পরিপোষকের পদ গ্রহণ জন্য সভার পক্ষ হইতে আবেদন পত্র পাঠাইবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

৫। আসাম, গৌরীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের পক্ষে তাঁহার দেওয়ান শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শঙ্কর ও মাধবদেবের রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থাদি উদ্ধারসম্বন্ধে সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এ কার্য্যে রাজাবাহাদুর সভাকে কতটা সাহায্য করিতে পারিবেন, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। সম্পাদক মহাশয় সভার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ জন্য রাজাবাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সভার সভ্যপদ গ্রহণ, পূর্ব্বোক্ত বিষয় জানাইবার জন্য অনুরোধ পত্র লিখিবেন।

* দৈনিক হেমলী, হিন্দুরঞ্জিকা, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, জন্মভূমি, দৈনিক নবশক্তি প্রভৃতি সংবাদপত্রে যথাসময়ে এ সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। সভার সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয়ের—"উত্তর বঙ্গীয় শ্লোক সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। দ্বিতীয় সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ৬। বিবিধ।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়াতে সমিতির এই অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল। আগামী ১৯শে শ্রাবণ রবিবার স্থগিত সপ্তম অধিবেশন আহুত হইয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে, উপস্থিত সদস্যত্রয় সর্ব্বসম্মতি ইহা স্থির করিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ২য় বর্ষ—স্থগিত সপ্তম অধিবেশন।

স্থগিত দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন বলিয়া গৃহীত হইবে)

রবিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯০৭ ইং।

সময় অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যগণ।

শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল।
" জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়।
" হরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহঃ পত্রিকা সম্পাদক।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সভার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল,
" রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার।

আলোচ্য বিষয়—

সপ্তম অধিবেশনের বিজ্ঞাপিত বিষয়গুলি ও

১। স্বর্গীয় হিতবাদীসম্পাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

২। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থানে অপর কোন সভ্যকে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ ও সহকারী সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠা।

নির্দ্ধারণ।

১। গত ৬ষ্ঠ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সম্পাদক কর্ত্তৃক গঠিত ও সম্মতিতে গৃহীত হইয়া সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে এই সভার বিশেষ সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভার সাধারণ-সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাসগুপ্ত হেড্‌ক্লার্ক জজকোর্ট, রঙ্গপুর।	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়
২। শ্রীযুক্ত হরিমোহন সরকার ডাউয়াবাড়ী, নেকবক্ত পোষ্ট, রঙ্গপুর	শ্রীশশিমোহন অধিকারী	শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু
৩। শ্রীযুক্ত মুন্সী আক্‌বরহোসেন আহাম্মদ নোহালী, তুষভাণ্ডার পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
৪। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মুন্সী, তহশীলদার ভোটমারী কাছারী, ভোটমারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
৫। শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাসসরকার তহশীলদার পোষ্ট নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	ঐ
৬। শ্রীযুক্ত বিশ্ববন্ধু মজুমদার এল, এম্, এস্ ডাক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	সম্পাদক

৩। এই অধিবেশনে কোন গ্রন্থ বা পত্রিকা উপহৃত হয় নাই।

৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় তাঁহার রচিত "উত্তরবঙ্গের শ্লোকসংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। উহার সার নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

["শ্লোক" শব্দের কামতাবিহারী তদ্ভাব "ছোলোক" বা "ছোল্লোক" যথা—"ছোল্লোক-সিদ্ধান্ত"। চাণক্যশ্লোক অর্থে চাণক্যপণ্ডিত রচিত সংস্কৃত শ্লোক বুঝায়। "ছিল্কা" শব্দটী সম্পূর্ণ কামতাবিহারী এবং এই "শ্লোক" শব্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ প্রকাশক। প্রবন্ধ-রচয়িতা ইত্যাদি প্রকারে "শ্লোক" ও "ছিল্কা" শব্দের পার্থক্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, "আমরা অদ্য যে সকল ছোট ছোট "ছিল্কা" উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইব তাহা ঠিক শ্লোক নহে। কিন্তু "ছিল্কা" আখ্যা দিলে সাধারণে

হইয়া ইনি সংসারত্যাগী হন। নরোত্তমের পিতার রাজধানী তৎকালে খেতুর গ্রামে ছিল। নরোত্তমের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছুকাল পরেই তাঁহার পিতা স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষদত্ত তৎপরে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। নরোত্তম ব্রজধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই সন্তোষ দত্তের সাহায্যে খেতুরে ষড়্বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তদুপলক্ষে খেতুরে যে মহাবৈষ্ণব অধিবেশন আহূত হইয়াছিল, বৈষ্ণব ইতিহাসে তাহাই "খেতুরি মহোৎসব" বলিয়া খ্যাত। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে ইহা একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। প্রবন্ধরচয়িতা, এই মহাধিবেশনে বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল প্রধান প্রধান বৈষ্ণবের সমাগম হইয়াছিল, তাহা কবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাঁহার এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হইলে উত্তরবঙ্গের প্রধান অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীমান্ কালীকান্ত বিশ্বাসের প্রবন্ধে অনেক কথা জানিবার আছে এবং ভাষাও অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

রচয়িতা এক স্থানে লিখিয়াছেন, জীবগোস্বামী রূপগোস্বামীর ভ্রাতা। ভ্রাতা নহে, ভ্রাতুষ্পুত্র।

ষড়্বিগ্রহ স্থাপয়িতা নরোত্তম দাস, লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য। লোকনাথ গোস্বামী এক দিন ধ্যানমগ্ন, তৃষ্ণার্ত্ত অতিথি আসিয়া জল প্রার্থনা করিল, তিনি নীরবে রহিলেন। দ্বিতীয় বার জল চাহিল তথাপি তিনি নিরুত্তর। নরোত্তম দাস গুরুদেবের এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজেই জল প্রদান করিতে অনুমতি চাহিলেন। লোকনাথ উত্তর করিলেন যাহা ইচ্ছা করিতে পার। নরোত্তম জল দিলেন, অতিথি তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। তখন লোকনাথ নরোত্তমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি গৃহী, বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণের উপযুক্ত নহ। নরোত্তম কাঁদিয়া কহিল, গুরুদেব! আমি পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছি। লোকনাথ কহিলেন, দয়ায় তোমার হৃদয় দ্রব হয়; সুতরাং তুমি সংসারী। সংসারাশ্রম গ্রহণ কর। গুরুদেবের এই আদেশেই নরোত্তম ষড়্বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সংসারী হইলেন। এই ষড়্বিগ্রহের স্থাপনাকালীন খেতুরে বৈষ্ণব মহাধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছিল।

শাস্ত্রের মর্য্যাদা মহাপ্রভু কখনই লঙ্ঘন করেন নাই। বরং উহা রক্ষা করিবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধই করিয়াছেন। প্রসাদবিচারহীন শ্রীক্ষেত্রেও মহাপ্রভুর সহিত রূপসনাতন একত্রে আহার করিতেন না। মহোৎসব করিয়া জাতি নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া নিত্যানন্দকে তিনি তীর্থভ্রমণে সঙ্গী করেন নাই। মহাপ্রভু বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের আধিপত্য তুল্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, মহাপ্রভু একাকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিত আছে—"সবনাযোগ্যত্বে কারণমতং" তাৎপর্য্য সংস্কার

ও জন্ম উভয় যোগ্যের প্রতি প্রয়োজক, অনুপবীত ব্রাহ্মণ বালকের জন্ম আছে; কিন্তু সংস্কার নাই বলিয়া বেদপাঠে অধিকার হয় না। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" হরিভক্তি সংস্কারস্থানীয় হইলেও ব্রাহ্মণ পিতার ঔরস ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের জন্ম হয় নাই, এই জন্ম বেদে ও যজ্ঞে অধিকার হয় না। রূপগোস্বামী ও জীবগোস্বামী উভয়েরই এই মত। জীবগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় এই বিষয়ে অনেক বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী এই অংশের অর্থবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল ব্যাকরণ অনুসারে ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয় না, ধর্ম্মশাস্ত্রের যথাশ্রুত অর্থ, অর্থ নয়, এই জন্ম মহর্ষি জৈমিনি "পূর্ব্বমীমাংসা" নামক একখানি দর্শনগ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিয়ম অবলম্বন ভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্রের অর্থ করিতে গেলে প্রতিপদে বিড়ম্বিত হইতে হয়।

তৎপরে সমালোচক মহাশয় পুরন্দর খাঁয়ের হোসেন সাহ কর্ত্তৃক জাতিনাশ বিবরণ বিবৃত করিয়া বলিলেন যে, মহাপ্রভুর মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দুত্ব রক্ষার নিমিত্তই এরূপ একটী সহজ ধর্ম্ম, গীতাদি হইতে আবিষ্কার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের পথ অতি কঠোর। সাধারণের জন্ম ভক্তি মার্গ প্রশস্ত। মহাপ্রভু তাহাই আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আপনাকে মায়াবাদী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধরচয়িতার বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম ব্যাখ্যান ও মহাপ্রভুর একাকার করণ সম্বন্ধে তিনি এই পর্য্যন্ত মত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশ অতি সুন্দর ও উপেক্ত হইয়াছে।

তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রজনী প্রায় নয় ঘটিকার সময় সমিতির কার্য্য শেষ হইল, ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক। ৮।৩।১৩১৪

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সভাপতি। ১২।৪।১৩১৪

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ২য় বর্ষ—সপ্তম অধিবেশন।

(দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন বলিয়া গৃহীত হইবে)

রবিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ২৮ জুলাই, ১৯০৭ ইং।

স্থান—কার্য্যালয়।

সময় অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু।

" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীসম্পাদক।

প্রবন্ধের অবতারিত বিষয়টী কি তাহা সহসা বুঝিবেন না বলিয়াই "ছিক্কাসংগ্রহ" না বলিয়া প্রবন্ধের আখ্যা শ্লোকসংগ্রহই দিয়াছি"। এই ছিক্কাশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থাদি বিশদভাবে লিখিয়া উহা বিলাসজ্ঞাপক ক্ষুদ্র কবিতা অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে বলিলেন। পরে তিনি তাঁহার প্রবন্ধে চারিটীমাত্র "ছিক্কা" সভ্যগণকে শুনাইয়া তাহাদের বিশদব্যাখ্যা করিলেন। ক্রমে আরও কতকগুলি ছিক্কা সভ্যগণকে শুনাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই ছিক্কাগুলি অতি উপাদেয় ও সংগ্রহযোগ্য বটে। সংগ্রহ-কর্ত্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

প্রবন্ধপাঠান্তে নাওডাঙ্গানিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রেরিত ৩৬টী প্রাচীন মুদ্রা সম্পাদক মহাশয় সভায় উপস্থাপিত করিলেন। সদস্যগণ আগ্রহের সহিত তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। উহাদের পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত চেষ্টা করা হউক এবং সম্ভব মত মূল্যগ্রহণে মুদ্রার সত্ত্বাধিকারী যদি ঐ গুলি বিক্রয় করিতে সম্মত হন, তবে সভার জন্য ক্রয় করা হউক এরূপ নির্দ্ধারিত হইল। সংগ্রাহক সেহানবীশ মহাশয়কে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদপ্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া উহা জ্ঞাপনের ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয়ের সংগৃহীত "শ্রীনাথী মহাভারতের আদিপর্ব্ব" ও শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত "মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী" নামক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিদ্বয় সম্পাদক মহাশয় সভায় প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন যে "সংগৃহীত পুথি দুখানির মধ্যে "শ্রীনাথী মহাভারত" খানি মূল্যবান্। ইহা উত্তরবঙ্গবাসী শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচিত। পূর্ব্বে যতগুলি বাঙ্গালা মহাভারতের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এ খানি তদতিরিক্ত। সরকার মহাশয় এই পুথিখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়া সভাকে বিশেষ উপকৃত এবং একখানি অজানিত পুথির আবিষ্কার করিলেন। এজন্য তিনি সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। দ্বিতীয় পুথিখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের নকল। উহার অন্তর্গত বিষয়াদিও এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেও সভায় এ পুঁথি উপহার প্রদান জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।"

তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়া পুথি দুইখানির সংগ্রহকর্ত্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

প্রাচীন পুথি প্রদর্শন অন্তে সম্পাদক মহাশয় সভার দ্বিতীয় সাংবাৎসরিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। এই সুদীর্ঘ কার্য্যবিবরণ সর্ব্ব-সম্মতিতে গৃহীত ও সাধারণ অধিবেশনের মতসাপেক্ষে মূল সভায় পাঠাইবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল। কার্য্য-বিবরণটী সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়া সভ্যগণকে বিতরিত করা হইবে ইহাও স্থির হইল।

হিতবাদী পত্রিকা-সম্পাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সুদূর জাপান

হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, পিনাঙ্ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যবর্ত্তী জলপথে, অর্ণবযানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ একটী সাহিত্যিকের অভাবে বাঙ্গালাভাষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল।

এই সভার সহকারী সম্পাদক ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় একবৎসরের অধিককাল রঙ্গপুরে অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার পদ শূন্য হইয়াছে। তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়া সভার সহকারী সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

রঙ্গপুর-লোকরঞ্জন-যন্ত্রের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয় এই সভার পত্রাদি মুদ্রণ-ব্যয়ের যে বিল সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে চলিত হার অপেক্ষা অধিক হারে মূল্যাদি ধরা হইয়াছে, ইহা প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয়, দত্ত মহাশয়ের বিল সভায় উপস্থাপিত করিলেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, চলিত বাজারদর জানিয়া বিলের বাবদে যাহা ন্যায্য দেয় হইবে, তাহা স্থির করিয়া দত্ত মহাশয়ের প্রাপ্য টাকা সম্পাদক মহাশয় শোধ করিয়া দিবেন।

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহাশয় সেরপুর বগুড়া হইতে সংগৃহীত প্রস্তর মূর্ত্তির ছায়াচিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ করা হইবে এরূপ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে এস্থলে তাহা প্রকাশিত হইতেছে *,—

৪র্থ চিত্রের চামুণ্ডা বৌদ্ধচামুণ্ডা। ৬ষ্ঠ চিত্রটী হনুমানের। বুদ্ধদেব একজন্মে মর্কটরূপ ধারণ করিয়া প্রজ্ঞাপারমিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৭ম চিত্রটী ভৃকুটীতারা। ৮ম চিত্রটী অমোঘসিদ্ধির শক্তি (Eemale energy) পদ্মাসনে উপবিষ্টা, বোধিসত্ত্বগণের দ্বারা স্তুতা। ৯ম চিত্রটীর বামের মূর্ত্তিটী লোকনাথ, দক্ষিণের চিত্রটী একজাতীয় তারাদেবী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় সমিতির কার্য্য শেষ হইল। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক। ১৯।৪।১৩১৪

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সভাপতি। ৮।৫।১৩১৪

(দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য-বিবরণ ৵০—৩।৶০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত)

* রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ পত্রিকার ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যার পরিশিষ্টে ২য় বর্ষের কার্য্য-বিবরণের ২৴০ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য। সভার সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

রঙ্গপুর শাখার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

১। উত্তরবঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষি, শিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি-সাধনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে তৎসংবাদসহ এক খানি "সভ্যপদ স্বীকারপত্র" স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সভ্যপদ স্বীকারপত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া, ১৲ টাকা প্রবেশিকা (প্রথম শ্রেণীর সভ্যের পক্ষ), বা দুই মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ৷৷৹ আট আনা (দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যের পক্ষে) সহ, সম্পাদকের নিকটে পাঠাইলে তাঁহাকে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৩। মূল ও শাখা পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রথম শ্রেণীর সাধারণ সভ্যকে মাসিক অন্যূন ৷৷৹ আট আনা, এবং শাখা-পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যকে মাসিক অন্যূন ৷৹ চারি আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ মূল ও শাখা উভয় সভার যাবতীয় অধিকার সহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ কেবল শাখা-সভার যাবতীয় অধিকার সহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখাসভার ব্যবহারার্থ মূল সভা হইতে প্রদত্ত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের থাকিবে।

৪। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্য সেবায় রত থাকিয়া বিশেষ ভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও সভার বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সভ্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

৫। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়মাদি মূল সভার অনুরূপ।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীর সভ্যকেই চাঁদা আদি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে পাঠাইতে হইবে। সভ্যপদ-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইবার জন্য সম্পাদককে পত্র লিখুন।

৭। কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উত্তরবঙ্গবাসী সাধারণ সভ্য মাত্রেরই এই সভার প্রথম শ্রেণীর সভ্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রবেশিকা বা মাসিক চাঁদা দিতে হয় না। তাঁহাদের বিশেষ সুবিধাদির বিষয় অপর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

রঙ্গপুরের কবি কমললোচন কৃত—

"চণ্ডিকা-বিজয়"

নামক প্রাচীন শক্তি-বিষয়ক বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ।

রঙ্গপুর, পরগণে কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে সাহিত্যপ্রেসে, বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। উপরোক্ত সভার সভ্যগণ উহা বিনা মূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে প্রাপ্ত হইবেন।

১। রঙ্গপুর-শাখা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৴০ আনা মাত্র।

ইহাতে উত্তরবঙ্গের, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন কবি ও তাঁহাদের রচিত পুঁথির বিবরণাদি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গবাসীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

(কলিকাতাস্থিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৴০ আনা মাত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখা-সভার প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ উপরোক্ত ১ ও ২নং পত্রিকা দুইখানি, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ কেবল মাত্র ১নং পত্রিকাখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে পাইয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণকে সভ্যপদগ্রহণ-কালে প্রবেশিকা ১৲ একটাকা এবং মাসিক অন্যূন ৷৷০ আট আনা হিসাবে চাঁদা, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণকে কেবল মাসিক ।০ চারি আনা হিসাবে চাঁদা প্রদান করিতে হয়। তাহার বিস্তারিত বিবরণ, পত্রিকার পশ্চাৎভাগে সভার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য।

কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উত্তরবঙ্গবাসী সভ্যগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উত্তরবঙ্গবাসী যে কোন সাধারণ সভ্যের, উহার রঙ্গপুর-শাখাসভার প্রথমশ্রেণীর সভ্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। এরূপ সভ্যকে তাঁহারা দেয় মাসিক চাঁদা, কলিকাতায়, মূলসভার সম্পাদকের পরিবর্ত্তে, রঙ্গপুরে, শাখাসভার সম্পাদকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ইহাতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা এই যে, মাসিক অন্যূন ৷৷০ আট হিসাবে চাঁদা, যাহা কলিকাতায় পাঠাইয়া কেবলমাত্র ২নং পত্রিকাখানি ও গ্রন্থাবলী (মূল সভা হইতে প্রকাশিত) পাইয়া থাকেন, শাখাসভার সভ্য হইয়া মাসিক সেই ৷৷০ আট আনা চাঁদা উহার সম্পাদকের নিকটে প্রদান করিলে উল্লিখিত ২নং পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী তো পাইবেনই, অধিকন্তু উত্তরবঙ্গের বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ ঠিক মূল সভার অনুরূপ ও বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক কর্ত্তৃক প্রশংসিত আর একখানি ত্রৈমাসিক (উপরোক্ত ১নং) পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার মূলসভার অন্যান্য অধিকার [illegible] পূর্ব্ববৎ থাকিবার পক্ষে কোন বাধা জন্মিবে না। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের সভ্যপদ-গ্রহণকালীন তাঁহাকে আর নূতন করিয়া প্রবেশিকা দিতে হইবে না, কেবলমাত্র তিনি যে মূলসভার সভ্য এবং প্রবেশিকাদি যথারীতি প্রদান করিয়াছেন, ইহা জানাইয়া রঙ্গপুর-শাখার সভ্য [illegible] স্বীকারপত্র পূর্ণ করিয়া তিন মাসের চাঁদা অন্যূন ৷৷০ আট আনা হিসাবে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র অগ্রিম রঙ্গপুর শাখা-সভার সম্পাদকের নিকটে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। যে মাস হইতে সভ্যপদ গৃহীত হইবে, তাহার অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত সংখ্যা হইতে [illegible] উল্লিখিত ১ ও ২নং পত্রিকা দুইখানি ও উভয় সভা হইতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী রঙ্গপুর-শাখাসভার সম্পাদকের নিকট হইতে পাইতে থাকিবেন অর্থাৎ বৎসরে চারি সংখ্যার পরিবর্ত্তে আট সংখ্যা পত্রিকা ও দুই সভা হইতে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাইবেন। সভ্যপদগ্রহণে ইচ্ছাপ্রকাশকারী "সভ্যপদ-স্বীকারপত্র" পাইবার জন্য সম্পাদককে পত্র লিখুন। আশা করি, কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক উত্তরবঙ্গবাসী সভ্যই এরূপ সুযোগ ত্যাগ না করিয়া রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শ্রেণীর সভ্যপদ-গ্রহণপূর্ব্বক মূলসভার সঙ্গে সঙ্গে, উহার শাখাটীকেও, তাঁহার নিজের ঘরের খবর, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন কবিগণের রচিত গ্রন্থবিবরণাদি সংগ্রহে সাহায্য করিবেন।

সদ্যপুষ্করিণী
শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

রঙ্গপুর-শাখা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বিতীয় ভাগ | তৃতীয় সংখ্যা

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, সম্পাদক।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহঃ সম্পাদক।

—0—

রঙ্গপুর।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত)

সূচী।

—0—

কলিকাতা।

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেস"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৪ বঙ্গাব্দ

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা] [ডাক মাশুল ।৶০ আনা

রঙ্গপুরে মহাম্মদীয় তীর্থ

সাহ ইস্মাইল গাজীর বিবরণ

স্বজাতির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কোন পুরুষসিংহ, অম্লানবদনে জীবনের অস্তাচলে গমন করিলে, স্বজাতীয়গণের মন, গোধূলির স্নিগ্ধালোকের ন্যায় ভক্তিমিশ্রিত অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া, তাঁহার মানবত্ব ভুলিয়া যায়, এবং তাঁহাকে একেবারে দেবত্বের উচ্চ সিংহাসনে সমাধিরূঢ় করে বটে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার অলৌকিকী প্রতিভার প্রখর জ্যোতিঃ, তাহাদের অনেকেরই মানস চক্ষে যেন ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া, সেই অনুরাগের পরিবর্ত্তে ঈর্ষাজনিত বিষম বিরাগের মসিই ঢালিতে থাকে। এই ঈর্ষাবিমিশ্র বিরাগের তীব্র হলাহলে, স্বজাতি-বৎসল পুরুষ-সিংহ সম্রাট নেপোলিয়ান, ইংলণ্ডীয়গণের হস্তে, সেণ্টহেলেনা দ্বীপে, অতি দীনের কুটীরে, এবং আদিত্য স্বরূপ অদ্বিতীয়প্রতাপ প্রতাপাদিত্য, মোগল সেনাপতি করে, এই বঙ্গভূমিরই বক্ষে, পিঞ্জর মধ্যে, প্রাণপাত করিয়া স্বজাতীয় গণের নিকটে দেবোচিত পূজা-লাভ করিতেছেন। আজ সেণ্ট হেলেনা, ফরাসীদিগের এবং যশোহর ধাম, বাঙ্গালীর অতি পবিত্র তীর্থে পরিগণিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে, পাঠান রাজত্বকালে, এই রঙ্গপুরে ঠিক এই প্রকারেই কয়েকটী স্থান পবিত্রতা লাভ করিয়া, বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মহাম্মদীয়গণের তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বজাতিপ্রীতির হ্রস্বতানিবন্ধনই হউক, বা কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, বঙ্গবাসী মহাম্মদীয় ভ্রাতৃগণ, এমন কি এতদ্দেশে যাঁহারা বসবাস করিতেছেন তাঁহারা পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগের সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ এতদ্দেশের প্রথম ইস্লাম প্রতিষ্ঠাতা কামতাবিহার আক্রমণকারী মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি উদাসীন হইয়াছেন। যাঁহার চরণরেণু-স্পৃষ্ট স্থান মাত্রেই, পবিত্রতা লাভ করিয়া, একচ্ছত্র বাঙ্গালার পাঠান সুলতানগণের গৌরবান্বিত মস্তককেও ভক্তিভরে নত করিয়াছিল, এবং বহু দূর দূরান্তরাগত তীর্থযাত্রির কোলাহলে যে যে স্থান সতত ধ্বনিত হইত, সেই সেই স্থানের সৌধাবলী আজ মৃত্তিকাসাৎ ও নিবিড় বনাবৃত হইয়া হিংস্র জন্তুগণের আবাসস্থল হইয়াছে। দরিদ্র কৃষকগণের কদাচিৎ শ্রুতপ্রার্থনা, তথাকার দীন মন্দিররক্ষকের অনভ্যস্ত শ্রবণে, সহসা ভীতিরই সঞ্চার করিতেছে, ইহা অপেক্ষা এতদ্দেশবাসী মহাম্মদীয়গণের পতনের আর কি অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে! হিন্দুবাঙ্গালীর জাত্যভিমান বহুদিবসাবধি পরপ্রদত্ত শৃঙ্খলে নিষ্পেষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহারা এই সেদিন পর্য্যন্ত, গৌরবমণ্ডিত শিরে জাতীয়তার উচ্চশিখরে সমাসীন ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগের অভূতপূর্ব্ব পতনের বিষয় চিন্তা করিলেও,

বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। এতদ্দেশে প্রথম ইস্‌লামগণের প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তসহ তাঁহার স্মৃতি, যে সকল স্থানের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে, মহাম্মদীয়গণের সেই সকল পবিত্র তীর্থের বিবরণ এ পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, আমরা এস্থলে তাহারই অবতারণা করিব। আশা করি, আমাদিগের মহম্মদীয় ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদিগের একজন প্রকৃত পূজ্যের স্মৃতিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিতে প্রয়াস পাইবেন। উক্ত বিবরণ প্রদানের পূর্ব্বে তাৎকালিক বাঙ্গালার ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, তাঁহার অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক ব্যর্থ কামরূপ অভিযান এবং তদ্ধেতু সম্পূর্ণ পতনের সম্বন্ধে, আসাম বুরঞ্জীকার ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কিছু মাত্র মতদ্বৈধ নাই। দিনাজপুরের দক্ষিণবর্ত্তী দেবকোট নামক স্থানে, ৬০২-৬০৬ হিজিরী অর্থাৎ ১২০৬-১২১০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে, বক্তিয়ার, তাঁহার সেনাপতি আলিমেকের হস্তেই হউক, বা কামরূপে আপন শোচনীয় পরাজয়ের ও অপূরণীয় ক্ষতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উদরাময় রোগেই হউক, জীবনলীলা শেষ করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম পতাকা, করতোয়ার পূর্ব্বতীরে তাঁহার দ্বারা প্রোথিত হইতে পারে নাই।*

বাঙ্গলার পাঠান সুলতান, গিয়াসউদ্দীন, ইহার পরে ১২২৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপে দ্বিতীয় অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু কামেশ্বরের প্রবল প্রতাপে, ইস্‌লামবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া সাদিয়া হইতে গৌড়ে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল।১

কামরূপে তৃতীয় মুসলমান অভিযান, পাঠান সুলতান তুগ্‌রেল খাঁয়ের রাজত্ব কালে, ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে বহু কষ্টে ইস্‌লামের বিজয়-পতকা কামরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বর্ষা সমাগমেই, ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাসের নিকটে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় হিন্দুশক্তির প্রবল বন্যায় তাহা স্থির থাকিতে পারে নাই।

পুনঃ পুনঃ এই প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াও অধ্যবসায়ী ইস্‌লামগণের উৎসাহ ভঙ্গ হয় নাই, তাহারা কিছুকাল নীরবে থাকিয়া, প্রবল ঝটিকার ন্যায় কামরূপের স্বাধীনতাকে চিরকালের নিমিত্ত শূন্যমার্গে উড্ডীন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তাহাদের এ অভিসন্ধি সুলতান হুসেন সাহের সময়ে কামতাপুরেশ্বর, ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা নীলাম্বরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে সাধিত হয়।২ হিন্দুর স্বাধীনতা-সূর্য্যের অস্তাচল অবলম্বনের এবং ইস্‌লাম-অর্দ্ধ-চন্দ্রোদয়ের উহাই সন্ধিক্ষণ। কিন্তু মোস্‌লেম কর্ত্তৃক এই কামরূপ-বিজয়-মাল্য

---

* রিয়াজ-উস্‌সালাতিন ইংরেজী অনুবাদ See I. page 68.

১। তবাকৎ-ই-নাসেরী গ্রন্থের রেভার্টিকৃত ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের প্রথম ভলিউম, ৫২৪ এবং ৭০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। আলমগীর নামার ৬৭৮ পৃষ্ঠাদ্রষ্টব্য।

আমরা সুলতান হুসেনের গলদেশে অর্পণ করিতে পারি না। তাঁহার পূরগ গৌড়ের ত্রয়োদশ পাঠানসুলতান রুকমুদ্দীন আবুল মুজাহিদ বারবাক সাহের প্রেরিত অলৌকিক ক্ষমতাশালী সেনাপতি সাহ ইস্মাইল গাজীই, ঐ বিজয়মাল্য ধারণের উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার প্রোথিত ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা, সাহ হুসেন কামরূপে চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ় করিয়াছিলেন মাত্র। ইস্মাইল কর্ত্তৃক সুকৌশলে ও স্বীয় শোণিত দ্বারা প্রোথিত ইস্‌লাম পতাকা কামরূপ হইতে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করিতে, আর কেহই সক্ষম হন নাই। কিন্তু সাহ ইস্মাইল, গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশনও করেন নাই এবং তাঁহার প্রভু তাদৃশ কীর্ত্তিশালীও ছিলেন না বলিয়াই, তাঁহার প্রতিভা রঙ্গপুরের "কান্তদুয়ারের" কান্তারেই আবদ্ধ হইয়া আছে। মোস্‌লেম বা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ পর্য্যন্ত, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে কিছু জানিবার অবসর প্রদান করেন নাই।

এই সাহ ইস্মাইল গাজীর বিবরণ পারসীক ভাষায় রচিত যে গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহার নাম "রিসালতোস্‌ সুহাদ" (Book of Martyrs) অর্থাৎ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ জীবনদাতৃগণের বিবরণ। ঐ গ্রন্থের রচয়িতা পীর মহাম্মদ সত্তারী। তিনি ২২ সাবন, ১০৪২ হিজিরী অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৩ খৃঃ অব্দে, দিল্লীর মোগল সম্রাট আক্‌বর সুত জাহাঙ্গীরের সময়ে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। এই পবিত্র হস্ত লিখিত "রিসালতোস্ সুহাদ" গ্রন্থখানি, পুরুষানুক্রমে পীরগঞ্জ থানার অধীন কান্তদুয়ার ও চাতরাহাটের ইস্মাইলগাজীর সমাধিরক্ষক, ফকিরের দ্বারা রক্ষিত এবং পূজা প্রাপ্ত হইতেছে। মিষ্টার ড্যামন্, যখন রঙ্গপুরের কালেক্টর ছিলেন, তখন তিনি উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ জন্য, বহু চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হন। অবশেষে গ্রন্থখানি, কোনক্রমে নকল করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে "এসিয়েটিক সোসাইটীর জারনালে" নিজ মন্তব্যাদি সহ তিনি উহা প্রকাশিত করিয়া, বিস্মৃতির তামস-গর্ভ হইতে সাহ ইস্মাইলের নামসহ,তদীয় কীর্ত্তিও রক্ষা করিয়াছেন। নতুবা "রিসালতোস্ সুহাদ" আজ পর্য্যন্ত অজানিত এবং সাহ ইস্মাইলের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইত। এখন কিরূপ অবস্থায় গ্রন্থ খানি রহিয়াছে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে আর কেহ ঐ গ্রন্থখানি উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছেন কিনা, বা উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে কিনা জানি না। উহার উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকিলে তদ্‌বিষয়ে কোন মহাম্মদীয় ভ্রাতাকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

রঙ্গপুর, পীরগঞ্জ থানার সাত মাইল পশ্চিমে, "কাটাদুয়ার" নামক একটী স্থান আছে। উহারই উত্তরবর্ত্তী, এক মাইলের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ একটী স্থানের নাম চাতুরাহাট। চাতুরাহাটের দক্ষিণে এক মাইলেরও কম দূরবর্ত্তী, চতুর্দ্দিক উত্তম পরিখা দ্বারা বেষ্টিত "জলামোকাম" নামক বনাকীর্ণ স্থানে, একটী মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত কাটাদুয়ারে বা কান্তদুয়ারে সাহ ইস্মাইলগাজীর প্রধান কবর রক্ষিত হইয়াছে। জলা মোকামস্থিত মসজিদও ইস্মাইল গাজীর নামে উৎসৃষ্ট।

এই দুইটী প্রধান মস্‌জিদ, একজন প্রচুর জায়গীরভোগী ফকিরদ্বারা রক্ষিত। এতদ্ব্যতীত পীরগঞ্জ থানার দক্ষিণস্থিত এক মাইলেরও কম দূরবর্ত্তী "বড়বিলা" নামক তিন মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল বিস্তৃত প্রকাণ্ড হ্রদের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, সাহ ইস্মাইলের নামের স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া আছে। ঐ স্থানে অধুনা, কোন মস্‌জিদাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহ ইস্মাইলের দ্বারা তৃতীয় পবিত্রীকৃত স্থান ও তদুপরিস্থ মস্‌জিদ, রঙ্গপুর জেলার ১৮ মাইল দক্ষিণে রঙ্গপুর হইতে বগুড়া গমনের প্রশস্ত রাজবর্ত্মের পার্শ্বে স্থাপিত। ঐস্থানে অমরকীর্ত্তি ইস্মাইলের দীক্ষা-দণ্ড (আসা) রক্ষিত হইয়াছে। উহাকে বড়-দরগা কহে। রঙ্গপুরের এই চারিটী স্থানই মহাম্মদীয়গণের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই সকল তীর্থের প্রসিদ্ধির কথা, বুকানন হ্যামিলটন্ প্রদত্ত বিবরণেও লিখিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার সার মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, করতোয়ার পশ্চিমতীরবর্ত্তী ঘোড়াঘাটে, সাহ ইস্মাইল গাজীর মস্তকের সমাধি হইয়াছিল। রঙ্গপুরের পীরগঞ্জ বিভাগে, তাঁহার অন্যান্য মূল্যবান্ নিদর্শনাদি দ্বারা কয়েকটী স্থান পবিত্রতা লাভ করে। ঐ সকল স্থানের উপরে একটী করিয়া স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "বড় বিলার" দ্বীপোপরি স্থাপিত তীর্থের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থান বুকানন হ্যামিলটনের সময়ে জলমগ্ন ছিল। একটীমাত্র পতাকা উচ্চ বংশোপরি স্থাপিত হইয়া, ইস্মাইলগাজী কর্ত্তৃক পবিত্রীকৃত দ্বীপের বারতা ভক্তগণ মধ্যে প্রচারিত করিত। বিপদে পড়িলে, হিন্দু ও মুসলমান নৌকারোহণে ঐ স্থানে গিয়া, সাধ্যমত পূজাদি করিয়া, গাজী সাহেবের নিকটে বর প্রার্থনা করিত। মিষ্টার ড্যামন্, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, ঐ দ্বীপকে জলমগ্ন দেখেন নাই। জলমগ্ন থাকা কালীন সমদর্শীকাল, ইস্মাইলের স্মৃতি-জড়িত স্থলের উচ্চ ভিটাটীর, দ্বীপের মৃত্তিকার সহিত সমতা সাধন করিয়া থাকিবেন। এই জন্যই তিনি কোন রূপ চিহ্নাদি তৎকালে দেখিতে পান নাই। ইস্মাইলের দীক্ষা দণ্ডের উপরে নির্ম্মিত মস্‌জিদ যাহা বগুড়া জেলা গমনের পথপার্শ্বে রহিয়াছে বলিয়া মিষ্টার ড্যামন লিখিয়াছেন, বুকানন সাহেব তাহাও দেখিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, ঐ মস্‌জিদ্ ৩০ ফিট দীর্ঘ, ২০ ফিট প্রস্থ এবং ১৫ ফিট উচ্চ। মোটামুটি রূপে নির্ম্মিত গম্বুজত্রয় বিশিষ্ট। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ইস্মাইল বড়বিলা পরগণার জমিদারগণের উপরে তিনটী আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। প্রথম, ঐ স্থানের কোন ব্যক্তি খট্টোপরি শয়ন করিবেন না; দ্বিতীয়, জমিদারেরা ঐ স্থানের অধিবাসীদিগকে প্রহারে বিরত থাকিবেন; তৃতীয়, কেহ দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিতে পারিবেন না। বুকানন লিখিয়াছেন, শেষোক্ত আজ্ঞাদ্বয় কতক পরিমাণে তখন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইত। কিন্তু প্রথমোক্ত আজ্ঞাপালন নিমিত্ত, তখন লোকে রজ্জুগ্রথিত তলদেশবিশিষ্ট খট্টার পরিবর্ত্তে, কাষ্ঠাচ্ছাদিত তক্তপোষে শয়ন করিত। এক্ষণে সাহ ইস্মাইলের কোন অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হয় কিনা, জানি না।

ইস্মাইলের অলৌকিকত্ব, পরবর্ত্তিকালে কেবলমাত্র যে মুসলমানগণের দ্বারাই স্বীকৃত হইত তাহা নহে; হিন্দুগণও তাহাদের সহিত ঐ বিষয়ে তুল্য বিশ্বাসী ছিল। বুকানন এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"The chief object of worship or veneration among the Moslem, in which they are joined by the many Hindus, is Ismæl Gaji, the saint, who first reduced the Country to the obedience of the Faith"*

হিন্দুদিগের, ইস্মাইলের মস্‌জিদের প্রতি ভক্তি,ভয়মিশ্রিত কি হৃদয় নিঃসৃত, তাহা এখানে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে বহু দিবস একত্রে বসবাস করিয়া হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ শূন্য ও রাম-রহিমে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

রঙ্গপুর ব্যতীত অপর স্থানে ইস্মাইলের স্মৃতি।

এতদ্ব্যতীত দিনাজপুরের অন্তর্গত ঘোড়াঘাটে এবং বর্ত্তমান হুগলী জাহানাবাদের অন্তর্গত মন্দারণে, ইস্মাইলের দুইটী মস্‌জিদ আছে। প্রথোমক্ত মস্‌জিদের বিষয় বুকানন্ লিখিয়াছেন যে, ঘোড়াঘাট নগরীর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ইস্মাইলগাজীর সমাধি ক্ষেত্রের প্রতি তখনও, হিন্দু ও মুসলমান ভয়মিশ্রিত ভক্তিপ্রদর্শন করিত। এই সমাধির উপরিভাগের ক্ষুদ্র আচ্ছাদনী গৃহ, (Canopy) ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কালচক্র বিঘূর্ণনে, সম্ভবতঃ সেই গৃহটী এতদিন ভূমিসাৎ হইয়া থাকিবে।†

মন্দারণে ইস্মাইলের দেহ সমাহিত হইয়াছিল, এরূপ রিসালতোস্ সুহাদ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এই মন্দারণ, হুগলীর পশ্চিমবর্ত্তী জাহানাবাদের অন্তর্গত। অধ্যাপক ব্লকম্যান, ঐ স্থানে ইস্মাইল গাজী সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সমক্ষে বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা রিসালতোস সুহাদ, গ্রন্থোক্ত বিবরণের সহিত অত্যাশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়। সে আখ্যায়িকার মর্ম্ম এই যে, উড়িষ্যা বিজয় করিয়া কোন হিন্দুর কৌশলে, তথায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপনকারীরূপে অভিযুক্ত হইয়া, সুলতানের আদেশে ইস্মাইল, শিরচ্ছেদ দণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং তাঁহার দেহ মন্দারণে সমাহিত হইয়াছিল।

এক্ষণে রিসালতোস্‌সুহাদ গ্রন্থের মিষ্টার ড্যামনকর্ত্তৃক উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে,—

পরমেশ্বরের দীনতম সেবক, আকিল মহাম্মদ ফারকুরীর পুত্র, পীর মহাম্মদ সত্তারী বর্ণনা করিতেছেন,১০৪২ হিজরীর,২২ সাবন, বেলা চারি প্রহরের (ঘড়ির) সময়ে,তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ আরববংশের সাহ ইস্মাইল গাজীর সমাধির নিকটে বসিয়া ছিলেন। এমন সময়ে সেখ কবির, সেখ লতিফ, সাহ মসুদ এবং কান্তদুয়ার ও জলামোকামের অন্যান্য সমাধি-রক্ষকেরা যথাযথ রূপে ইস্মাইলের জীবনের কতকগুলি স্মরণযোগ্য ঘটনা বিবৃত করিলেন।

* Martins Eastern India. Vol II Page 458,

† Mratins Eastern India. Vol III Page 679.

শ্রোতৃবর্গ অনন্যমনে এবং আগ্রহের সহিত, এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া উহা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হউক,এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরেই সেই ভার ন্যস্ত হইল, তদনুসারে সাহাবুদ্দীন মহাম্মদ সাজাহান বাদশা-ই-গাজীর রাজত্বকালে, ভগবান্ তাঁহার রাজত্ব এবং শাসন চিরস্থায়ী করুন, মৎকর্ত্তৃক যথাসাধ্য উহা সম্পাদিত হইয়া, গ্রন্থের নাম রিসালতোস্ সুহাদ রক্ষিত হইল। ইহাতে যদি ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা সুধিগণ কর্ত্তৃক সংশোধিত হইবে।

হজরৎ মহাম্মদের বংশীয় ইস্মাইলগাজী, মক্কানগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। যৌবনাবধিই তিনি ধর্ম্মকর্ম্মরত এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে ও ব্যাখ্যানে সময় অতিবাহিত করিতেন। একশত বিংশতি জন জ্ঞানী ব্যক্তি ও তাহাদিগের অধ্যাপক, আরবী মৌলানা হাসামউদ্দীন, সর্ব্বদা তাঁহার অনুগামী ছিল। সেই মৌলানার অনুজ কমলউদ্দীন, একদা কোরাণ হইতে "ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন-দাতৃগণের পরমেশ্বরের নিকট উচ্চ পুরস্কার লাভ হয়" এই উক্তি পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা ইস্মাইলের মনে, দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছিল। এবং ভবিষ্য জীবনের প্রতিকার্য্যে, তিনি উহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মগ্রন্থের উক্তি শ্রবণের পর হইতে, তিনি গৌরবহীন জীবনের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ এবং ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়া উচ্চ সম্মান লাভের ইচ্ছা মনোমধ্যে পোষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার অধ্যাপক মৌলানার নিকটে মনোভাব ব্যক্ত করিলে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিলেন। তখন তিনি কহিলেন,"বন্ধুগণ তোমরা সকলেই বিদিত আছ যে,মনুষ্যের নিকটে চেষ্টা ভগবানের নিকটে সকল কর্ম্মের ফল, অবস্থান করে। তোমরা সকলেই আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভগবান আমাকে কর্ম্ম সাফল্য এবং যে স্থায়ী আনন্দলাভের জন্য আমি লালায়িত, তাহা প্রদান করেন"। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিগলিত এবং ধর্ম্মার্থ প্রাণ উৎসর্গপূর্ব্বক সম্মান লাভের জন্য, তুল্যরূপে আগ্রহান্বিত হইলেন। কেন না, ইহাকে তাঁহারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, উভয় স্থানেরই গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ইস্মাইলের সাক্ষাতে, তাঁহারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অবিশ্বাসীর উচ্ছেদসাধনে যেখানেই তাঁহারা যাইবেন সেই স্থানেই তাঁহাকে সাহায্য এবং ধর্ম্মের জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করিবেন।

"ধর্ম্মপথে আপনাকে বলি প্রদান করিলে কাহারও মৃত্যু হয় এরূপ বলিও না ; তুমি না বুঝিতে পারিলেও তাহারা জীবিতই থাকে" ধর্ম্ম গ্রন্থের এই পবিত্র বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া,তাঁহারা অসাধ্য সাধনের জন্য সাহসে হৃদয়পূর্ণ করিলেন,এবং জন্মভূমির সকল মমতা মন হইতে অপসৃত করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদাতার পবিত্র পথে সাহস ভরে দাড়াইয়া, দুঃসাহসিক কর্ম্ম সাধনার্থ যাত্রা করিলেন। বহু ভীষণ বন ও মরুস্থলী পশ্চাতে রাখিয়া, তাঁহারা "আবাদের" (পারস্য দেশের) প্রান্ত সীমায় উপনীত হইলেন। এই স্থান হইতে সকলেই হিন্দে (হিন্দুস্থানে) প্রবেশ করিয়া, সুদীর্ঘ ও বহু ক্লেশকর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে, সুলতান বারবাক সাহের রাজধানী, লক্ষণাবতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

তদানীন্তনকালে, তিনি একজন প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার সেনাবল এবং ধনৈশ্বর্য্য সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি যথেচ্ছভাবে, তাঁহার প্রজাবৃন্দের উপরে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। চটিয়া পটিয়া, নামক একটী খরস্রোতা নদী তাঁহার রাজত্ব মধ্যে প্রবাহিতা ছিল। বর্ষাসমাগমে উহার প্রবল বন্যায়, বহু প্রাণী ও ধনসম্পত্তি ধ্বংস হইত। যাবতীয় উপকরণসহ বহু স্থপতি ও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া সম্রাট্ উহার বেগনিরোধের জন্য, ক্রমাগত সাতবৎসর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বর্ষা সমাগমেই ব্যর্থ হইয়া যাইত। অবশেষে সেই বিশাল রাজত্বের যাবতীয় প্রজাবৃন্দ, কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে মিলিত হইয়া ঐ বেগবতী নদীতে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে, এবং স্বয়ং সুলতানও এক মুষ্টি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবেন, এরূপ বিজ্ঞাপন রাজ্য মধ্যে প্রচারিত করা হইল। ইস্মাইল, ইহা অবগত হইয়া রাজার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, দিবসত্রয় অবসর প্রদান করিলে তিনি এই অসাধারণ সাহস ও নৈপুণ্য সাপেক্ষ বিরাট কার্য্য-সম্পাদনের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন। সম্রাট, এই প্রস্তাব গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার পরিচয়াদি জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। ইস্মাইলও তাঁহার এই সমস্ত বিষয়ের কৌতূহল নিবৃত্তি, করিলেন। তিন দিবস বিশেষ রূপে চিন্তা, এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া চটিয়া পটিয়ার উপরে, এক সেতু নির্ম্মাণের কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। এই সেতু এরূপ সুদৃঢ় হইয়াছিল যে, হস্তী ও অশ্বাদি তাহার উপর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে পারিত।* তদবধি, ইস্মাইল, সুলতানের নিকট বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহ ভাজন হইয়া অন্যান্য বহু দুরুহ কার্য্য সম্পাদনেও নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে, মন্দারণের রাজা গজপতি, সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাট্‌সৈন্য পরাস্ত হইলে, ইস্মাইলের উপরেই সেনাপতিত্ব ভার ন্যস্ত হয়। গজপতির পিত্তলনির্ম্মিত এক অজেয় দুর্গ ছিল। যখন তিনি অবগত হইলেন যে, একশত বিংশতিজন মাত্র সাধুসহ একটী ফকির তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্ঞী এই ঈশ্বর প্রেরিত যোদ্ধার সহিত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ইহা বুঝিতে পারিয়া রাজাকে বারংবার নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। যাহা হউক তিনি সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত

---

* Ravenshaw, Creighton, Cunningham প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়েরা, তাঁহাদের গৌড়-বৃত্তান্তে ইহাকে চট্টভট্ট নামক, একটি বিল লিখিয়াছেন। উহার উপরে, সেতুর পরিবর্ত্তে একটী বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। মূলগ্রন্থের বিলটী ইংরাজী অনুবাদে নদী এবং বাঁধটী, সেতু আখ্যা প্রাপ্ত হইলেও লিখন ভঙ্গীতেই উহাকে বিল মনে হয়; উহার নির্ম্মাতা যে ইস্মাইল গাজী, তাহা সন্দেহ করিবারও কারণ নাই। Archæological Survey of India Vol XV. page 47. এবং Renells Map of India 19 sheet দেখুন। আবুলফজলকৃত আইন-ই-অক্‌বরী গ্রন্থেও এই "চট্টভট্ট" বিলের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। গৌড়-নগরের পূর্ব্বসীমায় ইহার অবস্থান। (লেখক)

ইস্মাইলের সহিত যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হইয়া শিরশ্ছেদ দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই বিজয় লাভের পর ইস্মাইলের সম্মান ও প্রতিপত্তি, আরও বর্দ্ধিত হইল।

ইহার কিছুকাল পরে, আরও একটী নূতন ঘটনার সমাবেশ হইল। কামরূপরাজ, কামেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাটের সেনা পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত হইলে, ইস্মাইলের উপরে উহারও নেতৃত্ব অর্পিত হইল।

যেরূপ উদ্যম ও সাহসের সহিত ইস্মাইল ও তাঁহার অনুজগণ এই অভিযান চালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে জয়ের সম্পূর্ণ আশা সত্ত্বেও, সেই রাজার তৎকালে বিদিত বীরত্ব এবং যুদ্ধকৌশল, মন্দারণ অপেক্ষা এখানে জয়লাভ বহু আয়াসসাধ্য করিয়াছিল। বীরকেশরী কামেশ্বর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অগণিত-বাহিনী সমভিব্যাহারে তাঁহার রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, ইস্মাইল স্বীয় সৈন্যসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মহাম্মদীয়গণের অধিকৃত ভূভাগের সীমা মধ্যে, "সন্তোষ" ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবস্থানের অসুবিধাই, সম্রাট্‌সৈন্যের সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ সাধন করিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুসৈন্য হত হয়। তন্মধ্যে ইস্মাইলের বিশ্বস্ত একশত কুড়িজন সঙ্গী, সম্যক্ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, সম্মুখ আহবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই, তাঁহাদের দেহ সমাহিত হইয়াছিল। মাত্র দ্বাদশ জন পাইক, এবং ইস্মাইল ও তাঁহার ভাগিনেয় মহম্মদ সাহ, এই যুদ্ধে কোনক্রমে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই দ্বাদশজন পাইকের সাহায্যেই, ইস্মাইল যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটে "বার পাইকা" দুর্গ নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাম্মদ সাহের উপরে ঐ দুর্গরক্ষার ভার দিয়া ইস্মাইল দুই দল সৈন্যসহ "জলামোকামে" যাত্রা করেন। এই সুবৃহৎ জলপূর্ণ স্থানে তিনি হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, "হে ভগবন্ আমার প্রার্থনা করার (নমাজের) নিমিত্ত, জলমধ্যে কিঞ্চিৎ স্থান প্রদত্ত হউক।" ইহার উত্তরে এই দৈববাণী শ্রুত হইল যে, "তোমার চর্ম্ম (ঢাল) পূর্ণ মৃত্তিকা জলে নিক্ষেপ কর ; ভূমি প্রস্তুত হইবে।" এইরূপে জল মধ্যে ভূমি প্রস্তুত হইলে, তথায় তিনি তাঁহার সৈন্য সমাবেশিত করিয়া রাজার নিকটে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, "সুলতান বারবাক আমাকে আপনার বশ্যতা গ্রহণের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি অবিলম্বে, যাত্রার দ্রব্যসম্ভার সহ প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন, আমি আপনাকে সুলতানের নিকট লইয়া গিয়া, আপনার জীবন রক্ষা ও রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষরূপে প্রার্থনা করিব। যদি আপনি ইহাতে সম্মত না হন, তবে সমুচিত প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিবেন।" এই সংবাদবাহী দূত রাজ-সদনে নীত হইলে, কামেশ্বর, লিপির মর্ম্মাবগত হইয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়ে, পরুষ-ভাষায় কহিলেন যে, "দূত অবধ্য, এই জন্যই তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাম, কিন্তু সাহ ইস্মাইলকে কহিও, রণক্ষেত্রেই আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিবে। আমি তাঁহাকে সেই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিতেছি। আরও কহিও যে, আমি গজপতি নহি, যাঁহাকে তিনি যুদ্ধে

পরাজিত করিয়া রাজ্য জয় করিয়াছেন। তাঁহাকে, প্রথম যুদ্ধের কথা স্মরণ করিতে বলিও যাহাতে তিনি সকল উদ্যমশীল সঙ্গীই হারাইয়াছেন। এক্ষণে, সঙ্গী হীন হইয়া তিনি একাকী কি করিতে পারেন।” দূত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, ইস্মাইলকে সমস্ত বিবৃত করিলে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ হইতে, “ঈশ্বরের জয় হউক, জয় করায়ত্ত আছে” এই উক্তি আবৃত্তিপূর্ব্বক,অবিলম্বে সৈন্য সজ্জিত করিয়া, কামেশ্বরের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল, এমন সময়ে,নৈশ অন্ধকার মেদিনীকে আচ্ছন্ন করিয়া,যুদ্ধ হইতে উভয় সৈন্যকেই ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য করিল। এই নৈশ অন্ধকারের সাহায্যে ইস্মাইল ছদ্মবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক জনতার মধ্যদিয়া, অলক্ষিতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং নিদ্রিত রাজারাণীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি অনায়াসসাধ্য রাজারাণীর বধসাধন না করিয়া, উভয়ের কেশপাশ গ্রহণপূর্ব্বক একত্রে বন্ধন করিলেন এবং শয্যাপার্শ্বস্থিত একখানি তরবারি, কোষমুক্ত করিয়া উভয়ের বক্ষদেশে, ঠিক তাহার শাণিত অংশ স্থাপনপূর্ব্বক, দ্রুতপদে, অশ্বারোহণে আপন শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস প্রভাতে, নিদ্রাভঙ্গের পরেই, রাজা ও রাণী যাহা ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারিলেন, এবং ইহাকে কোন ভৌতিককাণ্ড বলিয়া অনুমান করিলেন ; কেন না প্রহরী-বেষ্টিত নগর দ্বার, অতিক্রম করিয়া এই সুরক্ষিত শয়নকক্ষে প্রবেশলাভ করা, কোন মনুষ্যেরই সাধ্যায়াত্ত নহে। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই ভীতিবিহ্বল হইয়া, কিছুক্ষণের নিমিত্ত কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। পরিশেষে, রাজা প্রাঙ্গণে অশ্বের পদচিহ্ন ও বিষ্ঠাদি অবলোকন করিয়া, এই ব্যাপার যে মনুষ্যকৃত,তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং চৈতন্যলাভ করিলেন। কিন্তু অপদেবতার পরিবর্ত্তে মনুষ্যের উপরে এই কর্ম্মের কর্তৃত্বারোপণ তাঁহাদের মনে কিছুমাত্র ভীতি প্রশমিত না করিয়া বরং আরও অধিক সঞ্চার করিল। যাহা হউক রক্ষকগণের নিকটে প্রশ্ন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, রজনীতে পুরীমধ্যে,একটী ক্ষুদ্র পক্ষী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই সুতরাং বৃহদশ্বারোহণে একটী মনুষ্যের তথায় গমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। রাজা প্রহরীগণের এই কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; এবং পর রজনীতে অধিকতর সতর্কতা সহিত প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিলেন। দ্বিতীয় রজনী এবং তৃতীয় রজনীতে ঠিক একরূপই ঘটিল। ইহাতে তাঁহাদের ভীতি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইল। অবশেষে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, কোন সাধারণ মনুষ্য, তাঁহাদিগের প্রতি উপর্য্যুপরি ত্রিরাত্র ধরিয়া এরূপ আচরণ করিতে কখনই সক্ষম হইতে পারে না। ইহা নিশ্চয়ই সাহ ইস্মাইল ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

এদিকে ইস্মাইল তাঁহার শিবিরস্থ যাবতীয় বন্ধুবান্ধব ও সহচরগণকে একত্রিত করিয়া কেহ একাকী, রাজসমীপে গিয়া তাঁহাকে তথায় আনিতে সাহসী হন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই এই কঠিন ভারগ্রহণে, তুল্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ এ কার্য্যে যাত্রা করার পূর্ব্বেই, রাজার নিকট হইতে এক দূত আগমন করিয়া জানাইল

যে, অভয় প্রদত্ত হইলে, রাজা, ইস্মাইলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ, আগমন করিতে প্রস্তুত আছেন। দূতের নিকটে অভয় প্রদত্ত হইলে অল্পকাল পরেই রাজা, স্বয়ং মূল্যবান্ উপঢৌকনাদি সহ ইস্মাইলের নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন "আজ হইতে আমাকে আপনার দীন সেবক জ্ঞান করিবেন" এবং তাঁহার মুখ হইতে, কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট তাম্বুল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজার এবম্বিধ দীনতা প্রকাশক উক্তিতে ইস্মাইল তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। রাজা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ বশ্যতা স্বীকারের পুরস্কার স্বরূপে,ইস্মাইল তাঁহাকে "বড় লড়াইয়া" উপাধিভূষণে ভূষিত করিলেন।

অনন্তর তিনি, সুলতান সমীপে পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, ভগবানের কৃপায় এবং সুলতানের মহত্ত্বে কামরূপ বিজয় সাধিত হইয়াছে ও রাজা কামেশ্বর, কর প্রদানে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে সংগৃহীত কর ও যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি, সুলতান সমীপে প্রেরিত হইল। সুলতান, এই বিজয়বার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই, ইস্মাইলের উপরে প্রশংসা বর্ষণপূর্ব্বক, তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, তরবারি, কটিবন্ধ এবং একটী ঘোটক প্রদান করিলেন। ইহার পর হইতে রাজার নিকটে নিয়মিতরূপে কর সংগৃহীত হইত এবং রাজ্য শান্তিসুখে পূর্ণ ছিল; প্রজাগণেরও সুখসন্তোষের অবধি ছিল না।

এরূপ অবস্থায় ঘোড়াঘাটের হিন্দু শাসনকর্ত্তা ভাণ্ডারী রায়, ইস্মাইলের নিকটে রাজ্যের প্রান্ত সীমায়, একটী দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তাহা অনুমোদিত হয়। কিন্তু এই শাসনকর্ত্তা তাঁহার এরূপ হিতকারীর প্রতি ঈর্ষাবশতঃ, তাঁহার অধীনতাপাশ মুক্ত হইবার মানসে যে প্রতারণা, জাল বিস্তার করিয়াছিল,তাহাই ইস্মাইলের পতনের কারণ হয়।

তিনি, সুলতানের নিকটে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, ইস্মাইল কামরূপরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এতদ্দেশে একটী সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজত্ব স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। এই অবিশ্বাসী বহুষড়যন্ত্রে ও সুকৌশলে সুলতানের অসন্তোষবহ্নি, ক্রমে ক্রমে, এরূপভাবে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল যে পরিশেষে তাহার ফলে রাজকীয় একদল সুসজ্জিত সৈন্য, ইস্‌লামধর্ম্ম-বীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। ইস্মাইল আপন শৌর্য্যে নির্ভর করিয়া, প্রথমতঃ,এই রাজকীয় সৈন্যকে কয়েকবার পশ্চাৎগামী করিয়া দিলেন, কিন্তু পরিশেষে, তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণের তুল্যভাগ্য লাভের দ্বারা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে অভিলাষী হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন।

হিজিরী ৭৮ সালের ১৪ই সাবনে, সুলতানের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইল। যাহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদের সকলকেই তিনি বিদায় দিয়াছিলেন। কেবল সেথ মহম্মদ নামক তাঁহার বিশ্বস্ত সেবক, কিছুতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। এই সেথ মহম্মদই, কান্তদুয়ারস্থিত ইস্মাইলের সমাধি রক্ষক বংশের

আদিপুরুষ। ইস্মাইলের খণ্ডিত মস্তক, সুলতান সমীপে নীত হইলে, তিনি হিন্দু দুর্গ রক্ষকের ঈর্ষা ও চাতুর্য্যের বিষয় অবগত হইলেন এবং আপনার অবিমৃষ্যকারিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সুলতান রাজ-সমাধি ক্ষেত্রে ইস্মাইলের মস্তক সমাহিত করিবার জন্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলে, ইস্মাইল তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন যে, কান্তদুয়ারেই তাঁহার মস্তকের সমাধি হইবে। ইস্মাইলের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাজসরকারভুক্ত হওয়ায়, মন্দারণ ও ঘোড়াঘাট হইতে মূল্যবান্ অস্থাবর সম্পত্তি রাজধানীতে প্রেরিত হইল। এই ধনরত্ন সমভিব্যাহারী বাহক এবং প্রহরীগণ,রাজধানী গমন কালে, পথিমধ্যে বহুবার ইস্মাইলের মূর্ত্তির আবির্ভাবে ভীত হইয়া, তাঁহার বিত্তাদি প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, কিন্তু সেই আত্মিক দেহ "তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে" এইরূপ বলিয়া অবিশ্বাসিগণের সহিত মৃত্যুর পরেও চিরকাল যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। যে যে স্থানে ঐ সকল বাহক ও রক্ষিগণ অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই সেই স্থানেই একটী করিয়া "দরগা" উত্থিত হয়। ইস্মাইলের মস্তক কান্তদুয়ারে, এবং দেহ মন্দারণে সমাহিত হইয়া, উভয় স্থানই মহম্মদীয়গণের পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সুলতান বারবাক, বেগম সহ মন্দারণ ও কান্তদুয়ারের সমাধি-মন্দিরদ্বয় দর্শন করিয়া, উভয় স্থানেই বহুমূল্য উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়াছিলেন।"

পীর মহাম্মদ কৃত রিসালতোস্ সুহাদ গ্রন্থের, এই বিবরণের অতিরঞ্জিত অংশ পরিত্যাগ করিলেও,ইহাতে অনেক বিষয় জানিবার আছে। আধুনিক কালের,আসাম ইতিহাস লেখক মিষ্টার ই, এ, গেইট মহোদয়, ইস্মাইলের কামরূপ আক্রমণ বিবরণ অসামঞ্জস্যতা দোষে দুষ্ট বলিয়া, তাঁহার গ্রন্থে গ্রহণ না করিলেও ইহার ঐতিহাসিক ভাগকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না।* কেন না, তিনি গ্রন্থখানি রচনার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ইস্মাইলের মৃত্যুর ১৫০ বৎসরের, কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধকালের মধ্যেই পড়িতেছে। সে সময়ে তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলীর স্মৃতি, ঘটনা স্থান হইতে কালচক্র বিঘূর্ণনে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত হইবার তাদৃশ অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। সুলতান বারবাকের সময় ধরিয়া মিষ্টার ড্যামন ও অধ্যাপক ব্লকম্যান, ইস্মাইলের মৃত্যুর সময় ৮৭৮ হিজিরীর ১৪ই সাবন, ১৪৭৪ খৃঃ অব্দ ৪ জানুয়ারী, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে কেবল মাত্র ৭৮ হিজিরী লিখিত আছে, প্রথমাঙ্ক ৮টী, লিপিকারের ভ্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অনুমান।

এক্ষণে গ্রন্থোক্ত সুলতান বারবাকের সময়, নিরূপণ করার পূর্ব্বে বাঙ্গালারস্বাধীন পাঠান সুলতানগণের সময় নিরূপণ আবশ্যক। সুলতান ফাকরুদ্দীন, হিজিরী ৭৩৯, বা ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া, বঙ্গদেশে প্রথম স্বাধীন পাঠান রাজত্ব স্থাপন করেন। তদবধি ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দুইশত বৎসর পাঠান দিগের মধ্যে হাজী

* History of the Assam E. A. Gait chap I. page 15.

ইলায়স ও আলাউদ্দীন হোসেন সাহের বংশীয় সুলতানগণ, দিল্লীর নিকটে মস্তক অবনত না করিয়া, বাঙ্গালার সুখসমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের প্রান্ত সীমা হইতে উত্তরবিহার, কামরূপ ও উড়িষ্যার কিয়দংশে তাঁহাদের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল।*

১৪০৭-১৪৪৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী বাঙ্গালার স্বাধীন, রাজদণ্ড, উক্ত সুলতানগণের হস্তস্খলিত হইয়া, বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত, ভাতুড়িয়ার হিন্দুকুল-তিলক রাজা কংশ এবং তাঁহার বংশীয় আরও দুই জন নরপতির করশোভা বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

এই অর্দ্ধ শতাব্দী, ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকের ন্যায়, হিন্দুর স্বাধীনতাপ্রভায়, বাঙ্গালা উদ্ভাসিত হইয়াছিল। অমর কবি কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণগান, কংশের রাজসভায়ই প্রথমে গীত হয়। কংশের পৌত্রের অবসানের পর, তাঁহারই দাস নামের খান্ অনধিকারী হইয়াও বাঙ্গালার সিংহাসন কলুষিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করিয়া, দেশের তদানীন্তন স্তম্ভ স্বরূপ সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, পূর্ব্বোক্ত পাঠান সুলতান দিগের দুইটী প্রধান বংশের মধ্যে, ইলায়স্ সাহী বংশের নসির সাহকে, বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সুলতান নসিরউদ্দীন আবুল মুজাঃফর সাহ, হিজরী ৮৬৪ পর্য্যন্ত, রাজত্ব করিয়াছিলেন।১

নসির সাহের পুত্র,বারবাক সাহ,রুকন উদ্দীন আবুল মুজাহিদ বারবাক সাহ,উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক হিজরী ৮৬৪, অর্থাৎ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবেশন করেন। মিষ্টার ওয়েষ্ট মেকট্, দিনাজপুর সন্নিহিত চিহিলী গাজীর (চত্বারিংশ হস্ত পরিমিত সাধুর) সমাধির নিকটে প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে ইহা স্থির করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিবেণীতে, উক্ত সুলতানের আর একখানি লিপি, মিষ্টার ব্লকম্যান পাইয়াছিলেন। তৃতীয় লিপি, প্রসিদ্ধ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক, পাদরী মার্সমান, গৌড়ে প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীরামপুরে লইয়া যান। উহা মিষ্টার ওয়েষ্ট মেকটের প্রাপ্ত, খোদিত লিপির দুইমাস মাত্র পরবর্ত্তী কালের। এই শেষোক্ত শিলালিপি অদ্যাপি কলিকাতাস্থিত মিউজিয়ম গৃহে রক্ষিত আছে।২

১৬ বা ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া, বাঙ্গালায় ত্রয়োদশ স্বাধীন পাঠান সুলতান বারবক সাহের, ৮৭৯ হিজিরী অর্থাৎ, ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়, রিয়াজ ও অন্যান্য মোসলেম ইতিহাস গ্রন্থে এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক, তাঁহার মৃত্যুর কাল, ৮৭৩ হিজিরী বা ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে নির্ণয় করিয়া থাকেন। মিষ্টার ব্লকম্যান বারবাকের পরবর্ত্তী সুলতান ইউসুফের এক লিপি, যাহা মালদহ হইতে মিষ্টার ওয়েষ্ট মেকট

* রিয়াজ-উস্-সালাতিন ২য় অধ্যায় ৯৫ পৃষ্ঠা এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার গ্রন্থের ১ম ভলিউম ২১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১। রিয়াজ-উস্-সালাতিন গ্রন্থের ২য় অধ্যায় ৯৩-১২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনাল ৩ নং ১৮৭৩, ২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে ৮৭০ হিজিরী খোদিত আছে লিখিয়াছেন; কিন্তু ইউসুফ সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে যৌবরাজত্বের সময়ে ঐ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত সাহ ইস্মাইল গাজীর মৃত্যুর সময় ধরিয়া, মোসলেম ঐতিহাসিকগণ সুলতান বারবাক সাহের মৃত্যুর যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করেন। রিসালতোস্ সুহাদ গ্রন্থোক্ত সাহ ইস্মাইল গাজী ইঁহারই প্রেরিত কামতা অভিযানের প্রধান নেতা।

সুলতান সাহ বারবাকের পর হইতে, কামতাপুর বিজয়ী বাঙ্গালায় সমধিক খ্যাত হুসেন সাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ছয় জন স্বাধীন পাঠান সুলতানের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইঁহারা ৮৭৯ হিজিরী, বা ১৪৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে, ৮৮৯ হিঃ বা ১৪৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র দশ বৎসর কাল জলবুদ্‌বুদের ন্যায় কালসাগরে উত্থিত হইয়া এবং স্মরণযোগ্য বিশেষ কোন চিহ্নাদি না রাখিয়া, আবার কালসাগরেই মিশিয়া গিয়াছেন।

স্বনামখ্যাত, কীর্ত্তিমান আলাউদ্দীন আবুল মোজাফ্ফর হুসেন সাহ, ৮৯৯ হিজিরী হইতে ৯২৭ হিজিরী অর্থাৎ ১৪৮৪-১৫১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ২৮ বৎসর কাল, বাঙ্গালার মস্‌নদে উপবিষ্ট থাকিয়া, অতি দীনের কুটীর হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য-শালীর অট্টালিকায় পর্য্যন্ত তুল্যরূপে আপন যশোপ্রভা বিস্তার করিয়াছিলেন। এই মোসলেম সুলতানের কীর্ত্তিভূষণে বাঙ্গালার আপাদ-মস্তক সুশোভিত হইয়াছিল। ব্লকম্যান লিখিয়াছেন,—

"Of the reign of no king of Bengal, perphaps, of all Upper India, before the middle of 10th Century, do we possess so many inscriptions; whilst the names of other Bengal kings scarcely ever occur in legends, and remain even unrecognized in the geographical names of the country, the name of 'Husain Shah the Good' is still remembered from the frontiers of Orissa to the Brahmaputra."*

এরূপ প্রথিতযশাঃ বহুকীর্ত্তিশালী, সুলতানের নামের উজ্জ্বল ভাতির নিকটে যে, তাঁহার পূর্ব্বগণের খ্যাতিরশ্মি, খদ্যোতিকার ক্ষীণপ্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে,ইহাতে আর বিচিত্র কি! এমন কি, তাঁহার পূর্ব্বের বা পরের যে কোন সুলতান, স্মরণযোগ্য যে কোন ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই সাহ হুসেনের কৃত বলিয়া পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কারণেই আমাদিগের প্রবন্ধোক্ত সাহ ইস্মাইল গাজীর অলৌকিক কার্য্যাদির সহিত, হুসেন সাহের নাম, এরূপ ভাবে জড়িত হইয়াছে যে,তাহা একমাত্র অধ্যাপক ব্লকম্যান ব্যতীত, আর কোন ঐতিহাসিকই অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

এতৎ সম্বন্ধে, সাহ ইস্মাইলের বিবরণের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কর্ত্তা, মিষ্টার ড্যামন্ (M. Damant C. S.) লিখিয়াছেন :—"the date (of Ismail Gazi's Kamrup Invasion) is thirty years earlier than the reign of Husain Shah who

* এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নাল ১৮৭২ খৃঃ অব্দ ২৯১ পৃষ্ঠা।

is mentioned in Mr. Blochman's legends. But it must be remembered that Bengalis almost invariably attribute any important event of which they do not know the date, to the time of that king; for he is the only king who is still remembered by name among common people."*

বুকানন হ্যামিলটনই, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, কি জানি কোন সূত্রে কামতাপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা নীলাম্বরের সহিত, ইস্মাইল গাজীর যুদ্ধের, এক স্বপ্নকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বাঙ্গালার সুলতান নজরাত সাহ ইস্মাইল গাজীকে নীলাম্বরের উচ্ছেদ সাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা এবং আসামের যাবতীয় ইতিহাস একবাক্যে সাহ হুসেনের সহিত নীলাম্বরের যুদ্ধের কথা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাজা নীলাম্বরকে পরাস্ত করিয়া তাহার স্মরণার্থ হুসেন হিজরী ৯০৭, ১৫০২ খৃঃ অব্দে গৌড়ে যে মাদ্রাসা গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, মিঃ ওয়েষ্ট মেকট, তাহার শিলালিপিও আবিষ্কার করিয়াছেন।১ সম্ভবতঃ, বুকানন,প্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়াই, ইহা লিখিয়া থাকিবেন। এরূপ প্রবাদ জন মধ্যে প্রচারিত হওয়াও কিছু মাত্র বিচিত্র নহে; কেন না, নীলাম্বরের ন্যায় বীরকুল চূড়ামণির সহিত যুদ্ধের সমকক্ষতা, কোন দৈব শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপরের থাকিতে পারে না। ইস্মাইলের শক্তির অলৌকিকতা, জন সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া তাহারা তাঁহারই হস্তে নীলাম্বরের অচিন্তনীয় পতন আরোপণ করিয়া থাকে, চাতরাহাটের ফকিরের নিকটেও আজ কাল এরূপই শুনিতে পাওয়া যায়। হুসেন সাহের সহিত,ইস্মাইল গাজীর নাম জড়িত হইবার আরও এক কারণ এই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, তিনি কামতাপুর বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার পুত্র দানিয়াল গাজীকে উহার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এই দানিয়াল গাজী আসাম বুরঞ্জীতে "দুলাল গাজী" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দুলাল গাজী ও ইস্মাইল গাজী, স্ব স্ব উপাধির তুল্যতা নিবন্ধন, একই ব্যক্তি বলিয়া পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবেন। এই দানিয়াল গাজীর পরে, মসান্দার গাজী আসামের শাসন কর্তৃত্বে বৃত হন। আসাম বুরুঞ্জীকার, তাঁহাকে "মছলন্দ গাজী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিষ্টার বুকাননের লিখিত নজরাত সাহ নামক কোন পাঠান সুলতান, বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন, বলিয়া অবগত হওয়া যায় নাই। কেবল এক হুসেন সাহের পুত্র, নছরৎ সাহের নাম মাত্র পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ে, নীলাম্বরের প্রাণবায়ু নীল অম্বরেই মিশিয়া গিয়াছিল। রিয়াজ গ্রন্থের টীকাকর, মৌলবী আবদাস সালেমও না জানি, কিসের উপরে নির্ভর করিয়া ইস্মাইল গাজীকে হুসেনের সেনাপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।†

---

* এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনাল ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ ২১৬ পৃষ্ঠা।

Martin's Eastern India Book III, Chapter III p. 680,

১। ১৮৭৪ জারনাল ৩০৩ পৃষ্ঠা।

† রিয়াজ গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। আসাম বুরঞ্জী—৪৩ পৃষ্ঠা ও J.A.S.B. 1874, Page 281.

রিসালতোস্ সুহাদ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যে সুলতান বারবাক, ইস্মাইলকে কামেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই কামেশ্বর কে, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করা যাউক।

সুবৃহৎ কামরূপ রাজ্যের প্রাচীনতম আখ্যা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং উহাদের রাজন্যবর্গ পৌরাণিক যুগে প্রাগ্‌জ্যোতিবেশ্বর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।১ পরবর্ত্তীকালে তান্ত্রিক-যুগে 'প্রাগ জ্যোতিষপুর' আখ্যা ঘুচিয়া ঐ রাজ্যের 'কামরূপ' আখ্যা হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রথম মোস্‌লেম আক্রমণকারী বক্‌তিয়ার খিলিজীর সময়ে 'কামরূপ' কামতা নামেই সমধিক পরিচিত হয়। এই কামতা রাজ্যের স্বাধীন নরপতিদিগকে, আমরা কামতেশ্বর উপাধি ধারণ করিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা, ব্রহ্মপুত্রের সমগ্র পশ্চিম উপকূল হইতে, করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব উপকূলে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও সময়ে সময়ে কামতেশ্বরগণের অধীনতা স্বীকার করিতেন। কখন কখনও এই রাজত্বের সীমা সঙ্কোচ ও ব্রহ্মনদের পূর্ব্বতীরেও বিস্তৃতি লাভ করিত। এই সুবৃহৎ কামতারাজ্যের রাজধানী, রঙ্গপুরেরই সন্নিকটবর্ত্তী কামতাপুরে অবস্থিত ছিল। রাজ্য কুচবিহারের অন্তর্গত কামতাপুরের ভগ্নাবশেষের বিবরণ মিষ্টার বুকানন, স্বচক্ষে, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে দর্শন করিয়া, তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।২ কাল-পরাক্রমে অধুনা তাঁহার বর্ণিত, এই নগরীর পরিখাদির বহু অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। কোচবিহারের বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রিত, ইতিহাসে ঐ সকল পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত হইয়াছে।৩

বিস্তৃত কামরূপরাজ্য, বা বর্ত্তমান আসামের প্রবেশদ্বারে গঠিত এই পরাক্রান্ত কামতা-রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে, কামরূপবিজয় দুঃসাধ্য বিবেচনায়, উহার প্রতি বক্‌তিয়ার খিলিজী হইতে আরম্ভ করিয়া, পরবর্ত্তী বাঙ্গালার সমস্ত শাসনকর্ত্তা, ও স্বাধীন সুলতানগণের অল্পবিস্তর শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের এই কোপনদৃষ্টিই কামতাপুরের পতনের একমাত্র কারণ। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম নির্ণয় করা কঠিন।

কামরূপের বারভূঁইয়ার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দুর্ল্লভনারায়ণ নামে একজন বিক্রান্ত রাজা, কামতারাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।৪ ইঁহারই দ্বারা কামতারাজ্যে বারভূঁইয়া স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার বংশীয়, পরবর্ত্তী কামতাপুরের আর

(১) আসাম বুরঞ্জী ৫ম অধ্যায় ৮০ পৃষ্ঠা

* আসামবুরঞ্জী ৫ম অধ্যায় ৮০ পৃষ্ঠা।

(২) Marin's Eastern India Book II. Chapter III Page 726.

(৩) Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements Chapter VI. Page 8.

(৪) গুণাভিরামের আসামবুরঞ্জী ৩য় অধ্যায় ৭৪ পৃষ্ঠা এবং ই, এ, গেইটের আসামের ইতিহাস ২য় অধ্যায় ৪১ পৃষ্ঠা।

কোন রাজার বিবরণ জানিতে পারা যায় না। ইঁহাদের রাজধানী ঠিক কোন স্থানে ছিল তাহারও কোন সন্ধান হয় নাই। অবশেষে, পূর্ব্বোক্ত কামতাপুর নগরের নির্ম্মাণকারী, খেনবংশীয় রাজা নীলধ্বজের সময় হইতে, নীলাম্বর পর্য্যন্ত, কামতেশ্বরত্রয়ের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম কামতেশ্বর নীলধ্বজ বা কান্তনাথ কর্তৃক কামতাপুরের নির্ম্মাণ, ও রাজত্বগ্রহণ কাল ১৩২৮-১৩৪০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নির্ণীত হইয়াছে। এই কান্তনাথের পুত্র চক্রধ্বজ ও তাঁহার পুত্র নীলাম্বর, কামতার সিংহাসন ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, কিঞ্চিৎ ন্যূন দুইশতাব্দী কাল, অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নীলধ্বজের সম্মুখেই, সুলতান বাক্রুদ্দীন বাঙ্গলায় স্বাধীন পাঠানরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁহার সম্মুখেই বাঙ্গালার অনেক সুলতান, বুদ্‌বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া, পুনরায় কালসাগরে মিশাইয়া যায়। তাঁহার পুত্র চক্রধ্বজ, দ্বাদশ পাঠান সুলতান বারবাকের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ইঁহাকেই রিসালতোস্ সুহাদগ্রন্থে কামেশ্বর বলা হইয়াছে।

কামতেশ্বর, চক্রধ্বজের সহিত, সাহ বারব্যক প্রেরিত ইস্মাইলগাজীর সঙ্কোষ ক্ষেত্রে প্রথম যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে মহম্মদীয়সৈন্য পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সেই সন্ধির বলেই, ইস্মাইল, রঙ্গপুর পীরগঞ্জের অধীন জলামোকামে, দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এই ঘটনা ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। পরে ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা ভাণ্ডাসী রায়ের চক্রান্তে তিনি রাজদণ্ডে, প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার জলামোকামস্থ দুর্গ চক্রধ্বজের পরবর্ত্তী রাজা নীলাম্বর, পুনরায় করায়াত্ত করেন, এই জন্যই উহা অদ্যাপি ইস্মাইলের নামের পরিবর্ত্তে নীলাম্বরের দুর্গ বলিয়াই পরিচিত। মহম্মদীয়গণের আক্রমণ হইতে নিজ রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত, রাজা নীলাম্বর রঙ্গপুর, ঘোড়াঘাট প্রভৃতি স্থানে বহু দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কান্তদুয়ারে তাঁহার বাটী আজও চিহ্নিত হইয়া থাকে।১ সঙ্কোষ ক্ষেত্র কোথায় ঠিক জানি না তবে কামরূপে সঙ্কোষ বা সুবর্ণ কোষ নদী আজও বর্ত্তমান আছে।

চার্লস ষ্টুয়ার্টের লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুলতান বারবাকই বাঙ্গালায় হাব্‌সী এবং কাফ্রীসৈন্য নিয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সময়ে এইরূপ আটহাজার অশ্বারোহীসৈন্য বাঙ্গালায় নিযুক্ত হইয়াছিল ইহাদিগকে "পাইক" বলিত। ইস্মাইল গাজীর সহিত এইরূপ কতকগুলি পাইক কামেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সঙ্কোষ ক্ষেত্রে যুদ্ধে সকলেই নিহত হইয়া বারজনমাত্র পাইক অবশিষ্ট ছিল, তাহাদেরই সাহায্যে, তিনি বারপাইকা নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। হুসেন সাহ, বাঙ্গলার সিংহাসনে বসিয়াই এই সকল দুর্দ্দান্ত ও অবিশ্বাসী "পাইক"দিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং রিসালতোস্ সুহাদ লিখিত ইস্মাইল গাজী, যদি হুসেনের নিয়োজিত ও রাজা নীলাম্বরের পরাস্তকারী হইতেন, তাহাহইলে এই সকল "পাইক" তাঁহার সঙ্গী হওয়া সম্ভবনীয় হইত না।২

(১) The Cooch Behar State Chapter IV. Page 222.

(২) রিয়াজগ্রন্থ ১৩১ পৃষ্ঠা ইংরাজী অনুবাদ।

উড়িষ্যার গজপতির বিদ্রোহ, হুসেন সাহের সময়ে হয় নাই। চার্লস ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন যে,তাঁহার রাজত্বকালে,কোন বিদ্রোহই উপস্থিত হয় নাই ; এবং উড়িষ্যা পর্য্যন্ত যাবতীয় সামন্তরাজগণ নির্ব্বিবাদে তাঁহার বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক আদেশ পালন করিত।* সুতরাং গজপতির বিদ্রোহ দমনার্থ ইস্মাইল, তাঁহার পূর্ব্বগ সাহ বারবাকের সময়েই প্রেরিত হওয়া সম্বন্ধে "রিসালতোস্ সুহাদ" গ্রন্থের বিবরণ সম্পূর্ণ গ্রহণীয়।

ইস্মাইলের রঙ্গভূমি রঙ্গপুরে, তাঁহার নাম কেবল কান্তদুয়ারের কান্তারেই ক্ষীণালোক প্রদান করিতেছে ; এই প্রসিদ্ধ পীরের স্মৃতি পীরগঞ্জের সহিত বিশেষরূপে জড়িত হইয়া আছে। কামতেশ্বর শুক্লধ্বজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াও যে তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক "জলা মোকামে" দুর্গনির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার চরিত্রের অলৌকিকত্ব বুঝা যাইতেছে। এতদ্দেশে এই প্রথম মুস্‌লেমপ্রতিষ্ঠাতার উপরে অবৈধ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়া উক্ত মহাত্মার মৃত্যুর পর, ৮৭৮ হিজিরীতে তাঁহার সমাধির নিকটে বেগম সহ সাহবারবাক অনুতাপনিঃসৃত অশ্রুজল বিসর্জ্জনের অত্যল্পকাল মধ্যেই অর্থাৎ ৮৭৯ হিজিরীতে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পীর মহাম্মদ সত্তারী এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া, এবং মিঃ ড্যামন্ কান্তদুয়ারের ফকিরের নিকট হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া মহম্মদীয়গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কান্তদুয়ার, জলামোকাম, বড়বিলা এবং বড়দরগা এই স্থানচতুষ্টয় সাহ্ ইস্মাইলের নামের সহিত জড়িত হইয়া মহম্মদীয়গণের পবিত্রতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস রঙ্গপুরের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে বড়বিলা পরগণার অধীন ইস্মাইলপুর নামক স্থানে যে একটী দরগা আছে তাহাতে ১৬ জন ফকির (Priest) এবং বাৎসরিক ১২০০ তীর্থযাত্রী সমবেত হইত। ২৬০ একর ভূসম্পত্তিতে ঐ দরগার আয় বাৎসরিক ১৩০০ টাকা ছিল। † এতদ্ব্যতিরিক্ত ইস্মাইলের নামের সহিত জড়িত আর কোন দরগার নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই। সেও আজ ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সুতরাং সেই একমাত্র ইস্মাইলের স্মৃতির দীপালোক অধুনা অনুরাগ-তৈল অভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে সন্দেহ নাই। আত্মাভিমানী মহাম্মদীয়গণ কি তথাপি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন !

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।

* Stuart's History of Bengal see ch. iv page 128.

† Reports on the Statistics of Rungpur Appendix xi. List of Religious Institutions.

গোবিন্দমিশ্রের গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু অর্জ্জুন বলিতে পারেন ; সত্য, আত্মা অবধ্য সুতরাং অশোচ্য ; কিন্তু তাই বলিয়া আমি বধকর্ত্তা হইয়া তজ্জন্য পাপের ভাগী হইব কেন ? অর্জ্জুনের মনের এইরূপ ভাব আশঙ্কা করিয়া, এবং সেই ভাবের হেতু কর্তৃত্বাভিমান জানিয়া, অর্জ্জুনের কর্তৃত্বাভিমান দূর করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আত্ম-তত্ত্বোপদেশ দিতে লাগিলেন। আত্মা যেমন বধক্রিয়ার কর্ম্ম নহে, সেইরূপ বধক্রিয়ার কর্ত্তাও নহে, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কঠোপনিষদ্ হইতে দুইটী মন্ত্র অর্থতঃ পাঠ করত আত্মার কর্ম্মত্ব, কর্তৃত্ব, হেতুকর্তৃত্ব নিরাস করিয়া আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক দ্বৈত ভাবেরও তন্মূল অভিমানের নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

য এনং বেত্তি হন্তারং
যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

যত্তু মন্যসে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে ; অহমেব তেষাং হন্তা ইত্যেষা বুদ্ধির্মৃষৈব, সা তে কথং য এনমিতি—শঙ্করাচার্য্যঃ

যত্তু মন্যসে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে, অহমেষাং হন্তেতি বুদ্ধির্মৃষৈব সা তে কথং যএনমিতি য এনং প্রকৃতদেহিনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং, দেহহননক্রিয়ায়াঃ ন কর্ত্তা, ন হন্যতে ন কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ—হনুমান্।

তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোকো নিবারিতঃ। যশ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তং "এতান হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ যএনমিতি। এনমাত্মানমাত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মত্ববৎ কর্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ তত্র হেতু নায়মিতি শ্রীধরঃ।—

সকলের মতেই এক অর্থ—আত্মা যেমন হননক্রিয়ার কর্ম্ম নহে সেইরূপ কর্ত্তাও নহে। অর্থাৎ আত্মা ক্রিয়া কর্ম্ম বা কর্ত্তা নহে, আত্মা নিষ্ক্রিয় ; নির্ব্বিকার।

গোবিন্দ মিশ্র পদ করিলেন—

তভো শোক দূর নহে অর্জ্জুনের মনে।
পুনঃ সাংখ্য উপদেশ কহে নারায়ণে॥
মোক বধিবেক কোনে মুঞি বধোঁ তাক।
বিভো অজ্ঞানত থাকি কহে দুইবাক্॥

ইয়ো বধ ন জায় তাহারো নাহি বধ।
ইতো অজ্ঞানত থাকি জানিবাহা তত্ত্ব॥

প্রথম পদটী টিপ্পনী—অর্জ্জুনের মনে ভীষ্মাদির হন্তৃত্ব নিমিত্ত দুঃখের নির্দ্দেশিকা। দ্বিতীয় পদের "মোক বধিবেক কোনে মুঞি বধোঁতাক" এই চরণটী দ্বারা বধ ক্রিয়ার কর্ম্মত্বেরও কর্তৃত্বের দ্যোতানা হইতেছে। তৎপর কয়েকটী পদে আত্মার কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্ব নিবারিত হইতেছে।

ন জায়তে ন ম্রিয়তে কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

এটীও কঠোপনিষদের অন্তর্গত একটী মন্ত্র অর্থতঃ পঠিত। ইহাতে আত্মার অবিক্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়্ভাববিকারাঃ লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ—শঙ্করাচার্য্যঃ ও হনুমান্।

তদেবং জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে নশ্যতীত্যেবং সাংখ্যাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা নিরস্তা। শ্রীধরঃ

পদ— আত্মাত নাহি যে বিকার ভাব ছয়।
স্থিতি, পরিণাম, জন্ম, বিনাশ, বৃদ্ধি, ক্ষয়॥

টীকাকারগণের তাৎপর্য্য পদে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনম্ অজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥

পূর্ব্বে আত্মার অবধ্যতা দেখান হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটীতে কর্তৃত্বাভাব এবং অবিক্রিয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। একবিংশ শ্লোকে ঐ বাক্যার্থের উপসংহার করা হইল। অপিচ, "ঘাতয়তি" ও "কথং" দুইটী পদদ্বারা হেতুকর্ত্তৃত্বাভাব ও সাধনাভাবও প্রদর্শিত হইল।

বেদাবিনাশিনমিতি.........ন কঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ হন্তি, ন কঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ ঘাতয়তি...... উভয়ত্র আক্ষেপ এবার্থঃ—শঙ্করাচার্য্য ও হনুমান্।

অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তসিদ্ধ ইত্যাহ বেদাবিনাশিনমিতি......যো বেদ স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি এবম্বিধস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূত্বান্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি ন কথঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ শ্রীধর।

অর্থাৎ হন্যমানতা, হন্তৃতা, ঘাতকতা; কর্ম্মত্ব, কর্ত্তৃত্ব, হেতুকর্ত্তৃত্ব—আত্মায় সমুদায় অসম্ভব। ক্রিয়া সাধনেরও অভাব। কাহাকে, কে কিরূপে, বধিবে, বা বধাইবে? কেই বা বধ্য হইবে?

এই অর্থটী অতি সংক্ষেপে সরল ও মধুর, অথচ ওজস্বিনী ভাষায় অতি পরিস্ফুটভাবে শ্রীমদ্গোবিন্দ মিশ্র পদে প্রচার করিলেন।

> বধাবে বধিবে বধ আগ্রো হেন রটে।
> অচিন্ত্য আত্মার বধ কেন মতে ঘটে?॥

এতাবতা আত্মার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ত্ব সর্ব্ববিধ বিকার শূন্যত্ব ব্যাখ্যাত হইল। এখন শরীর সম্বন্ধে অশোচ্যতা পুনরায় প্রদর্শিত হইতেছে—

> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
> নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
> ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

আত্মনো নিত্যত্বং প্রতিজ্ঞাতম্ তৎ কথং শরীরেষু নশ্যৎসু ইত্যাহ—হনুমান্।
নম্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয় শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—শ্রীধরস্বামী।

আত্মা নিত্য, তজ্জন্য শোক অবিধেয় বটে; কিন্তু শরীরনাশ পর্য্যালোচনা করিয়া তজ্জন্য শোক করিতেছি। এই বিবক্ষা কল্পনা করিয়া উদ্ধৃত ও পরবর্ত্তী শ্লোক কয়েকটী গীত হইয়াছে। গোবিন্দ মিশ্র টীকা ক... পর্য্যালোচনা করত শ্রীধর স্বামীকে বাক্যতঃ অনুসরণ করিয়া নিজমতি অনুসারে শ্লো... পদ করিলেন।

> কৃষ্ণ বোলে যদি অহে বোলা ধনঞ্জয়।
> আত্মা অবিনাশী ... জানিবা নিশ্চয়॥
> কর্ণ দুর্য্যোধন বুঝি ...ত সর্ব্বলোক।
> সেহি দেহ নষ্ট ...ল তাক করো শোক॥
> তথাপি দেহক লাগি শোক না জুয়াই।
> পূর্ব্ব দেহ এড়ি জীব আন দেহ পাই॥
> যেন নওয়া বস্ত্রক পুরুষ পিন্ধে আগে।
> পুরাণ বস্ত্রক যেন করে পরিত্যাগে॥
> যেন জোঁকে তৃণ পাই তেজয়ে অপর।
> পূর্ব্বর দেহর জানা সেহি পাঠান্তর॥

প্রথম পদটী পূর্ব্বোক্ত বিবক্ষা। অপরগুলি শ্লোকটীর পরিস্ফুট ব্যাখ্যা। শেষ পদটী গোবিন্দ মিশ্রের নিজমতি অনুসারি দৃষ্টান্ত।

> নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
> ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়ং অদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্যএব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হতি॥ ২৫

ন ম্রিয়তে ন জায়তে ইত্যাদি শ্লোকে আত্মার নিত্যত্ব নিষ্ক্রিয়ত্বাদি স্বভাব প্রস্তুত হইয়াছে। এস্থলে ভিন্ন শব্দদ্বারা সেই অর্থই বিশদীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ মিশ্র এই শ্লোক কয়েকটীর অতি সংক্ষেপেও সরল ব্যাখ্যা করিলেন।

অপাণি অপাদ আত্মা নাহিকে অব্যয়।
অগ্নি জল বাউ তাক অস্ত্রে না কাটয়॥
জেবে মূর্ত্তি থাকে তেবে দহয় অনল।
তবে অস্ত্র কাটে তাক অব্যয় সকল॥
জেবে রস থাকে বহ্নি শোষে নিরন্তর।
ইন্দ্রিয় দুয়ারে নৈতে মন অগোচর॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত আত্মা নিত্য সনাতন।
তাক লাগি কেনে শোক করাহা অর্জ্জুন॥

তৃতীয় পুথিখানির পাঠ উদ্ধৃত হইল। প্রথম পদটীতে "নাহিক অব্যয়" পদটী বুঝা যায় না। অপর পুথির পাঠ আরও দুর্ব্বো নাশ, দ্বিতীয় পদটীতে "অব্যয় সকল" পাঠটীর অর্থও বুঝা যায় না। অপর পুথিগুলিতে "গাশি-র বল" এই পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহারও অর্থ সুগম নহে।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৮

আত্মনোঽনিত্যত্বমভ্যুপগম্যেদমুচ্যতে·······নৈনং শোচিতুমর্হসি। জন্মবতো নাশো নাশবতো জন্ম ইত্যেতাববশ্যম্ভাবিত্বাৎ—শঙ্করাচার্য্যঃ।

শোচিতুং নার্হসি জন্মমরণয়োঃ স্বাভাবিকত্বাৎ—হনুমান্।

ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিতি·········তথাপিত্বং শোচিতুং নার্হসি।

তারপর সপ্তবিংশ শ্লোকের টীকায়—কুত ইত্যত আহ জাতস্য হীতি—শ্রীধর।

এতক্ষণ আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক মরণের অশোচ্যতা দর্শিত হইয়াছে, কিন্তু অর্জ্জুন মনে করিতে পারেন আত্মাও দেহের ন্যায় নাশশীল। দেহের জন্ম মরণের সহিত আত্মারও জন্ম মরণ হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষ তর্কস্থলে অঙ্গীকার

করত ভগবান্ দেখাইতেছেন যে, তাহা হইলেও শোক নির্নিমিত্তক। কারণ আত্মার অনিত্যত্ব কল্পনায় দেহ ও আত্মা সম্বন্ধ বিষয়ে দুইটী বাদ হইতে পারে।

১। দেহ ও আত্মা সমকালে জন্ম মরণশীল। অর্থাৎ এই স্থূল দেহের জন্মে চৈতন্যের উৎপত্তি ও দেহ নাশে চৈতন্যের বিনাশ হয়। এই বাদে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ প্রসঙ্গ থাকে না। এইটী দেহাত্মবাদ বা লোকায়তবাদ।

২। স্থূলদেহাতিরিক্ত জীব আছে। সেটী লিঙ্গশরীর। কৃতকর্ম্মফল ভোগ জন্য, সংস্কার বশতঃ এই জীব পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ ও দেহত্যাগ করে। এই বাদে জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গ আছে। এইটীকে সৌগতবাদ বলা যাইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য ও হনুমান্ আত্মার অনিত্যতাপক্ষ অভ্যুপগম করিয়া নিপাতদ্বয় প্রয়োগ করত প্রথম পক্ষে জন্মমরণের স্বাভাবিকতা ও দ্বিতীয় পক্ষে দেহান্তরপ্রাপ্তি,—অশোচাতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সপ্তবিংশ শ্লোকে দ্বিতীয়টীও অষ্টাবিংশ শ্লোকে প্রথম বাদটী সূচিত হইয়াছে।

গোবিন্দ মিশ্র পদ করিলেন—কেবলমাত্র দ্বিতীয় পক্ষটী অবলম্বন করিলেন—

আর যদি হেন সংশয়ক কর সখি।
দেহ সঙ্গে আত্মা মরে উপজয় দেখি ॥
তথাপিত শোক তুমি না করিবা তাত।
মরিলে অবশ্য পুনরপি হইবে জাত।
উপজিলে পুনরপি অবশ্য মরয়।
এই মতে জীবদেহে কভো নয় নয় ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥

কার্য্যকারণসংঘাতকান্যপি ভূতানি উদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুং যতঃ অব্যক্তাদীনীতি অব্যক্তাদীনি অব্যক্তং অদর্শনমনুপলব্ধিরাদির্যেষাং ভূতানাং পুত্রমিত্রকার্য্যকারণসংঘাতকানাং—অত কা পরিবেদনা কো বিলাপঃ অদৃষ্টদৃষ্টপ্রনষ্টভ্রান্তিভূতেষিত্যর্থঃ—শঙ্করাচার্য্যঃ

হনুমানের টীকা ও শঙ্করাচার্য্যের টীকায় কোন ভেদ নাই। ভাষাগত ভেদও অতি সামান্য।

কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্যঃ ইত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং প্রধানম্‥‥‥ শ্রীধরঃ।

পূর্ব্বে কিছুই ব্যক্ত ছিল না। কার্য্য ও কারণ সমবায়ে জীবের বা জীবদেহের জন্ম হইল। দেহাদি দেখিতে পাইলাম। সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদির অনিয়ত সংঘর্ষকল্লোল ইন্দ্রিয়গোচর হইল। মরণ হইল, আর কিছুই দেখিতে পাই না। যাহা পূর্ব্বে কি ছিল মৃত্যুপর

কালে কি হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান বা উপলব্ধি নাই, মধ্যকালে মাত্র কিছু দিনের জন্য উপলব্ধি—তাহার জন্ম—পূর্ব্বে অদৃষ্ট মধ্যে দৃষ্ট শেষে প্রনষ্ট—ভ্রান্তিভূত দেহের নিমিত্ত শোক নির্নিমিত্তক। শঙ্করাচার্য্য ও হনুমান্ এই অর্থ বুঝাইবার জন্য একটী শ্লোক তুলিয়াছেন—

অদর্শনাদিহায়াতঃ পুনরদর্শনং গতঃ।
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিবেদনা॥

শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিলেন:—দেহাদির স্বভাব বিবেচনা করিয়া দেখ। দেহ আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু দেহ আত্মা নহে। এই ভ্রমময় আত্মার জন্ম ও মরণ স্বাভাবিক। ইহার জন্য শোক করা উচিত নহে। ভূতগণ অব্যক্ত বা প্রধান হইতে আসিয়াছে সেই অব্যক্তেই—প্রধানেই—পুনরায় লীন হইতেছে; তবে ইহার জন্য শোক কেন?

শ্রীমদ্গোবিন্দ মিশ্র শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করত তাহার ব্যাখ্যারই ব্যাখ্যা করিয়া পদ করিলেন:—

স্বভাবে দেহের ধর্ম্ম মরে উপজয়।
উপাধিত থাকি দেখি স্বরূপ না হয়॥
জেন ঘট মধ্যে দেখি চন্দ্রক সাক্ষাৎ।
ঘট ভগ্নে পুনরপি চন্দ্র নাহি তাত॥
সেহি মত আত্মা দেহে না ছিল পূর্ব্বত।
উপজিলে মধ্যকালে হৈ গেল বেকত॥
জবে মরে আত্মা দেহ দুইক না দেখি।
হেন জানি কি কারণে শোক করা সখি॥
পূর্ব্বত না ছিল মধ্যকালে বেক্ত ভৈল।
অন্তে জেবে আইল পুন তাক লাগি গেল॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

এই শ্লোকটী দেহাত্মবিবেকপ্রকরণের উপসংহার। মিশ্র ঠাকুর শ্লোকটীর বিবৃত ব্যাখ্যা করিয়া প্রকরণটীর উপসংহার করিয়াছেন—

যেহি ব্রহ্ম সেহি আত্মা নাহিক অন্তর।
আত্মা ব্যতিরেকে বস্তু নাহিকে অপর॥
দেহী বুলি আত্মা অংশ কহয় জীবক।
অবধ্য জীবক লাগি কেনে কর শোক॥

ব্রহ্মও যাহা আত্মাও তাহা। আত্মা অদ্বিতীয় সদ্বস্তু। এই সদ্বস্তু আত্মার অংশ জীবও সৎ সুতরাং অবধ্য। তজ্জন্য শোক অকারণ।

উপসংহারে জীব আত্মা ও ব্রহ্মের সম্বন্ধটী অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একাদশ শ্লোক হইতে ত্রিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত বিশটী শ্লোক টীকা কয়েকটীর সাহায্যে পর্য্যালোচনা করা হইল। টীকাসমুদ্ভাসিত অর্থের সহিত শ্রীমদ্‌গোবিন্দ মিশ্রের পদে অভিব্যক্ত অর্থের তুলনা করিয়া দেখান হইল। প্রতি পদেই দেখিয়াছি, গীতার মর্ম্ম কামরূপী-মিশ্রিত এতদ্দেশীয় ভাষায়, সাধারণ কথায় সরল সুললিত অথচ অসন্দিগ্ধ ভাষায় রচিত পদগুলিতে অতি পরিস্ফুট, বিমল প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কোন অর্থের বা অর্থাংশের বিকৃতি বা ব্যত্যয় হয় নাই। সময় সময় কতকগুলি অধিক পদ পাইয়াছি ; সে গুলি অর্থাভিব্যক্তি স্ফুটতরা করিবার জন্য। অর্থাভিব্যক্তিও তদ্দ্বারা মনোরমা হইয়াছে। সুতরাং তজ্জন্য মিশ্রঠাকুরকে নিন্দা না করিয়া প্রশংসা করাই উচিত। যদি কেহ নিতান্তই অমর্ষণ প্রকাশ করেন, মিশ্রঠাকুর নিজ উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া বিনয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিতেছেন—

শ্লোক অর্থ চাই, পদ বাড়া পাই,
নিন্দা না করিবা মোক।
দূষণ সিদ্ধান্ত, শঙ্কা দূর কৈনু,
সুবোধে বুঝুক লোক।

গীতার বীজমন্ত্র দেহাত্মবিচার বিষয়ে কিছু আলোচনা হইল। গীতার অর্থের সুবিমল বিভা গোবিন্দ মিশ্রের গীতায় দেখিতে পাইয়াছি। বহু হইয়াছে। আর অধিক অনাবশ্যক। কিন্তু ভগবানের ভীমসৌম্য মূর্ত্তিটী দেখিতে স্বতঃই আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। সেই মূর্ত্তিটী মিশ্রঠাকুর কিরূপ প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন, আসুন তাহাই একবার দেখি।

সঞ্জয় বদতি শুন অম্বিকার সুত।
কৃষ্ণে দেখাইলা রূপ অতি অদ্‌ভুত।
অনেক নয়ান বক্ত্র শির অসংখ্যাত।
কিরিটী কুণ্ডল হার শোভা করে কত।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী অঙ্গে পিন্ধি আছে হাতে।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়াছে তাতে।
সুগন্ধ চন্দন মাল্য বস্ত্র পিন্ধি পীত।
কেয়ূর কিঙ্কিণী কটি কাঞ্চী সমন্বিত।
দশো দিশে ঢাকিলেন্ত নূপুরের রোলে।
শঙ্খ কোলাহলে ন শুনিয় মাতবোলে।
বদনে ঢাকিল সমস্ত দিশ পাশে।
অকালে প্রলয় জেন কালে গ্রাসি আসে॥

নাহিকে উপমা রূপ দেখি লাগে ভয়।
জেন একে কালে কোটী সূর্য্যের উদয়॥
অদ্‌ভুত রূপ দেখি ভৈলন্ত বিস্ময়।
হরিষে আনন্দে তনু ঘন পুলকয়॥
হেন দেখি ভয় ধনঞ্জয় মহাবলী
দণ্ডবতে পড়ি নমি করি কৃতাঞ্জলি।
প্রকৃতিক আদি করি মহত্তাদিতত্ত্ব।
তব শরীরত দেখোঁ সমস্ত জগত।
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশে এহি শরীর ভিতর।
তব এক প্রদেশত দেখোঁ চরাচর।
ব্রহ্মাক দেখিলোঁ তব নাভি কমলত।
অসঙ্খ্য দেবক দেখোঁ ঋষিগণ জত।

* * *

শরীর পর্ব্বত সিন্ধু আপসরা জত।
তব দেহে দেখোঁ হোয়া একে প্রদেশত।
অসংখ্যাত শির উরু রাত্রি অতিশয়।
সর্ব্বত্র প্রকাশে সবে নক্ষত্রের ন্যয়।

পরিমিত নাহি রূপ ব্যাপিয়া আছয়।
আদি অন্ত কোনে মধ্য না জানোঁ নির্ণয়।
শরীরের তেজ দৃপ্তি দেখি লাগে ভয়।
কালান্তক বহ্নি জেন দাহিয়া আইসয়॥
অসংখ্য বিদ্যুত জেন এক লগে ছুটে।
চাহিতে না পারোঁ জ্যোতি দুয়ো আঁখি ফুটে॥
তুমি সে অক্ষয় বিভু ব্রহ্ম নৈরাকার।
জাত হন্তে হবে সৃষ্টি পালন সংহার॥
সবারে কারণ মায়া জত জগতর।
মায়ার কারণ জাক বুলিয়ে ঈশ্বর॥
এহি শরীরতে আছে সমস্তে জগত।
ইতো বলবীর্য্য প্রভাবর নাহি অন্ত॥
তবমুখে অগ্নি শশী সূর্য্যে করে তাপ।
শরীরর তেজে জগতরে খণ্ডে পাপ।

অদ্‌ভূত রূপক ধরিলা নারায়ণ।
কম্পন্তে আছয় দেখোঁ এ চৌদ্দ ভুবন।
আকাশক সীমা করি মৈধ্য পৃথিবীর।
দশো দিগে ঢাকিলেক তোমার শরীর।
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি জত দেবগণ
দূরে থাকি তব পদে লইলন্ত শরণ।

*   *   *

গন্ধর্ব্ব চারণ বিদ্যাধর বসু জত।
ঘোর রূপ দেখি ভয়ে শ্রুতি ভৈলা হত।
ইতো বিসদৃশ রূপ চাহন না জায়।
জে হেন সূর্য্যক কোটি রাহু খায়া জায়॥
নয়ান বয়ান উরু বদন বিস্তার।
মহাপ্রলয়র জেন রুদ্র অবতার॥
সমস্তে ব্যাপিল অঙ্গে বাহু নেত্র কাণ।
ধরিতে না পারোঁ ধৈর্য্য ভৈল গত প্রাণ॥
বিকৃত করাল দন্ত আতি ভয়ঙ্কর।
সাগর সমান আকৃতি ব্যাদন মুখর।
লহ লহ জিহ্বা আতি ভয়ঙ্কর ঘোর।
ভয়ত কম্পিত চিত্ত স্থির নহে মোর॥
সুখকো না লভোঁ না দেখোঁ দিশ পাশ।
প্রসন্ন হৈয়োক বাপ জগত নিবাস।

*   *   *

অর্জ্জুনে দেখন্ত হুয়ো সেনা নিরন্তর।
আপুনি প্রবেশে সবে গর্ভের ভিতর॥
ঘোর উগ্র রূপ দন্ত করাল বদন।
গ্রাসিবাক খোজে জেন এ চৌদ্দ ভুবন॥
লহ লহ জিহ্বাক দেখন্তে লাগে ভয়।
বিস্ময় অর্জ্জুন ত্রাসে কম্পয় হৃদয়॥
পুনঃ দণ্ডবতে পড়ি বোলে ধনঞ্জয়।
প্রসন্ন হুয়োক বাপ দেব দয়াময়॥

ঐ দেখুন ভগবানের উজ্জ্বলপ্রতিভাত বিশ্বরূপ! কল্পনা ইহার অধিক উড়িতে পারে না। চিত্ত ইহার অধিক ধারণা করিতে পারে না। হৃদয় ইহার অধিক ভাবসংঘাতকে

স্থান দিতে পারে না। ঐ ভীম—ভয়ঙ্কর রূপ—চিত্তকে উৎপীড়িত করিতেছে; উদ্বেল ভীষণভাবসঙ্কুল হৃদয়কে প্রমথিত করিয়া চূর্ণায়মান হৃদয়ের উপর কি বিকটোল্লাস প্রকাশ করিতেছে! আমাতে উৎপদ্যমান আমার ক্ষুদ্রত্বজ্ঞান—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রত্বজ্ঞান—ক্ষুদ্রতমাদপি ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান—অবসাদবিধুর আমাকে ঘোর ঘোর অন্ধকারে ডুবাইয়া দিতেছে। যে দিকেই দেখি, যেখানেই দেখি, সেই দিকেই, সেই খানেই, অসংখ্যাত শির-উরু-বাহু-গ্রীবা সেই সর্ব্বতোপাণিপাদ ঈশ্বর—আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। আমাকে পিষ্টপেষিত করিতেছেন। সেই করাল দন্তে আমাকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ওঃ ওঃ ওঃ আমার আমিত্ব টুকুও বুঝি আর থাকে না—ঐ বিরাট পুরুষ সেই ঘোর করাল দন্তে চূর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল যে! আর অধিক ভাবিতে পারি না। হে গোবিন্দ মিশ্র তুমি ঐ বিশ্বরূপ দেখাইলে; তোমাকে আমার কোটি নমস্কার।

শ্রীমদ্গোবিন্দ মিশ্র নিজের জন্মাদির কোন পরিচয় দিয়া যান নাই। কেবল নিজ নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত কোন কিম্বদন্তীরও আবিষ্কার হয় নাই। সুতরাং তাহার পরিচয় পুথি হইতে যথা সম্ভব সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।

তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, মিশ্র পদবীতে তাহা জানা যায়। জনপ্রবাদেও তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কোন বংশধর এখন আছেন কি না, এ পর্য্যন্ত তাহা কিছু জানিতে পারি নাই। তাঁহার জন্মস্থানও অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

পুথি খানির ভাষা কামরূপী বটে; কিন্তু কামতাবিহারী বা কুচবিহারী ভাষার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। এমন কি দুই চারি স্থান কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করিলে পুথি খানির ভাষা পূর্ণ মাত্রায় কামতাবিহারী হইয়া উঠে, ইহাতে বোধ হয় তিনি কামরূপ ও কামতাবিহারে বাস করিতেন। আমার বোধ হয়, কামরূপে তাহার জন্ম; তিনি বাস করিতেন কামতাবিহারে।

কামরূপে বৈষ্ণবদিগের প্রধানতঃ দুইটী সম্প্রদায় আছে—দামোদরপন্থী ও শঙ্করপন্থী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দামোদর দেব বিজনী রাজ্যের অন্তর্গত কামাখ্যা প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ভাগবত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রবল ধর্ম্মভাব দেখিয়া অচিরে বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার যশঃসৌরভ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার প্রভাবে বহু সত্র স্থাপিত হইতে লাগিল। সত্রগুলি হইতে ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতিপত্তি রাজধানী বিজনীনিবাসী ভণ্ড শক্তিপূজক একটী সন্ন্যাসীর বিদ্বেষ উৎপাদন করিল। এই ভণ্ড-সন্ন্যাসীর চক্রান্তে দামোদর শক্তিবিদ্বেষী অনাচারী বলিয়া তাৎকালিক রাজা পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেন। কামতাবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ বহু সম্মানে তাঁহাকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিলেন। আধুনিক বিহার নগরের ক্রোশখানেক পশ্চিমে টাকাগাছ গ্রামে একটী উন্নত স্থান করিয়া তদুপরি তাঁহার আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই স্থানটী অদ্যাপি

দৃষ্ট হয়। সমতল ভূমি হইতে স্থানটীর উচ্চতা অনূ্যন পঞ্চদশ হস্ত হইবে। এই স্থানটী দামোদরের পাট বলিয়া বিখ্যাত।

কিছু দিন পরে বিজনীরাজ্য মুসলমানদিগের অধীন হইল। বিজনীর রাজা নিজের পাপ বুঝিতে পারিয়া দামোদরদেবকে নিজরাজ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পরাধীন রাজ্যে বাস করা অত্যন্ত পাপজনক বলিয়া তিনি পরাধীন বিজনীতে ফিরিলেন না। কামতাবিহারেই তাঁহার জীবনের শেষলীলা সাঙ্গ হইল।

দামোদরচরিতনামক পদ্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে, দামোদরদেব ভগবানের অবতার; লোকশিক্ষার্থে ছদ্মবেশে ভক্তরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ। দামোদর জগৎকে বিষ্ণুময় জ্ঞান করিতেন। কোন ধর্ম্মে তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। বোধ হয়, শ্রীমদ্গোবিন্দ মিশ্র দামোদর দেবেরই শিষ্য এবং তাঁহারই সহিত পূর্ব্বদেশ হইতে আসিয়া এদেশে বাস করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-প্রারম্ভে গুরুবন্দনায় ইহার আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমে গুরুক নমস্কার করোঁ।
শির দিয়া চরণত।
জার উপদেশে জ্ঞানক প্রকাশে
ঘুচিল অবিদ্যা যত।
শুদ্ধ সত মতি কৃষ্ণত ভগতি
পাদ পদ্মে নিষ্ঠা জার।
ছদ্মবেশ ধরি মোহাভাগবত
লোকক করিলেন্ত নেস্তার।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম প্রিয় রস পানে
ভক্তি ভাবে হুয়া মত্ত।
বসুদেব বুদ্ধি সবাত দেখয়
জ্ঞানর বুঝিয়া তত্ত্ব।

পদ কয়েকটী ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দেশ করিতেছে। শেষ দুইটী পদ দামোদরদেব দেখাইয়া দিতেছে। শঙ্করদেবও মহাভাগবত এবং তৎসমকালে কি তাঁহার কিছু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত। এই মহাপুরুষও কামতাবিহারে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিহার নগরের দক্ষিণে তোর্ষা নদীর দক্ষিণতীরে পুরাণ রেল ষ্টেশনের উপকণ্ঠে মেধী ঠাকুর-দেরবাড়ী। সেখানে তাঁহার একটী সত্র ছিল। এই সত্রের দ্বারদেশে দুইটী অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ দৃষ্টি গোচর হয়। বৃক্ষ দুইটীর উচ্চতা অনূ্যন ৬০ যাইঠ হাত হইবে। সরল কাণ্ড দুইটী ৩৫ কি ৪০ হাত লম্বা। বেড় ১০। ১২ হাত। জনশ্রুতি যে এই বকুল বৃক্ষ দুইটী মহাপুরুষের সময় হইতে বর্ত্তমান। শঙ্করদেবকে কেহ ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন না। তিনি মহাপুরুষ বা মহাপুরুথ। তাঁহার শিষ্যগণ মহাপুরুখিয়া।

চৈতন্যদেবকেও অনেকে ভক্তবেশী ভগবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; এজন্য কেহ কেহ বলিতে পারেন উল্লিখিত পদগুলিদ্বারা গোবিন্দ মিশ্র তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ চৈতন্যদেব জ্ঞানের উপর ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যেরা অদ্বৈতবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞানকে ঠাট্টা না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

অভাগীয়া ব্রহ্মজ্ঞানী চুষে নিম্বফলে।
রসিক কোকিলে খায় চূতাম্র মুকুলে॥

অদ্বৈতবাদের প্রতি অর্থাৎ জীব ও আত্মা বা কৃষ্ণ মধ্যে পরমার্থিক অভেদবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবিরাজ গোস্বামী সরোষে বলিয়াছেন:—

জীব মায়াধীন কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর।
জগত কারণ বিভু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর॥

অধিক উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। দুইটী বিষয়েই গোবিন্দ মিশ্রের পদ পর্য্যালোচনা করিলে পরস্পর ভেদ বুঝা যাইবে।

গোবিন্দ মিশ্র অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হনুমান ও তদনুসারী শ্রীধর স্বামীর টীকা আলোচনা করিয়া পদরচনা করিয়াছেন। রামানুজের ব্যাখ্যা আলোচিত, কিন্তু পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গোবিন্দ মিশ্র গ্রন্থের প্রারম্ভে ইষ্টদেবের বন্দনায় বলিয়াছেন।—

জয় জয় দেব, চরণ বন্দেহোঁ, নারায়ণ নৈরাকার।
সুরনর মুনি, ধ্যানত চিন্তয়, রূপ রেখা নাহি জার॥

এখানে গোবিন্দ মিশ্র ব্রহ্মেরই ধ্যান করিতেছেন।

গোবিন্দ মিশ্র অদ্বৈতবাদী; জীব ও আত্মার পরমার্থিক ভেদ স্বীকার করেন না:—

জেহি ব্রহ্ম সেহি আত্মা নাহিক অন্তর।
আত্মা ব্যতিরেকে বস্তু নাহিক অপর॥
দেহী বুলি আত্মা অংশ কহয় জীবক।
অবধ্য জীবক লাগি কেনে কর শোক।

গোবিন্দ মিশ্র জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া জ্ঞানকেই মোক্ষপ্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

ঈশ্বরত অর্পি জত কর্ম্ম করিবেক।
সত্ত্বশুদ্ধি হয়া হৈব দেহাত্মা বিবেক॥
দেহাত্মা বিবেক জ্ঞান হৈব পুরুষর।
আত্মা পরমাত্মা জ্ঞান হৈব তার পর॥

আপনি ঈশ্বর পাছে হৈবন্ত বেকত।
বাসুদেব বুদ্ধি দেখে সমস্ত জগত ॥

পুথিখানিতে গোবিন্দ মিশ্রের স্বরচিত কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ক বহু পদ আছে। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক একটী পদও নাই। সুতরাং শ্রীমদ্‌গোবিন্দ মিশ্র চৈতন্যের শিষ্য বা তাহার সাম্প্রদায়িক ছিলেন না ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অপিচ তাৎকালিক রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পর্য্যালোচনা এই মতই দৃঢ়ীভূত করে।

বর্ণ্যমান সময়ে বা তৎপূর্ব্বে কামতাদেশের উপর বাঙ্গালা দেশের বা বাঙ্গালীর প্রভাব কিছুমাত্র ছিল না। কামরূপ বা কামতাদেশ এবং বাঙ্গালা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেশ। বাঙ্গালা তখন বহুশত বৎসরের পরাধীন। কামতা স্বাধীন। কামতার রাজাগণ প্রবলপ্রতাপী বিজয়ী। নরনারায়ণ ও মল্লনারায়ণ দুই ভাই—উত্তরে ভূটান ও সিকিম অধিকার করিয়া-ছিলেন। নেপাল পরাজিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে আহোম রাজা করপ্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মণিপুরেও আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইহারা দক্ষিণে শ্রীহট্ট অধিকার করিয়া ত্রিপুরার রাজাকে করপ্রদ করিয়াছিলেন। পশ্চিমে গৌড়দেশ জয় করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণও বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারা ও দিল্লীর বাদসাহেরা তাহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেন না। তেজোদৃপ্ত দেবতুল্য ভূপতিগণ দ্বারা পরিচালিত ও সুরক্ষিত কামতাবাসীগণ স্বাধীনতাসুখে সর্ব্বদা উল্লাসী ছিলেন। উপচিতানন্দ স্ফুরদ্বীর্য্য কামতাবাসী পরাধীনতাকে পাপ জ্ঞান করিতেন। পরাধীন বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিতেন। বাঙ্গালীর সংস্পর্শে আপনাকে পাপস্পৃষ্ট অশুচি জ্ঞান করিতেন। এই ঘৃণাবশতঃ দামোদরদেব করপ্রদ বিজনীরাজের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘৃণাই দেহান্তরপ্রাপ্ত হইয়া এখন কামরূপে বাঙ্গালছুয়া নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই ঘৃণা নিশ্চিতই গোবিন্দ মিশ্রকে তথা এদেশবাসীকে বাঙ্গালী সংস্পর্শে দোষ দুষ্ট হইতে দেয় নাই।

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ ও কামতার হিন্দুসমাজ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র সমাজ। কামরূপের বা কামতার হিন্দুসমাজ বাঙ্গালার সমাজের কোনরূপ মুখাপেক্ষী ছিল না। কালিকাপুরাণ এইদেশটীকে মহাপুণ্যময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জল্পেশ্বর সর্ব্বত্র সুপরিচিত একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান; নানাদিগ্দেশাগত তৈর্থিক সাধুজনের ও পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থল ছিল। মহাপীঠ কামাখ্যাও এই দেশে। কামাখ্যা দর্শন জন্য নানাদিগ্দেশ হইতে পর্য্যটক ও সাধুগণ ও পণ্ডিতগণ এদেশে আসিতেন। তাঁহারা এদেশবাসীর শৌর্য্যবীর্য্য ও পাণ্ডিত্যাদি গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশেও বহুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্দেশ-বাসীরা পাঠ জন্য কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিতেন। মহারাজ নরনারায়ণ ও মল্লনারায়ণ ক্ষাত্রধর্ম্মী হইলেও শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণও যেমন বীর তেমনই

সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া দিল্লীর বাদসাহের সভাপণ্ডিত দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ স্বকীয় প্রীতি-নিদর্শন "প্রাণাভরণম্" নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। :—

তৈলঙ্গান্বয় মঙ্গলালয়মহালক্ষ্মীদয়ালালিতঃ
শ্রীমৎপেরমভট্টসূনুরনিশং বিট্‌ঠলনাথাশ্রয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ কমতাধিপস্য কবিতামাকর্ণ্য তদ্বর্ণনং
শ্রীমৎপণ্ডিতরাজপণ্ডিতজগন্নাথো ব্যাধাসীদিদম্।

বাগীশ্বরতার জন্যই মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রতি পণ্ডিতরাজের সুপ্রীতি।

বস্তুতঃ বর্ণ্যমান সময়ে কামতাদেশ শৌর্য্যবীর্য্য ও বিদ্যাবত্তা ইত্যাদি গুণে সমলঙ্কৃত ছিল। এতদ্দেশীয় কবিগণ এতদ্দেশীয় ভাষায় মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইত্যাদি নানাগ্রন্থের ভাষায় পদরচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এতদ্দেশবাসীরা আনন্দবিহ্বল চিত্তে তাহাই পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। তাহা হইতেই জ্ঞানার্জ্জন করিতেন। অন্য কোন দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। চৈতন্যদেবের অথবা তাঁহার সম্প্রদায়ের সহিত অথবা তাহার বাঙ্গালার অন্য কাহারও সহিত গোবিন্দমিশ্রের সুতরাং কোন সম্পর্ক ছিল না, এটী সহজেই অনুমেয়।

এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, শুক্লাবতার দামোদরদেব গোবিন্দ মিশ্রের গুরু। মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে দামোদর দেবের আবির্ভাব। ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ প্রাণনারায়ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। দামোদর দেবের শিষ্য গোবিন্দমিশ্রও তাঁহার পুণ্যময় রাজ্যে বাস করিয়া গীতার চিদানন্দধারাদ্বারা কামরূপ ও কামতাদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। গীতা রচনার সময় সুতরাং ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এখন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং গীতার বয়স ২৭৫ বৎসর ধরা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্গোবিন্দ মিশ্রের ইতোধিক পরিচয় এখন দিতে পারিলাম না। টাকাগাছ গ্রামে দামোদর দেবের পাটের নিকট কয়েকজন মিশ্রঠাকুর বাস করেন। তাঁহারা মৈথিল ব্রাহ্মণ; গোবিন্দমিশ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন না।

অধিক পরিচয়ের আবশ্যকতাও নাই। গীতাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়। সুগীতা গীতা তাঁহাকে স্বয়ম্প্রভ করিয়াছে। চিদানন্দময়গীতানির্ঝরের চিদানন্দপানে সন্তুপ্ত আনন্দবিহ্বল পরমার্থতত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের প্রেমোৎফুল্ল হস্তে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, হনুমান্, শ্রীধরস্বামী, রামানুজ ও আনন্দগিরির পূজার উদ্দেশে সঞ্চিত পুষ্পাঞ্জলি হইতে পুষ্পরাশি আপনা হইতেই শ্রীমদ্গোবিন্দ মিশ্রের চরণতলেও পতিত হইবে। ইতি

শ্রীপঞ্চানন সরকার।

মহিলা-ব্রত।

লক্ষ্মী-পূর্ণিমা-ব্রত।

কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন এই ব্রত ধারণ করিতে হয়। যে পরিবার মধ্যে বহুপূর্ব্ব হইতে এই ব্রত পালিত হইয়া আসিতেছে, কেবল তাঁহারাই এই ব্রত বংশপরম্পরা গ্রহণ করিয়া থাকেন; প্রথা না থাকিলে কেহ গ্রহণ করেন না। ধনে ধান্যে সঙ্গীতে সম্পন্ন হওয়াই ইহার কামনা। আজীবন পালন করিতে হয়। এ ব্রতের প্রতিষ্ঠা নাই। কোজাগর পূর্ণিমা ব্যতীত বৎসরের মধ্যে আরও তিনটী পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রতকথা শুনিতে হয়। ঐ তিনটী মাসকে তিন খণ্ড কহে, যথা—চৈত্র খণ্ড, পৌষ খণ্ড ও ভাদ্র খণ্ড। প্রথম কোজাগর পূর্ণিমার দিন প্রতি বৎসরেই লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। তৎপর ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়। এই দিন ব্রতধারিণীকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে অবস্থানুসারে অন্ন ত্যাগ করিয়া রুটী বা লুচি ইত্যাদি খাইতে হয়। দেবীর পূজার সময় এই দিবস আলিপনা দিয়া তাহার উপর লক্ষ্মীর ধামা, ধান্, সের, কাঠা, কড়ি স্থাপন করেন। একটী ধান্য বৃক্ষও সেই স্থানে বপন করিতে হয়; কোন কোন পরিবারে বপন না করিলেও চলে।

কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমা ব্যতীত অন্য তিন খণ্ডের পূর্ণিমাতিথিতে প্রতিবারেই এই ব্রতকথাগুলি শুনিতে হয় মাত্র, কোন পূজা ইত্যাদি করিতে হয় না। তবে পাশা খেলার পঞ্জার ছকের ন্যায় দুই স্থানে ১৭টী গোলাকার আঁক ও মাটীতে ১৭টী সিন্দূরের ফোটা দিতে হয়। ১৭ গাছ দূর্ব্বা ও একটা জবাফুল একটী জলশঙ্খের মুখে রাখিয়া শঙ্খটী পূর্ব্বোক্ত ধামার উপর রাখিতে হয়। প্রতি পূর্ণিমাতেই সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ ধন সেই ধামার মধ্যস্থিত কৌটায় রাখিতে হয়। হাতে ডলিয়া বা খুঁটিয়া ১৭টী ধান হইতে চাউল বাহির করিয়া তাহা বেলপাতার উপর রাখিয়া, ধূপ-শলাকা জ্বালাইয়া দিতে হয়। এবং সেই ধামার সম্মুখে বসিয়া কথাগুলি শুনিতে হয়। প্রথম সেই গোলাকার আঁকের উপর চাউলগুলি রাখিয়া ক্রমে এক একটী কথা শুনে আর একটী একটী করিয়া চাউল অন্য আঁকের উপর রাখে। কথা শেষ হইলে ধামা সযত্নে লইয়া গিয়া মালঘরের (ধনাগারের) ভিতর আড়াই দিন রাখিবার পদ্ধতি আছে। সেই আড়াই দিন অথবা কেবল পূর্ণিমার দিন, কাহাকেও কিছু দিতে নাই বা গ্রহণ করিতে নাই।

খোঁড়া কবুতরের কথা। *

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আর তার এক মেয়ে। মেয়েটীকে রাখিয়া তাহার মা মরিয়া

* লক্ষ্মীপূর্ণিমার ব্রতকথা দুইটিতে বগুড়া জেলার মহিলাগণের কথিত ভাষা সকল স্থানে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারি নাই। স্থানে স্থানে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। (লেখক)।

তখনও কহিল, না রাণী তুমি বল। তখন রাণী কহিল, "আমার আছে উপায় লক্ষ্মীর বর। রাজা! তুমি যাও ঘর॥" এই না কহিয়াই রাণী ডুব দিল; দু দণ্ড যায়, চারি দণ্ড যায়, আর রাণী উঠিল না। রাজা কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বেটা ও বেটীকে লইয়া ঘর সংসার করিতে লাগিল। লক্ষ্মীর বরে ধনে জনে পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

প্রণামের মন্ত্র—

কমুর কমুর বাউয়ের বাসা।
লক্ষ্মী নারায়ণ খেলেন পাশা॥
একালে লক্ষ্মী, পরোকালে নারায়ণ।

২। কাঁকলাসের* কথা।

এক ব্রাহ্মণ তার এক কচি বেটা ছেলে রাখিয়া মরিয়া গিয়াছে। বিধবা মা পৈতা কাটিয়া বিক্রী করে, আর যে দুই এক আনার পয়সা পায়, তাই দিয়া কোন রকমে দুঃখে কষ্টে ছেলেটিকে লালন পালন করিয়া থাকে। এই রকমে ক্রমে ছেলেটি ৮।৯ বছরের হইল; তার লগুণ† দেওয়ার সময় যাবে; এই দুঃখে কষ্টে চারিটি পেটের ভাত জোটে না, লগুণ দিতে হইলে কিছু টাকা পয়সার দরকার, বামনী ভাবিতে লাগিল কোথায় পয়সা পাইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে ঠিক করিল যে কিছু জল খাওয়ার জোগাড় করিয়া তার ছেলেটিকে দিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দিবে। এই না ঠিক করিয়া লগুণ বিক্রির যে দুই এক আনার পয়সা ছিল তাহা দিয়া বাজার হইতে একটু দুধ, কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া একটু জল খাবার জোগাড় করিয়া ছেলেকে কহিল, বাবা এই জলখাবার টুকু লইয়া তুমি একবার রাজার কাছে যাও। ছেলে কহিল, আমি রাজাকে চিনি না; আমি যাইতে পারিব না। তখন মা কহিল যে রাজবাড়ী যাও, যাইয়া সভার মধ্যে দেখিবে যে, উচ্চ আসনে বসিয়া আছে সেই রাজা। তাহাকেই জল খাবার দিও আর রাজা দয়া করিয়া যাহা দেয় লইয়া আসিও। ছেলেটি একখানি রেকাবে করিয়া সেই জল খাবার লইয়া রাজবাড়ী গেল। রাজবাড়ী যাইয়া বাড়ীর চারিদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উঁচু আসনে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরার পর দেখিল যে একটি গাছের উপর একটি কাঁকলাস বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া ছেলেটি কহিল যে, মা তোমাকে জল খাইতে দিয়াছে, তুমি নামিয়া আসিয়া জল খাও। কাঁকলাস কহিল যে, না আমাকে ত দেয় নাই রাজাকে দিয়াছে। ছেলে কহিল না, তোমাকেই দিয়াছে। তখন কাঁকলাস নামিয়া আসিল, আসিয়া ঠোক্‌রাইয়া ঠুক্‌রাইয়া যা একটু পারিল খাইল আর ছিটাইয়া ফেলিল; তার পর কহিল যে তুমি আজ যাও, কাল আবার আসিও। ছেলেটি রেকাব লইয়া বাড়ী আসিলে তাহার মা তাহাকে কহিল বাবা! রাজাকে জল খাইতে দিয়াছিলে? রাজা

* কৃকলাস। † লগুণ—নগুণ—নবগুণ—উপবীত।

তোমাকে কি কহিল ? ছেলে কহিল যে রাজা জলটল খাইয়া আমাকে আবার কাল তাহার বাড়ী যাইতে কহিল, মা ভাবিল যে হায় একেই ত আমার এই অবস্থা। নগুণের পয়সা যাহা ছিল সব খরচ করিয়া কালকার জল খাবার জোগাড় করিয়াছিলাম। আজ আবার পয়সাই বা পাই কোথায় আর জোগাড়ই বা করি কি দিয়া। তারপর গাঁয়ের মধ্যে গেল, যাইয়া এর কাছে ওর কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া যে কয়টী পয়সা পাইল তাই দিয়া আবার একটু জল খাওয়ার জোগাড় করিয়া ছেলেকে পাঠাইয়া দিল। সে দিনও ছেলে গিয়া দেখিল যে সেই গাছের উপরেই কাঁকলাস বসিয়া আছে। তখন তাহাকে ডাকিয়া জল খাইতে দিল। কাঁকলাস জল টল যেমন তেমন করিয়া খাইয়া ছিটাইয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে কহিল যে, দেখ্ আমি তোর নিকট জল খাইয়া বড়ই সন্তোষ হইয়াছি, এখন আমি তোর একটী উপকার করিব। আমি ঐ রাজহস্তীর কাণের মধ্যে ঢুকিব, ঢুকিলেই হাতী চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে। রাজা যখন শুনিবে যে তার হাতীর এই রকম হইয়াছে, তখন সোণার চাঙ্গর* ফিরাইয়া দিবার কথা কহিবে। কহিবে যে এই বলিয়া চাঙ্গর ফিরাইয়া দাও যে, যে লোক আমার এই হাতী ভাল করিবে, তাহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব লিখিয়া দিব। আর বড় রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিব। যখন চাঙ্গর ফিরিবে তখন তুমি সেই চাঙ্গর ধরিও। তারপর তোমাকে রাজবাড়ী নিয়া গেলে তুমি সেই রাজহস্তীর চারি দিকে কাপ-ড়ের কাণ্ডারী দিও, মধ্যে একটী শিলপাটা ও কিছু কিছু গাছ গাছড়া লইও এবং ঠুক ঠাক্ করিয়া তাহা বাঁটিতে থাকিও। যখন সুবিধা হইবে তখন হাতীর কাণের কাছে যাইয়া কহিও—"ঠাকুর ঠুকুর কাঁকলাস, আমি বামন বরু"। আমি সেই কথা শুনিলেই বাহির হইয়া যাইব, হাতী উঠিয়া খাড়া হইবে। রাজা হাতী ভাল হওয়ার কথা শুনিলেই তোমাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব লিখিয়া দিবে ও রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিবে। তুমি সুখে সচ্ছন্দে কাল কাটাইবে। এই কথা বলিয়া কাঁকলাস যাইয়া রাজহস্তীর কাণের মধ্যে ঢুকিল, হাতী চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।। রাজা সেই কথা শুনিয়া চাঙ্গর ফিরাইয়া দিতে কহিল। কহিয়া দিল যে, "যে আমার এই হাতী ভাল করিবে, তাহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব লিখিয়া দিব, আর আমার কন্যার সহিত বিবাহ দিব।" চাঙ্গার সব গাঁ ঘুরিল কেহই ধরিল না, সেই বামনের ছেলে যাইয়া চাঙ্গর ধরিল। তখন রাজার লোকেরা কহিল যে, তুমি একটী ছেলে মানুষ তুমি হাতী ভাল করিতে পারিবে না। তখন ছেলেটী কহিল যে, আমি পারিব।. সেই কথা শুনিয়া সকলে বামনের ছেলেকে লইয়া রাজবাড়ী গেল। যাইয়া হাতীর চারি দিকে একটী কাপড়ের কাণ্ডারী দিল, মধ্যে একটী শিল পাটা রাখিয়া কিছু গাছ গাছড়া আনিয়া তাহাতে ঠুক্ ঠাক্ করিয়া ছেঁচিতে লাগিল ;. কিছুক্ষণ পরে হাতীর কাণের কাছে মুখ নিয়া যাইয়া কহিল, "ঠাকুর ঠাকুর কাঁকলাস, আমি বামন বরু," এই না শুনিয়া

* চাঙ্গর—চামর।

কাকলাস কাণ হইতে বাহির হইয়া পালাইল, হাতী উঠিয়া খাড়া হইল। হাতী ভাল হওয়ার কথা শুনিয়া রাজা সেই ছেলেকে নিয়া গেল, যাইয়া নাপিত দিয়া তাহাকে কামাইয়া কাজাইয়া ছাপ করিল, তেল তুল মাখাইয়া স্নান করাইল, ভাল ভাল পোষাক পরাইয়া রাজপুত্রের রকম করিয়া সেই বাড়ীতেই রাখিল। কিছু দিন পর বড় রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়া দিল, বামন পুত খাইয়া দাইয়া পরম সন্তোষে রাজপুত্রের রকম সেই রাজবাড়ীতে থাকে। মা যে দুখিনী হইয়া কোথায় থাকিল তাহা সে ভুলিয়া গেল। এক দিন মেয়ে জামতায় ঘরে বসিয়া পাশা খেলিতেছে, এমনি সময় মা লক্ষ্মী ছলনা করিয়া করুণ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন, সেই কাঁদার রব শুনিয়া জামাতা কন্যাকে কহিল যে,রাখ রাখ পাশা, কে কাঁদিতেছে, আমাকে শুনিতে দাও। কন্যা কহিল, উহা শুনিয়া কি হইবে? যার পুত্র শোক হইয়াছে সে কাঁদে, যার পতি শোক হইয়াছে সে কাঁদে, যার পুত্র বিদেশে সে কাঁদে, যার পতি বিদেশে সে কাঁদে, ও কাঁদা কাটী শুনিয়া কি হইবে, আইস আমরা খেলি। রাজজামাতা কহিল, তবে আমার মাওত এই রকম করিয়া আমার জন্য কাঁদিতেছে; আমি এখানে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি? তবে রাজকন্যা আমি যে তা কালই বাড়ী যাব। এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা পর দিন তাহার বাপকে কহিল,—বাবা বাবা তোমার জামতা তার বাড়ী যাইতে চায়, কালই যাইবে। রাজা কহিল, মা! সে আর কি! তার মা বাড়ীতে আছে, তার যাওয়াই দরকার। এই না কহিয়া অর্দ্ধেক রাজত্ব বাটিয়া দিল, লোক জন হাতী ঘোড়া থরে থরে সঙ্গে দিল, কন্যাকেও সঙ্গে যাইতে কহিয়া দিল। নানা রকম বাদ্য লইয়া রাজজামতা ও রাজকন্যা তাহার বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পৌছিলে, সেই সহরী সভায়র লোকেরা বাদ্য হাতী ঘোড়ার রবে চমকিয়া উঠিল, সকলেই দৌড়া দৌড়ী করিয়া পুকুরকড় গেল যে, কে আসিতেছে; যাইয়া দেখিল যে বামন বরু আসিতেছে, সকলেই যাইয়া বুড়ীকে কহিল যে, বরুর মা! তোমার বেটা এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিতেছে। ঐ শুন তাহার বাদ্য বাজন শুনা যাইতেছে, বরুর মা কহিল আরে কপাল! আমি আবার বেটা পাব কোথায়, কে কোথায় লইয়া গিয়াছে তারই খোজ নাই; পায়ে বেড়ী, হাতে দড়ী, গলায় শিক্লির দিয়া কোন না রাজা কোথায় তাহাকে ফেলাইয়া রাখিয়াছে। তোরা বেটা বেটা করিয়া কেন আমার নিবান আগুন জ্বালাইতেছিস্, কেন আমাকে ঠাট্টা করিতেছিস্। আমি আর বেটা পাব কোথায়? বুড়া বামনীর, এত দিন তার ছেলেকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুটী চক্ষুই অন্ধ হইয়াছে। খানিক্ষণ পরেই হাতী ঘোড়া, লোক জন রাজকন্যাকে লইয়া হাকে কটক শুদ্ধ তার পুত্র সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বাড়ীর মধ্যে গেল। যাইয়া দেখে, তার মা তার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়াছে, তখনও বসিয়া বসিয়া ছেলের কথা মনে উঠায় করুণ কাঁদিতেছে। বরু রাজকন্যাকে সাথে করিয়া বাড়ীর মধ্যে যাইয়াই মাকে কহিল মা, আমি আসিয়াছি অন্ধ মা কহিল কেরে বরু আসিয়াছিস্? বরু কহিল হাঁ মা, আমিই

আসিয়াছি, এই কহিয়া মাকে কহিল মা ধর, এই আমার হাতের আঙ্গুলটা লও, লইয়া ইহা চক্ষে ছোওয়া ও ছোওয়াইলেই তোমার চকের ছানি কাটিয়া যাইবে, তুমি দেখিতে পাইবে। মা সেই আঙ্গুলটা চক্ষে ছোওয়াইল, দিব্য চক্ষু পাইল। তখন ঘরের মধ্যে যাইয়া কি দিয়া বেটা বউকে অরিয়া বরিয়া লইবে তাহাই খুজিতে লাগিল। লক্ষ্মীর দৃষ্টি হইয়াছে, তার সে তালপাতার কুঁড়ে উড়ে গিয়াছে, উয়ারী চুয়ারী দক্ষিণ দুয়ারী ঘর হইয়াছে, রাম লক্ষ্মণ গোলা হইয়াছে, দাস দাসী হাতী ঘোড়া বাড়ী ভরা হইয়াছে। ঘরের মধ্যে যাইতেই চালুন বাতী পাইল, বেটা বউকে বরিয়া ঘরে তুলিল। পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। লক্ষ্মীর কৃপায় আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকিল না। ক্রমেই ঐশ্বর্য্য দিনের দিন বাড়ীতে লাগিল।*

প্রণাম মন্ত্র—

কুলুর ঝুলুর বাউয়ের বাসা;
লক্ষ্মী নারায়ণ খেলেন পাশা।
একালে লক্ষ্মী, পরোকালে নারায়ণ।

গিরীন্দ্রমোহন মৈত্র

* রঙ্গপুর অঞ্চলে মহিলাগণ নিম্নলিখিত মন্ত্রে লক্ষ্মীদেবীকে স্তব ও প্রণাম করিয়া থাকে—

উরি উরি বাউয়ের বাসা। (পায়রা ঘর পাঠান্তর)
লক্ষ্মী নারায়ণ খেলেন পাশা॥
ঘৃত মধু জ্বেলে বাতি।
তাতে লক্ষ্মী করেন স্থিতি॥
নারায়ণ গেলেন কৈলাস।
লক্ষ্মী করেন গৃহ বাস॥
হেথা লক্ষ্মী কর স্থিতি।
অন্নপূর্ণা নমস্তুতি।

পূজাকালে এই মন্ত্র চতুর্দ্দশবার ভক্তিভরে বাড়ীর গৃহিণী কর্ত্তৃক লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে উচ্চারিত হয়।

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার

দ্বিতীয় সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী

১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখা-সভা" দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। গত ১৩১৩ বঙ্গাব্দে রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ উত্তর বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যাদির অনুসন্ধান ও প্রত্নতত্ত্বাদির আলোচনা দ্বারা তাহার যে পরিমাণ গৌরব বৃদ্ধি ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন, এই কার্য্য-বিবরণীতে তাহা উল্লিখিত হইল। বর্ত্তমান বর্ষে রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ যাহাতে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া, উত্তর বঙ্গের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন, উহার হিতৈষিবর্গ তজ্জন্য উপদেশাদি প্রদান ও আন্তরিক চেষ্টা করিবেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পরিষদের রঙ্গপুরশাখার সূচনা "বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যাদির পুনরুদ্ধার ও প্রত্নতত্ত্বাদির আলোচনার জন্য উহার প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত হউক," রঙ্গপুর, পরগণে কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের এই প্রস্তাব পরিষদের অন্যতম নেতা ও সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে, পরিষৎ সাদরে উহা গ্রহণ পূর্ব্বক, পরীক্ষার নিমিত্ত রঙ্গপুরেই একটী শাখা সভার প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন এবং তদনুসারে প্রথমোক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক রঙ্গপুর টাউনহলে গত ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১১ বৈশাখ আহূত সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের সভাপতিত্বে অষ্টাবিংশতি জনমাত্র সভ্য লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখা সভার স্থাপনা হয়। পরিষদের ইতিহাসে এই ঘটনাটী চিরকালের জন্য বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়া রঙ্গপুর বাসীর সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান ও রঙ্গপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। যেরূপ উৎসাহে এই শাখার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রত্যেক রঙ্গপুর বাসীরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নতুবা কলঙ্কের অবধি থাকিবে না।

সভ্যসংখ্যা প্রথম বর্ষশেষে রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের প্রথম শ্রেণীর সভ্য সংখ্যা ৩০ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য সংখ্যা ৩০ একুনে ৬০ জন মাত্র ছিল। আলোচ্য বর্ষ শেষে উহার প্রথম শ্রেণীর সভ্য-সংখ্যা ৫৮ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা ৭৪ একুনে ১৩২ জন মাত্র হইয়াছে। ("চ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

বিশিষ্ট সভ্য—বিগত বর্ষের নির্ব্বাচিত বঙ্গের প্রধান ঐতিহাসিক রাজসাহীর খ্যাতনামা

উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ তিনজন সাহিত্যরথী ব্যতীত স্বাধীন কোচবিহারাধিপতি মহারাজা ভূপ বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান রায় শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয় এই সভার বিশিষ্ট সভ্যের পদগ্রহণ করাতে আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ৪টী মাত্র হইয়াছে। এই সকল মহাত্মাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া শাখা সভা গৌরবান্বিত হইয়াছেন। ("চ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

বিশেষ সভ্য—বিগত বর্ষের তিনটী বিশেষ সভ্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বঙ্গজননী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিমোহন অধিকারী ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়দ্বয় এই সভার বিশেষ সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়াতে বিশেষ সভ্য সংখ্যাও পাঁচটীমাত্র হইয়াছে। ("চ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

সভ্যগণের স্বাস্থ্যাদি—ভগবানের কৃপায় রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের সকল সভ্যই আলোচ্য বর্ষে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিয়াছেন।

সভাপতি—রঙ্গপুর, কাকিনাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় বিগত বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বীয় বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশাদি শাখা-পরিষদের যথেষ্ট উপকার সাধন এবং বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনার জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদানে অঙ্গীকার, রঙ্গপুরে অর্থের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। শাখা সভা এজন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। বর্ত্তমান বর্ষেও তাঁহাকে সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আবেদন করিতেছেন।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে দশটী মাত্র মাসিক অধিবেশন এবং সাতটী মাত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নে সংক্ষেপে উহার সময় ও বিষয়াদির উল্লেখ করা গেল।

মাসিক সাধারণ অধিবেশন।

প্রথম অধিবেশন—১৭ আষাঢ়, ১৩১২, ১ জুলাই, ১৯০৬, রবিবার। প্রবন্ধ (ক) "প্রাচীন কামরূপ" * শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক। এই অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। (খ) শ্রীযুক্ত হরগোপালদাস কুণ্ডু মহাশয়ের "উত্তর বঙ্গের কয়েকটী প্রাচীন গ্রাম্য কবিতা সংগ্রহ"।

দ্বিতীয় অধিবেশন—২০ শ্রাবণ, ১৩১২, ৫ আগষ্ট, ১৯০৬, রবিবার। পূর্ব্ব অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত হরগোপালদাস কুণ্ডু মহাশয়ের "সেতিহাস বাগুড়াবৃত্তান্ত" নামক প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন।

তৃতীয় অধিবেশন—১০ ভাদ্র, ১৩১৩, ২৬ আগষ্ট, ১৯০৬, রবিবার। ধর্ম্ম সভাগৃহে

* রঙ্গপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যায় এই প্রবন্ধের অর্দ্ধাংশমাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। বক্রী অংশ সত্বর প্রকাশিত হইবে।

এই দিনে ব্রাহ্মণগণের একটী সভা আহুত হইয়াছিল বলিয়া এই অধিবেশনটী স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল।

স্থগিত তৃতীয় অধিবেশন—৩১ ভাদ্র, ১৩১৩, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ রবিবার।

প্রবন্ধ—"করতোয়া" * শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সংগৃহীত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, জৈমিনি ভারত, জগজ্জীবনপ্রণীত বিষহরি পদ্মাপুরাণ, কালু গাজির পুঁথি, ও নলদময়ন্তী উপাখ্যান নামক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি প্রদর্শন।

চতুর্থ অধিবেশন—২৫ কার্ত্তিক, ১৩১৩, ১১ নবেম্বর, ১৯০৬, রবিবার।

প্রবন্ধ—"গরুড় স্তম্ভলিপি" * শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস।

পঞ্চম অধিবেশন—২০ অগ্রহায়ণ, ১৩১৩, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০৬ ইং, রবিবার।

প্রবন্ধ—"গোবিন্দ মিশ্রের গীতা"* শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল ; ও ১৯০৬ খৃঃ অব্দের "ভারতীয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর" শিক্ষা বিভাগে রঙ্গপুর শাখাসভা কর্ত্তৃক প্রেরিত সাহিত্যিক নিদর্শনাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ * শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

ষষ্ঠ অধিবেশন—২৭ মাঘ, ১৩১৩, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ ইং, রবিবার।

প্রবন্ধ—"বঙ্গের শেষ সেনরাজগণ"*—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস। পূর্ব্ব অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ এই অধিবেশনে পঠিত হওয়াতে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই।

সপ্তম অধিবেশন ৫ ফাল্গুন, ১৩১৩, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ ইং, রবিবার।

পূর্ব্ব অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ এই অধিবেশনে পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক রঙ্গপুরের ভক্ত মুসলমান-কবি হেয়াত মামুদের রচিত "জঙ্গনামা" ও "সহিহিতজ্ঞান" নামক পুঁথি প্রদর্শন।

অষ্টম অধিবেশন—২৬ ফাল্গুন, ১৩১৩, ১০ মার্চ্চ, ১৯০৭ ইং, রবিবার।

প্রবন্ধ "কৃত্তিবাস ও ভাষা রামায়ণ" শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস। নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধটী এই অধিবেশনে পঠিত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সুদীর্ঘ "গোবিন্দ মিশ্রের গীতা" নামক প্রবন্ধের শেষাংশ পঠিত ও সমালোচিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের সংগৃহীত বগুড়া জেলার কয়েকটী বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির, মসজিদ্ ও প্রস্তর মূর্ত্তির ছায়াচিত্র প্রদর্শন।

নবম অধিবেশন—২৪ চৈত্র, ১৩১৩, ৭ এপ্রেল, ১৯০৭, রবিবার।

পূর্ব্ব অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ এই অধিবেশনে পঠিত হয়। "উত্তর বঙ্গীয় মহিলা-ব্রত"* শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়। সময়াভাবে এই শেষোক্ত প্রবন্ধটী পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

---

* চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় সমস্তই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত "বৌদ্ধযুগের গোপীচাঁদের গান" ও "ফকির বিলাস" নামক পুঁথিপ্রদর্শন।

দশম অধিবেশন—৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ১৯ মে, ১৯০৭ ইং, রবিবার।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল, মহাশয়ের "উত্তর বঙ্গীয় শ্লোক সংগ্রহ"। গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত নববিধির দ্বারা ঠিক এই দিন হইতে রঙ্গপুর প্রকাশ্যভাবে সভাসমিতি করার স্বাধীনাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় এই অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল।

মাসিক সাধারণ অধিবেশনে মোট সাতটী এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে তিনটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। উহাদিগের বিষয়াদির প্রভেদে উত্তর বঙ্গীয়, প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক দুইটী, ঐতিহাসিক তিনটী, প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক দুইটী এবং প্রাচীন গ্রাম্য সাহিত্য বিষয়ক তিনটী একুনে দশটী প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে; কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এ জন্য প্রবন্ধরচয়িতাগণের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রবন্ধের বিষয় বিভাগ।

মাসিক অধিবেশনের অন্যান্য বিশেষ কার্য্য।

উপরোক্ত মাসিক অধিবেশন গুলিতে প্রবন্ধ পাঠ ও প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি প্রদর্শন ব্যতীত যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

স্থগিত তৃতীয় অধিবেশন—স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বর্গারোহণে শোক প্রকাশ। এই অধিবেশনে ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সভাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধিবেশন—বিগত বর্ষে কতিপয় সাহিত্যানুরাগী মহাত্মা বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত নগদ পুরস্কার ও পদকাদি প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাহা কিরূপভাবে বিতরিত হইবে ইহা স্থির করার জন্য একটী পুরস্কারসমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি বহু আলোচনার পরে যে মন্তব্য স্থির করেন তাহা এই অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই সকল বার্ষিক দান কেবল প্রবন্ধ রচনার্থ প্রদান না করিয়া প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশার্থে ব্যয় করিতে সমিতি অনুরোধ করিয়াছিলেন।

পুরস্কার প্রদাতৃগণ সমিতির এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে শাখা-পরিষৎ তদ্দ্বারা প্রাচীন পুঁথি প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন, ও রঙ্গপুরের কবি কমল-লোচন রচিত চণ্ডিকা-বিজয় নামক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ পরগণে কুণ্ডীর জমিদার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত "কাশীচন্দ্র বৃত্তি" দ্বারা সত্বর আরও একখানি প্রাচীন গ্রন্থের প্রকাশ আরম্ভ হইবে।

প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ।

অষ্টম অধিবেশন—মূলসভার সম্পাদক ও প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয়দ্বয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ এই অধিবেশনে বহরমপুরস্থ সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণকে নির্ব্বাচিত করেন। দৈববিড়ম্বনায় এই সম্মিলন সংঘটিত না হওয়াতে প্রতিনিধিগণকে তথায় যাইতে হয় নাই।*

বহরমপুরের প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের জন্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।
২। „ হরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক।
৩। „ নগেন্দ্রনাথ সেন বি,এ।
৪। „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, মহাফেজ, জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৫। „ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

এই অধিবেশনে মাহীগঞ্জের সন্ন্যাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী মহাশয় পুরস্কার বিতরণার্থ ১৫৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

নবম অধিবেশন—দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপরে ভার প্রদান করা হয়। ঐ সাংবৎসরিক অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য, মূলসভা হইতে নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশ জন বিশিষ্ট প্রতিনিধির নির্ব্বাচনসংবাদ জ্ঞাপক পত্র এই অধিবেশনে পঠিত হয়।

মূলসভা হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের নাম।

১। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি,এল।
২। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত।
৩। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, এটর্নি-আট-ল।
৪। „ পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
৫। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু।
৬। „ দীনেশচন্দ্র সেন, বি,এ।
৭। „ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, মূলসভার সহঃ সম্পাদক।
৮। „ পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ, বিদ্যাভূষণ।
৯। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী, মূলসভার সহকারী সম্পাদক।
১০। „ পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

---

* পরে গত ১৭ ও ১৮ কার্ত্তিক (১৩১৪) বহরমপুরে এই স্থগিত সম্মিলন সংঘটিত হয়। উহাতে ২ এবং ৩ নং প্রতিনিধিদ্বয় শাখা পরিষদের পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১১। „ বাণীনাথ নন্দী।

১২। „ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্গদর্শন-সম্পাদক।

১৩। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, মূলসভার সম্পাদক।

১৪। „ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উপরোক্ত প্রতিনিধিগণকে নির্ব্বাচিত করার জন্য মূলসভাকে এই অধিবেশনে ধন্যবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সভাসম্পর্কীয় বিধি প্রচারিত হওয়ায়, এই দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বহরমপুরের প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগকর্ত্তা মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় মহারাজ কুমার মহিমচন্দ্র নন্দী বি, এ, মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে উক্ত সম্মিলন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। মহারাজ বাহাদুরের এই আকস্মিক বিপৎপাতে সহানুভূতি ও মহারাজ-কুমারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের পুনঃ পুনঃ এরূপ পরিণতিতেও সভ্যগণ দুঃখ প্রকাশ করেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন।

প্রথম অধিবেশন—১৭ আষাঢ়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ১ জুলাই (১৯০৬) রবিবার।

দ্বিতীয় অধিবেশন—২১ শ্রাবণ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ৬ আগষ্ট, (১৯০৬) সোমবার।

তৃতীয় অধিবেশন—৫ ফাল্গুন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯০৭) রবিবার।

চতুর্থ অধিবেশন—১৪ বৈশাখ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ২৭ এপ্রিল (১৯০৭) শনিবার।

পঞ্চম অধিবেশন—১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ২৬ মে, (১৯০৭) রবিবার।

ষষ্ঠ অধিবেশন—৮ আষাঢ় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ২৩ জুন, (১৯০৭) রবিবার।

সপ্তম অধিবেশন—১২ শ্রাবণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ২৮ জুলাই, (১৯০৭) রবিবার।

স্থগিত সপ্তম অধিবেশন—১৯ শ্রাবণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ৪ আগষ্ট, (১৯০৭), রবিবার।

উপরোক্ত অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত আবশ্যকীয় বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল।

প্রথম অধিবেশন—কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে দ্বিতীয় বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন। ("ছ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ।

দ্বিতীয় অধিবেশন—এই অধিবেশনে, সভার কার্য্যবিবরণ, পঠিত প্রবন্ধ, উত্তর বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, গ্রাম্য-কবিতা, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের ইতিবৃত্তাদি প্রকাশ জন্য "রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা স্থিরীকৃত হইয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতি গঠিত হয়।

১। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী।

১। „ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,

২। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী,

৩। „ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল।

৪। „ হরগোপাল দাসকুণ্ডু।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পত্রিকার সম্পাদনের ভার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় তাঁহার সহকারী-রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাস হইতে পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আনন্দের সহিত ইহাও প্রকাশ করিতেছেন যে পত্রিকা খানি ইতি মধ্যেই বঙ্গীয় প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণের নিকটে সমাদৃত এবং সাময়িক পত্রাদিতে প্রশংসিত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

চতুর্থ অধিবেশন—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এই অধিবেশনে, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৬ আষাঢ় শুক্রবার দশহরার ছুটীতে দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশনের দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। এই অধিবেশনের পর দিবস প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান, উদ্ধার ও রক্ষা এবং উত্তর বঙ্গের প্রত্নতত্ত্বাদি আলোচনার সুগমতা বিধানার্থ উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিকগণকে লইয়া "উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন" সংঘটন করা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ী, দারজিলিং, কোচবিহার ও ধুবড়ী এই কয়েকটী জেলা হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিবার ভার সম্পাদকের উপরে অর্পণ করা হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি রঙ্গপুরে আসিতে সম্মত হন, এবং এই সম্মিলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। পরে বিশেষ কোন পারিবারিক কার্য্যবশতঃ আগমনের অসমর্থতা জ্ঞাপন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে, রাজসাহীর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করা হইয়াছিল। মৈত্র মহাশয় সাদরে ঐ ভার গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রস্তুত হইতে ছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজসাহী, ধুবড়ী, দিনাজপুর পাবনা প্রভৃতি স্থান হইতে সাহিত্যিকগণের শুভাগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। আসাম গৌরীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, কোচবিহার রাজ্যের দেওয়ান রায় শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই প্রভৃতি মহাত্মাগণ সম্মিলনের অনুষ্ঠানে সহানুভূতি জানাইয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। এমন সময়ে রাজবিধি এই অনুষ্ঠানের অন্তরায় উপস্থিত করে। রঙ্গপুর, সভাসমিতির স্বাধীনাধিকার হইতে ছয়মাসের জন্য বঞ্চিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই সম্মিলন সংঘটনের প্রস্তাব একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অতঃপর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

পঞ্চম অধিবেশন—এই অধিবেশনে দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন ও "উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন" সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ নির্দ্ধারণ গৃহীত হয়।

কোচবিহারের সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত রায় কালিকা দাস দত্ত, বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয় এই অধিবেশনে রঙ্গপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য মনোনীত হন। তিনি আনন্দের সহিত ঐ পদ গ্রহণ করিয়া শাখা-পরিষদকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন ও সম্মানিত করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আসাম গৌরীপুরের বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর আসামের বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক শঙ্কর ও মাধব দেবের বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদকে অনুরোধ করেন। এই অধিবেশনে তাঁহার ঐ সাধু প্রস্তাব গৃহীত হইয়া সভার ধন্যবাদ সহ ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে ও রাজাবাহাদুর সেই কার্য্যে শাখা-পরিষদকে কিরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন তাহা জানিবার জন্য সম্পাদকের উপর ভার দেওয়া হয়।

"কোচ বিহারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই, মহোদয়কে সভার পরিপোষকত্ব গ্রহণজন্য রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে আবেদন করা হউক", কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইহা স্থির করেন, কেন না দেওয়ান বাহাদুর এ বিষয়ে সভাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উপরোক্ত আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। মহারাজা ভূপ বাহাদুর উত্তর বঙ্গের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তিনি সভার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে উহার উদ্দেশ্যাদি সাধনের বিশেষ সুযোগ হইবে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এরূপ আশা করেন।

কাঃ নিঃ সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন—এই অধিবেশন হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সাধারণ সভার মত সাপেক্ষে মাসিক অধিবেশনের আলোচনার উপযুক্ত বিষয়াদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

উপরোক্ত অধিবেশনে সভ্যাদি নির্ব্বাচন গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রভৃতি কার্য্য ব্যতীত শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "খেতুরে বৈষ্ণব মহাধিবেশন" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই অধিবেশন হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির বিস্তারিত কার্য্য-বিবরণ সভার মুখপত্রের পরিশিষ্টে মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের ন্যায় প্রকাশিত হইবে ইহা স্থিরীকৃত হয়।

কাঃ নিঃ সমিতির সপ্তম অধিবেশন—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের অনাগমনে এই অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

কাঃ নিঃ সমিতির স্থগিত সপ্তম অধিবেশন—

এই অধিবেশনে দ্বিতীয় সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইয়া মূল সভায় পাঠাইবার

ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অতঃপর নব বর্ষারম্ভ গণনা করিয়া সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম বর্ষের জন্য গঠিত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ও নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের কার্য্যাদি পরিচালন করিবেন ইহা স্থিরীকৃত হয়।

প্রাচীন মুদ্রা ও পুঁথি সংগ্রহ।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রেরিত ৩৬টী প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা এই অধিবেশনে প্রদর্শিত হয়। মুদ্রাগুলি প্রত্নতত্ত্বালোচনার বিশেষ সাহায্য করিবে বলিয়া পাঠোদ্ধার করিবার ভার সম্পাদকের উপরে অর্পিত হয়*, এবং উহার সত্ত্বাধিকারীগণ সম্ভব মত মূল্যে মুদ্রাগুলির সত্ব ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলে রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ উহা ক্রয় করিবেন ইহাও নির্দ্ধারিত এবং সংগ্রহকর্ত্তাকে সভার পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

নূতন বাঙ্গলা মহাভারতের আবিষ্কার।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল, মহাশয় কোচবিহার হইতে "শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত মহাভারতের আদিকাণ্ড" নামক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া উপরোক্ত অধিবেশনে উপস্থাপিত করেন। এ পর্য্যন্ত যতগুলি বাঙ্গলা মহাভারত আবিষ্কৃত হইয়াছে, এ খানি তদতিরিক্ত এবং উত্তর বঙ্গের কবি রচিত। উহার অন্যান্য কাণ্ডগুলি সংগৃহীত করিবার জন্য সংগ্রাহক সরকার মহাশয়কে অনুরোধ, এবং ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩০ খানি ও শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি প্রাচীন পুঁথি ঐ অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এজন্য সংগ্রহ কর্ত্তৃদ্বয়কে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়, যিনি এই সভার সহকারী সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, রঙ্গপুরে এক বৎসর কাল অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সহকারী সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকটেও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অনেক সাহায্য পাইবেন এরূপ আশা করিতেছেন।

সভার কার্য্যালয়।

এত দিবস সভার কার্য্যালয়, যাহা কুণ্ডী অযোধ্যাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের নবাবগঞ্জস্থ বাসার একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থাপিত ছিল, তথায় সভাধিবেশন করার স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে উক্ত মহাত্মা তাঁহার ঐ বাসাবাটীর প্রকোষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত বৃহৎ কাছারীর দালানটী ছাড়িয়া দিয়াছেন। সভার ব্যয়ে উহার সামান্য সামান্য

---

* মুদ্রাগুলির পাঠোদ্ধৃত সচিত্র বিবরণ পত্রিকার ২য় ভাগ ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইতেছে।

সংস্কার ও কিছু কিছু আসবাব সংগ্রহ করা হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এ জন্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। ঐ গৃহেই কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া প্রতিদিন খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সভ্যগণ এখন হইতে সভার কার্য্যালয়ে অপরাহ্ণ পাঁচটার পর হইতে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রন্থ ও বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি পাঠ করিতে পারিবেন।

অন্যান্য সমিতির অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে পুরস্কার সমিতির তিনটী এবং গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির চারিটী অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার।

পুরস্কার সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার জন্য নগদ দুই শত টাকা পুরস্কার। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজসাহী, জলপাইগুড়ী, দার্জিলিং, ধুবড়ী, কোচবিহার, এবং পাবনা এই সকল জেলায় "হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বকালের শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস ঐ সকল জেলার অধিবাসী মধ্যে যে কেহ লিখিয়া পরীক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান জন্য রঙ্গপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি কাকিনাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়, ঐ সভার হস্তে উল্লিখিত দুই শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের (১৩১৪) কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া নিজ নাম ও বিস্তারিত ঠিকানাদিসহ সভার সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ৩০ বৈশাখ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ*।

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহার্থ পুরস্কার।

এতদ্ব্যতীত ঐ অধিবেশনে, মহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী জমিদার মহাশয়ের প্রদত্ত নগদ ১৫৲ পনর টাকা পুরস্কার রঙ্গপুর শাখাপরিষদের সভ্যগণ ব্যতীত অপর যে কেহ উত্তরবঙ্গীয় অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া সংগৃহীত পুঁথির বিষয় ও সংখ্যাদির তুলনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকেই প্রদত্ত হইবে, আবশ্যক হইলে এই পুরস্কার দুই বা অধিক সংখ্যক সংগ্রহকারীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে, এই মর্ম্মে আর একটী বিজ্ঞাপন সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল*।

---

* পরে আগামী ৩০ চৈত্র (১৩১৪) পর্য্যন্ত এই সময় বর্দ্ধিত করা গিয়াছে। সম্পাদক।

* এই পুরস্কার প্রাপ্তির উপযুক্ততা কেহই প্রদর্শন না করায় উহা সভার নিকটে গচ্ছিত আছে।

প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ।

গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির চতুর্থ অধিবেশনে কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণার জমিদার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে রঙ্গপুরের কবি কমলোচনের রচিত চণ্ডিকা-বিজয় কাব্যখানি আগামী ১৩১৪ সাল মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নামে খণ্ডে খণ্ডে উৎসৃষ্ট হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হয়। উপরি উক্ত মহাত্মা স্বীয় পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারের যে প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা যে উত্তর বঙ্গের অন্যান্য ধনী সন্তান কর্ত্তৃক অনুকৃত হইবে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইহা আশা করিতেছেন। কলিকাতায় সাথী প্রেসে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উপরোক্ত প্রাচীন পুঁথিখানির মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

সভ্যের পদত্যাগ

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ মধ্যে চারি জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ মধ্যে এক জন মাত্র সভ্য আপন আপন অসুবিধা জানাইয়া আলোচ্যবর্ষে সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

উপহৃত গ্রন্থ ও পত্রিকা।

আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর শাখা পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য ৫২ খানি গ্রন্থ উপহার পাওয়া গিয়াছে, এবং রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার-বিনিময়ে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি নিয়মিতরূপে আসিতেছে। এজন্য গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে এবং পত্রিকা-সম্পাদকগণকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। অন্যান্য গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদকগণকে স্ব স্ব রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ও পত্রিকা পাঠাইবার জন্য আবেদন করিতেছেন। ("ঘ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকার নাম।

ত্রৈমাসিক—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (মূলসভা হইতে প্রকাশিত); মাসিক—বঙ্গদর্শন, ভারতী, জন্মভূমি, সাহিত্য-সংহিতা; সাপ্তাহিক—রঙ্গপুর দিক্-প্রকাশ, হিন্দুরঞ্জিকা, বঙ্গজননী; দৈনিক—নবশক্তি।

আয় ব্যয়—আলোচ্য বর্ষে শাখা পরিষদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের নিকটে প্রাপ্ত চাঁদা, বার্ষিক অধিবেশনের বিশেষ সাহায্য, গ্রন্থ প্রকাশার্থ প্রাপ্ত সাহায্য, এবং মূল সভা হইতে প্রাপ্ত কমিশনাদি দ্বারা মোট ২৯৯৷৴০ মাত্র আয় হইয়াছে। গত বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল ৩১।/৯ এবং সম্পাদকের নিকট গৃহীত হাওলাত ৫॥৶৩ একুনে আয় ৩৩৬।৴। মোট ব্যয় ৩৩৬৷৶০ মাত্র। ("ক" ও "গ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

বিশেষ তহবিলে অর্থাৎ প্রথমশ্রেণীর সভ্যগণের নিকটে চাঁদা ও প্রবেশিকা বাবদে মোট আয় ১৯২॥০। মোট ব্যয় ১৯২॥০ মাত্র। ("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

উপহৃত প্রাচীন পুথি ও সংগৃহীত পুথির বিবরণ।

আলোচ্য বর্ষশেষে রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের উপহৃত প্রাচীন পুথির সংখ্যা মোট ৮৪ খানি হইয়াছে। পুথি-উপহার-দাতৃগণকে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত দুইশত খানি প্রাচীন পুথির বিবরণ এই সভা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮৪ খানি পুথির বিবরণ মূল সভা হইতে প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় বাহির হইয়াছে, বক্রী "রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার" ২য় ভাগ, প্রথম সংখ্যা হইতে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। পুথি সংগ্রহ কার্য্যে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় সভাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ("ঙ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের পরিপোষক ও অনুগ্রাহক বর্গকে আগামী বর্ষে অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই দ্বিতীয় সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ শেষ করিতেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
রঙ্গপুর-শাখা-কার্য্যালয়।
রঙ্গপুর, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমত্যনুসারে।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

(ক) পরিশিষ্ট

তহবিলের আয়ব্যয় বিবরণ।

আয়

বিবরণ	টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা আদায় ...	১৫৬।০
প্রথমশ্রেণীর সভ্যগণের নিকটে আদায়ী চাঁদা ১৬০॥০এর উপরে প্রতিটাকায় ।০ আনা হিসাবে শাখাসভার প্রাপ্য কমিশন	৪০৵০
প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এক-কালীন সাহায্য আদায় ...	৫৬॥০
দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এক-কালীন সাহায্য আদায় ..	১॥০
গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	
১৩১২ সালের প্রতিশ্রুত কাশীচন্দ্র বৃত্তি আদায়	৩০৲
পুরস্কার তহবিল	১৫৲
	২৯৯।৵০

কৈঃ-

বিবরণ	টাকা
১৩১৩ সালের মোট আদায়	২৯৯।৵০
১৩১২ সালের অবশিষ্ট তহবিল	৩১।✓৯
সম্পাদকের নিকট হাওলাত গ্রহণ	৫॥৵৩
	৩৩৬।৵০
বাদব্যয়	৩৩৬।৵০

ব্যয়

বিবরণ	টাকা
ভাড়াদি খরচ	৪✓৩
ডাকমাশুল	২৭✓৯
বার্ষিক অধিবেশনের খরচ ...	১৭২৸০
মুদ্রণ খরচ	২৩৵০
দপ্তরসরঞ্জামী	৬✓৬
প্রাচীনপুথিসংগ্রহার্থ ব্যয় ...	৯॥✓৯
বেতন খরচ	২৩৲
পত্রিকাপ্রকাশের খরচ ...	৬৭।✓০
বাজে খরচ	২॥৵৯
	৩৩৬।৵০

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমত্যানুসারে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

পরীক্ষায় দেখা গেল, হিসাব পরিশুদ্ধ আছে।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী।
আয়ব্যয় পরীক্ষক,
১৮ই শ্রাবণ ১৩১৪।

(খ) পরিশিষ্ট

বিশেষ তহবিলের আয়ব্যয় বিবরণ।

১৩১৩ বঙ্গাব্দ

আয়

প্রথমশ্রেণীর সভ্যগণের নিকট মোট চাঁদা আদায়	১৬০॥০
প্রবেশিকা আদায় ...	৩২৲
একুন	১৯২॥০

কৈঃ-

আয়	১৯২॥০
ব্যয়	১৯২॥০
	০৲০

ব্যয়

হরতারিখ ইরশাল মূলসভায়	১৫০॥৴০
ঐ টাকা প্রেরণের মণিঅর্ডার কমিশন	১৸০
মোট আদায় ১৬০॥০এর উপরে প্রতি-টাকায় ।০ আনা হিসাবে শাখাসভায় প্রাপ্য কমিশন	৪০৴০
একুন	১৯২॥০

পরীক্ষায় দেখা গেল, হিসাব পরিশুদ্ধ আছে।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী
আয়ব্যয় পরীক্ষক,
২রা আষাঢ় ১৩১৪।

(গ) পরিশিষ্ট

প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের আয়ব্যয় বিবরণ

আয়

১৩১২ সালে সভ্যগণের নিকট প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিশেষ সাহায্য আদায়	৫৪৲
১৩১৩ সালে আদায় ...	৫৬॥০
একুন	১১০॥০

কৈঃ-

মোট আয় ...	১১০॥০
সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাতগ্রহণ ...	৭৯৸৴৯
একুন	১৯০।৴৯
বাদব্যয়	১৯০।৴৯
	০৲০

ব্যয়

১৩১২ সালের জমাখরচে খরচ পড়িয়াছে ...	১৭॥৴৯*
১৩১৩ সালের জমাখরচে খরচ পড়িয়াছে ...	১৭২৸০
একুন	১৯০।৴৯

পরীক্ষায় দেখা গেল, হিসাব পরিশুদ্ধ আছে।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী
আয়ব্যয় পরীক্ষক
৩রা আষাঢ় ১৩১৪।

* গত ১৩১২ সালের খতিয়ান করিতে কর্টিপ্লেস্সী বাবদের ৸৵৬ পাই খরচ প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের খরচ মধ্যে ভ্রমক্রমে যাওয়ায় ১৮॥৩ পাই দেখান হইয়াছে, এবৎসর সে ভ্রম সংশোধন করিয়া ১৭॥৴৯ পাই দেখান হইল।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

(ঘ) "পরিশিষ্ট"।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা।

(১৩১২ ও ১৩১৩ সালের তালিকা একত্রে দেওয়া গেল)

উপহার দাতার নাম। উপহৃত পুস্তক।

শ্রীযুক্ত সারদাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ—১। নিবাত-কবচবধ, ২। রসকাদম্বিনী, ৩। ভগবচ্ছতকম্, ৪। ধীরানন্দতরঙ্গিণী, ৫। কাব্য পেটিকা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি এল—১। গীতায় ঈশ্বরবাদ।

" ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—১। পাগলের পাগলামী ২য় ও ৩য় ভাগ।

" শ্রীশ গোবিন্দ সেন—১ কৌমুদী। ২ কুসুম। ৩ মঞ্জুরী। ৪ হাফেজ বচন।

" ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়—১। নব্যরসায়নী বিদ্যা।

" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—১। অকিঞ্চনের নিবেদন।

" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—১। গ্রাম দীপিকা। ২। গোঁসানী মঙ্গল। ৩। কায়স্থ পত্রিকা ১ সংখ্যা। ৪ গোবিন্দ মিশ্রের গীতা (মুদ্রিত)।

" জ্যোতিশ্চন্দ্র মুন্সী—১। হৃদয় কুসুম।

" প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বারিষ্টার—১। ষোড়শী।

" প্রসন্নকুমার পাকড়াশী—১। হরিদেব বংশ ৩ সংখ্যা।

" হরগোপাল দাস কুণ্ডু—১। সদ্ভাব সঙ্গীত।

" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী—১। কাল্যর্চ্চনচন্দ্রিকা, ২ কৃষিতত্ত্ব, ৩। সরস্বতীপূজা পদ্ধতি।

" বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—১। অশ্রুবিসর্জ্জনম্, ২। অশ্রুবিন্দুকাব্যম্, ৩। দ্রৌপদী।

" পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ—১। বিজয়িনী কাব্যম্, শক্তি শতকম্।

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব—১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড।

" নিখিলনাথ রায়—১। প্রতাপাদিত্য চরিত।

মূলসভা—১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, ৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত, ৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি, ৫। বৌদ্ধধর্ম্ম, ৬। রামায়ণ তত্ত্ব, ৭। বনমালী দাসের জয়দেব চরিত, ৮। ছুটীখানের মহাভারত, ৯। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ১০। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল, ১১। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ, ১২। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকা মঙ্গল, ১৩। গৌরপদ তরঙ্গিণী, ১৪। কাশীপরিক্রমা, ১৫। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী, ১৬। দুর্গামঙ্গল, ১৭। বাসুঘোষের পদাবলী, ১৮। ব্রজপরিক্রমা।

(ঙ) "পরিশিষ্ট"।

উপহৃত প্রাচীন পুঁথির তালিকা।

উপহার দাতা উপহৃত পুঁথি।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল,—১। শ্রীনাথী মহাভারত, ২। গোবিন্দ মিশ্রের গীতা।

"মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী—১। একটী জ্যোতিষ বচনের রাজবংশী ভাষায় পদ্যানুবাদ।

"সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—১। বৃহৎ সত্যপীর, ২। নিজম পাগ্‌লা, ৩। ইমামসাগর, ৪। জঙ্গনামা, ৫। সহিহিতজ্ঞান। ৬। চন্দ্রাবলী কাব্য, (দ্বিজ পশুপতি বিরচিত)।

"বসন্ত কুমার লাহিড়ী—১। গোপীচাঁদের গান। (মুখে শুনিয়া হস্তে লিখিত)

"যতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১। মঙ্গলচণ্ডী।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু—(১) মণিহরণ পুস্তক, (২) ভানুমতি উপাখ্যান (৩) মজনুর কবিতা, (৪) মহাস্থানের পৌষ নারায়ণী স্নানের কবিতা, (৫) জীবন মৈত্রের বিষহরিপদ্মাপুরাণ, (কতকাংশ) (৬) জীবন মৈত্রের উষাহরণ (একপত্র) (৭) বগুড়ার কবি কবিবল্লভের রসকদম্ব, (৮) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (আদ্যকাণ্ড) (৯) চণ্ডিকা বিজয় বা কালী যুদ্ধ (১০) আসকনুরি এক দিলসার পুথি (১১) রামায়ণ উত্তরকাণ্ড, (১২) শ্রীপ্রেমভক্তি চিন্তামণি, (১৩) বৈষ্ণব বিধান, (১৪) উপাসনা পটল, (১৫) কৃষ্ণভক্তি বল্লিকা, (১৬) বৈষ্ণব বন্দনা, (১৭) চন্দ্রকান্ত বিবরণ, (১৮) চৈতন্য নিত্যানন্দ গীতা, (১৯) স্মরণ মঙ্গল, (২০) বৃন্দাবন লীলা স্থান বর্ণন, (২১) রতিশাস্ত্র, (২২) হরিভক্তি-উদ্দীপনং গ্রন্থ, (২৩) শ্রীসুদাম চরিত্র, (২৪) শিক্ষা পটল, (২৫) রস নির্ণয়, (২৬) হরিবংশ, (২৭) ধ্রুবচরিত্র, (২৮) শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত (অনুবাদ), (২৯) প্রহ্লাদ চরিত্র, (৩০) স্মরণ দর্পণ, (৩১) পীতাম্বর সেনের উষাহরণ, (৩২) এমাম যাত্রার পুথি।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস—(১) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, (২) জৈমিনী ভারত (৩) জগজ্জীবন-প্রণীত বিষহরি-পদ্মাপুরাণ, (৪) কালুগাজির পুঁথি, (৫) নলদময়ন্তী উপাখ্যান, (৬) নামহীন মুসলমানী কেতাব,

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—(১) হাট পত্তন গ্রান্থ, (১২৫২ সনের প্রতিলিপি), (২) নামহীন খণ্ডিত পুঁথি, (৩) জ্ঞান যোগ গ্রান্থ (খণ্ডিত), (৪) সুদাম চরিত গ্রান্থ, (৫) গ্রান্থ প্রলাপ, (৬) গ্রান্থ জরা মঞ্জুরি, (৭) নামহীন পুঁথি (৮) সড় চক্র গ্রান্থ (৯) নামহীন খণ্ডিত পুঁথি, (১০) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা গ্রান্থ (১১) কয়েক খানি খণ্ডিত পাতা, (১২) সহজরসামৃত গ্রান্থ, (১৩) গ্রান্থ দিলকিতাপ, (১৪) শ্রীহরনাম গ্রান্থ, (১৫) শ্রীগ্রান্থভক্তিচিন্তামণি, (১৬) গ্রান্থচম্প কলিকা, (১৭) ভজনক্রোম গ্রান্থ, (১৮) নরিষরর্ত্ত গ্রান্থ, (১৯) নিত্যানন্দের পছিমপদ গ্রান্থ, (২০) নামহীন পুঁথি, (২১) ঊর্দ্ধবগীতা,

(২২) অষ্টগীতার শ্লোক, (২৩) লোচনদাসের পদ, (২৪) বিন্দুসাগোর গ্রাস্থ, (২৫) নামহীন গ্রাস্থ, (২৬) দানরত্নমালা গ্রাস্থ, (২৭) গ্রাও মমরিক্কিপোটল, (২৮) ভক্তন কৌমদি গ্রাস্থ, (২৯) খণ্ডিত পুঁথি, (৩০) তরণিরমণিপদ গ্রাস্থ।

(চ) পরিশিষ্ট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ

বিশিষ্ট সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী, রাজধানী কাকিনীয়া, পোঃ কাকিনা, রঙ্গপুর
২। " রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই, দেওয়ান রাজা কোচবিহার
৩। " অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, উকীল ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী
৪। " পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন প্রধান পণ্ডিত, রঙ্গপুর ট্রেনিং স্কুল, রঙ্গপুর
৫। " পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ, বিদ্যাভূষণ, কোচবিহার

বিশেষ সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, রঙ্গপুর চতুষ্পাঠী রঙ্গপুর
২। " " অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, ৺তারিণীচরণ সান্যালের বাটী, গণেশমহল্লা, বাঙ্গালীটোলা বেনারসসিটি।
৩। " ব্রজসুন্দর রায় এম, এ,বি,এল প্রধান শিক্ষক রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়,রঙ্গপুর
৪। " ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ রঙ্গপুর চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর
৫। " শশীমোহন অধিকারী, সম্পাদক বঙ্গজননী পত্রিকা, ভোটমারী পোঃ, রঙ্গপুর
৬। " প্রসন্নকুমার দাস, হেডপণ্ডিত, মাহীগঞ্জ মধ্য, ইং, স্কুল, রঙ্গপুর

সাধারণ সভ্য, প্রথমশ্রেণী

রঙ্গপুর সদর।

১। শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ রায়, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ধাপ, রঙ্গপুর
২। " রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
৩। " ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ, জমিদার নলডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
৪। " অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর
৫। " জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় বহাকেল জজকোর্ট, ধাপ, রঙ্গপুর
৬। " প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার, এট , ল, রঙ্গপুর

৭। শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রঙ্গপুর
৮। „ যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার টেপা, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর
৯। „ হৃষীকেশ লাহিড়ী এম, বি, ডাক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
১০। „ হরগোপাল দাসকুণ্ডু জমিদার মারওয়ারী পটী, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
১১। „ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি এল উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
১২। „ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
১৩। „ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
১৪। „ কিশোরীমোহন হালদার ডাক্তার মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর
১৫। „ মুন্সী আফান উল্ল্যা কবিরাজ মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
১৬। „ সতীশচন্দ্র [illegible] সপেক্টর অব পুলিশ [illegible], রঙ্গপুর
১৭। „ [illegible] এ, হেড্‌মাষ্টার তাজহাট স্কুল, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
১৮। „ রজনীকান্ত মৈত্র হেড্‌ক্লার্ক পুলিশ আফিস সেনপাড়া, রঙ্গপুর
১৯। „ বঙ্কবিহারী সাহা মার্চ্চেণ্ট মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর
২০। „ খগেন্দ্রনারায়ণ দাস, ধাপ, রঙ্গপুর
২১। „ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর
২২। „ সুরেশচন্দ্র সরকার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৩। „ সতীশকমল সেন বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৪। „ মহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী জমিদার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৫। „ হেমচন্দ্র সেন মোহরের জজকোর্ট সেনপাড়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তারের বাসা, রঙ্গপুর
২৬। „ বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৭। „ লোকনাথ দত্ত, ম্যানেজার, বামনডাঙ্গা বড় তরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ ঐ
২৮। „ সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর

সাধারণ সভ্য, প্রথমশ্রেণী

মফঃস্বল

১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ সবরেজিষ্ট্রার বড়হাট্টা পোষ্ট, ময়মনসিংহ
২। „ পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী অনারারী মাজিষ্ট্রেট কুণ্ডী গোপালপুর, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর
৩। „ মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী অনারারী মাজিষ্ট্রেট কুণ্ডীসপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর
৪। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর
৫। „ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, বড়বন্দর, দিনাজপুর।

৬। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর

৭। „ কালীমোহন রায়চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত মুন্সেফ, পোঃ হরিদেবপুর, রঙ্গপুর

৮। „ যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার, কুণ্ডী গোপালপুর ছোটতরফ, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

৯। „ দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী অযোধ্যাপুর, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

১০। „ রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

১১। „ দ্বারকানাথ রায় বি, এল, জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর

১২। „ কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া

১৩। „ গোলকেশ্বর অধিকারী ভাইস্‌চেয়ারম্যান সেরপুর মিউনিসিপালিটী সেরপুর পোঃ, বগুড়া

১৪। „ উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া

১৫। „ বঙ্কবিহারী কুণ্ডু, বারদুয়ারী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া

১৬। „ নারায়ণচন্দ্র দাস, সেরপুর পোঃ, বগুড়া

১৭। „ প্রমথনাথ মুন্সী, জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া

১৮। „ গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, চোপীনগর, মাদালা পোঃ, বগুড়া

১৯। „ বরদাকান্ত রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ ভিতরবন্দ রাজবাড়ী, রঙ্গপুর

২০। „ রমেশচন্দ্র রায় ডাক্তার সেরপুর পোঃ, বগুড়া

২১। „ উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নায়েব,গয়বাড়ী কাছারী,পোঃ লাউতাড়া,ভায়া ডোমার,রঙ্গপুর

২২। „ কালীকান্ত বিশ্বাস, সবইন্‌স্পেক্টর অব পুলিশ সুন্দরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর

২৩। „ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী

২৪। „ এ, আই, সাবের গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর

২৫। „ মহুয়া হোসেন খাঁ চৌধুরী সাকিন রসুলপুর, পোঃ বাগদুয়ার, রঙ্গপুর

২৬। „ এম, এ, ডব্লিউ জে, হক্ দেওয়ানগঞ্জ পোঃ, ময়মনসিংহ

২৭। „ নন্দকুমার চাকী হরিপুর, কালীর বাজার পোঃ, ষ্টেসন সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর

২৮। „ হেলালউদ্দীন খান্ পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপুর

২৯। „ মুন্সী আফ্‌তাব্ উদ্দীন মণ্ডল পদুমার ঘোপ, চিলমারী পোঃ, রঙ্গপুর

৩০। „ মুন্সী পসরমহাম্মদ মিঞা সাহেব জোতদার, মাথাভাঙ্গা পোঃ, কোচ্‌বিহার

৩১। „ শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর

৩২। „ রাধিকানাথ সাহা ডাক্তার পোঃ সেরপুর, বগুড়া

৩৩। „ আমির উদ্দীন সাহা, জোতদার, বেতগাড়া, রঙ্গপুর

৩৪। „ এনাতুল্যা মহাম্মদ, ঐ ঐ ঐ

৩৫। „ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, আলালগঞ্জ কাছারী, দেউলপাড়া পোষ্ট, রঙ্গপুর

৩৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, জমিদার, হরিপুর ষ্টেট,
জীবনপুর পোষ্ট, দিনাজপুর।

৩৭। „ সুরেন্দ্রনাথ বক্‌সী, জমিদার, ইনাতপুর বড়তরফ, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী

৩৮। „ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গ্রাম নেওয়াশী, পয়রাডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্য তালিকা

সাধারণ সভ্য—দ্বিতীয় শ্রেণী—রঙ্গপুর সদর

১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
২। „ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার ধাপ, রঙ্গপুর
৩। „ মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধাপ, রঙ্গপুর
৪। „ শ্রীশগোবিন্দ সেন কটকীপাড়া, ধাপ, রঙ্গপুর
৫। „ পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার, ধাপ, রঙ্গপুর
৬। রাধারমণ মজুমদার জমিদার, দেওয়ানবাড়ী, রঙ্গপুর
৭। হরিশ্চন্দ্র রায় মোক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
৮। „ অতুলচন্দ্র গুপ্ত বি, এ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
৯। „ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর
১০। „ „ „ „ „ „
১১। „ রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
১২। সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বি, জি, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, রঙ্গপুর
১৪। মথুরানাথ দেব মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
১৫। „ কেদারনাথ বাগচী ম্যানেজার টেপা মধ্যমতরফ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
১৬। „ সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
১৭। „ চণ্ডীচরণ রায়চৌধুরী বি, এল, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর
১৮। „ যাদবচন্দ্র সেন মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
১৯। „ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
২০। „ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর
২১। „ সতীশচন্দ্র শিরোমণি শানবাড়া কাছারী, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
২২। „ ভুবনেশ্বর সেনগুপ্ত কবিরাজ মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৩। „ সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর
„ রোহিণীকান্ত মৈত্রেয় ম্যানেজার ছোট দোকানষ্টেট, মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর

২৫। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৬। „ মধুসূদন মজুমদার গাহুসিং জমিদারের বাসা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৭। „ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্, ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৮। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বামনডাঙ্গা, ছোটতরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
২৯। „ কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর
৩০। „ কালীনাথ সরকার ধাপ, রঙ্গপুর
৩১। „ বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী টুর ক্লার্ক মাজিষ্ট্রেট্ অফিস, রঙ্গপুর
৩২। „ মহেন্দ্রনাথ সরকার শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসা, ধাপ ঐ
৩৩। „ অন্নদাপ্রসন্ন মজুমদার বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর

সাধারণ সভ্য—দ্বিতীয় শ্রেণী—মফঃস্বল

১। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, অনারারি মাজেষ্ট্রেট্, চেয়ারম্যান সদর লোকালবোর্ড, কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর
২। „ কালীদাস চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাসা, ধাপ, রঙ্গপুর
৩। „ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সব্‌ইনেসপেক্টার অব্ পুলিশ, নিলকামারী, রঙ্গপুর
৪। „ দ্বারকানাথ ঘোষ হেড্‌পণ্ডিত সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর
৫। „ গোপালচন্দ্র দাস ডাক্তার বদরগঞ্জ ডিস্‌পেন্সারি, বদরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর
৬। „ সারদামোহন রায় হরিদেবপুর পোঃ, ভায়া শ্যামপুর, রঙ্গপুর
৭। „ বরদাপ্রসাদ মজুমদার ডাক্তার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর
৮। „ অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর
৯। „ বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর
১০। „ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার বর্দ্ধনপুর, গোবিন্দগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর
১১। „ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেওয়ান, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ষ্টেট, অযোধ্যাপুর, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর
১২। „ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব বোতলাগাড়ী কাছারী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর
১৩। „ কুমুদচন্দ্র সান্যাল বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর
১৪। „ রজক মহাম্মদ সরকার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর
১৫। „ জগচ্চন্দ্র সরকার ডাক্তার হরিপুর, পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপুর
১৬। „ গৌরগোপাল চৌধুরী, জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া
১৭। „ দুর্গামোহন সাহা, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া
১৮। „ সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় সেরপুর পোঃ, বগুড়া

১৯। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ভৌমিক, দেওয়ান, সপ্তপুষ্করিণী. শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

২০। „ যতীন্দ্রমোহন ভৌমিক, ডাক্তার গুরজাং ঝোরা টি এষ্টেট্,
মাল পোঃ, জলপাইগুড়ি,

২১। „ গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমানবীশ, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

২২। „ নবদ্বীপচন্দ্র দত্তচৌধুরী, মির্জাপুর গ্রাম, পোঃ দেউলপাড়া, রঙ্গপুর

২৩। „ গৌরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার চন্দনপাট গ্রাম, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

২৪। „ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দনপাট গ্রাম, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

২৫। „ খান্ মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার পালীচড়া, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

২৬। „ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী, সবরেজিষ্ট্রার সুন্দরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর

২৭। „ শশীভূষণ সরকার হেড্‌ক্লার্ক সুন্দরগঞ্জ সবরেজিষ্ট্রী, পোঃ সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর

২৮। „ রমণীমোহন দত্ত সুন্দরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর

২৯। „ উপেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার, সুন্দরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর

৩০। „ শ্রীচরণ পালিত হেড্‌পণ্ডিত, সুন্দরগঞ্জ মধ্যবাঙ্গলা স্কুল, সুন্দরগঞ্জ পোঃ ঐ

৩১। „ আমিরউদ্দীন আহাম্মদ উকীল মেখলিগঞ্জ পোষ্ট, কোচ্‌বিহার

৩২। „ অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য লালমণির হাট থানা, লালমণির হাট পোঃ, রঙ্গপুর

৩৩। „ দীননাথ ভট্টাচার্য্য, বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর

৩৪। „ গোলকচন্দ্র দত্ত বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর

৩৫। „ পূর্ণচন্দ্র দত্ত বেলপুকুর, দিলালপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর

৩৬। „ উপেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর

৩৭। „ মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো দীনহাটা পোষ্ট, কোচবিহার

৩৮। „ আবদার রহিম সরকার গ্রাম সেরপুর বেতগাড়ী, হরিদেবপুর পোঃ, রঙ্গপুর

৩৯। „ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার ভূতছাড়া, ভূতছাড়া পোঃ, রঙ্গপুর

৪০। „ মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর

৪১। „ ইয়ানতুল্যা সরকার পোঃ কিসামত ফতেমামুদ, ভায়া হলদীবাড়ী,
এন্, বি, এস, রেলওয়ে

৪২। „ নবসুন্দর দাস সরকার, তহশীলদার, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

৪৩। „ কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, পোষ্ট দয়ারামপুর রাজবাড়ী, রাজসাহী।

৪৪। „ নরেন্দ্র নাথ সরকার, হলহলিয়া পোষ্ট, ভায়া ডোমার, রঙ্গপুর।

৪৫। „ আকবর হোসেন মাহাম্মদ, গ্রাম নোহালী তুষ ভাণ্ডার পোষ্ট, রঙ্গপুর।

৪৬। „ দ্বারিকনাথ সরকার, রিলিভিং ষ্টেসন মাষ্টার গার্ড বাঙ্গালা,
সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর। ই, বি, এস্, আর।

---

* ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস পর্য্যন্ত সভ্য তালিকা প্রদত্ত হইল।

৪৭। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দাস, মাথাভাঙ্গা বোর্ডিং মাথাভাঙ্গা পোষ্ট, কোচবিহার।
৪৮। " দেবী প্রসাদ সরকার, নওদাবস্, বড়মরিচা পোষ্ট, কোচবিহার
৪৯। " কেদারনাথ দাস, রাজগণ বোর্ডিং, কোচবিহার

(ছ) পরিশিষ্ট

১৩১৩ বঙ্গাব্দের জন্য নির্ব্বাচিত কার্য্য-নির্ব্বাহক
সমিতির সদস্য ও কর্ম্মচারিগণ*

১। শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী সভাপতি
২। " ভবানীপ্রসাদলাহিড়ী কাব্যতীর্থ জমিদার সহসভাপতি
৩। " প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-আট্-ল ঐ
৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার সম্পাদক
৫। " পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহসম্পাদক
৬। " পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি, এল, পত্রিকা-সম্পাদক
৭। " হরগোপাল দাস কুণ্ডু জমিদার সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক
৮। " অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার
৯। " মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী জমিদার
১০। " রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীল, জজকোর্ট রঙ্গপুর
১১। " কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল; ঐ
১২। " জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাফেজ জজকোর্ট, রঙ্গপুর
১৩। " রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার, রঙ্গপুর

উপরোক্ত সদস্যগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মূলসভা হইতে সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং বক্রী ১২ জন সদস্য মধ্যে ৪ জন মনোনীত ও ৮ জন সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় এই সভার আয়ব্যয় পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন।

* দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন আহূত হইতে না পারায় ১৩১৪ বঙ্গাব্দেও উপরোক্ত কর্ম্মচারিগণ দ্বারা সভার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

রঙ্গপুর শাখার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

১। উত্তরবঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষি, শিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি-সাধনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে তৎসংবাদসহ এক খানি "সভ্যপদ স্বীকারপত্র" স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সভ্যপদ স্বীকারপত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া, ১৲ টাকা প্রবেশিকা (প্রথম শ্রেণীর সভ্যের পক্ষ), বা দুই মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ॥০ আট আনা (দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যের পক্ষে) সহ, সম্পাদকের নিকটে পাঠাইলে তাঁহাকে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৩। মূল ও শাখা পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রথম শ্রেণীর সাধারণ সভ্যকে মাসিক অন্যূন ॥০ আট আনা, এবং শাখা-পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যকে মাসিক অন্যূন ।০ চারি আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ মূল ও শাখা উভয় সভার যাবতীয় অধিকার সহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ কেবল শাখা-সভার যাবতীয় অধিকার সহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখাসভার ব্যবহারার্থ মূল সভা হইতে প্রদত্ত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের থাকিবে।

৪। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্য সেবায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষ ভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও সভার বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সভ্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

৫। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়মাদি মূল সভার অনুরূপ।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীর সভ্যকেই চাঁদা আদি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে পাঠাইতে হইবে। সভ্যপদ-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইবার জন্য সম্পাদককে পত্র লিখুন।

৭। কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উত্তরবঙ্গবাসী সাধারণ সভ্য মাত্রেরই এই সভার প্রথম শ্রেণীর সভ্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রবেশিকা বা মাসিক চাঁদা দিতে হয় না। তাঁহাদের বিশেষ সুবিধাদির বিষয় অপর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

সপ্তপুষ্করিণী,
শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

রঙ্গপুরের কবি কমললোচন কৃত—

"চণ্ডিকা-বিজয়"

নামক প্রাচীন শক্তি-বিষয়ক বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ।

রঙ্গপুর, পরগণে কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে মুদ্রণ আরম্ভ

১। রঙ্গপুর-শাখা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা মাত্র।

ইহাতে উত্তরবঙ্গের, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব. প্রাচীন কবি ও তাঁহাদের রচিত পুঁথির বিবরণাদি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গবাসীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

(কলিকাতাস্থিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা মাত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখা-সভার প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ উপরোক্ত ১ ও ২নং পত্রিকা দুইখানি, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ কেবল মাত্র ১নং পত্রিকাখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে পাইয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণকে সভ্যপদগ্রহণ-কালে প্রবেশিকা ১৲ একটাকা এবং মাসিক অন্যূন ॥০ আট আনা হিসাবে চাঁদা, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণকে কেবল মাসিক ।০ চারি আনা হিসাবে চাঁদা প্রদান করিতে হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ, পত্রিকার পশ্চাৎভাগে সভার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য।

কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উত্তরবঙ্গবাসী সভ্যগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উত্তরবঙ্গবাসী যে কোন সাধারণ সভ্যের, উহার রঙ্গপুর-শাখাসভার প্রথমশ্রেণীর সভ্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। এরূপ সভ্যকে তাঁহারা দের মাসিক চাঁদা, কলিকাতায়, মূলসভার সম্পাদকের পরিবর্ত্তে, রঙ্গপুরে, শাখাসভার সম্পাদকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ইহাতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা এই যে, মাসিক অন্যূন ॥০ আট হিসাবে চাঁদা, যাহা কলিকাতায় পাঠাইয়া কেবলমাত্র ২নং পত্রিকাখানি ও গ্রন্থাবলী (মূল সভা হইতে প্রকাশিত) পাইয়া থাকেন, শাখাসভার সভ্য হইয়া মাসিক সেই ॥০ আট আনা চাঁদা উহার সম্পাদকের নিকটে প্রদান করিলে উল্লিখিত ২নং পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী তো পাইবেনই, অধিকন্তু উত্তরবঙ্গের বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ ঠিক মূল সভার অনুরূপ ও বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক কর্ত্তৃক প্রশংসিত আর একখানি ত্রৈমাসিক (উপরোক্ত ১নং) পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার মূলসভার অন্যান্য অধিকার ঠিক পূর্ব্ববৎ থাকিবার পক্ষে কোন বাধা জন্মিবে না। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের সভ্যপদ-গ্রহণকালীন তাঁহাকে আর নূতন করিয়া প্রবেশিকা দিতে হইবে না, কেবলমাত্র তিনি যে মূলসভার সভ্য এবং প্রবেশিকাদি যথারীতি প্রদান করিয়াছেন, ইহা জানাইয়া রঙ্গপুর-শাখার সভ্যপদ স্বীকারপত্র পূর্ণ করিয়া তিন মাসের চাঁদা অন্যূন ॥০ আট আনা হিসাবে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র অগ্রিম রঙ্গপুর শাখা-সভার সম্পাদকের নিকটে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে হইবে। যে মাস হইতে সভ্যপদ গৃহীত হইবে তাহার অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত সংখ্যা হইতে তিনি উল্লিখিত ১ ও ২নং পত্রিকা দুইখানি ও উভয় সভা হইতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী রঙ্গপুর-শাখাসভার সম্পাদকের নিকট হইতে পাইতে থাকিবেন অর্থাৎ বৎসরে চারি সংখ্যার পরিবর্ত্তে আট সংখ্যা পত্রিকা ও দুই সভা হইতে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাইবেন। সভ্যপদগ্রহণে ইচ্ছাপ্রকাশকরিয়া "সভ্যপদ-স্বীকারপত্র" পাইবার জন্য সম্পাদককে পত্র লিখুন। আশা করি, কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক উত্তরবঙ্গবাসী সভ্যই এরূপ সুযোগ ত্যাগ না করিয়া রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য- পরিষদের প্রথম শ্রেণীর সভ্যপদ-গ্রহণপূর্ব্বক মূলসভার সঙ্গে সঙ্গে, উহার শাখাটীকেও, তাঁহার নিজের ঘরের খবর, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন কবিগণের রচিত গ্রন্থবিবরণাদি সংগ্রহে সাহায্য করিবেন।

সদ্যপুষ্করিণী } শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চোধুরী

রঙ্গপুর-শাখা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বিতীয় ভাগ — চতুর্থ সংখ্যা

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, সম্পাদক।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহঃ সম্পাদক।

রঙ্গপুর।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত)

সূচী।

কলিকাতা।

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেস"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৪ বঙ্গাব্দ

[বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা] — [ডাক মাশুল ।৵০ আনা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা সভার সভ্যগণ বিনা মূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে এই পত্রিকা পাইবেন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের

প্রথম অধিবেশনের নির্দ্ধারণ ক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব জেলার পুরাতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, প্রাচীন পুঁথি ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ করিয়া রঙ্গপুর শাখা পরিষদের সম্পাদকের নিকটে পাঠাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সম্মিলন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রঙ্গপুর শাখা পরিষৎ তাঁহাদিগকে উহার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ভার প্রাপ্ত সংগ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ঐ সভার সভ্যপদ স্বীকার করেন নাই তাঁহাদিগকে সত্বর সভ্যপদ স্বীকারপূর্ব্বক উহার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির সদস্য তালিকাভুক্ত হইতে এবং স্থানীয় বিবরণাদি সংগ্রহ করিয়া সম্পাদকের নিকটে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি,এল মহাশয় এই গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

সংগ্রাহকগণের নাম তালিকা।

দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্,এ, বি,এল
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্,এ, প্রাজ্ঞ
" সারদাচন্দ্র কাব্যতীর্থ

বগুড়া।

" প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্, এম্, এস্, ডাক্তার
" রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি,এ, সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বগুড়া
" মোহিনীমোহন মৈত্রেয়,

রাজসাহী।

" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি,এল
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্,এ, দয়ারামপুর
" ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল সরস্বতী এম্,আর,এ,এস,

জলপাইগুড়ী।

" উমাগতি রায় বি,এল্
" জগদীন্দ্র দেব রায়কত
" গোবিন্দশঙ্কর সর্ব্বাধ্যক্ষ

মালদহ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
" রাধেশচন্দ্র শেঠ বি,এল
" তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

পাবনা।

" রজনীকান্ত সেন, বি,এল্ সিরাজগঞ্জ
" দেবকুমার পাকড়াশী জমিদার স্থলবসন্তপুর
" রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম,এ, বি,এল পাবনা

কুচবিহার।

" পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ
" আমির উদ্দীন আহাম্মদ উকীল
" মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো

ধুবড়ী।

" রাজা প্রভাতচন্দ্রবড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর
" প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি,এ ঐ
" সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক
শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
সম্মিলন-সভাপতি।

বৈষ্ণব মহাধিবেশন

আমাদের দেশের আচারব্যবহার রীতিনীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সামাজিক অধিকারও সমান নহে। পৃথিবীর কোনও দেশে একজাতির মধ্যে এবম্প্রকার বৈষম্য নাই। আমাদের দেশ এক হইলেও এক নহে; জাতিগত মিল থাকিলেও ধর্ম্মগত মিল নাই; বর্ণগত মিল থাকিলেও সামাজিক মিল নাই; আছে কেবল একমাত্র ভাষাগত মিল। তাহাও বড় বড় নদীর ব্যবধানে পড়িয়া বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। সেই ভাষার জন্য আবার এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোককে ঘৃণা করে। পুরাকালের কথা কহিতেছি না, আজকালকার কথা ভাবিয়া দেখিলেই ইহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। শাক্তবৈষ্ণবে বিবাদ; হিন্দু-মুসলমানের তো কথাই নাই। পশ্চিমবঙ্গবাসী পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে "বাঙ্গাল" বলিয়া ঘৃণা করিতে এই বিংশশতাব্দীর জাতীয় বিরাট্‌সম্মিলনের দিনেও পরাঙ্মুখ নহেন। জাতীয় একতাসূত্রে সমগ্র বঙ্গবাসীকে বন্ধন করিবার কত না যত্ন চেষ্টা হইতেছে, কত রাশি রাশি সাহিত্য ইতিহাস ও প্রবন্ধাদি লিখিত ও পঠিত হইতেছে, কত বাগ্মী ওজস্বিনী ভাষায় জাতীয় উদ্দীপনার বীজবপন করিতেছেন; কিন্তু জাতীয় বৈষম্যতা কিছুতেই যাইতেছে না। মানুষিক শক্তিতে মনুষ্যায়ত্তাধীন সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, মনুষ্য যাহা করিয়াছে—মনুষ্যে তাহা করিতে পারে। যাহা মানব কল্পনা বা মানবশক্তির অতীত, তাহা মানবের শক্তিতে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য আমরা একভাবে না একভাবে দৈবশক্তির আরাধনা করিয়া থাকি। আস্তিকমাত্রেই দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আজ যাহা মানববুদ্ধির অগোচর, আজ যাহা মানবকল্পনা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—কালের কৃপায় মহাবলে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়া তাহা সাধারণ কার্য্যের ন্যায় সুসম্পন্ন করাইয়া দিবে, কেহ তাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও জানিতে পারিবে না। যে জাতির ভূতভবিষ্যতে সমান দৃষ্টি, সেই জাতির জাতীয় বন্ধন কোন দিন শিথিল হইতে পারে না। আধুনিক মানবজাতির ইতিহাস পাঠ করিলে এ কথার সারবত্তা বেশ পরিস্ফুট হইবে। কাল আপন ধর্ম্ম অবশ্যই পালন করিবে। যে সেই ধর্ম্মস্রোতে বাধা দিতে যাইবে, সে ঐরাবত হইলেও তাহাতে ভাসিয়া যাইবে। সাম্যবাদ যে দিন হইতে জগতের একপ্রান্তে প্রচারিত হইয়া অন্যপ্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সেইদিন প্রাচীন রীতিনীতির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া রক্ষণশীল দলকে দ্বিধা ভিন্ন করিয়াছে। বঙ্গদেশের এই ঘোরতর বৈষম্যের মধ্যে হিন্দুর গৌরবের সামগ্রী একমাত্র "জীবে প্রেম"। খৃষ্ট-জীবনগীতিকার শেষ মুহূর্ত্তে যে মহারাগিণী উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীর অর্দ্ধেক নরনারীকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিল, তাহা এই হিন্দুর দেশে কতশতবার রাগরাগিণীতে গীত হইয়াছে, তাহার ঠিকানা কে রাখিয়াছে? তাই বলিতেছি,

ভারতীয় বৈষম্যের মধ্যেও একতার সূত্র অলক্ষ্যে পড়িয়া আছে। কর্ম্মকর্ত্তার হস্ত পড়িলে অতি সহজে একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে। আমাদের দেশ ধর্ম্মসাধনার দেশ। ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশদালোচনায় আমরা জগতের সাহিত্যকে পরাজয় করিয়াছি। ধর্ম্মশাস্ত্রের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সূত্র রচনায় আমরা জগতের গুরুস্থানীয়। কিন্তু আত্মশাসনের মূলমন্ত্র হারাইয়া আমরা এখন অভিনব সাজে সাজিয়াছি। আমাদের "কি ছিল" "কি নাই" বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদিগকে সকল প্রকার দুর্দ্দশা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। যখন এই দুর্দ্দশা তাহার চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, যখন আমরা অনন্যোপায় হইয়া আত্মোদ্ধারের জন্য ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকিব; সেই সময় আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূরণার্থে ধর্ম্মের গ্লানি তিরোহিত করিবার জন্য, সমাজ হইতে অধর্ম্ম বিদূরিত করিবার জন্য, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য মহাপুরুষের আবির্ভাব সমাজে অবশ্য অবশ্য হইবে। ইহারই নাম যুগাবতার। আমাদের কালের যুগাবতার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিততনয় যে প্রেমভক্তির বন্ধনে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতিকে একতায় বন্ধন করিয়া বঙ্গদেশকে ঘোর অজ্ঞানান্ধকার হইতে রক্ষা করিয়া শিক্ষাদীক্ষার স্রোতে প্রেমপ্রস্রবণ মিশাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বঙ্গদেশে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, গীতি প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীর নাম ও মহিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সে প্রকার মহাদিন আর বাঙ্গালীর ভাগ্যে উদয় হয় নাই। বাঙ্গালী সে শিক্ষাদীক্ষা কালপ্রভাবে ভুলিয়াছে। বাঙ্গালীর যুগাবতারের কেবল সেই তারকব্রহ্ম নামমাত্র আসন্নকালে উচ্চারণ করিয়া হিন্দুমাত্রেই এক হইবার আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছে। কোন দিন সে শুভমুহূর্ত্ত বঙ্গভূমে আবার আসিবে, কবে বাঙ্গালী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে?

সাধনা না হইলে সিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মবিপ্লব শুধু চিন্তাবিপ্লব নয়, কর্ম্মবিপ্লবও বটে। কর্ম্ম-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যাবতার হইয়াছিলেন। চিন্তাশক্তি কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ এই মীমাংসার জন্য নিয়োজিত হইয়া "প্রেম ও ভক্তি"কে শ্রেষ্ঠাসন দিতে সে সময় বাধ্য হইয়াছিল; নিশ্চয় ও অনিশ্চয়ের কোন কথা সে তর্কের মধ্যে স্থান পায় নাই। এই গুরুতর যুগধর্ম্মের সূত্র প্রচারার্থ নবদ্বীপে এক সময়ে কয়েক জন মহামুনির সম্মিলন হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের দিন আকাশে যেমন একটী অভিনব তেজঃপুঞ্জঃ জ্যোতিষ্ক সমুদিত হইয়া ভক্তগণকে বলিয়া দিয়াছিল বিশ্বপ্রেমিকের জন্ম হইয়াছে, সেই প্রকার এই কয়েকজন মহাপুরুষ আপন আপন ধ্যানস্তিমিত জ্ঞানচক্ষুতে নবদ্বীপে যুগাবতারের জন্মকথা যেন পূর্ব্বাহ্ণেই জানিতে পারিয়া সকলে এক সময়ে নবদ্বীপে একত্রিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে সে সময়ে বৈষ্ণবভক্তির অপূর্ব্ব কথা প্রচার হইতেছিল। শ্রীহট্টে—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারী গুপ্ত; চট্টগ্রামে—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্যবল্লভ দত্ত; বুড়নে—হরিদাস; রাঢ়দেশে একচক্রাগ্রামে—শ্রীনিত্যানন্দ। ইঁহাদের আবির্ভাবে জ্ঞানালোকিত নবদ্বীপভূমি প্রেমভক্তির ক্ষীণ রশ্মিকে সাদরে আলিঙ্গন

করিয়াছিল। সহসা সেই ক্ষীণরশ্মি প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র দেশের নয়ন ঝলসাইয়া আপন শক্তির প্রতিষ্ঠা করিল। তাহারই নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—তাহারই লৌকিক নাম কলিযুগের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। রঘুনন্দন শিরোমণির: দর্শনালোক, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতিতত্বের ব্যবস্থা সেই দীপালোকে তৈলসঞ্চার করিয়া বাঙ্গালায় ভক্তিযোগ স্থাপন করিয়াছিল। কবি, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেমভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবগণের নবদ্বীপের সম্মিলনকে, প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার সম্মিলনের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিহাস ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে অতীত ইতিহাসের একখানা উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের লুপ্তবীজ উদ্ধার করিতে পারেন।

"কোন মহাপ্রিয় বৈসে জন্ম অন্যস্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হৈল ইহা সবার পরকাশ।
বুড়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যথা অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥"

(বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত আরম্ভ)

বৃন্দাবনদাস স্বরচিত ভাগবতে ইতিহাসের সূত্রসঙ্কলনে ব্যস্ত। তিনি গীতার সেই মহতী বাণী আশ্রয় করিয়া, যুগাবতারের প্রয়োজন প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, বঙ্গদেশের সেই সময়ে সামাজিক আচারব্যবহার ও ধর্ম্মনীতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। দুঃখের বিষয় তিনি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময় বঙ্গভূমিতে জ্ঞান ও বিদ্যা একমাত্র ব্রাহ্মণজাতির একচাটিয়া ব্যবসায় ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি "কলুর চোকবান্ধা বলদের মত" ব্রাহ্মণাদেশে পরিচালিত হইত। ধর্ম্মশাস্ত্র সে সময়ে দেবভাষায় লিখিত ও পঠিত হইত। মাতৃভাষা কেবল মনের ভাবপ্রকাশ করিবার একমাত্র অবলম্বন

হইয়া সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হইত। বিদ্যালোক, জ্ঞানালোক অতি সংকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালী জাতির বর্ণনাতীত দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারে জীবনের সমাধি করিয়া ভগবানের দিকে চাহিয়াছিল; তাই ভক্তিযোগেরও প্রচার আবশ্যক হইয়াছিল। বাঙ্গালী তখন "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" এই ধোঁকায় সন্তুষ্ট না হইয়া কাল-মন্ত্রপূত-চক্ষে মহাজন খুঁজিতে ছিল। সেই মহাজন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"রূপে বঙ্গসমাজে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমভক্তিলীলা বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছিলেন—শিখাইয়াছিলেন "জীবে প্রেম সত্যে নিষ্ঠা ভক্তি নারায়ণে"। শতাব্দের পর শতাব্দের অনমুশীলনে আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে, আমরা জানি "পূজ্যেষু অনুরাগো ভক্তিঃ"। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের, সমগ্র মনোবৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখিনী হইলে যে ভক্তির উৎপত্তি হয়, আমরা তাহা ভুলিয়া তাহার ছায়া অন্ধভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছিলাম বলিয়া ভক্তিযোগচ্যুত হইয়াছি। হিন্দুর আত্মোন্নতি ধর্ম্মে, কর্ম্মে নহে। ধর্ম্মসাধনে যে কর্ম্মের উৎপত্তি, তাহাই হিন্দুজাতির করণীয়। এখন কর্ম্মই ধর্ম্মের আসন পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মাচরণই ধর্ম্মাচরণ হইয়াছে, তাই সমাজে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইয়া প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের বিলোপসাধন করিয়াছে। বৃন্দাবনদাস নিম্নলিখিত ভাবে তৎকালের হিন্দুসমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ ইহার মধ্যে উঁকি মারিয়া বৃন্দাবনদাসের ন্যায় ভক্তপণ্ডিতকে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট করিয়াছে।

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্যকোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥
কৃষ্ণশূন্য মণ্ডলে দেহের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন॥
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে॥
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহারে দেখি পায় দুঃখে॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ।
অবতরিবার প্রভু করিলা উদ্যোগ॥"

এইভাবে জ্ঞানের লীলাভূমি নবদ্বীপে ভক্তবীরগণ একত্রিত হইয়া জ্ঞানভক্তির কথা প্রচার করিতেছিলেন—সংসারের অলীকতা সপ্রমাণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের বীজ নবদ্বীপের উর্ব্বরভূমে রোপণ করিতেছিলেন। অলক্ষ্যে সে বীজ প্রোথিত হইয়াছিল—অদৃশ্যে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। লোক চক্ষুর বাহিরে সে বীজ প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখায় পরিণত হইয়া হিন্দুজাতির ও হিন্দুসমাজের জাতীয় উন্নতির বৈজয়ন্তীস্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে সকল আত্মবিবেকী মহাপুরুষগণ এই নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন; আজও মানব-প্রতিভা তাঁহাদের যশসৌরভের কণিকামাত্রও কালের হিল্লোলে প্রবাহিত করিতে পারে নাই।

যে সকল মহাপুরুষগণ এই নবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বগামী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক কথায় বলিতে গেলে পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী। আসামের শ্রীহট্ট প্রদেশ সর্ব্বপ্রথম মোগলসম্রাজ্যের সার্ব্বভৌমিকতা স্বীকার করিয়াছিল। শ্রীহট্ট বাঙ্গালার রাজস্ববিভাগের ঢাকাপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীহট্ট লাউড়-রাজ্যের প্রদেশমাত্র। লাউড়ে জন্ম বলিয়া সকলে অদ্বৈতাচার্য্যকে "নাড়াবুড়া" বলিত। লাউর সম্বন্ধে আসাম ইতিহাসে এই মাত্র উল্লেখ আছে:—

"Whenever it took place, the original conquest did not extend to *Laur* or to Jaintia. The Rajas of these tracts continued to rule north of the Surma; while in the south the Tipperas probably held a considerable area. The Raja of Jaintia was still unsubdued at the time of British conquest. The small state of *Laur* remained independent until, in Akbar's time, the Moguls being masters of Bengal, when the Raja made his submission to the Emperor. He undertook to protect the frontier from the incursions of the hill tribes, but he was not required to pay anything in the nature of tribute or revenue. In Aurungzeb's reign, the Raja, whose name was Gobind, was summoned to Delhi, and there became a Mahomedan. His grandson removed his residence to Baniyachang in the open plain, and an assessment was gradually imposed on the family Estates." (History Assam, E. A. Gait Page 271)

বাঙ্গলায় যে সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, বাঙ্গালায় যে সময়ে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ হেয়, সমাজের যাবতীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত, ঘোর অজ্ঞানান্ধকার যে সময়ে বাঙ্গালার সাধারণ লোকের জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময়ে আসামের উপত্যকায় একজন "বারভূইঞার" বংশধর জ্ঞান ও ভক্তিযোগ প্রচার করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষের নাম শঙ্কর দেব। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার মোহিনী ভাষার উদ্দীপনামন্ত্রে লক্ষ লক্ষ নরনারী মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিল। শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লাঞ্ছিত হইয়া শ্রীহীন আকার ধারণ করিয়াছিল। সকলের মুখেই এক কথা "বজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"। তৎকালে আসাম প্রদেশ "আহোম" রাজকুলের শাসনা-

ধীন ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রাজার আশ্রয়ে নিরাশ্রয় বৈষ্ণবকুলের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। শঙ্কর দেব প্রাণ ভয়ে পলাইয়া রাজা নরনারায়ণের রাজ্যে তাঁহার আশ্রয়ে আপন ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। কালের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য। মানবমন মানবপ্রকৃতি স্বভাবের উর্ব্বরক্ষেত্রে সময়োচিত বীজ প্রাপ্ত হইয়া, আপনি অঙ্কুরিত বহু শাখাপ্রশাখায় বৃদ্ধি পাইয়া মহাতরুতে পরিণত হয়। শঙ্করদেব সুদূর আসামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহাই বঙ্গদেশের বিদ্যাভূমি নবদ্বীপে মহামহীরুহে প্রকাশিত হইয়া যে ফল পুষ্প প্রসব করিয়াছিল, তাহা বিধাতা সময়ের বক্ষে অবিনশ্বর ভাষায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহাই আজ বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া হরি! হরি! রবে ভবসিন্ধুপারে যাইতেছে। সেই কলিযুগের প্রেমাশ্রু সহায় "তারকব্রহ্ম" নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমুখে জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, এ সংসারে তাহার তুলনা নাই। মারটীন্ লুথারের সংশোধিত খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম বা ক্যালভিনের তুলিকার চিত্রপট তাহার নিকট মলিন হইয়া যায়। মারটীন লুথরের শিষ্যেরা জগতের আর এক প্রান্তে যাইয়া স্বাধীনতার জন্ম প্রদান করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। চৈতন্য-শিষ্যগণ দেশভেদে শিক্ষা দীক্ষার দোষে বিলাসতরঙ্গে হাবু ডুবু খাইয়া আপন জন্মভূমিতে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া "বৈষ্ণব" বা "বৈরাগী" আখ্যা পাইয়াছে। আমরা আজ কাল দীর্ঘজীবন বিশ্বাস করি না, আমরা স্বাস্থ্যরক্ষার সকল নিয়ম পদদলিত করিয়া অল্পায়ু হইয়াছি, কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পুরুষায়ুজীবী ছিলেন। শঙ্কর দেব ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৬৯ খৃঃ তিরোহিত হন। আসাম-ইতিহাস-লেখক গীট্ সাহেব এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। রাজা নরনারায়ণ ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে লোকান্তরিত হন। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, শঙ্করদেব নরনারায়ণের কৃপায় স্বীয় ধর্ম্মপ্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত ও ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অন্তর্হিত হন। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি হইতে ভক্তগণ এই সময়ে নবদ্বীপে সম্মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন; সুতরাং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা বঙ্গদেশবাসী ছিলেন না, তাহা আমরা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পাঠে জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষদিগের, অতি পূর্ব্বে উড়িষ্যার জাজপুর গ্রামে বাস ছিল। রাজা ভ্রমরের অত্যাচারে তাঁহারা আসামের পার্ব্বত্য উপত্যকা প্রদেশের শ্রীহট্টে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। এই বংশের একজন মহাপুরুষের নাম জগন্নাথ মিশ্র। তিনি অধ্যয়নার্থে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। পাঠ-সমাপনান্তে আর স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। নবদ্বীপেই টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করাইতে ছিলেন। চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ অধীতশাস্ত্র পণ্ডিত; সংসারসুখে বীতস্পৃহ হইয়া সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠানুগামী হইয়া মানবমঙ্গলার্থে

ভক্তিযোগে মুক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য্যের জন্মস্থান শ্রীহট্টে। শ্যামদাস প্রণীত "অদ্বৈতমঙ্গল", ঈশান নাগর প্রণীত "অদ্বৈতপ্রকাশ," লাউরিয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত 'অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্র' প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবলেখকের গ্রন্থে অদ্বৈতজীবনী সবিস্তারে লেখা আছে। লাউর (*Laur*) আসাম-শ্রীহট্টপ্রদেশের একটী রাজ্য, অদ্বৈত প্রভু এই রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। ঈশান নাগরের মতে,—

"নৃসিংহ সন্ততি লোকে যারে গায়।
সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সন্ততি॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজা॥

কৃত্তিবাস আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন :—

পূর্ব্বে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥

আমরা ইতিহাসে পাই রাজা কংস দ্বিতীয় সামসুদ্দিনকে পরাজয় করিয়া গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন। লেথব্রিজ সাহেবের একখানি ছোট খাট ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে। তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে রাজা গণেশ দিনাজপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই নরসিংহ ও নৃসিংহ ওঝা একই ব্যক্তি কিনা ইতিহাস এখন তাহা বলিতে অক্ষম। আমরা ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মের তারিখও প্রাপ্ত হইয়াছি :—

'অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হইল।
তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জন্মের ৫২ বৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি বয়সে মহাপ্রভুর ৫২ বৎসর বড় ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন :—

'সওয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরা ধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥'

চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। অদ্বৈত-প্রভু ইহার ৫২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৩৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তারিখানুযায়ী আসামের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শঙ্করদেবের অপেক্ষা তিনি ১৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। অতি পরিপক্ক বয়সে তিনি শান্তিপুর আসিয়া বাসস্থাপন করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ ওঝা।

পিতার নাম কুবের পণ্ডিত ও মাতার নাম নাভাদেবী,পত্নীর নাম সীতাদেবী। শ্রীহট্টপ্রদেশের নবগ্রাম নামক গ্রামে ইঁহার আদিনিবাস ছিল। শ্রীহট্টের অপর কয়েকজন ভক্তবৈষ্ণবের সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের লিপির অতিরিক্ত আর কিছু জানিতে পারি নাই। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুরী, পিতার নাম হরাইওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী বাসস্থান বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রামে। নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অম্বিকাগ্রামের নিকট শালিগ্রামে সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীদেবীর নাম বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। জাহ্নবীদেবী দ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভদ্র নামে পুত্রলাভ হয়। ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর পড়ুয়া, গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই মাধবাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী নাম দিয়া সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর পার্শ্বচর ছিলেন। "গৌর-নিতাই" অভেদাত্মভাবে যুগলমূর্ত্তির আরাধনা আধুনিক বৈষ্ণবেরা করিয়া থাকেন। এই কয়েকজন বৈষ্ণব প্রধান, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রভাবে প্রজ্বলিত দীপশলাকার তৈলপ্রাপ্ত ও স্বীয় প্রতিভার কৈশিকার্ষণে বিভাসিত হইয়া, সমগ্র বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী প্রাপ্ত হইয়া, বাঙ্গালী যতিকুলের শিরোমণি হইয়া ভবিষ্য ইতিহাসের এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব অধ্যায় খুলিয়া রাখিয়া, পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। পৃথিবীর কবিগণ ও চিত্রকরগণ আপন আপন প্রতিভাবলে প্রেমের চিত্র অঙ্কন করিয়া, প্রেমকে সজীব করিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহাতে কত কৌশল কত ললিত পদের অবতারণা করিয়াছেন, কত কল্পনার রেখা টানিয়াছেন, মানবের ভাষা সে ভাববর্ণনে অসমর্থা হইয়া প্রেমবিকারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিমান্ সজীব প্রেম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কেবল বঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘোর বৈষম্যের মধ্যে একীভাব স্থাপন করিতে যত মহাত্মা প্রেমাবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই উত্তর বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণতনয়ের সাম্যবাদের মহত্ব কেহ স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। এই প্রেমাবতারকে কেন্দ্র ও অনন্ত ভাষাসাগরমন্থন করিয়া কাব্য-ইতিহাস আদি রচনা হইয়াছিল। সুলভ ছাপাখানা ও বটতলার কর্ম্মঠতা তাহার এক কণা মাত্রও সাধারণে প্রকাশ করিতে পারে নাই। লেখাপড়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্যবাদ সে গণ্ডী ভঙ্গ করিয়া, দর্শনকাব্যাদি শাস্ত্রা-লোচনায় সর্ব্বসাধারণকে সমানাধিকার প্রদান করিয়া ঘোর অজ্ঞান তিমিরান্ধকার হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়াছে। তাই আজ আমরা শুনিতেছি "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" সমাজ আজ সেই শিক্ষার আবেগে শূদ্রকেও ব্রাহ্মণোচিত সম্মানে পূজা করিয়া জ্ঞান ও গুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। যে দেশের অস্থিমজ্জায় বৈষম্যবাদ লব্ধবিজয় হইয়া আবহমানকাল রাজত্ব করিতেছে, সেই দেশে সময়ের স্রোত কালের অনন্তসাগরে মিশাইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমাজবিপ্লবের ঝটিকায় উত্থিত হইয়া

সকলই গ্রাস করিয়া ফেলে। বঙ্গদেশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষায় জাগরিত হইয়া আবার আপনার সুষুপ্তিতে ডুবিয়া গিয়াছে। দেবভক্তির নিশ্চয় অনিশ্চয় সন্দেহ অধিকার-লাভ করিয়া ধর্ম্মের মূল ছিন্ন করিয়াছে; সেই জন্য এই দেশ জড়ের মত অটল হিমাদ্রির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ জানেন আবার কখন এ সুষুপ্তি ভঙ্গ হইবে, আবার বাঙ্গালী জাগিবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পর, যে সকল মহাপুরুষগণ প্রেমভক্তির পতাকা উড়াইয়া সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তমঠাকুর ও শ্যামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবসমাজে নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীনিবাসাচার্য্য, মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আমরা বলি মহাপ্রভু যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই শতাব্দ পরে অঙ্কুরিত ও বহু শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া যে বিরাট্ বিটপীশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল, তাহারই ফল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তমঠাকুর। বঙ্গে এই সময়ে মুসলমানাধিকার ব্যাপ্ত হইয়া বিজাতীয় ধর্ম্মের বিজয়গৌরবে হিন্দুধর্ম্মকে ম্রিয়মাণ করিয়াছিল। বঙ্গের প্রসিদ্ধ ভক্তগণ এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধামে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পানে আপন আপন জীবনের মূলমন্ত্রসাধনে নিয়োজিত ছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সে সময়ের গৌড়ীয় সাধকগণ ব্রজধামে সকলের পূজ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানগুলি প্রকট করিয়া সাধকের প্রাণে অভিনব রসের সঞ্চার করিতেছিলেন। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত ব্রজধামে যাইয়া গৌড়বাসী তাৎকালিক মহাত্মগণের চরণতলে উপবেশন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজধাম সে সময়ে গৌড়ীয় ভাবে সমাচ্ছন্ন ও উদ্ভাসিত। গৌড়ীয় সাধকগণের যত্নে ও চেষ্টায় ব্রজের অস্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে।

শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিবাস ছিল গঙ্গানদীর তীরে "চাকন্দিগ্রামে।" তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী। মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া, মাতুলালয় জাজীগ্রামে। গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী পরে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "চৈতন্যদাস" নাম গ্রহণ করেন। ভক্তির প্রস্রবণ জনকজননীর নিকট হইতে শ্রীনিবাস শৈশবে যে প্রেমভক্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কালে তাহারই সম্যক্ অনুশীলনে সমগ্র মনোবৃত্তি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব অবতার সাজাইয়াছিল। শ্রীনিবাসের জ্ঞান ও ভক্তির গরিমায় মুগ্ধ হইয়া ব্রজধামের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ে বৈষ্ণব গ্রন্থাদি প্রচার করিবার জন্য গাড়ী ভরিয়া গ্রন্থরত্ন, একাদশজন অস্ত্রধারী ব্রজবাসীর রক্ষণাবেক্ষণে শ্যামানন্দ ও নরোত্তমঠাকুরকে সঙ্গে দিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যকে গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা যদিও এ গমনের তারিখ নিশ্চয় করিয়া বলিতে অসমর্থ, তবুও কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" পরিসমাপ্তির পর যে এই যাত্রা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি। (১৫১৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল)। চৈতন্যচরিতামৃতের শেষে এই প্রামাণিক শ্লোকটী পাওয়া যায়:—

"শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যে হৃসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ।"

এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তির পর উপরি লিখিত মহাত্মগণ গৌড়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ের বহু বৈষ্ণবগ্রন্থেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বনবিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের ইতিহাসও এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাজা বীর হাম্বির এই সকল ভক্তিগ্রন্থ, দস্যুতা করিয়া অপহরণ করিয়াছিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তমবিলাসে ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। সেই অতীতকালের ঘোরান্ধকার পথে এই সকল বৈষ্ণব-প্রভুদিগের পদচিহ্ন ক্ষণে ক্ষণে বিজলীর ন্যায় চমকাইয়া আমাদিগকে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই নরহরি চক্রবর্ত্তীর ইতিহাস দেখিয়া আমরা তাঁহাদের স্মৃতিতে শকশব্দ ব্যবহার করিবার অধিকার পাইয়াছি।

শ্যামানন্দ নাম প্রকৃত নহে। ইঁহার আসল নাম "দুঃখী"। যৌবনকালে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর, ইঁহার নাম ভক্তগণ "কৃষ্ণদাস" রাখেন। তার পর যখন তিনি ব্রজধামে যাইয়া শ্যামপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার "শ্যামানন্দ" উপাধি হইয়াছিল। হৃদয়-চৈতন্য ইঁহার দীক্ষা গুরু; পিতার নাম কৃষ্ণকমল মণ্ডল; বাড়ী দণ্ডেশ্বর। জাতিতে ইনি সদ্গোপ ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম "দুরিকা" বলিয়া জানা যায়। সেই তপোবনের সময় হইলে বোধ হয়, ইনি ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণেরা অতি সহজে এই সদ্গোপ তনয়কে ব্রাহ্মণোচিত পূজা না করিয়া আপনাদের স্বজাতিভুক্ত করিয়া লইতেন।

নরোত্তম ঠাকুর—ইনি খাঁটী আমাদের উত্তরবঙ্গের লোক। রাজসাহী গোপালপুর প্রদেশের রাজপুত্র। জাতিতে কায়স্থ, উপাধি দত্ত। গোপালপুর পদ্মা নদীতটে। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত। মাতার নাম নারায়ণী দাসী। রাজৈশ্বর্য্যে নির্ম্মম হইয়া রাজপুত্র নরোত্তম সংসারত্যাগ করেন। সেই আর্য্যপ্রতিভার মধ্যাহ্ন ভাস্কর-প্রভার সময় হইলে নরোত্তমও বিশ্বামিত্রের ন্যায়, রাজর্ষি উপাধি পাইয়া ব্রাহ্মণকুলে স্থান পাইতেন, সন্দেহ নাই। ঘোরতর বৈষম্যের সময় জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মন্ত্র শিষ্য হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই মহাপুরুষের বাল্যজীবন এইভাবে প্রকটিত করিয়াছেন,—

"মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসম॥
সর্ব্বপ্রকারেতে গৃহে হইলা প্রবীণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে মগ্ন রাত্রি দিন॥
প্রেমভক্তি মূর্ত্তি প্রভুর ইচ্ছাতে।
মহারাজ বিষয় নাভায় কভু চিতে॥
অল্পকালে এই চিন্তা করে রাত্রদিন।
কিরূপে ছাড়িব গৃহ হব উদাসীন॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতগণে।
করয়ে বিজ্ঞপ্তি অশ্রু ঝরে দুনয়নে ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গণসহ দেখা দিয়া।
প্রিয় নরোত্তমে স্থির কৈল দেখা দিয়া ॥
অকস্মাৎ গৌড়রাজ-মনুষ্য আইল।
গৌড়-রাজস্থানে পিতা-পিতৃব্য চলিল ॥
এই অবসরে রক্ষকের প্রতারিলা।
প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হইলা ॥
অতি সুচরিতা মাতা নারায়ণী।
পুত্রগত প্রাণ চেষ্টা কহিতে না জানি ॥
স্বচ্ছন্দে আছেন মাতা পুত্রের পালনে।
পুত্র যে ছাড়িব ঘর ইহা নাহি জানে ॥
হেথা নরোত্তম অতি সংগোপন হইয়া।
করিলেন যাত্রা প্রভু চরণ চিন্তিয়া ॥
কিবা নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর।
কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর ॥
ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা।
লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈলা ॥
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে ॥"

ইঁহার পিতার রাজধানী সে সময়ে খেতুর গ্রামে ছিল। নরোত্তমের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছুদিন পরে কৃষ্ণানন্দের পরকাল হয়। নরোত্তমের পিতৃব্য পুরুষোত্তমদত্তের পুত্র সন্তোষদত্ত রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। নরোত্তম ব্রজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই সন্তোষ দত্তের সাহায্যে ষড়্‌বিগ্রহ স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে সেই সময়ে খেতুরে যে "মহাবৈষ্ণব অধিবেশন" করাইয়াছিলেন তাহাই বৈষ্ণব ইতিহাসে "খেতুরি মহোৎসব" বলিয়া খ্যাত। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে ইহা একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। ইতিহাস এই প্রকার ঘটনা হইতে ঐতিহাসিক তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। আমাদের দেশের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলে এ ঘটনা উপেক্ষিত হইত না।

যে সময়ে রাজভোগে বীতস্পৃহ হইয়া কুমার নরোত্তম, খেতুর গ্রামের কৃষ্ণদাস নামে জিতেন্দ্রিয় এক ব্রাহ্মণের নিকট তৎকালের বৈষ্ণবসমাজের মহাপুরুষগণের প্রকটলীলা-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণে সংসারত্যাগী হন, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য অপ্রকট হইয়াছেন। গৌড়ে কেবলমাত্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের

মধ্যাহ্নভাস্করসম প্রেমভক্তিযোগ প্রজ্বলিত হইয়াছে। নরোত্তম তাঁহারই উদ্দেশে অন্ধকার স্থিত লতার ন্যায় প্রধাবিত হইয়াছিলেন। কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী "নরোত্তমবিলাসে" তাঁহার জন্মিবার বহুপূর্ব্বে রামকেলি গ্রামে চৈতন্যদেবের মুখ দিয়া, ভবিষ্য-জীবনের এই সূত্র রচনা করিয়াছেন,—

"গৌড়ে রামকেলি গ্রাম অপূর্ব্ব বসতি।
তথা রূপসনাতন গোস্বামীর স্থিতি ॥
মহারাজমন্ত্রী সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
সদা শাস্ত্রচর্চ্চা লৈয়া অধ্যাপকগণ ॥
মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ।
উৎকল মিথিলা গৌড় গুজরাট বঙ্গ ॥
কাশী কাশ্মীর আদি স্থিত মহাবিদ্যাস্থান।
যাঁহার সমাজে হয় সভার সম্মান ॥
সনাতন রূপ গৌড়রাজপ্রিয় অতি।
ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সব রীতি ॥
* * * * * *
সন্ন্যাস করিলা প্রভু নীলাচলে গিয়া।
বৃন্দাবন চলে প্রিয় ভক্তে প্রবোধিয়া ॥
প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়।
ঐছে রামকেলি আইলা গৌড় রায় ॥
* * * * * *
একদিন প্রভু নিজ প্রিয়গণ লৈয়া।
নাচে সংকীর্ত্তনে মহা প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥
নিরখিয়া শ্রীখেতরি গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দ ধারা বহে দুনয়নে ॥
"নরোত্তম" বলিয়া ডাকে বারে বারে।
ভক্ত বাৎসল্যেতে স্থির হইতে না পারে ॥"

সে সময়ের বৈষ্ণবভক্তগণের নাম করিলে সাধারণের অনায়াসে রূপ-সনাতন গোস্বামীর কথা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া আপন ভক্ত ও পার্শ্বচরগণসহ বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরূপসনাতনের নিমন্ত্রণে রামকেলি গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন। রামকেলি সে সময়ে নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্যাস্থান না হইলেও বিদ্বজ্জনসমাগমে ভারতে বিখ্যাত ছিল। এইজন্য রূপসনাতনের এত গৌরব। রূপ-সনাতন কর্ণাটাধিপতি বিপ্ররাজের বংশধর। এই বংশের পদ্মনাভ নৈহাটীতে

গঙ্গাতীরে আপন বাসস্থান স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র কুমারদেব বাখরগঞ্জ জেলায় বাকলা চন্দ্রদ্বীপে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। কুমারদেবের তিন পুত্র—সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী। ১৪৮৮ হইতে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সনাতন ও ১৪৮৯ হইতে ১৫৭৩ পর্য্যন্ত রূপগোস্বামী বাঁচিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অপ্রকটের তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই। চৈতন্যচরিতামৃত জনসমাজে প্রচারিত হইবার অনেক পরে তাহার তিরোধান হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই জীবগোস্বামীর আদেশ মত গ্রন্থ-রত্ন লইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম ও শ্যামানন্দসহ গৌড়ে রওনা হইয়াছিলেন, আমরা ইতি-পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। সনাতন ও রূপ শ্রীবৃন্দাবনেই তিরোহিত হইয়াছিলেন।

নরোত্তমঠাকুরের দীক্ষাগুরু লোকনাথ গোস্বামী। তাহার বংশপরিচয় নরোত্তমবিলাসে এইভাবে পাওয়া যায়:—

"যশোহরদেশেতে তালগড়ি নামে গ্রাম।
তথাতে প্রকট সর্ব্বমতে অনুপাম॥
মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।
কহিতে কি জানি সে দোঁহার যৈছে কীর্ত্তি॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বিদিত সংসারে।
প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে॥
পরম বৈষ্ণব অলৌকিক সর্ব্বকাজ।
সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ রাঢ়ীবিপ্ররাজ॥"

পিতামাতার চরণতলে উপবেশন করিয়া লোকনাথ শৈশবকালেই পরম বৈষ্ণবভাবে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন সংসারত্যাগ করিয়া এই বিশাল ভারতভূমির নগরে নগরে "প্রেম" বিলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, লোকনাথ তখন মহাপ্রভুর অন্বেষণে সংসার-ত্যাগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার আর দেখা হয় না। নানাস্থানে পরিভ্রমণের পর প্রয়াগধামে স্বপ্নাদেশে লোকনাথ জানিতে পারিলেন, তাঁহার জীবনের গতি অন্যপথে:—

"কতদিন পরে এক নৃপতিনন্দন।
হইব তোমার শিষ্য নাম নরোত্তম॥"

প্রয়াগ হইতে লোকনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া প্রেমভক্তি আরাধনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়াছিলেন। তিনি সংসারের বিষয়সুখ যশঃখ্যাতি আদি মলপ্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত লেখার জন্য লোকনাথ গোস্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন—

"গোস্বামী হইয়া হৃষ্ট তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
তাহে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা॥"

লোকনাথ সংসারের এককোণে জন্মিয়া কাননকুসুমের মত আপন সৌরভ অরণ্যে বিতরণ করিয়া উত্তরকালের অলক্ষ্যে নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভের প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু সময়ের পাষাণশীতলবক্ষে যে ভাবে তিনি লীন হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপনা হইতেই তাঁহার যশঃসৌরভ উত্তরকালের লোকের মনপ্রাণ আমোদিত করিয়াছে। মহাকাল তাহার পরমাণুও নষ্ট করিতে সক্ষম হন নাই।

বৈষ্ণবকবিগণ গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবগোস্বামীদের নিকট প্রেরণ করিতেন। গোস্বামী-প্রভুরা তাহা পাঠ করিয়া বৈষ্ণবসমাজের উপযোগী বোধ করিলে তবে তাহা সমাজে প্রচারিত হইত। যে সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃত লেখেন, সে সময়ে বৈষ্ণব-সমাজে গোবিন্দ কর্ম্মকারের "করচা", ত্রিলোচন দাসের ও জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল", বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যভাগবত" প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহার একখানি গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্লীলা মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছিল না বলিয়া গোস্বামীগণ কবিরাজকে চৈতন্যলীলা লিখিতে অনুরোধ করেন। কবিরাজ সে সময়ে একজন প্রতিভাশালী কবি ও পরমবৈষ্ণব বলিয়া সমাজে পূজিত। কবিরাজের বয়স তখন অত্যধিক হইয়াছে। তিনি জীবনমরণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া হরিনামামৃত পান করিতে করিতে পাচে মিশিবার সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ বয়সে কাব্যগ্রন্থ লেখা সহজ ব্যাপার নহে; কিন্তু সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কলম ধরিতে হইয়াছিল। সেই অমৃতময়ী লেখনী যে ফল প্রসব করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অমৃত সংজ্ঞা পাইবার উপযুক্ত। কবিরাজ বৈষ্ণবসমাজের, বৈষ্ণবসাহিত্যের ও চৈতন্যলীলার যে চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা রাফেলের চিত্র হইতেও উৎকৃষ্ট। প্রতিভা, (Loftiness of thought), কল্পনার উচ্চাশা ও সৌন্দর্য্য (Beauty) ইহার চেয়ে আরও উচ্চে উঠিতে পারে কি না আমরা জানি না। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী এই বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালীকবির কাব্যরস আস্বাদন আজও সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নবম বৎসর দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া কবিরাজ গ্রন্থ সমাপনান্তে গোস্বামীগণের হস্তে সমর্পণ করেন। গোস্বামীকুলের অনুমোদিত হইলে তাহা অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর সহিত প্রচারার্থে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল। পথে বনবিষ্ণুপুরে দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ার সংবাদে কবিরাজ ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং সেই আঘাতেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। চরিতামৃতের ভাবী যশোপ্রভার কণামাত্রও কবিরাজ জানিয়া যাইতে পারেন নাই। কবিরাজ আপন গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের নাম উল্লেখ করিয়া আপন কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। চরিতামৃতের মোট শ্লোকসংখ্যা ১২০৫১। আদিখণ্ডে ১০ পরিচ্ছেদে ২৫০০, মধ্যখণ্ডে ২৫ পরিচ্ছেদে ৬০৫১ ও অন্ত্যখণ্ডে ২০ পরিচ্ছেদে ৩৫০০। এই পুস্তকে ৬০ খানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরাজগোস্বামী বৈদ্যবংশসম্ভূত। বর্দ্ধমানজেলার ঝামটপুর গ্রামে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ভগীরথ কবিরাজ, মাতার নাম সুনন্দা, শৈশবে মাতাপিতার

অভাব হইলে সংসারবিরাগী হইয়া ব্রজধামে গমন করেন এবং সেইখানেই সমাধি প্রাপ্ত হন।

গোবিন্দদাস চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন বিশ্বস্ত ভক্ত ও পার্শ্বচর ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পত্তে পয়ার ছন্দে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া চৈতন্যদেবের জীবনের "Autobiography" রাখিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্য মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের যে ভৌগোলিক বিবরণ দিয়াছেন, তাহা চৈনিক-ভ্রমণকারীদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতেও উজ্জ্বল। খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দের দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের আচারব্যবহার ও ধর্ম্মবিশ্বাসাদি যে ভাবে তিনি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের অতি আদরের সামগ্রী হইয়াছে। দুঃখের বিষয় করচায় মাত্র দুই বৎসরের ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন; সুতরাং এই ভ্রমণব্যাপার এক বৎসর আট মাস ২৬ ছাব্বিশ দিনে শেষ হইয়াছিল। মুরারিগুপ্ত সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ স্বাধীনভাবে তাঁহার করচাখানি লিখিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পিতার নাম শ্যামদাস কর্ম্মকার। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে আপন বাসস্থান কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম (বর্দ্ধমান জেলায়) হইতে আপন স্ত্রীর নিকট "মূর্খ" "নির্গুণ" আদি বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া মনের খেদে বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিশিয়া যান।

গোবিন্দদাসের পর জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল নাম দিয়া মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল একখানি খাঁটী ঐতিহাসিক স্বর্ণ। জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন এই বংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ। জয়ানন্দের বাল্যনাম ছিল "গুইয়া"। মহাপ্রভু পুরী হইতে বর্দ্ধমান যাইবার কালে সুবুদ্ধির বাটীতে শুভাগমন করেন এবং সেই সময় সুবুদ্ধির পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন "জয়ানন্দ"। জয়ানন্দের মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দ নবদ্বীপে মুসলমানদৌরাত্ম্যের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা আর কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাস যে জাতিতে কর্ম্মকার ছিলেন, তাহা আমরা জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতেও জানিতে পারিতেছি। নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। জয়ানন্দ প্রাচীন কবিগণের একটী তালিকা তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে দিয়া সুদূর অতীতের ঘোর অন্ধকার তটে আমাদিগকে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইয়াছেন :—

"শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়।
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্যচরিত আগে করিল প্রচার॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দ পুরী গোসাঞি মহাশয়ে।
সংক্ষেপে করিল তেঁহি গোবিন্দবিজয়ে॥
আত্তখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
বৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তেঁহি পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্যমঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাগুরসে।
জয়ানন্দ সঙ্গীতমঙ্গল গায় শেষে॥"

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত রচনার পর, জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। বটতলার ছাপাখানার মুখ এই সকল গ্রন্থরাশি দেখিতে পায় নাই; কালের প্রভাবে অগ্নি ও কেতাব-কীটের মুখে হজম পাইয়াছে।

বৃন্দাবন দাস—ইনি বৈষ্ণবসমাজে বেদব্যাস নামে অভিহিত। ইনি চৈতন্যভাগবত লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মাতার নাম নারায়ণী। বিধবার সন্তান। স্বরচিত ভাগবতে বৃন্দাবন আপন জন্মবৃত্তান্ত এইভাবে প্রকটিত করিয়াছেন:—

"আপন গলার মালা দিল সভাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বুল আজ্ঞা হইল সভারে॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈঞা।
কোটী চন্দ্র শারদমুখের দ্রব্য পাঞা॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥

পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব করে তারে আশীর্ব্বাদ ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি তুমি ॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণবলি কাঁদে অতি বালিকাস্বভাব ॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি ;
চৈতন্যের অবশেষ পাত্রী নারায়ণী ॥" (চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড)

নিত্যানন্দের বরে মহাপ্রভুর চর্ব্বিতপানের অবশিষ্টাংশ খাইয়া বিধবা "নারায়ণী" গর্ভবতী হইয়া যে পুত্র প্রসব করেন, সেই পুত্রই বৃন্দাবনদাস নামে খ্যাত। বৃন্দাবন দাস ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর তিনি চৈতন্যভাগবত লিখিতে আরম্ভ করেন। আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাধান করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস খেতুর-মহাবৈষ্ণব-অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যাসতুল্য পূজাও পাইয়াছিলেন। এই ভাগবতে অন্তর্লীলা পরিস্ফুট-রূপে বর্ণনা না থাকায়, ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের আদেশে, কবিরাজ কৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়া সে অভাব পূরণ করিয়াছেন।

আমরা শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তমকে গৌড় অভিমুখে আসিতে পথে বন-বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে গ্রন্থরত্ন হারাইতে দেখিয়াছি। সেই ঘটনার পর শ্যামানন্দকে, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তমকে স্বদেশে পৌঁছাইতে নিয়োজিত করিয়া, গ্রন্থ অন্বেষণে বাহির হইলেন। সকলকে বলিলেন, গ্রন্থ পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে তিনি আর ফিরিবেন না। এদিকে বীর-হাম্বিরের দস্যুগণ গ্রন্থরত্নের ভারগুলি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করায় :—

* * * *

"সম্পুট দর্শনে রাজা হইলা অস্থির ॥
বারবার প্রণময়ে ভূমেতে পড়িয়া।
রাজাএ বুঝিতে নারে যে করয়ে হিয়া ॥
রাজা কহে এ কি হৈল আমার অন্তরে।
না জানি কি রত্ন আছে সম্পুট ভিতরে ॥
ঐছে কত কহে রাজা নেত্রে বহে জল।
ভক্তি দেবী দেখাইলা নানা সুমঙ্গল ॥"

পরদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজা হাম্বিরের রাজসভায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে

সময় শ্রীনিবাসাচার্য্য শোকে বিহ্বল, জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, বজ্রাহত তরুর ন্যায় তিনি নিস্পন্দ। সেই সভায় ব্যাসাচার্য্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। সেই দেবকান্তি ভক্তি-বীরের তেজঃপূর্ণ বাহ্য আকারাদি দেখিয়া বীর হাম্বির ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। সেই রাজসভাতলে সহসা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিল, সকলেই অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আগন্তুকের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। কিন্তু অসহ্য দুঃখভারে কাতর শ্রীনিবাস কোনও উত্তর করিলেন না; তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া কেবল মাত্র বলিলেন, "ভাগবত পাঠশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।" পরম ভাগবত সেই দুঃখের সময়েও ভক্তিতে স্তম্ভিত হইয়া ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। আগ্নেয় পর্ব্বতের বক্ষে যেমন অলক্ষ্যে বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, আচার্য্যের হৃদয়েও তখন তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভক্তির স্রোত উছলিয়া উঠিতেছিল। সেই মহাসঙ্কট মুহূর্ত্তেও ভক্তিস্রোতে আত্ম-সহিষ্ণুতা-বলে, না ভাসিয়া অচলবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার আগমনে স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। শোকাকুল স্বরে, ভক্তিমাখা কণ্ঠের আবেগে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে সমুদয় বর্ণ-স্থল হইতে সমান ভাবে উচ্চারিত হইয়া, শ্রীনিবাসের মুখে মূল ও ব্যাখ্যা যে ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া বীর হাম্বির ও ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ দাস্য ভাবে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। প্রেমাশ্রু-জলে সভাস্থল ভাসিয়া গেল। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে সমগ্র বন-বিষ্ণুপুর ভাসিয়া যাইয়া স্বর্গের শোভা-সম্পদ্ ধারণ করিল।

পরে—

> শ্রীনিবাসাচার্য্য বনবিষ্ণুপুরে।
> করিলেন অনুগ্রহ শ্রীবীর-হাম্বিরে ॥
> গ্রন্থরত্ন দিয়া রাজা লইলা স্মরণ।
> গোষ্ঠী সহ হৈলা মহাভক্তিপরায়ণ ॥

এইরূপে লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া নরোত্তমের আবাস ভূমি খেতুরে ও বৃন্দাবনে, আচার্য্য ঠাকুর সংবাদ প্রেরণ করিলেন; এইরূপে ব্রজের গোস্বামী প্রভুদের ভক্তি গ্রন্থাদি গৌড়ে পুনঃ প্রকাশের জন্য উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইল।

কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার নরোত্তমবিলাসে ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই বৈষ্ণব মহাধিবেশনের বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমাদের প্রধান অবলম্বন তাঁহার "নরোত্তম বিলাস", কেননা নরোত্তমই এই মহাধিবেশনের নায়ক। ভক্তিরত্নাকর যথার্থই ভক্তি-রত্নাকর। নরহরি মহাভারতের পর্ব্বাধ্যায়ের অনুকরণে সংক্ষেপে গ্রন্থের পর্ব্বগুলির সূচী লিখিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ স্বরূপ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। আমরা এখন পর্য্যন্ত সেই মহাধিবেশনের উপক্রমণিকা শেষ করিতে পারি নাই। সেই মহাধি-বেশনের বৈষ্ণব মহাত্মগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে সময়ে কুলায় না; অথচ উল্লেখ না থাকিলে সে বিশাল জনতা ভেদ করিয়া আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাঁহাদিগকে

পরিচিত করিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই তাঁহাদের কথা প্রসঙ্গ দুই এক কথায় আমরা প্রকাশ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেছি; কিন্তু রেখাও টানিতে পারি নাই।

আমাদের এই চরিতাখ্যান লেখার প্রধান অবলম্বন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি নরহরি চক্রবর্ত্তী। ইহার অপর নাম ঘনশ্যাম। স্বরচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ভক্তকবি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন:—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুইনাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রদিন॥
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই।
বেদে গায় তুয়া কৃপা বিনা গতি নাই॥"

খোড়াকুলির মহোৎসবে, প্রেমোন্মত্ত সাধকভক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, নরহরি ব্রজধামে গমন করেন। ব্রজবাসকালে তিনি "ব্রজ-পরিক্রমা" গ্রন্থ লিখিয়া আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর নরহরির সর্ব্বস্ব ও বৈষ্ণবসমাজের ঐতিহাসিক-তত্ত্বগ্রন্থ। সেই গ্রন্থের সূচী পাঠ করিলেই সংক্ষেপে সব জানিতে পারা যায়;—

"পঞ্চদশ তরঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নাকরে।
যে তরঙ্গে যে বিলাস কহি অল্পাক্ষরে॥
প্রথম তরঙ্গে কৈনু মঙ্গলাচরণ।
শ্রীজীবগোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ কথন॥
গোস্বামীগণের যত গ্রন্থনাম তার।
শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম ব্যবহার॥
দ্বিতীয় তরঙ্গে বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস।
নীলাচলে গেলা পূর্ণ হৈল অভিলাষ॥
শ্রীনিবাস জন্ম পিতাপুত্রে বহুকথা।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ প্রকট হৈল যথা॥
তৃতীয় তরঙ্গে ক্ষেত্রে আচার্য্য চলিলা।
শ্রীচৈতন্যের সঙ্গোপন শুনি দগ্ধ হৈলা॥

নীলাচলে গেলা স্বপ্নে প্রভুর আদেশে।
প্রভুগণ কৃপা কৈল আইলা গৌড়দেশে॥
চতুর্থ তরঙ্গে গৌড়ে আচার্য্য ভ্রময়।
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কষ্ট হৈল অতিশয়॥
প্রভুপরিকর মহা অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবন-গমনাদি ইহাতে বর্ণিল॥
পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস নরোত্তম।
শ্রীরাঘব সঙ্গে কৈল ব্রজেতে গমন॥
গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-বিহার।
মধ্যে মধ্যে হৈল নানা প্রসঙ্গ প্রচার॥
ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দ ব্রজে গেলা।
মদনগোপাল গোবিন্দের প্রিয় আইলা॥
শ্রীনিবাস লয়ে গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
বিদায় হইয়া গৌড়ে করিলা গমন॥
সপ্তম তরঙ্গে গ্রন্থ চুরি বিষ্ণুপুরে।
আচার্য্যানুগ্রহ রাজা শ্রীবীর হাম্বিরে॥
শ্রীশ্যামানন্দের হৈল উৎকলে গমন।
বিবিধ প্রসঙ্গ ইথে কর্ণরসায়ন॥
অষ্টম তরঙ্গে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীগৌড় ভ্রমিয়া ক্ষেত্র করিলা বিজয়॥
ক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্রীআচার্য্যে মিলিল।
শ্রীআচার্য্য রামচন্দ্রাদিক শিষ্য কৈল॥
একাদশ তরঙ্গে শ্রীখেতরী গ্রামেতে।
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী আইলা ব্রজ হৈতে॥
ঈশ্বরী গমন হৈল একচক্র দিয়া।
শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাইলেন খড়দহ গিয়া॥
দ্বাদশ তরঙ্গে আচার্য্যাদি তিন জন।
শ্রীঈশান সঙ্গে কৈলা নদীয়া ভ্রমণ॥
হৈল নানা প্রসঙ্গ পরমানন্দ যাতে।
প্রভু নিত্যানন্দে বিবাহ আদি ইথে॥
ত্রয়োদশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর।
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল কৌতুক প্রচুর॥

প্রভু বীরচন্দ্র করি বিবাহ উল্লাসে।
গণসহ ব্রজে গিয়া আইলা গৌড়দেশে॥
চতুর্দ্দশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য্যগণ সনে।
কৈলা মহামহোৎসব বোরাকুলী গ্রামে॥
সঙ্কীর্ত্তনে হইলা নিমগ্ন নিরন্তর।
ইথে আর বিবিধ প্রসঙ্গ মনোহর॥
পঞ্চদশ তরঙ্গে প্রকাশ মহানন্দ।
গণসহ উৎকলে বিলাস মহানন্দ॥
মহা মহা পাষণ্ডিরে কৈলা ভক্তিদান।
এ সব প্রসঙ্গ আস্বাদয় ভাগ্যবান্॥
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ পরম সুসরস।
আস্বাদহ নিরন্তর না কর অলস॥"

এই বিরাট ইতিহাস পড়িতে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন "এ সব প্রসঙ্গ আস্বাদয় ভাগ্যবান্'। আমরা ভাগ্যবান্ নহি বলিয়াই শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারি নাই।

কবি, শ্রীনিবাসাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। সে সময় যে সমস্ত ঘটনা বৈষ্ণবসমাজে ঘটিয়াছে, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, অথবা সেই সমস্ত ঘটনা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আলাপাদি করিয়া, বৃত্তান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক এই ইতিহাস লিখিয়াছেন। সুতরাং ঐতিহাসিক-তত্ত্ব যাহা কবি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। তবে তিনি অন্ধভক্তির আবরণে অনেক দোষও গুণের তুলিকায় অঙ্কিত করিতে যাইয়া, একদেশদর্শীর মত লিখিয়াছেন। নরহরি নবদ্বীপের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা হোয়েৎথ-সঙ্গের কুশীনগরের বর্ণনা হইতেও শ্রেষ্ঠ। আমরা তাহা পাঠ করিয়া ষোড়শ শতাব্দে নবদ্বীপের একখানি উজ্জ্বল মানচিত্র অঙ্কিত করিতে পারি।

নরোত্তমদত্ত শ্যামানন্দ সহ খেতুর গ্রামে নিজ পিতৃরাজধানীতে উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতৃব্যকুমার সন্তোষদত্ত তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন অবস্থিতির পর প্রচারকার্য্যে, শ্যামানন্দ উৎকলে গমন করিলে পর, নরোত্তম বুদ্ধদেবের ন্যায় আপন পিতৃকুলের সকলকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, সেই সময়ের প্রধান প্রধান বৈষ্ণবস্থান পরিভ্রমণের পর আপন ভক্তিজীবনের উদাহরণে সকলকে মুগ্ধ করিয়া খেতুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ব্রজের গোস্বামিগণের সহিত তাঁহার স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে কি মন্ত্রণা হইয়াছিল, অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে গৌড়ে তাঁহারা প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারি নাই। কেবল জানিতে পারিয়াছি, আদর্শ মহাপুরুষ শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে তাঁহার সঙ্গে

আসিয়াছিলেন। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি এই প্রচারকার্য্যের সাহায্যার্থে ব্রজের গোস্বামিগণ, তাঁহাদের সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থরত্ন, সাধারণ্যে প্রচারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে আমাদের মনে কেবল একমাত্র এই অনুমান আইসে যে, সে সময়ের বৈষ্ণবসমাজ বঙ্গের কতকগুলি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; বৈষ্ণবধর্ম্মের কেহ পৃষ্ঠপোষক ছিল না। মুসলমান-নৃপতিরা বৈষ্ণবকুলের প্রতি অত্যাচার করিতেন। বৈষ্ণবগণ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেশের নানাস্থানে পড়িয়াছিল। ইহাদের সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, গৌড়ে এই ত্রিদেবমূর্ত্তির মহাভিযান, সেই পবিত্র ব্রজধাম হইতে হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই বিধাতা বোধ হয় দস্যুদ্বারা গ্রন্থরাজি চুরি করাইয়াছিলেন। গ্রন্থাপহরণ-ব্যাপার সংঘটিত না হইলে বনবিষ্ণুপুরে চৈতন্যধর্ম্ম প্রচারিত হইত কিনা সন্দেহ; বীর হাম্বির বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচারকার্য্যের সহায় হইতেন কিনা সন্দেহ। বীর হাম্বিরের দীক্ষার পর, শ্রীনিবাসাচার্য্য পুনরায় ব্রজধামে গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাকার গোস্বামীপ্রভুগণ তাঁহাকে সেখানে আর বেশী দিন অপেক্ষা করিতে দেন নাই। পুনরায় আরও কতকগুলি গ্রন্থসহ চারিজন ব্রজবাসী সঙ্গে দিয়া, তাঁহাকে গৌড়ে প্রেরণ করেন। এবার শ্রীনিবাসাচার্য্য বঙ্গের যে যে স্থানে প্রধান প্রধান বৈষ্ণব আছে, সেই সেই স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, খেতুরে রাজা সন্তোষদত্তের রাজধানীতে উপস্থিত হন। ইহার কিছুদিন পরে শ্যামানন্দ উৎকলে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া, সেখানে অনেকগুলি উপযুক্ত শিষ্যকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করার পর নরোত্তমের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ত্রিমহাধর্ম্মশক্তি একত্র মন্ত্রণা করিয়া, "খেতুরীতে" ষড়্‌বিগ্রহ-স্থাপন উপলক্ষে বৈষ্ণব মহাধিবেশন-কার্য্যে প্রণোদিত হন। এই বিরাট্ ব্যাপারে শ্রদ্ধা ও ভক্তিমুগ্ধ রাজা সন্তোষ দত্তের আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। তিনি ভক্তিগদগদচিত্তে নিখিল বৈষ্ণবগণের সমাবেশ দেখিবার জন্য সমুৎসুক, এবং নরোত্তমের উক্ত ষড়্‌বিগ্রহ স্থাপনের শুভ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভারসংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিলেন। রাজাজ্ঞায় অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাটাধিবেশনের যাবতীয় দ্রব্য একত্র হইল। রাজাও তৎসমুদয় শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তমকে দেখাইলেন; তাঁহারাও সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ হইয়াছে জানিতে পারিয়া মহাধিবেশনের দিন স্থির করিতে ব্যস্ত হইলেন।

এই দিন স্থির হইবার পূর্ব্বে এক অদ্ভুত অচিন্ত্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। নরোত্তম গৌড়ের যাবতীয় বৈষ্ণব-পীঠস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, আপন আবাসে ফিরিয়া আসিয়া, কেমনে "সেবা" সৃজন করিবেন, কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। একদিন নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিলেন :—

"ওহে নরোত্তম তুয়া পথ নিরখিয়া।
পূর্ব্বেই আছি যে ধাতু বিগ্রহ হইয়া॥

তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ প্রধান।
সকলেই জানে তারে অতি অর্থবান্॥
তার ঘরে ধান্যাদির গোলা বহু হয়।
তাহা কেহ যাইতে নারে মহা সর্পভয়॥
তার মধ্যে বৃহৎ গোলায় আছি আমি।
মোচন করিয়া দ্বার শীঘ্র আন তুমি॥
পুনঃ পুনঃ আর বিগ্রহ নির্ম্মাণ কথা কৈয়া।
হৈলা অদর্শন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥"

বলা বাহুল্য, এই নির্দ্দেশানুযায়ী নরোত্তমঠাকুর খেতুরীর অতি সন্নিকটে এক গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে বহুলোক তামাসা দেখিবার জন্য গিয়াছিল। সেই গৃহস্থ, মহাজনসঙ্ঘ তাহার বাড়ীতে সহসা উপস্থিত দেখিয়া মহাভীত হইল। কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিল, তাহার ধান্যের গোলার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি আছে; তাহাই উদ্ধার নিমিত্ত রাজ্যেশ্বর তাহার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন। করপুটে গৃহস্থ নৃপসন্নিধানে জানাইল, গোলা সর্পে পরিপূর্ণ, সর্পভয়ে কেহ তাহার নিকটেও যাইতে পারে না; কতশত ওঝা ও মালবৈদ্য সে আনাইয়াছিল কিন্তু কেহই এ সর্পভয় দূর করিতে পারে নাই। নরোত্তম কাহারও কথা শুনিলেন না; তাড়াতাড়ি সেই গোলার দ্বার মোচন করিলেন। সর্পগণ তাঁহার আগমনে কোথায় লুকাইল কেহ দেখিতে পাইল না। দ্বারমোচনমাত্র সর্ব্বসাধারণের নয়নপটে প্রতিফলিত হইল :—

"প্রেমাবেশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে।
দেখে নবদ্বীপচন্দ্র প্রিয়ার সহিতে॥
ঝলমল করে অঙ্গ ভূষিত ভূষণে।
উপমার স্থান না দেখয়ে কোন খানে॥
হস্ত প্রসারিয়া কোলে লৈতে হেন কালে।
চমকি বিদ্যুৎ প্রায় সামাইলা কোলে॥
দেখি সর্ব্বলোকের হইল চমৎকার।
জয় জয় ধ্বনি করে নেত্রে অশ্রুধার॥"

এইখানে গৌরাঙ্গের অবতারবাদের বৈষ্ণবসমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা পাইতে পারেন, ত্রেতার অবতার শ্রীকৃষ্ণ পূজা পাইতে পারেন, কলির ষোড়শ শতাব্দির অবতার পূজা পাইবেন না কেন? গৌরাঙ্গের "অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত" সন্তান, বৈষ্ণব বেদব্যাস, বৃন্দাবনদাস লেখনীর প্রভাবে অবতারবাদ স্থাপন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাই গৌড়ীয় গোস্বামিদের মন্ত্রণায়, শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রতিভায়, খেতুরীতে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম দাস দুইজনে একত্র হইয়া উৎসবের ও মহাধিবেশনের দিন স্থির করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নরোত্তম বলিলেনঃ—

"ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উৎসব কৈলু মনে।
আচার্য্য কহিলেন সেই দিন স্থির হৈল।"

দিন স্থির হইবার পর, নিমন্ত্রণ পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী, কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ পাঠান হইল, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই; কেবলমাত্র বলিয়াছেনঃ—

"শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভক্তালয় যথা যথা।
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইল তথা তথা॥
উৎকলে মনুষ্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা।
শ্যামানন্দে এ সকল বৃত্তান্ত লিখিলা॥
সর্ব্বত্র লিখন পাঠাইয়া হর্ষ মনে।
না জানি কি মহাশয় কহিলা নির্জ্জনে॥"

এইরূপে নিমন্ত্রণকার্য্য শেষ হইলে, দেশে বিদেশে খেতুরীতে মহোৎসবের কথা রাষ্ট্র হইল। দেশের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। লোকমুখে কবি নরহরি, উত্তরবঙ্গের সমাজ ও লৌকিক ধর্ম্মের অবস্থা এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন:—

"এদেশের লোক দস্যু কর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম বা কেমন॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়া।
খড়্গা-করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায়॥
সভে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচাররহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয় কদাচিত॥
ওহে ভাই কৈল ইথে সুদৃঢ় বিচার।
নরোত্তম করিব এ সবার উদ্ধার॥

*   *   *

লইয়া বিবিধ দ্রব্য মহা কুতুহলে।
শ্রীখেতরি গ্রামে শীঘ্র আইসে সকলে॥"

উদ্ধৃতাংশের সমালোচনার কোনও প্রয়োজন করে না। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ

চিরকালই আছে। উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম চৈতন্যের সময় স্থান পায় না। নরোত্তমঠাকুর সর্ব্বপ্রথম "খেতুরি" গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোথায়ও বৈষ্ণব-মহাধিবেশন হয় নাই। আত্মত্যাগী জীবচিতব্রত বিশ্বপ্রেমিক বৈষ্ণবগণ আপনাদের জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারায় ভারতের উন্নতির যে মহাধ্বজা খেতুরিতে উথিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অবতারবাদের বাহুল্যতায়, বিষয় সুখসলিলে, ভজন সাধন ভাসাইয়া দেওয়ায়, অচিরাৎ ভূমিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশের লোক সাধারণের মধ্যে এই ধর্ম্মোন্মত্ততায়, যে লেখাপড়ার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে বাঙ্গালীজাতির উন্নতিতে, আজ বিংশ শতাব্দির ভারতবাসী স্তম্ভিত। যে ধর্ম্মজ্ঞান সাধারণ লোকের বাঙ্মানসোগোচর হইয়া ইতর শ্রেণীর লোকের মধ্যে অন্ধভক্তির জটিল আবরণে আবদ্ধ ছিল, তাহাই এই বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের কৃপায় লোকশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেয়,—সেই শিক্ষার ফল, কলিযুগের নবগায়ত্রী, শাক্ত বৈষ্ণব আপন আপন বিদ্বেষ ভুলিয়া, অনন্তপথগামীর শিয়রে বসিয়া, অনন্ত উদ্দেশ্যে দেহ মন প্রাণ উধাও করিয়া গাইয়া থাকে। সেই নামই বাঙ্গালীর একমাত্র সম্বল সেই নাম ভিন্ন কলিকালে আর গতি নাই। যে নামে ব্রাহ্মণ শূদ্র চণ্ডাল একেবারে ভেদাভেদ ভুলিয়া একত্রে মিশিয়া যায়, সেই নাম সমগ্র বঙ্গভূমিকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার একমাত্র বীজমন্ত্রস্বরূপ, অষ্টবিধ সিদ্ধির একমাত্র অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের শ্রীমুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল—বাঙ্গালী সে নাম ভুলিয়া আবার বৈষম্য শৃঙ্খলের মধ্যে স্ব স্ব অধিকারচ্যুত হইয়াছে।

যে সময়ে এই মহা অধিবেশনের প্রস্তাব হয়, সে সময়ে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসমাজ বহুবিস্তৃত হয় নাই। খড়দহ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কণ্টকনগর, একচক্রা, আকাইহাট গ্রামে বৈষ্ণবের "পাট" ছিল। শ্যামানন্দ উৎকলে যাইয়া উৎকলের বৈষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে উৎকলের অনেক বৈষ্ণব আসিয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগরেও ছোটখাট একটী বৈষ্ণবসমাজ ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য খেতুরি আইসার সময় এই গ্রামে আসিয়া দুই দিন অবস্থিতির পর ;—

> "দ্বিজ হরিদাস প্রভু পার্ষদ প্রধান।
> শ্রীদাস গোকুলানন্দ দুই পুত্র তান্।
> দুই ভাই শিষ্য হৈল পিতার নিদেশে।
> পরম পণ্ডিত মত্ত সঙ্কীর্ত্তন রসে॥"

নূতন শিষ্য করিয়া "ভুধরে" যান। ভুধরের কোনও বৈষ্ণবের নাম আমরা পাই নাই। এই তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই সময়ে বৈষ্ণবসমাজ প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—অদ্বৈত সম্প্রদায় ও নিত্যানন্দ সম্প্রদায়। অদ্বৈত সম্প্রদায় আবার দুইভাগে বিভক্ত—সীতাঠাকুরাণীর একদল, ও অদ্বৈতাচার্য্যের দ্বিতীয়পক্ষের সন্তান অচ্যুতানন্দের একদল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর হইতে বৈষ্ণবসমাজে সাম্প্রদায়িকভাব প্রবেশ

করিয়াছিল। বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া আপন আপন দীক্ষাগুরুর পদানুসরণ করিতেছিল। এই সকল বিদ্বেষভাবাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণবদলকে একত্র করা ব্যাপার, বড় সোজা ছিল না। এইজন্য নরোত্তমঠাকুর উল্লিখিত গ্রামে গ্রামে যাইয়া তাঁহাদের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে জাহ্নবীঠাকুরাণীর প্রভাব বৈষ্ণবসমাজে অদ্বিতীয় ছিল। সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। জাহ্নবীঠাকুরাণী খেতুরী যাইবার জন্য যাত্রা করিলে কবি দৈববাণী দ্বারা নিম্নলিখিত উৎসব বিবরণ প্রচার করিলেন :—

"পরম গভীর নাদে কহে বার বার।
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রিয় যে আমার॥
নিজগণ সহ ভক্তি দানেতে প্রবীণ।
নিরন্তর আমি যে দোঁহার প্রেমাধীন॥
খেতরি গ্রামেতে গণসহ সঙ্কীর্ত্তনে।
করিব নর্ত্তন দেখিবে সর্ব্বজনে॥
মোর প্রেম প্রভাবে মাতিবে সর্ব্বলোক।
না রহিবে কাহার কোনই দুঃখ শোক॥
সর্ব্ব সিদ্ধি হৈবে তথা তোমার গমনে।
সভে চাহি আছয়ে তোমার পথ পানে॥
খেতরি হইতে তুমি যাবে বৃন্দাবন।
তথা হইতে আসি বিতরিবে ভক্তি ধন॥"

অতীত কালের মহা মহা বৈষ্ণবগণ, খেতুরির মহোৎসবে গণসহ বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের সহিত মিশিয়া সংকীর্ত্তন করিবেন; জাহ্নবীঠাকুরাণী খেতুরি হইতে বৃন্দবনে যাইবেন—এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হইলে, দলে দলে বৈষ্ণবগণ তাঁহার সহিত মিলিতে লাগিল। তিনি শান্তিপুর, নবদ্বীপ, অম্বিকা, আকাইহাট, কণ্টকনগরাদি হইয়া, নিখিল বৈষ্ণবগণসহ খেতুরিতে প্রবেশ করেন। প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ কতক পথ দোলায়, কতক পথ নৌকায় আসিয়াছিলেন। পদ্মানদীর এক পারে "বুধরি" গ্রাম, অপর পারে "খেতুরি" গ্রাম। পদ্মা পার হইতে একদিবস কাল সময় লাগিয়াছিল। বুধরি হইতে পদ্মা পার হইয়া সকলে খেতুরে আসিয়াছিলেন। তখনকার লোকের দৈববাণীর উপর অটল বিশ্বাস ছিল। বলিতে গেলে খেতুরির মহোৎসবে এই মহামহিমান্বিতা রমণীরই ঐশ্বর্য্যের পরিচয়; তিনি যেখানে যেখানে যাইয়া বৈষ্ণবগণকে তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেখানকার লোক বিনাপত্তিতে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। ভারত ইতিহাসে প্রেমভক্তিতে রমণীর, সমাজের উপর আধিপত্যের কথা কমই পড়িয়াছি। কৃপাণ করে অশ্বপৃষ্ঠে ভারত ললনাকে বিপক্ষের সম্মুখে সৈন্য পরিচালন করিয়া বিজয়শ্রী লাভ করিতে দেখিয়াছি, আপনার পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে জ্বলন্ত

পাবকে ঝাঁপ দিতে দেখিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের তর্কযুদ্ধের মধ্যস্থ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রেমের বন্যায় সমগ্র সমাজকে ভাসাইয়া, জননীর স্নেহে তাহার উপর প্রেমভক্তির রত্নসিংহাসন পাতিয়া, লোকশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিতে আমরা দেখি নাই। এই কার্য্যে হিন্দুললনা বরণীয়া, এই জন্যই আজও হিন্দুসমাজ শত সহস্র বিপ্লবের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও অটল-অচল হিমাদ্রির ন্যায় আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সেকালে তীর্থাদি দর্শন একটী দুরূহ ব্যাপার ছিল। একাকী কাহারও তীর্থাদি দর্শন-কার্য্য সমাধা করিবার ক্ষমতা ছিল না। একে দুর্গম দীর্ঘপথ, তাহাতে দস্যু আদির ভয়, একাকী কেহই এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইত না। সকলেই সুযোগপ্রয়াসী হইয়া থাকিত। দেশের গণ্যমান্য লোক তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলে অনেকেই তাঁহাদের সঙ্গ লইত। এই শুভমুহূর্ত্তে জাহ্নবীঠাকুরাণী প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন যে, খেতুরির উৎসবান্তে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন; যাহার ইচ্ছা সে তাঁহার সহিত তীর্থদর্শনে যাইতে পারে। পরমাহ্লাদে বহুলোক তীর্থগমনাশায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। খেতুর গ্রাম জাহ্নবী ঠাকুরাণীর শুভাগমনে ধন্য হইয়াছিল। সংসারে যত কিছু মনোমদ, যত কিছু প্রীতিপ্রদ, যত কিছু সুন্দর, তাহা এই প্রকারে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া ভক্তিমান পুরুষের সেবা করে। অসংখ্য বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মার্থী নরোত্তমের সাধুসংকল্পের সাহায্যার্থে একত্রিত হইয়া খেতুরে এক মহা রাজসূয় যজ্ঞের অবতারণা করিয়াছিলেন। কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী জাহ্নবী ঠাকুরাণী সহ সমুদয় বৈষ্ণবগণকে উৎসবস্থলে উপস্থিত করিয়াছেন :—

(১) খড়দহ—তথায় ছিলেন কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
দুর্গাদাস সরকেল জ্যেষ্ঠভ্রাতা তার॥
শ্রীলরঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারী চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর॥
কমলাকর পিপলাই শ্রীজীব পণ্ডিত।
মাধব আচার্য্য যাঁর চেষ্টা সুবিদিত॥
নৃসিংহ চৈতন্য দাস কানাঞি শঙ্কর।
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবন বিজ্ঞবর॥
শ্রীমীন কেতন রামদাস মহাশয়।
নকড়ি শ্রীবলরাম আদি প্রেমময়॥
*　*　*　*　*　*
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
করিলা গমনসজ্জা হইয়া উল্লাস॥

*　*　*　*　*

রঘুনাথ ধন্য ভগবানের নন্দন।
জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম ॥ ইত্যাদি

খড়দহ হইতে সকলে "অম্বিকা" আসিলেন :—

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হৃদয় চৈতন্যেরে।
কহিলেন সকল প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে ॥
শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস।
হেনকালে গণসহ আইলা প্রভু পাশ ॥
শ্রীচৈতন্য দাস আদি স্থির কৈলা মনে।
খেতরি যাইব শ্রীউৎসব দরশনে ॥ ইত্যাদি

শান্তিপুর :— শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত তনয়।
বিচ্ছেদে জর্জ্জর দেহ ধারণ সংশয় ॥
শ্রীসীতা মাতার আজ্ঞা করিতে পালন।
খেতরি যাইতে হবে প্রভাতে গমন ॥ ইত্যাদি

নবদ্বীপ :— শ্রীবাস পণ্ডিত ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি।
যত্নে কহে মাধবাচার্য্যাদি প্রতি ॥

*　*　*　*　*

অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপালময়।
শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস মহাশয় ॥
বনমালী দাস আদি অতি বিজ্ঞগণ।
পরস্পর হৈল মহা আশ্চর্য্য মিলন ॥ ইত্যাদি

আকাই হাট :— আইলা আকাই হাটে কৃষ্ণদাস ঘরে।
পরম গায়ক কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে।
আপনা মানয়ে ধন্য আনি নিজ বাসে ॥ ইত্যাদি

কণ্টক নগরে :— প্রথমেই কৃষ্ণদাস ঠাকুর আসিয়া।
শ্রীযদুনন্দনে সব কহে বিবরিয়া ॥
তথা আইলা শ্রীরঘুনন্দন গণসাথ।
শিবানন্দ সহ আইলা বিপ্র বাণীনাথ ॥
বল্লভ চৈতন্যদাস ভাগবতাচার্য্য।
নর্ত্তক গোপাল জিতামিশ্র বিপ্রবর্য্য ॥
রঘুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিত উদ্ধব।
শ্রীনয়ানন্দ মিশ্র মঙ্গল বৈষ্ণব ॥

আইলেন ঐছে বহু প্রভু প্রিয়গণ।
পরস্পর হৈল অতি অদ্ভুত মিলন ॥

এই শেষোক্ত বৈষ্ণবগণের নিবাস বনবিষ্ণুপুর। রাজা বীরহাম্বিরের সভাসদ ব্যাসাচার্য্যের সহিত ইহারা কণ্টক নগরে আসিয়াছিলেন। তথা হইতে খেতুরি গমন করেন। উৎকল হইতে শ্যামানন্দের সহিত নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের আগমন হইয়াছিল ;—

শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি কবিরাজ খ্যাতি ॥
চট্টরাজ রামকৃষ্ণ মুকুন্দাদি সনে।
মিলনে যে আনন্দ বর্ণিব কোনজনে ॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি।
সবে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি ॥

এই সব বৈষ্ণবগণ শুধু উৎসব দেখিতে বা আনন্দ করিতে আসেন নাই সকলেই সাধ্যানুযায়ী আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীও আনিয়াছিলেন ;—

এথা শ্রীরসিকানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম।
শ্রীকিশোর আদি সবে সর্ব্বাংশে উত্তম ॥
যে সব সামগ্রী আনিলেন দেশে হৈতে।
তাহা রাখাইলেন গৌরাঙ্গের ভাণ্ডারেতে ॥

দেশ বিদেশ হইতে সুধীভক্তগণ আপন আপন সাধ্যমত উপচার সঙ্গে লইয়া সপ্তদশ শতাব্দির এই জাতীয় মহাসম্মিলনের প্রতিনিধি স্বরূপে উত্তরবঙ্গের একজন রাজার আহ্বানে খেতুরি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতীর এই প্রথম জাতীয়-সম্মিলন ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্থ, বৈশ্য সমাজের দুর্ভেদ্য বৈষম্যাবরণ ভেদ করিয়া, এক মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া, প্রাণের আবেগে, প্রেমের আবেগে, ভক্তির মহিমায় এক মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া যে মহা সঙ্গীত গাইয়াছিলেন আমরা আজ বিংশতি শতাব্দীর প্রথমে তাহার ক্ষীণ রেখা টানিতে অসমর্থ হইয়া বলিতেছি "একজাতি একধর্ম্ম এক সিংহাসন।" সকল বৈষ্ণবের শুভাগমন হইলে রাজা সন্তোষদত্ত তাঁহাদের যথোপযুক্ত বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম, তাঁহাদের তত্ত্বাবধারক প্রভৃতি নিয়োজিত করিয়া দিলেন। কবি নরহরি বিনা আড়ম্বরে অল্প কথায় তাহা নিম্নলিখিত মতে বর্ণনা করিয়াছেন—

গণসহ ঈশ্বরীর বাসা হৈল যথা।
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা তথা ॥
রঘুনাথ আচার্য্যের বাসা ঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপুরে ॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের বাসা যেইখানে।

তথা শ্যামানন্দে সমর্পিলা সাবধানে ॥
শ্রীচৈতন্য দাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
করিলেন নিযুক্ত ব্যাস আচার্য্যেরে ॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লবী কান্ত তায় ॥
শ্রীরঘুনন্দন গণসহ যে বাসাতে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে ॥
বিপ্র বাণীনাথ জিতামিশ্রাদিক ঘরে।
সমর্পিলা রামকৃষ্ণ কুমুদ আদিরে ॥
শ্রীযদু নন্দন চক্রবর্ত্তী বাসা স্থানে।
নিয়োজিলা যত্নে কবিরাজ ভগবানে ॥
আর আর বৈষ্ণব গণের বাসা যথা।
সমর্পিলা শ্রীগোপী রমণ আদি তথা ॥
সর্ব্বত্র যাইয়া সবে করি পরিহার।
পৃথক পৃথক করি দিলেন ভাণ্ডার ॥

এইরূপে সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইলে হিন্দুর প্রাচীন প্রথানুসারে রাজা সন্তোষ সকলকে "বরণ" করিলেন। এ বরণ আর কিছুই নহে, পরিধেয় বস্ত্র দান। সকল মহান্তগণ সন্তোষ চিত্তে বরণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। ডোর-কপিন-সর্ব্বস্ব বিষয়-বৈরাগ্যশালী প্রেমভক্তি-দাতৃগণের এই পট্টবস্ত্রগ্রহণ ও পরিধান বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধঃপতন বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

যে মন্দিরে ষড় বিগ্রহ স্থাপন হইবে তাহার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে এই মহাধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কবি সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।—

শ্রীমন্দিরের অঙ্গন অত্যন্ত বিস্তারিত।
হইয়াছে সর্ব্ব প্রকারেতে সুশোভিত ॥
চন্দ্রাতপ তলে অতি অপূর্ব্ব আসন।
যাহাতে বসিলা আসি শ্রীমহান্তগণ ॥
বসিলেন শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী যেখানে।
সে অতি গোপন স্থান সভা সন্নিধানে ॥
স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল ফল আদি বেষ্টিত আম্রশাখা ॥

জলে পূর্ণ কলস শোভয়ে স্থানে স্থানে।
সব দেখিয়া গেলা আচার্য্যের স্থানে ॥
শ্রীআচার্য্য সর্ব্ব মহান্তেরে নিবেদিতে।
সবে গিয়া বসিলা প্রাঙ্গনেতে আসনেতে ॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা জিনি চন্দ্রগণ।
পরস্পর বাক্য সুধা করে বরিষণ ॥

সকল ভাগবতগণ সভাসিষ্ঠিত হওয়ার পর, ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ যে যে গ্রন্থ প্রচারার্থে গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সব গ্রন্থ প্রচার কার্য্য শেষ হইলে, সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে :—

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে ॥

বিধান মতে পূজা পদ্ধতি আদি স্থির হইলে সকল মহান্ত মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুমতি দিলেন। বিগ্রহগুলি আনিয়া আসনে বসান হইল। নামাকরণ হইল :—

"গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধা রমণ ॥

বিগ্রহ স্থাপনাদির পর বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির আলাপন হইল। পরস্পর আলাপ, তর্ক বিতর্ক আদি হওয়ার পর, সংকীর্ত্তনের কথা হইল। সকলের অনুমতি লইয়া ;—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবিদাসে ॥"

বিগ্রহ স্থাপনাদির পর বৈষ্ণবদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইল। কাহাকেও অগ্র-পশ্চাৎ দেওয়া হইল না। রাজসূয় যজ্ঞকালে অগ্রে যুগাবতারের পূজা হওয়ায় সেই অগণ্য নৃপসাগর সংক্ষোভিত হইয়া বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল। দেবব্রতভীষ্মের অসীম সহিষ্ণুতাও, তার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এই বৈষ্ণব রাজসূয়ে সে প্রকার কোনও বিভ্রাট সংঘটিত হয় নাই। আমন্ত্রণ-কারীরা সভামধ্যে—

"পৃথক পৃথক পাত্রে শ্রীমালাচন্দন।
সর্ব্ব মহান্তের আগে কৈলা সমর্পণ ॥
সভে পরস্পর প্রেমাবেশে উল্লাসিত।
শ্রীমালাচন্দনে সবে হৈলা বিভূষিত ॥
শ্রীবিগ্রহ ছয় করি একত্রে দর্শন।
জয় জয় ধ্বনি করিলেন সর্ব্বজন ॥
বাজয়ে বিবিধ বাদ্য হৈল কোলাহল।
যেন জগতের দূরে গেল অমঙ্গল ॥"

উৎসবের মহাধিবেশন কার্য্য এইরূপে শেষ হইল। বিভিন্ন জাতীয় বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ

জাতীয় বৈষ্ণবগণের সমানাধিকার পাইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বৈষ্ণব একজাতি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজজাতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সকলে একবাক্যে ঘোষণা করিলেন। স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রীর পতাকা নভোস্তল আলো করিয়া বঙ্গের গগণে শোভা পাইতে লাগিল। সেই পবিত্র শ্রীক্ষেত্রে, গঙ্গা যমুনার পবিত্র সলিল, সম্মিলনের প্রভাত হিল্লোলে চিরপোষিত দেশাচারদুষ্ট জাতীয় বৈষম্যের শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া, যে আনন্দ কোলাহল তুলিল, তাহা ভেদ করিয়া প্রসিদ্ধ বাদক দেবিদাস খোল করতাল সংযোগে মহাবাদ্য আরব্ধ করিলেন। তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে ভক্তের হৃদয়ে প্রেমভক্তির উৎসাহ-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কবি নরহরি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আমাদের মনে ধ্রুব প্রতীতি জন্মে যে,আমাদের জাতীয় বাদ্য লোপ পাইয়াছে ; সে মনোমুগ্ধকর বাদ্য আর নাই। তাহার স্থান এখন বৈদেশিক "ব্যাণ্ড" ও "কনসার্ট" অধিকার করিয়াছে। সংগীতের মনোমুগ্ধকর লয়ের তরঙ্গ (Sympathetic vibration) এখন আর আমাদের হৃদয় নাচায় না। আমাদের হৃদয়ের বৈষম্যতার মধ্যে, এখন পূর্ণ মাত্রায় বৈদেশিক ঐক্যতান (Harmony) প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া আমাদের রুচিবিকার ঘটাইয়াছে। কবি নরহরি দেবিদাসের গীত বাদ্যের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন—

"হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলু।
এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিলু॥
নরোত্তম কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাঢ়ে অনিবার॥
কি অদ্ভুত ভঙ্গী সব প্রকাশয় গানে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কি ইহার ভেদ জানে॥
নবদ্বীপচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।
এই হেতু পূর্ব্বে বুঝি কৈলা আকর্ষণ॥"

নরোত্তম দাস একজন কবি ও পদাবলী সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তিনি এই উৎসব উপযোগী অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটীও আমরা পাই নাই। কবি নরহরিও একটীর উল্লেখ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই।

সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে দৈববাণীর কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই মহোৎসবে শ্রীগৌরাঙ্গ, অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া, ভক্তগণের সহ মিশিয়া, ভক্তিমদে মাতিয়া, নর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাধিবেশনের যাবতীয় ভাগবতগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আবার যখন সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন, সকলে মহাশোকে অভিভূত হইয়া হৃদয়ের আবেগে কাঁদিয়াছিলেন। কবি নরহরি ইতিহাস লিখিয়াছেন, কাব্য লেখেন নাই। তাঁহার সময় গদ্যে কাব্য লিখিবার প্রথা থাকিলে সম্ভবতঃ তিনি পদ্যে

লিখিতেন না। কিন্তু এই সংকীর্ত্তন ব্যাপারে মৃত ব্যক্তিগণকে অতীতের নিভৃত নিলয় হইতে আনিয়া সংগীত তরঙ্গে গলা মিলাইয়া যে নৃত্য করাইয়াছেন তাহা আমাদের চক্ষুতে অস্বাভাবিক হইলেও প্রাচীন কবিগণের নিকট অবিশ্বাস্য ছিল না। বেদব্যাস মহাভারতে বিধবাকুরুললনাগণের চক্ষু ও চিত্তের সান্ত্বনা জন্য মৃত কুরুবীরগণের ছায়াময়ী মূর্ত্তি আনিয়া, তাঁহাদিগকে ক্ষণেকের তরে দেখাইয়া আপনার অসাধারণ যোগবলের ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কবি নরহরি বেদব্যাসের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এই বৈষ্ণব মহাধিবেশনে মৃত ভাগবতগণকে উপস্থিত করিয়া, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অলঙ্ঘ্য এক নবীন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার নিকটে আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা শক্তি অগ্রসর হইতে পারে না, দার্শনিক সে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে সত্বপর হইতে পারেন।

এই মহাধিবেশনে কয়েকটী প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল—

১। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার। ২। নব নব বিগ্রহ স্থাপন।

৩। তীর্থ দর্শনাদি।

প্রথম প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রচারকরূপে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম দাস অবতীর্ণ হইয়া বারেন্দ্রভূমে, রাঢ়দেশে ও উৎকলে নবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহারা অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা করাইয়া বহুল প্রচার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবানুসারে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী খড়দহ গ্রামে শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এবং অন্যান্য মহা মহা বৈষ্ণবগণ খেতুরের মত বোরাকুলী গ্রামে একত্র হইয়া, মহা মহোৎসবে মাতিয়া, সংকীর্ত্তন করিয়া নানাস্থানে গৌরাঙ্গ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে জাহ্নবী ঠাকুরাণী আপনার শিষ্যাদি সহ তীর্থ পরিভ্রমণে বিহির্গত হন। তীর্থ দর্শনাভিলাষে শত শত ভক্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। সাধারণ লোকেও এই ভাবে তীর্থ দর্শনাদি করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবসর ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে গৌড়ীয় গোস্বামীগণ ব্রজধামে প্রাধান্য লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের স্বদেশ-সেবা-ব্রত উদ্যাপনের ফল স্বরূপ,বঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ও ধর্ম্মের, প্রচার হইয়াছিল।

এইরূপে পদ্মাবতীর উত্তরতীরে গোপালপুর রাজ্যের রাজধানী খেতুরি গ্রামে বৈষ্ণব মহাধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ইহাই প্রথম জাতীয় সম্মিলন। এই মহাধিবেশনের ফলে বঙ্গদেশের শিক্ষা দীক্ষার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া, জ্ঞান ভক্তিকে জাতিগত সম্পত্তি না করিয়া, সাধারণ মানবজাতিকে তুল্যাধিকার দিয়াছিল। সেই অধিকার ফলে বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটিয়াছে; সেই অধিকার ফলেই উনবিংশ শতাব্দিতে এই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় সম্মিলন হইয়াছিল। উৎসব শেষে রাজা সন্তোষ দত্ত আগত বৈষ্ণবগণের সম্মান জন্য নানাবিধ সামগ্রী দান করিলেন। আমরা সে কথা কবির কথায় বলি ;—

এথা শ্রীসন্তোষ রায় কৈলা আয়োজন।
তাম্বুল আদি সহ বাটা অতি বিলক্ষণ॥
থাল বাটী ঝাড়ী আদি অপূর্ব্ব গঠন।
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পট্ট বস্ত্রাদি আসন॥
এ সকল প্রত্যেক দিলেন মহান্তেরে।
এই হেতু পৃথক পৃথক সজ্জা করে॥

এতদ্ব্যতীত মহান্তগণের সঙ্গে যে সকল ভক্ত বা অনুচরগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে "অপূর্ব্ব বস্ত্র ও মুদ্রাদি" দিয়াছিলেন। এইরূপে বিতরণ কার্য্য শেষ হইলে উৎসব ভঙ্গ হইল। আবার খেতুরি গ্রাম চিরান্ধকারে আবৃত হইল। ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের চরম উন্নতির দিন। এইখানেই বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রেম ভক্তির স্রোত ক্রমশঃ স্থগিত হইয়া বিলাস স্রোতে মিশাইয়া গিয়াছিল। ক্রমে সকল প্রকার ব্যাভিচার, বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া, বৈষ্ণব নামে ঘৃণা ও লজ্জার রেখা টানিয়া হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিল।

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখা যায় যে, যখন ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্ত্তে সর্ব্বপাপহরা করিয়া, বিষ্ণুবরে আনয়ন করিতেছেন, তখন গঙ্গাদেবী বিষ্ণুর নিকটে আপন উদ্ধার চিন্তা পূর্ব্বক রোদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার উদ্ধার কি প্রকারে হইবে? সংসারের যাবতীয় পাপী আমার সলিলে অবগাহন করিয়া পাপ হইতে নিস্তার পাইবে, আমার উদ্ধার কিসে হইবে? বিষ্ণু রোরুদ্যমানা জাহ্নবীকে বলিয়াছিলেন স্বর্গ হইতে যে দিন বৈষ্ণবগণ তোমার পবিত্র জলে স্নান করিবে সেই দিন তুমি সকল পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে। কৃত্তিবাস এইরূপে বৈষ্ণবের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমাজে বৈষ্ণবের সেই এক দিন গিয়াছে, হিন্দুর সেই দিন, বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তির শেষ দিন বলিতে হইবে। "ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা" কেবল মাত্র এই হিন্দু সমাজেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। মহাকাল আমাদিগকে পাক করিয়া এক অভিনব নূতন জিনিষ তৈয়ার করিয়াছেন। একজন ইংরেজ লেখক বলেন Habits of grown up men change with the passing generation, but children of Homer's ages might play with our own and understand each other perfectly. সমাজের শৈশব অবস্থার সহিত আধুনিক সমাজের সুকুমার বৃত্তির পর্য্যালোচনা করিয়া কলিন্‌স (Collins) সাহেব এই মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা এই উক্তির আবার বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, রাজকবি টেনিসনকে দোলাচল চিত্তবৃত্তি হইয়া, বীণাস্বরে কাতর কণ্ঠে লকস্লীহলের (Locksley Hall) মধ্যে গাহিতে শুনিয়াছি

Yet I doubt not throughout ages an increasing purpose runs,
Thoughts of men are widened by the process of the suns,

যে জাহ্নবী ঠাকুরাণীকে আমরা মহাযন্ত্রী তাড়িতের মত নিয়ামকের সংকল্প সাধনায়

নিয়োজিত দেখিয়াছি, যাঁহার অলোকসামান্য চরিত্র বলে, ও প্রেমভক্তির স্রোতে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ ভাসিতে ভাসিতে খেতুরিতে উপস্থিত হইয়াছিল, যিনি সর্ব্ব প্রধান কার্য্য, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জননী, সেই মহাদেবী নিত্যানন্দ ঘরণী দেবোপম পূজার অধিকারিণী হইয়াও, মনুষ্যোচিত বিষয় লালসায় মজিয়া, আধুনিক বিলাসিনী দিগকেও বিলাসিতায় বোধ হয় পরাজয় করিয়াছিলেন। কবিবর নরহরি চক্রবর্ত্তী এইরূপে জাহ্নবী ঠাকুরাণীর ভোগ বিলাসের বর্ণনা করিয়াছেন— শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ভোজন সমাধিয়া।

কৈলা উষ্ণজলে স্নান নিভৃতে আসিয়া॥
ঈশ্বরীর পরিচারিকা যে বিপ্র নারী।
সূক্ষ্ম বসনেতে অঙ্গ পোছে ধীরি ধীরি॥
প্রভু বিচ্ছেদাগ্নিতেই দগ্ধ নিরন্তর।
তাহে অতি ক্ষীণ হেমাব্জ কলেবর
ঐছে অঙ্গ পোছাইলা অতি সাবধানে।
পরিধেয় বস্ত্র আনি দিলা অন্য জনে॥
শুষ্ক ধৌত বস্ত্র পরি আসনে বসিয়া।
হরতকী খণ্ড খাই মুখ প্রক্ষালিলা॥

স্বামী বিরহিণী বিধবা আগ্নেয় পর্ব্বতের মত অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া, যে ভাবে আপনার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন, আজিকার "ভারত শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবা নারী" স্বপ্নেও সে ছবি আঁকিতে পারেন কিনা আমরা জানি না। ক্ষণপ্রভা যেমন নিমিষে নভোমণ্ডল বিভাসিত করিয়া পরক্ষণেই নিবিয়া যায়, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের জীবনের বৈভব সেইজন্য আমাদিগকে ক্ষণপ্রভা দান করিয়া, বিশাল অন্ধকার মধ্যে নির্ম্মম অন্তরে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, আমরা আর খুঁজিয়া পাই না, যে শ্রীনিবাসাচার্য্য বনবিষ্ণুপুরে বীর-হাম্বিরের সভায় আপন প্রেমভক্তি প্রভাবে ভাগবত পাঠে ষোলকলা পূর্ণ শশধরের ন্যায় জ্ঞান প্রভাবিস্তারে সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন; দেবতা জ্ঞানে যাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণে সমস্ত বনবিষ্ণুপুর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, সেই শ্রীনিবাস আপনার চরিত্র বল রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহাকে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হাম্বীরের প্রদত্ত ধনরত্নাদি যৌতুক স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধনী হইতে দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের জ্ঞান, বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, বৈষ্ণবের বৈরাগ্য বাঙ্গালার চিরবৈষম্যারণ্য মধ্যে লুক্কায়িত হইল। এ সম্বন্ধে আমাদের তীব্র সমালোচনা করার কোনও প্রয়োজন করে না। সেই সময়ের একজন বৈষ্ণব মহাপুরুষ, লোক মুখে এই বিবাহ ব্যাপার পরিজ্ঞাত হইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিলেই কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

"বিষ্ণুপুর মোর ঘর হয় বারক্রোশ।
রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥

আচার্য্যের সেবক রাজা বীর হাম্বির।
ব্যাসাচার্য্যাদি অমাত্য পরম সুধীর॥
সেইগ্রামে আচার্য্যপ্রভু বাস করিয়াছে।
গ্রাম ভূম বৃত্তি রাজা যা দিয়াছে॥
এইত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিলা।
অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতেক কহিলা
মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না বলিলা আর।
"স্খলৎপাদ স্খলৎপাদ" কহে বার বার॥"

[মনোহর দাসের গোপালভট্টের কথোপকথন—প্রেমবিলাস]

তারপর বৈষ্ণবসমাজে অবতারবাদ প্রচলিত হইতে লাগিল। স্বয়ং নিত্যানন্দপ্রভু বলরামের অবতাররূপে পরিগৃহীত হইলেন। গদাধর শ্রীরাধিকা, রূপ সনাতন—রূপমঞ্জরী ও লবঙ্গমঞ্জরী এবং কবিকর্ণপুর গুণচূড়াসখীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন। এইরূপে প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্ব্বাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পবিত্র করা হইল। মুরারীগুপ্ত হনুমান, পুরন্দর অঙ্গদ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইলেন। আমরা "বৈষ্ণববন্দনায়" পাঠ করিয়াছি :—

"পুরন্দর পণ্ডিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যার দেখিল ব্রাহ্মণ॥"

সংক্ষেপে যতদূর সম্ভবে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের উত্থান ও পতনের রেখাপাত করিবার প্রয়াস পাইলাম। সমুদ্রপ্রমাণ বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে ডুবিয়া আমরা তাহার জলবিন্দুও দেখিতে পাই নাই। যেভাবে উত্তরবঙ্গের খেতুরি গ্রামে মহাধিবেশন হইয়াছিল আমরা সেই কথাই প্রকটিত করিলাম। উত্তরবঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ইহাই একটী প্রধান ঘটনা। ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই তাই আমরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বৈষ্ণবগ্রন্থাদি, শিক্ষিত সমাজের গণ্ডীর বাহিরে পড়িয়া আছে। বটতলার ছাপাখানার কৃপায় সেগুলি জীবিত আছে; নচেৎ অগ্নিমুখে ও কীটমুখে এতদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইত। বানিয়ানের "পিলগ্রিম প্রোগ্রেস" যে পাঠ করে নাই তাহার ইংরাজীভাষা শিক্ষা হয় নাই বলিয়া লোকে বলে, কিন্তু বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা বৈষ্ণবকবিগণের গ্রন্থাদি না পড়িয়াই আমরা বাঙ্গালা-ভাষায় পণ্ডিত সাজিয়া থাকি। ইহার অপেক্ষা আমাদের আর কি কলঙ্ক হইতে পারে?

যে মহাপুরুষ বর্ত্তমানকে অতীতের কঠোরতম শাসন হইতে উদ্ধার করিয়া, ইতিহাসে সে বিপ্লব কাহিনী মধুররূপে কীর্ত্তন করাইয়া উজ্জ্বলতর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যিনি পশুমুণ্ড, নানাবিধ ব্যয়সাধ্য উপকরণাদি আমাদিগকে ত্যাগ করাইয়া প্রেমভক্তি ও নয়নাশ্রু ধারায় দেবপূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহার মুখরিত তারকব্রহ্ম নাম মাত্র আমরা আত্মের মঙ্গল করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায় সকল জাতি

সমভাবে বিস্তার্জ্জন করিয়া বঙ্গভাষাকে কবির "মুকুতা-যৌবনে" দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে; সেই দেবরূপী মনুষ্যের নির্ম্মল প্রেমাশ্রুবারিতে আমরা আমাদের হৃদয়ের আবিলতা বিধৌত করিয়া, সেই অন্তিমের মহামন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বৈষ্ণব মহাধিবেশনের পবিত্র দিনের ন্যায়, কবির সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে শিখিয়াছি "একজাতি একধর্ম্ম এক সিংহাসন।" (রৈবতক) ইহাই বিংশ শতাব্দির নবগায়িত্রী, ইহাই এ যুগধর্ম্মে প্রেমভক্তি।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

প্রাচীন গ্রাম্যকবিতা-সংগ্রহ

নাটোরের কবিতা

বর্ত্তমান কবিরচিত বিভিন্ন সময়ের নাটোরের অন্য একটী কবিতা, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি,এল সম্পাদিত "ঐতিহাসিক চিত্রের" প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ডে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি, এল, মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কবিতায় লিখিত স্থান ও নামের পরিচয় সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কবিতাটীর টীকা হইতে সাহায্য পাইয়াছি, সে জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

এইরূপ কবিতাগুলিতে সাময়িক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ঘটনা বিশেষের বিবরণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় কীটদষ্ট বলিয়া কবিতার সমস্ত উদ্ধার করিতে পারি নাই। কবিতাটী পাঠকবৃন্দের মধ্যে কাহারো জানা থাকিলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সভার ঠিকানায় আমাদের নিকট পাঠাইবেন, আমরা পুনরায় সম্পূর্ণ আকারে উহা প্রকাশ করিব। কবিতাটী প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত।

শুন সভে এক মজা বাঙ্গালার যতেক রাজা
ছিল সুভেদারীতে প্রধান।
ইতিমধ্যে কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কৈলকাতা
সাহেবরূপে দেবতা অধিষ্ঠান॥
শিরে টুপি মুজা পায় হাতে বেত কুরত্তি গায়
এক বর্ণ দেখ সভাকার।
বুঝিলাম অনুভাবে অবতার দেবতা সভে
ভূতলে করিলা অধিকার॥
ইন্দ্রসম পদ পায়া সঙ্গে পরিষদ লইয়া
বড়সাহেব বসিলা কইলকাতা।

শাসিতে বাঙ্গলাভূমি ইঙ্গিরেজ হইলা স্বামী
প্রজালোকের হইলা বিধাতা ॥
আদালত ফৌজদারী কেহ কর্ত্তা কেলট্টরি
আফিলের কর্ত্তা কেহো হৈলা।
নাটইর প্রধান জিলা * আগে বহু আসিছিলা
এবে জজ জমেশ গুপ্ত আইলা ॥
লোকের প্রসন্ন দশা বিধাতা পূরাইলা আশা
জজ আইলা ধর্ম্মঅবতার।
হেন কর্ম্ম করি সাধ্য বাঙ্গালীর সুখে রাজ্য
খোসনামীতে হৈল দীপ্তকার ॥
বুঝিলাম হক বটে জজ সাহেব ধর্ম্ম বটে
চিত্রগুপ্ত (?) সঙ্গেতে দেওান।
গুণবান আমলা যত সাহেবের মনোমত
সাক্ষিরূপে পণ্ডিত প্রধান ॥
কাজের কিছু নাহি ছল দুধের দুগ্ধ জলের জল
জজের আমলার ধর্ম্ম বটে।
প্রজাক ভরতের সাঁপ কলিতে প্রধান তাপ
তাহে ভালমন্দ সব ঘটে ॥
তখন সন ১২০০ সালে হুকুম দিলা আদালতে
বাকুরগু † মারফতে কাজ।
আসামী ফৈরাদি যত আছিলেক শত শত
সবার (?) মস্তকে পৈল বাজ ॥ * * (১)
এমত হুকুম যবে সামনে খাড়া হৈলা সভে
পিতৃপুণ্য জনের তাহাতে।
কোরাণ মস্তকে থুয়া কেহ গঙ্গাজল লৈয়া
কসম করিলা আদালতে॥
যদি কিছু করিয়াছিল নরকে পতন হৈল
তিনকুটী কুল দেবসমাজে।

* পূর্ব্বে নাটোরই রাজসাহীর সদর ছিল।

† বাকুরগু—উকিল।

(১) চারিছত্র কীটদষ্ট জন্য অপাঠ্য।

এ কথা শুনিয়া সমা তবে হৈলা খাতের ক্ষমা
বুঝি সভে হইল আরজে ॥
ইষ্ট দড় যেবা হয়ে গঙ্গাজলে করে ভয়ে
তারা সভে হইলেক রুষ্ট।
পরকাল করি পণ্ড কেন হয়ে বাকরণ্ড
উষ্ট * কার্য্যে ধর্ম্ম কৈলে নষ্ট ॥
তবে শুনি নিরূপণ বাকরণ্ড ত্রিশজন
কাহাক দিলেন মনসব। †
কার ধর্ম্মজ্ঞান ঘটে কাজে উপযুক্ত বটে
কেহ কেহ কাজেতে ব্যাকুব ॥
যখন বেলা দশ দণ্ড বাহির হৈল বাকরণ্ড
শিরে ধরে মোমজামার ছাতি।
আসামী ফৈরাদি যত চলিলেক শত শত
চলে টনি দপ্তরি সহিতি ॥
মিছিলের চারিপাশে খাম্বাবান্ধা আছে বাঁশে
তক্তা দিয়াছে পাথা করি। ‡
বনাতি বিনামা পায় শিরে পাগ জামা গায়
বৈসে বাকরণ্ড সারি সারি ॥
বামেতে নাজির খাড়া মুহুরি মিছিল পড়া
সমুখে মুস্তফি মহাশয়ে।
চৌদিগে অধিষ্ঠিত লোকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে
কার ভাগ্যে কখন্ কিবা হয়ে ॥
সারি সারি * * * * * *
* * *
* * * * ধন্দ ব্যস্ত হয়্যা বাকরণ্ড
টনি টনি বলি তখন ডাকে ॥
জগন্নাথ আদি সভে জনা দশ বারো হবে
উপযুক্ত কাজেতে বুঝায়।

* উষ্ট—বোধ হয় তুচ্ছ।
† মনসব—অর্থাৎ 'মুন্সেফ' করিয়া দিলেন।
‡ অর্থাৎ টানাপাখা টানাইয়াছে।

গোলাম হুসন মীর বাকরগু কম্পানীর
মহারাজার তরফে চৌধুরী রয় ॥
ইহা সেওায় * যত জনা সভেমাত্র মাথা গণা
কেহ কিছু না করে সওাল।
আসামীর কর্ম্মমতে যে হয় জজের হাতে
বাক্‌রণ্ডের নাহি কিছু ফল ॥
তবে যদি খাড়া হয় ডরে কিছু নাহি কয়
জোড়হাতে থাকে হয়া ধন্দ।
সাহেব যদি পুছে তাথে না বুঝিয়া মাথা ঝাঁকে
সেলাম করে বল্যা খোদাবন্দ ॥
যদি সাহেব হয় খোস কিবা কারো প্রতি রোস
বুঝিতে না পারে থাকি তথা।
বাক্‌রণ্ড বাহির হৈল আসামীকে ডাক্যা কৈল
আজি হৈল তোমাদিগের কথা ॥
সে কথার নাহিক তত্ত্ব যাহা বোলে তাহাইসত্য
অন্ধলোকে যেমতে দেখায়।
সর্ব্বলোকে থাকে পাছে কেহ নাহি যায় কাছে
উকিল আসি যে কিছু বুঝায় ॥
কেহ মিছিলে দাড়ায়া থাকে ডিক্রি ডিস্‌মিস্ লেখে
না করে তাহাতে * * * *।
আসামী ফৈরাদির কাছে আইসা বাহির হয়া পাছে
আমি বাকরগু ছিলাম কার ॥
কেহবা মিছিল শুনে দাড়াইয়া ভাবে মনে
দাই মুদ্দাই কারো * * * *। * * (১)
হুকুম হয় * * মাস তেবাড়াতে † কর বাস
নিযুক্ত * * * মহস্থল থাকে ॥
ফাটকে যাবার কালে আসি বাকরণ্ড বোলে
নাহাক ‡ করিলা গণ্ডগোল।

* সেওায়—ব্যতীত।

† এই সময় 'তেবাড়িয়া' নামক স্থানে নাটোরের জেলখানা সংস্থাপিত ছিল।

‡ নাহাক—অনর্থক, মিথ্যা।

(১) মাঝে চারিছত্র অপাঠ্য।

করাছিলা মিছা দাবী আদালতে কেনে পাবি
আমার রোসনের কি, তা, বল॥
ডিক্রি ডিস্‌মিস্ আদি যে কিছু করাল বিধি
উকিলের লোকসান তাথে কিবা।
ডিক্রিতে রোসন মিলে ডিস্‌মিসে মিহনতআনা বোলে
কোনদিগে নাহি যার ফাঁকি॥
কোন বিধি হয়া ভণ্ড নির্ম্মাইল বাকরণ্ড
আমরা সভে গরদিশ পাই।
বাক্‌রণ্ড যদি নইত তবে কি এমন হৈত
যার কথা কৈত যায়া সেই॥
দারুণ বিধি আদালতে আরজি দিলা পরের হাতে
যশ শুনে উকিলের মুখে।
সাহেব যদি পুছে তারে তা না বুঝি সওাল করে
বাহিরে থাকিয়া মরি শোকে॥
জজ দিয়াছে পদ করালাগে থেজালত
তাথে রোসন লাগে বাড়া।
আইজ * * * * থাকালাগে এইভাবে
তুস্কপায়া * * * * ছাড়া॥
উকিলের মুখে ছাই ছাড়ান না যায় তাই
দরবারে চড়ে সে যে গাধা॥
* * * * (১)
ভারি মোকর্দ্দমা যদি হয় মনেতে আনন্দ জয়
* * *
যদি কর্ম্মগুণে জিত হয় তাথে আসি হাসি কয়
সাল ইনাম দেহ মোকে॥
কড়ি দিয়া উকিল করা চাকর হয়া পাছে ফেরা
কপালে ভাল যে হয় মন্দ।
কি আর অধিক কব উকিল লোকের মর্জ্জি বড়
দেখিয়া রামপ্রসাদ * হৈল ধন্দ॥ "কার্ত্তিক ১২২০ সাল।" (২)

শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু

---

* কবির নাম রামপ্রসাদ মৈত্রেয়, নিবাস নাকালিয়া, জেলা পাবনা।

(১) চারিছত্র কীটদষ্ট। (২) প্রাপ্ত পুথিতে লিপির তারিখ।

প্রাচীন পুথির বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫৬। গোবিন্দ-মঙ্গল।

কবি দ্বিজ রামেশ্বর বিরচিত। গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও কবির আত্ম-পরিচয় নাই। পুথিখানি ঠিক কৃষ্ণমঙ্গলের অনুরূপ। গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভাসে আত্মকলহে যদুবংশ ধ্বংস; কৃষ্ণের ব্যাধশরে তনুত্যাগ; অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন; সমুদ্র কর্ত্তৃক দ্বারকাগ্রাস, অর্জ্জুনের যদুকুলললনা লইয়া হস্তিনা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন; পথে দস্যুকর্ত্তৃক যদুকুল ললনা-হরণ; অর্জ্জুনের দস্যু হস্তে পরাজয়; অর্জ্জুনের ব্যাসাশ্রমে গমন; ব্যাসদেবের নিকট যদুকুল ললনাদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্তকথন; শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠে গমন প্রভৃতি নানারূপ রাগিণীতে সুললিত ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। পুথি খানির পত্র সংখ্যা ১৩৪। স্থানে স্থানে কীটে ভক্ষণ করিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে সমগ্র পাঠ উদ্ধার করা যাইতে পারে। মালিক কিছুতেই পুথি খানি হাত ছাড়া করিতে রাজি নহে। আমাকে কেবল মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেখিতে দিয়াছিল। সুন্দরগঞ্জ থানার এলাকায় ফলগাছা গ্রামের যজ্ঞেশ্বর দাস সরকারের ঘরে পুথি খানি আছে। ইহার নূতনত্বের জন্য প্রকাশ যোগ্য। কবি বোধ হয় রঙ্গপুর-বাসীই হইবেন। আর কোথায়ও এ পুথি আমরা অনুসন্ধানে পাই নাই। গ্রন্থ শেষে আছে :—

দ্বিজ রামেশ্বরে কয়, পাইয়া শমন ভয়,
লুকাইনু তুয়া পদতলে।
কেহ কোন পথে থাক জপ হরি নাম।
তবে না যাইবে আর শমন ভুবন॥
এহেন মঙ্গল যেবা ভক্তি করে শুনে।
তবে তার ইষ্ট দেব রাখিব চরণে॥
সপ্তম দিবসে গীত গায় গুণীজনা।
বিস্তোর সরূপ দিব ইহার দক্ষিণা॥
সবাকারে কর দয়া ভকত বৎসল।
সম্পূর্ণ হইল পুথি গোবিন্দ মঙ্গল॥
নিজ স্থানে চলি যাহ যত ভক্তগণ।
দেবগণ স্বর্গে যাও ইন্দ্রের ভবন॥
* * *
জন্মে জন্মে নারায়ণ না হইবে বাম।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর করিয়া প্রণাম॥
সভাজনে নারায়ণ হবে বরদান।
হরিধ্বনি করি সভে যাহ নিজস্থান॥
ইতি গোবিন্দ মঙ্গল সমাপ্ত॥

পুস্তক মিদং স্বাক্ষরঞ্চ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মণ শকাব্দা ১৭১৬ সন ১১৯১ সাল তারিখ ১৩ তেরই বৈশাখ মোকাম চাকলে বোদা তালুক গুয়াগ্রাম জোত কালীচরণ রোজ বৃহস্পতিবার। গ্রন্থের প্রথমে গৌরাঙ্গের বন্দনা আছে সুতরাং চৈতন্যের পরবর্ত্তী কালে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। গ্রন্থে কবির সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার

উপায় নাই। প্রচলিত গীতগুলি অষ্টম দিনে শেষ দেখা যায়। কবি সপ্তম দিনের পালায় আপনার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন॥

৫৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

এইখানি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের বঙ্গানুবাদ সরল পদ্যে। মূলের সহিত বড় মিল নাই। কবি ছায়া মাত্র লইয়া রচনা শেষ করিয়াছেন। মূলের সহিত বিষয়গত মিল আছে। কবি তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। প্রথম গণেশখণ্ড; ইহাতে সৃষ্টি প্রকরণ লেখা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকৃতিখণ্ড; ইহাতে সাংখ্যকারের প্রকৃতিকে লইয়া কবি শ্রীরাধিকাকে মূল প্রকৃতি রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীখণ্ড; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এবং সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র এই পুরাণখানিকে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মূল শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার নাম নাই। বৈষ্ণবগণ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ লিখিয়া তাহাতে শ্রীরাধিকার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক যাত্রাকরগণ এই পুরাণ হইতে বহুবিধ পালা সংগ্রহ করিয়া পুরাণ খানির সজীবতা রক্ষা করিয়াছেন। পদ্যানুবাদ গয়ারাম দাসের। গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও এক মাত্র ভণিতা ছাড়া কবির আত্ম পরিচয় নাই। পুথি খানি বটতলার কৃপায় মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। আমরা হাতের লেখা জীর্ণ শীর্ণ একখানি তুলট কাগজের পুথি, জেলা পাবনার চাটমোহর থানার অধীন ঈশ্বরচন্দ্র বৈরাগীর বাড়ীতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পুথি খানির পত্র সংখ্যা ৭৭১। স্থানে স্থানে কীটের দন্তাঘাতে অপাঠ্য হইয়াছে। স্থান বিশেষে কেবল পাতাই আছে; কালীর দাগ একবারে মুছিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর বাবাজির অনেকগুলি শিষ্য আছে। শিষ্য বাড়ীতে এই পুরাণ বাবাজি পাঠ করিয়া থাকেন। গ্রন্থ শেষে লেখা আছে ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ সমাপ্ত যদক্ষরং পরিভ্রষ্ট ইত্যাদি স্বাক্ষর শ্রীপ্রেমদাস মোহান্ত বৈরাগী বামাক্ষেপার শিষ্য পরগণে সোনাবাজু তাং পাচুরিয়া, ডিহি ভাতুরাদিগর রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ রায় রাজধানী সাঁতোল শকাব্দ ১৬৩৮ সন ১১১৭ তারিখ ১৮ আশ্বিন বুধবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় আপন আখরায় গ্রন্থ সমাপ্ত নায়েব শ্রীরঘুনাথতলাপাত্র ডিহিদার বৃন্দাবনমজুমদার চাকলাদার উমাপতিরায়। পুথি খানিতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এই সাঁতোলরাজ রামকৃষ্ণ রাণী শর্ব্বানীর স্বামী। রাণী শর্ব্বানী বৈধব্য দশায় অনেককাল সাঁতোল-রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাণী শর্ব্বানীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এই রাজ্যের অধিকারী হন, কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগ্রহে এই প্রাচীন রাজ্যের রাজশ্রী রঘুনন্দন কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়া ভাটুরিয়া পরগণা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নাটোররাজ রামজীবন ও কালীকুমারের নামে বাদসাহ সরকার হইতে সনন্দ আইসে। তারপর হইতে সাঁতোলের ধ্বংস হইয়াছে। সাঁতোলে কেবল মাত্র এখন মা কালীর একটী ভগ্ন মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া অতীত

স্মৃতির আলোক প্রদান করিতেছে। সাঁতোল রাজধানী করতোয়া ও আত্রেয়ী নদীর সঙ্গম স্থলে "ব" দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। এই আত্রেয়ী বা আত্রাই "ত্রিস্রোতা" নদীর এক স্রোতঃ শাখা আত্রাই নহে। ইহা একটী স্বতন্ত্র নদী। করতোয়া প্রসিদ্ধ বিল চলনের মধ্যে পতিত হইয়া বিল চলন হইতে নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নানা স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহারই একটী শাখা রজতরেখার মত এখনও সাঁতোলের নিকট দিয়া প্রবাহিত আছে।

৫৮। শ্রীমদ্ভাগবত।

এইখানি সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ ১৪৭০ পাতের পুথি। বটতলায় মুদ্রিত কবির নাম উপেন্দ্র। তাঁহার উপাধি কি ছিল, কোথায়ও উল্লেখ নাই। রচনা পয়ারাদি ছন্দে হইলেও সহজ নহে; সাধারণ পাঠকের বোধগম্যও নহে। স্থানে স্থানে এত জটিল যে সহজে অর্থ সঙ্গতি হয় না। দ্বাদশ স্কন্ধে সমাপ্ত। সৃষ্টি প্রকরণ অধ্যায়টী বড়ই দুরূহ, ঠিক সাংখ্যকারের সূত্রগুলির সমাবেশ। মূলানুযায়ি অনুবাদ করা হইয়াছে—বলিয়াই বোধ হয়। ব্যাসদেব চারিবেদ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র রচনা করিয়া মনে আর শান্তি পাইলেন না; হতাশ আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। উদ্দেশ্য হীন, উদ্যম হীন হইয়া তিনি নানাস্থানে পাগলের মত বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দেবর্ষিকে তিনি আপনার মনের ভাব সব খুলিয়া বলিলেন—শান্তি! শান্তি! শান্তি! করিয়া তিনি পাগল হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। দেবর্ষি ব্যাসদেবকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন যে তুমিতো অনেকই রচনা করিয়াছ; কিন্তু এমন কিছুই লিখ নাই যাহাতে ভগবানের মহিমা কেবল মাত্র ঘোষিত হইয়াছে। যদি তুমি মনের শান্তি চাও, তবে যাহাতে কেবল মাত্র ভগবানের মহিমা প্রচার হইতে পারে এমন কিছু রচনা কর। দেবর্ষির আদেশে বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এই ভাগবতের গল্পভাগ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভারত সমরের অবসানে কুন্তী যুধিষ্ঠির আদির নিকট বিদায় হইয়া দ্বারকা আগমন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার শ্রোতা রাজা পরীক্ষিত; বক্তা শুকদেব, বেদব্যাসের পুত্র; স্থান যমুনা তীর; ব্রহ্মশাপ হইতে পরিত্রাণ মানসে মুমুক্ষু পরীক্ষিত এই পুরাণ শ্রবণ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গ যথার্থ হইলে মহাভারতের পর যে শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মহাভারতেরও অগ্রে এই পুরাণ রচনা হইলে পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য হয়। কারণ মহাভারতের শ্রোতা রাজা জন্মেজয়, ভাগবতের পরীক্ষিতের পুত্র। পিতার পূর্ব্বে পুত্র রাজা হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞের ছেদিত অশ্বমুণ্ডের নৃত্য দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ বালক হাস্য করিয়াছিল সেই অপরাধে ব্রাহ্মণবটুর শিরচ্ছেদ করিয়া রাজা জন্মেজয় মহাভারত শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা ঠিক হয় না, চ্যুতসমস্কৃতি

দোষ ঘটে। আমরা পূর্ব্বাপর সময় নির্ণয় করিতে যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি ইহা তাহারই প্রমাণ। অন্ধ বিশ্বাসের জন্য আমাদের অনেক বিষয় বিলুপ্ত হইয়াছে। ভাগবত ও মহাভারত তাহার প্রমাণ। ১৭৩৮ শকে বাঙ্গালী প্রেসে এই ভাগবত ছাপা হইয়াছে। বাঙ্গালা ১২২৩ সাল ১০ই মাঘ লেখা আছে। তুলট কাগজে ছাপা, বাঙ্গালা খোদিত অক্ষর; প্রকাশক, মুদ্রণকারী প্রভৃতির নাম নাই। আমরা পুথির নামযুক্ত পত্রখানি পাই নাই। সেখানি পাইলে বোধ হয় এ সব কথা পাওয়া যাইত। কবির আত্মপরিচয় গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও নাই। পুস্তকখানি এখন খণ্ডিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে অধ্যায় গুলি ছিড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এ পুস্তক খানিও আমরা ঈশ্বর বাবাজির বাড়ীতে প্রাপ্ত হইয়াছি। বৈরাগীর ঘরে ভাগবতাচার্য্যের গ্রন্থ না পাইয়া আমরা মুদ্রিত এই ভাগবত প্রাপ্ত হইয়াছি। কবি প্রতি আখ্যানের বা পরিচ্ছদের শেষে এই বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন :—

"উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
অনায়াসে শুনে যাহা জগৎ সংসার॥"

৫৯। মনসা-মঙ্গল।

বটতলার ছাপার পুথি। ১২৬৯ সাল কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। এদেশী কাগজে কাঠের খোদিত অক্ষরে ছাপা। যশোহর মল্লিকপুর নিবাসী বন্দ্যঘটীয় কালীপ্রসন্ন দ্বিজ বিরচিত। তিনখণ্ডে পুস্তক সমাপ্ত। পূর্ব্বখণ্ড ১।২।৩।৪ লহরীতে গল্পের পূর্ব্বভাগ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে লখিন্দরের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া বর কন্যা বিদায় ও লৌহ বাসরে শয়ন পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাসরঘরে অন্ন রন্ধন হইতে আরম্ভ হইয়া চাঁদসদাগরের পুত্রগণের তরণী উদ্ধার পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। তৃতীয়খণ্ডে লখিন্দর ও বেহুলার স্বর্গে গমন পর্য্যন্ত লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। বর্ণনা ঠিক কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ দাসের রচনার অনুরূপ; কেবল অনুকরণের এক বর্দ্ধিতসংস্করণ; এমনকি চরিত্রগুলিও বেশ পরিস্ফুট হয় নাই। বহিখানা চাটমোহর থানা শালিখা গ্রাম জেলা পাবনা হলধর হালদারের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত হালদার মহাশয় অনেকগুলি মনসার ভাসানের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হালদার মহাশয় এখন জীবিত নাই তাঁহার পৌত্র আছে। কথিত আছে মাছ ধরিতে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে একজন এক কলসী পূর্ণ টাকা প্রাপ্ত হন। সেই পিত্তলের কলসীর মধ্যে একটী অজগর সর্প থাকায় তাঁহারা টাকা ব্যবহার করিতে পারেন না। পরে মনসার আদেশে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে মনসার জাগরণ করিলে সাপটী কলসী ছাড়িয়া যায়। তদবধি তাঁহার বংশের উন্নতি ঘটে। আজও তাঁহার বংশধরগণ শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা ধূমধামের সহিত করিয়া আসিতেছেন। একমাস কাল তাঁহাদের বাড়ীতে নানাস্থান হইতে গায়ক দল আসিয়া মনসার ভাসান গাইয়া থাকে। এই সকল গায়কের মুখে শুনিয়া তাঁহারা গীত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মনসা-মঙ্গলের কবি আত্মপরিচয় কিছু লিখিয়া যান নাই। কেবল দুই এক স্থানে এই ভণিতা পাওয়া যায় :—

"দ্বিজ কালী বলে হায় এ কিবা নেহারি।
দেবী নরে বিসম্বাদ যাই বলিহারী॥"

প্রত্যেক পরিচ্ছেদের আগে একটী একটী করিয়া ধূয়া আছে যথা "আহামরি চাঁদবেণে সর্ব্বস্ব করেরে। বেহুলা লখিন্দরে বিভা সায় বেণে ঘরে।" গ্রন্থমধ্যে বেহুলার মৃতপতি লইয়া মন্দুসে ভাসিবার পূর্ব্বে চাঁদ সদাগর সতীত্বের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। এ পরীক্ষা শিশুবোধকের কলঙ্ক ভঞ্জনের অনুরূপ। একটী শত ছিদ্র কলসীতে বেহুলার জল আনয়ন; জল এক বিন্দুও পড়িল না দেখিয়া সকলে তাহার প্রশংসা করিল। এ পুস্তকে বেহুলার ভেলা বঙ্গোপসাগর দিয়া পুরুষোত্তম, রামেশ্বরসেতুবন্ধ হইতে কালীদহে প্রবেশ করে। তথায় বিষহরির আদেশে বেহুলা জানিতে পারে আরও মাসের পথ জলে ভাসিয়া গেলে পরে অমর নগর পাইতে পারিবে; সেখানে গেলে পতির জীবন মিলিবে। কালীদহ হইতে ব্যাঘ্রঘাট, তথা হইতে রজকঘাটে যাইয়া "নেতার" সঙ্গে দেখা হইলে, অমর নগরের সন্ধান মিলে। আর আর গ্রন্থে ত্রিবেণীর নিকট অমর নগর পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনায় উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিবার যোগ্য আমরা কিছুই এই পুথিতে খুঁজিয়া পাই নাই।

৬০। মনসার ভাসান।

কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ দাসের রচনা। উপরোক্ত হালদার বাড়ীতে সুজানগরী কাগজে লেখা পাওয়া গিয়াছে। পত্র সংখ্যা ১৩৪ লেখকের নাম শ্রীরাম চরণ সিংহ, মোকাম কালিনগর পরগণে সোণাবাজু সন ১২২৩ তারিখ ৩২ শ্রাবণ বুধবার ত্রিলোচন হালদারের পুথি। পাবনা জেলার সুজানগরে পূর্ব্বে এক প্রকার মোটা কাগজ প্রস্তুত হইত। এখনও হয়, তবে সাধারণে আর ব্যবহার করে না। সিরাজগঞ্জের কাইঞা বাবুরা এই কাগজে তাঁহাদের হিসাবের খাতা বান্ধিয়া বঙ্গদেশের নানা মোকামে প্রেরণ করিয়া থাকেন। রবিলোচন আগুরীর মুখে শুনিয়া রামচরণ এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন বলিয়া পুস্তক মধ্যে লেখা আছে। আজ পর্য্যন্ত মনসার ভাসান সম্বন্ধে যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে এই খানিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। বুকানন হামিল্টনও রঙ্গপুর জেলায় এ পুস্তক অতি সমাদরে পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ পর্য্যন্ত এই পুথি রঙ্গপুর জেলায় খুজিয়া পাই নাই। ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই অনুমানের একটী প্রকৃষ্ট কারণ বর্দ্ধমান জেলার গ্রাম ও নদীর বহু উল্লেখ তাঁহাদের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ঐ অঞ্চলের লোক এবং ঐ প্রদেশের ভূগোল আদির বিষয় তাঁহারাই ভাল জানেন। কিন্তু ঐ সকল নামের গ্রাম ও নদী রঙ্গপুর দিনাজপুরের জেলার মধ্যে অনেক আছে। ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস জাতিতে কায়স্থ ছিলেন তাঁহাদের রচনার এক স্থানে সমগ্র কায়স্থকুলের কুশল প্রার্থনা আছে। জাতি মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল কামনা করে তাঁহারাও তাহাই করিয়াছেন:—

কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী,
কায়স্থ যতেক আছে।"

[সাধু সনকার সহিত কথোপকথন]

ক্ষেমানন্দের বোধ হয় অভিরাম নামে

এক পুত্র ছিল। কবিকঙ্কণ যেমন "চিত্র-লেখা যশোদা মহেশের" শুভ প্রার্থনা করিয়াছেন, ক্ষেমানন্দও তদ্রূপ সরস্বতী বন্দনায় লিখিয়াছেন—

কেজানে তোমার মায়া, অভিরামে কর দয়া,
ক্ষেমানন্দ তুয়া পদ ভজে।

আমাদের কেতকাদাসের সর্ব্বদেবের বন্দনা পড়িয়া মনে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কেতকা দাস যদি বর্দ্ধমানের লোক হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার বন্দনায় কাটোয়া, কালনা, ক্ষীরগ্রাম প্রভৃতি পীঠস্থানের বন্দনা নাই কেন? আমরা বন্দনা হইতে সেই ভাগটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"বিক্রমপুরী বন্দিলাম দেবীর নিজস্থান।
মৈনাক বন্দিলাম যথা তোমার বিশ্রাম॥
বন্দনা করিতে ভাই না করিবে হেলা।
বলিডাঙ্গার বন্দিলাম সর্ব্ব মঙ্গলা॥
দশঘরার বিশালাক্ষী দশ অবতার।
তোমার চরণে মাতা মোর পরিহার॥
বারাসতে বিনোদিনীর বন্দিলাম চরণ।
সুরেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী লইলাম শরণ॥
কালীঘাটে কালী বন্দ গড়াতে বেতাই।
পুরাটে ঠাকুর বন্দ আমতার মেলাই॥
একে একে বন্দিলাম সকল রঙ্গিনী।
সেহাখালার বন্দিলাম উত্তর বাহিনী॥
বৈদ্যপুরে বাহুকী বন্দিলাম সর্ব্বজয়া।
জগত জননী গো আমারে কর দয়া॥"
নেহালী পাড়ায় বন্দ নেতের বসতি।
সিংহাসন বন্দ যথা আছেন জগাতী॥
জয় জয় দিয়া বন্দ জয় বিষহরি।
পাতাল পুরেতে বন্দ পাতাল কুমারী॥
পদ্ম পত্রে জলপান পদ্মের কুমারী।
বিষ বাটিয়া নাম জয় বিষহরি॥
সরলা পাড়ায় বন্দ কমলা কুমারী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে পারি॥

* * * *

জগতের গুরু বন্দিলাঙ সে যতনে।
অশেষ প্রণাম করি বৈষ্ণব চরণে॥"

ঐ সকল প্রধান স্থানের ও দেবদেবীর নাম উল্লেখ না থাকায় আমাদের বিশ্বাস কবিদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় ছিল না। হুগলী জেলার কোন স্থানে কল্পনায় আঁকিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কাব্য মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী ও একাবলী ছন্দ আছে। কবি বেহুলার রোদন একাবলী ছন্দে রচনা করিয়াছেন। এই পরিচ্ছদের শেষে কবি ক্ষেমানন্দ প্রার্থনা করিয়াছেন—

"ক্ষেমা নন্দ কহে কবি।
রাজিবে রাখিবে দেবী॥"

ইহাতে বোধ হয় "রাজীব" নামে কবির অপর একটী পুত্র ছিল। কবি তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছেন।

সাময়িক আচার ব্যবহার পাঠ করিয়া মনে হয়, যে সময়ে হিন্দুসমাজে ঘটকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, যে সময়ে ঘটক না হইলে আর বিবাহ সম্বন্ধ হইত না, সেই সময়ে কবি এই কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। চাঁদ সদাগর সায়বেণের বাড়ী ঘটক পাঠাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। কাব্যে যে "স্ত্রী আচারের" বর্ণনা আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে আধুনিক "স্ত্রী আচার" আমরা রামেশ্বরের শিবায়নে ও অন্নদা মঙ্গলে পাঠ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও কাব্যে দেখি নাই। কবি রামেশ্বরের ও ভারতচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। এই কাব্যে "বরদায়" বলিয়া একটী শব্দ পাওয়া যায়। শব্দটী আমরা রামেশ্বর ও ঘনরামকে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। আর কোনও কোনও প্রাচীন কবি এই শব্দটী ব্যবহার করেন নাই। ভণিতায় এই কথা যুক্ত হইয়াছে—

"লক্ষ্মীর মঙ্গল কবি কেতকাতে গায়।
ভক্তজনে মাতা হবে বরদায়॥"

কবি চাঁদবেণের চরিত্রে যেমন আত্ম-বিশ্বাস দেখাইয়াছেন, স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও অচল অটল বীরের মত চাঁদ সদাগরকে সমাজের সমক্ষে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাতে তিনি যতকাল বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে ততকাল বাঙ্গালীর নিকট পূজা পাইবেন। তাঁহার বেহুলা হিন্দু সমাজের শিরোমণি। বেহুলার পতিভক্তির নিকট সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ম্লান হইয়া যান। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখার উপর কাব্যখানির সৃষ্টি হইলেও চরিত্র অঙ্কনে কবি সিদ্ধহস্ত। আমরা রঙ্গপুর জেলায় প্রাপ্ত দ্বিজকবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসার ভাষান প্রাপ্ত হইয়াছি। সেখানি অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমের রচনা। জগজ্জীবন কবিত্বে ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসকে পরাস্ত করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উত্তর বঙ্গের রচনা মুদ্রা যন্ত্রের মুখাবলোকন করিতে পারে নাই জন্য জগজ্জীবন আজও অতীতের অন্ধকারে লুকাইয়া আছেন। আমরা আশা করি পরিষদ জগজ্জীবনের কাব্যখানি প্রকাশ করিয়া সাহিত্যামোদী ব্যক্তি মাত্রের তুলনায় সমালোচনার পত্র সুগম করিয়া দিবেন।

ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসের সময় দেশে "ধক্" প্রচলিত ছিল। পাবনা জেলায় লবণের এক নাম "ধক্" ইতর লোকে বলিয়া থাকে। সেই "ধক্" কথা সচরাচর "তেজ" অর্থে ব্যবহারও করিয়া থাকে যথা, অমুক দ্রব্যের ধক্ নাই।

"লঙ্কের ধক উন হ'লে না দিব ব্যঞ্জনী।
হয় জায় এই কথা বলিল নাচনী॥"

পাবনা জেলায় তরাসের নিকট একটী ভিটা দেখাইয়া লোকে এখনও বলিয়া থাকে, এইটী চাঁদসদাগরের ভিটা। এই গ্রামে একটী প্রবাদ বাক্য ও প্রচলিত আছে তাহা এই—

"ও হাটে যেওনা বেহুলা আমার মা।
চাঁদের বেটা লখাই দেখলে তোরে ছাড়বেনা॥"

অপর একটী ভিটা দেখাইয়া বলে এইটী সায়বেণের বাড়ী ছিল। কথিত স্থানে দুইটী হাটও ছিল একটী চাঁদের হাট অপরটী সায়ণের হাট। সে হাট এখন আর নাই। এখানে একটী খাল নদী আছে তাহার নাম গাঙ্গুড়ি। একটী ঘাটও আছে; তাহার নাম চাঁপাতলা। যেখানে সেখানে লোকে বেহুলার উপাখ্যানের স্থান স্থাপন করিয়া থাকে। ইহাও বোধ হয় তাহারই একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কবিবর ঘনরাম ধুবড়ির নিকট লাউসেনকে উপস্থিত করিয়া লিখিয়াছেন

"ধুবড়ি ছাড়ায়ে যায় নেতা ধুবনির পাট।"

আমাদের কবি ত্রিবেণীর নেতা ধুবনীর পাট নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আজও ধুবড়ীর লোকে একখণ্ড শীলা দেখাইয়া বলিয়া থাকে ইহা "নেতা ধুবনীর পাঠ"। ঘনরামের বাড়ীও বর্দ্ধমান বিভাগে ছিল।

৬১। হাড়মালা।

অথ হাড়মালা লিখ্যতে—

গ্রন্থারম্ভে আছে—

ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ স্থান কৈলাস শিখর।
নানা রত্ন মণি মুক্তা সব ঘরে ঘর॥

* * * *

এক দিন বসি দেবী শিবের আসনে।
আলিঙ্গন দিলা দেবী হরষিত মনে॥
হরের গলায় মালা হড় মড় করে।
দেখিয়া দুঃখিত দেবী বিস্মিত-অন্তরে॥

ইহা ছাড়ি হাড়মালা এতেক যতন।
রত্ন হার ছাড়ি হাড় পর কি কারণ ॥

মহাদেব লোকত্যজ্য হাড়মালা কেন ব্যবহার করেন, মণিমুক্তা কেন ব্যবহার করেন না, এই প্রশ্ন ভগবতী করায়, তিনি অতি সংক্ষেপে বাহ্য বস্তুর মানব প্রকৃতির উপর আধিপত্যের কথা বুঝাইয়া দিলেন। সে উপদেশের মোটামুটি কথা এই যে মানবের ভোগবাসনা কিছুতেই পূর্ণ হয় না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কম্বলেও শীত যায়; বহুমূল্য বস্ত্রেও শীত নিবারণ হয়। উভয় বস্ত্রের উদ্দেশ্য এক শীত নিবারণ; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি লোকে কেবলমাত্র পট্টবস্ত্রে বা মূল্যবান্ বস্ত্রে শীত নিবারণে প্রয়াসী হয় তবে তাহার ভোগলালসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ঘোরতর অশান্তির কারণ উপস্থিত করে। লোক বুঝাইবার কারণ, লোকের ভোগ-বিলাস নিবারণের কারণ লোকত্যজ্য বসনভূষণ, অতুল বিভূতি থাকা সত্বেও, ভগবান মহাদেব ধারণ করিয়াছেন। ভোগলালসার ধ্বংস হইলে মনের শান্তি আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই প্রথম প্রশ্নের উত্তর। তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন দেবী করিতেছেন; তাহাতে কেবল কামশাস্ত্রের কথা প্রকটিত হইয়াছে। প্রশ্নটি এই :—

"দেবী বলেন শুনিলাম এতেক যতন।
কোন তিথিতে সঙ্গম করিলে সর্ব্বজন ॥"

এই প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইলে, অবশ্য বটতলার রতিশাস্ত্র যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ইহার উত্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন; এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক। দেবী প্রীত হইয়া মহাদেবকে জানাইতেছেন যে—

"দেবী বলেন শুনিলাম মঙ্গল কথন।
থণ্ডয়ে মরণ বাঞ্ছা দেব ত্রিলোচন ॥"

ভোগবিলাসীর মরণে আতঙ্ক আছে, ভোগবিলাসীই কদাচ মরিতে চাহে না, দুঃখীজন পৃথিবীর দারুণ কশাঘাতে মর্ম্মে মর্ম্মে জর্জ্জরিত হইয়া হতাশে জীবলীলার অবসান, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। আমরা "সঙ্গম" কথনের এই প্রকার মীমাংসা-তত্ত্বের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইলাম না।

গ্রন্থশেষে আছে :—

একমনে এই কথা শুনিল দাঁড়াইয়া।
মিন নাম নাম হৈল সিদ্ধ যোগ পাইয়া ॥
মিন নাথের পিতৃ গোরক্ষ নাথ তার।
যাহার প্রসাদ হৈলে পৃথিবীর গুণাসার ॥

মীননাথ নামক একব্যক্তি মহাদেব ও ভগবতীর এই কথোপকথন দাঁড়াইয়া শুনিয়া সিদ্ধিযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মীননাথের পিতার নাম গোরক্ষনাথ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে মীননাথই এইগ্রন্থ রচনা করেন। মীননাথ কে আমরা জানিতে পারি নাই।*

ইতি হাড়মালা সমাপ্ত ॥:॥ সন ১১৯৩, ৪ চৈত্র। এই গ্রন্থের মালিক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস টহলিয়া সাকিন বোথড় লেখক শ্রীবলরাম দাস সাং সুজাপাড়া। সম্ভবতঃ বৈষ্ণবসমাজে যখন বিলাস-তরঙ্গের ঢেউ লাগিয়াছিল সেই সময়ে এই গ্রন্থ রচনা হইয়া থাকিবে। তুলট কাগজের ১১ পাতে গ্রন্থ সমাপ্ত।

৬২। তুলসীর মাহাত্ম্য।

/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নমঃ তুলসীর মাহিত্ম্য। লিক্ষতে।

* মীননাথ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া অনুমান করা কঠিন।

আরম্ভ :—

গোবিন্দ বল্লভা দেবী,
জগত চৈতন্য কারিণী।
নমামি জগৎ ধাত্রি,
বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনী।
শ্রী গুরু দেবের পাদ পদ্মে করি নমস্কার।
তুলসীর মাহিত্য কথা করিব প্রচার॥
পূর্ব্বে জন্মে ছিল বিন্দা নামে সতী।
সঙ্খাসুর নামে ছিল তাহার নিজ পতি॥

শেষে আছে :—

গঙ্গা ক্ষেত্র গোদাবরি গয়া বারানসী।
কোন কর্ম্ম না করা যায় বিনা তুলসী॥
তুলসী দলের তৃণ যেবা করে ঘর।
অন্তকালে সেহি জন যায় বিষ্ণুপুর॥

*　　*　　*　　*

সালগ্রাম তুলসী একত্র মিলনে।
বৃহ্মার বচনে তুষ্ট হৈলা দুই জনে॥

সঙ্খাসুরের সহিত নারায়ণের বিবাদ বা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নারায়ণ কিছুতেই আর সঙ্খাসুরের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। তখন কারণানুসন্ধানে নারায়ণ জানিতে পারিলেন সঙ্খাসুরের স্ত্রী তুলসী বড় সতী। তাহারই সতীত্বতেজে সঙ্খাসুর অজেয়। সুতরাং দেবতাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নারায়ণ সঙ্খাসুরবেশে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া সঙ্খাসুরকে বধ করেন। তুলসী নারায়ণের দুর্নীতির জন্য তাঁহাকে অভিশাপ দেয় যে শিলা হইয়া থাক। নারায়ণও তুলসীকে শাপ দেন যে তুমিও পাদপ হইয়া থাক। ইহাই গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ। তুলসীর গুণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তের পাতের বহি। লেখকের নাম নাই। নকলের সন তারিখ নাই। পার্চমেণ্ট কাগজের লেখা। ইহাই হাজি মুহাম্মদের উত্তম পাটনাই কাগজ হইবে।

৬৩। গোষ্ঠ-বিহার।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। গোষ্ঠবিহার লিক্ষতে।

জয় জয় সচির নন্দন গৌরহরি।
যাহার কৃপায় আচণ্ডাল গেল তরি॥ ইত্যাদি

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

এক দিন বলরাম কৃষ্ণের সহিতে।
তাল বনে ভ্রমে দুহু ধেনু চরাইতে॥
ধেনু সঙ্গে সখাগণ ভ্রমে কোনে কোনে।
নিভৃতে যাইয়া বসিলা দুই জনে॥

অন্যত্র :—

শুন শুন রাম কহি সু(রুচির) কথা।
অভক্তের স্থানে ইহা না কবে সর্ব্বথা॥
রাধিকার মুখ হইতে বিন্দুপাত হইল।
তাহে সরস্বতি বিজ উপাদান হইল॥
সেহি বিজ হইতে সরস্বতির উপাদান।
তাহাতে করিলু আমি বাঁসীর নির্ম্মাণ॥
সউড়-সজ্জা রাধিকা আছয় বিদিত।
তাহাতে হইল ছয় বজ্র উপস্থিত॥ ইত্যাদি

গ্রন্থ শেষে :—

রাধা চন্দ্রাবলী আর কৃষ্ণ বলরাম।
সঘনে নিবসে যেন অভিনব কাম॥
শ্রীকবি মণ্ডল দিল বলরাম দাস।
কৃষ্ণ লিলামৃত গ্রন্থ যাহার প্রকাশ॥

*　　*　　*　　*

জেন মধুপান করি হয় মহাধন্দ।
দেখিতে না পায় আর কিবা ভাল মন্দ॥

ভগবৎগীতাস্ব ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা গ্রন্থ সমাপ্তমঃ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি স্বাক্ষরঞ্চ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী সন ১১০৮ সন তারিখ ১৬ই বৈশাখ। ২৫ পাতের গ্রন্থ।

আমরা ভক্ত নহি জন্য এই গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। নানা কথা পুথির মধ্যে আছে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন এবং অর্থসঙ্গতিও হয় না। এইজন্য

আমরা কয়েক স্থান হইয়া উদ্ধৃত করিয়া রচনার নমুনা দেখাইলাম। এইগ্রন্থ বোধ হয় বলরাম দাসের রচনা; আমরা নিম্নলিখিত দুই ছত্রে কবির নাম আছে মনে করি; কিন্তু অর্থ বুঝিতে না পারায় সে কথা সাহস করিয়া বলিতে অক্ষম। বলরাম দাসের এহেন হীন রচনা হইতে পারে না।

শ্রীকবি মণ্ডল দিল বলরাম দাস।
কৃষ্ণ লিলামৃত গ্রন্থ যাহার প্রকাশ॥

৬৪। প্রদ্যুম্ন-মিশ্রোপাক্ষান।

গ্রন্থশেষে আছে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সপ্তখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাক্ষানাং বর্ণনং নাম নবম পরিচ্ছেদ"—লেখক রঘুনাথ দাস সন ১১৫২ সন তারিখ ২৬ আশ্বিন। ৫০ পাতের গ্রন্থ প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে ভণিতা আছে:—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহা রচনার সরলতা ও ঐতিহাসিকতত্ত্বের জন্য সুধীজন সমাজে আদরের বস্তু। সে গ্রন্থের সম্বন্ধে কোনও কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বৈষ্ণবেরা শিষ্যবাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই উপাখ্যানটী পাঠ করিয়া থাকেন। রঘুনাথ দাসের কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় নাই।

৬৫। চাণক্যসার।

গ্রন্থারম্ভ:—

শ্রীশ্রীদুর্গা

হর গৌরী পাদপদ্ম ভাবিয়া হৃদয়।
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া আনিল হৃদয়॥
সর্ব্বশাস্ত্র সার রাজনীতি সমস্তার।
সর্ব্বশাস্ত্রে এইপদ অক্ষরে উদয়॥
অজ্ঞানের জ্ঞান হয় জানিলে কারণ।
এই হেতু শুন সূত্র কহে সর্ব্বজন॥
অষ্টোত্তর শত শ্লোক যেজন পঠয়।
পণ্ডিতের মধ্যে সেই গণনায় হয়॥
অজ্ঞানে পঠিলে বুদ্ধি হয় বিদ্যমান।
প্রাজ্ঞজন মধ্যে হয় তাহার বাখান॥ ইত্যাদি

এইরূপ ভূমিকার পর গ্রন্থকার চাণক্যের শ্লোক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ অনেকটা শিশুবোধকের অনুরূপ—পাঠ করিয়া একরূপই বোধ হয় জন্য আমরা আর অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম না। এইগ্রন্থের রচনা কাহার জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থশেষে লেখা আছে রামচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত ১২০৯ সাল।

৬৬। সারতত্ত্বাবলী।

এই গ্রন্থের প্রথম হইতে ১৪৮ পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। কবির নাম নাই। লেখকের নাম নাই। কোন সনের নকল তাহাও জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে অতি জীর্ণ কাগজে লেখা একস্থানে আছে:—

অহঙ্কারে মত্ত সদা মুক্তি অতি দীন।
এমত পামর জনে দয়া হয় যেন॥
পতিত পাবন নাম সাফলতা তবে।

* * *

তুমি প্রভু দয়াময় করিএ বন্দন।
দয়া করি কর মোর বাঞ্ছিত পুরণ॥
সারতত্ত্বাবলি বিলাস লিখিএ এখন।
দয়া করি কর মোর গ্রন্থ সমাপন॥
বিলাস রসের ধাম কৃষ্ণ গুণমণি।
আপনার বৈভব আস্বাদে আপনি॥ ইত্যাদি

আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সারতত্ত্ব কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। কেবল নানা

প্রকার প্রেমভক্তি কথায় পূর্ণ। নানা উপাখ্যানও আছে। কৃষ্ণলীলার সার বিষয়গুলির অতি সরল ভাষায় বর্ণনা আছে।

৬৭। গোপালমন্ত্র।

এই গ্রন্থের তিন পাতা হইতে নয় পাতা পাওয়া গিয়াছে। কবির নাম নাই; লেখকের নাম নাই; সন তারিখ কিছুই নাই; অতি পুরাতন বাঙ্গলা কাগজে লেখা। তিন পাতের প্রথম আছে :—

আমার কথা শুন দিয়া মন।
মন্ত্রের প্রধান যত শুন দিয়া মন॥
এই মন্ত্র শুনিলে জীবে হবে চমৎকার।
গোপাল জপিলে সিদ্ধি হইবে তাহার॥
সামান্য মন্ত্র নয় দেখ বিচারিয়া।
বিধান শুনিলে কষ্ট যাইবে কাটিয়া॥

বক্তা সনৎকুমার ঋষি; শ্রোতা তপোবনের মুনিগণ। আমরা যতখানি পাঠ করিয়াছি তাহাতে আর মন্ত্রের কোন কথা পাই নাই।

৬৮। নরোত্তমদাসের পদাবলী।

প্রত্যেক পদের অন্তে এই বলিয়া ভণিতা আছে :—

নরোত্তম দাসে ভণে, পরিণাম অসৎ ভোগে,
পরিত্রাণ কর মহাশয়॥

আটখানি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। লেখকের নাম নাই; নকলের সন তারিখ নাই। নরোত্তমদাসের পদাবলী শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত পদাবলীর সহিত আমাদের প্রাপ্ত পদাবলীর কোন মিল নাই। এই পদাবলী লালিত্য শূন্য।

৬৯। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

নয় পাতের বহি; লেখকের নাম নাই নকলের সন তারিখ নাই গ্রন্থশেষে আছে :—

শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদদ্বন্দ্ব হৃদয় বিলাস।
প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সমাপ্ত। লোকনাথশিষ্য নরোত্তম রাজসাহী গোপালপুরের রাজপুত্র। নরোত্তম খেতুরে ষড়-বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে বৈষ্ণব মহাধিবেশন করিয়াছিলেন। ১৫০৪ শকে অথবা ১৫৮২ খৃঃ এই অধিবেশন হইয়াছিল। এখনও খেতুরে সেই অধিবেশনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটী মেলা হইয়া থাকে।

৭০। শ্রীকৃষ্ণভজনাধিকারী

গ্রন্থারম্ভে আছে—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনের সব অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কিবা পুরুষ নারি॥

নানা পুরাণাদি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে সকল জাতিই অধিকারী। কবির নাম নাই। সন তারিখ লেখকের নামও নাই।

৭১। চমৎকার চন্দ্রিকা।

৬ ছয় পাতের বহি বা পুথি; নরোত্তম দাস বিরচিত। গ্রন্থশেষে আছে :—

শ্রীরূপ মঞ্জরি পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি চমৎকার চন্দ্রিকা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীভজরাম দাস—নকলের সন তারিখ নাই। এই নরোত্তম দাসও গোপালপুররাজ কৃষ্ণানন্দের পুত্র। ১৫০৪

শকে ইনি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া খেতুরে সাধনবেদিকা স্থাপন করিয়া উত্তর বঙ্গে প্রেমভক্তি প্রচার আরম্ভ করেন।

৭২। হাট পত্তন।

নরোত্তম দাসের "হাট পত্তন" একখানি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ। ৫ পাতার বহি। এই গ্রন্থে নাম সংকীর্ত্তনের উৎপত্তির বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থশেষে আছে ইতি "হাট পত্তন" সমাপ্ত "যথা দৃষ্টং" ইত্যাদি স্বাক্ষর শ্রীগোপালচন্দ্র মহান্ত সাং ছাতিয়ান গ্রাম পরগণে জয়ানন্দ, জেলা নাটোর। ১৭৮৯ শক তারিখ ২৫ শে ফালগুণ রোজ বুধবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় সমাপ্ত। চৈতন্য হাটে বিকাইবার মানসে শ্রীপ্রেমানন্দ অবধুতের গ্রন্থ সামাপ্ত। হাট পত্তন হইতে আমরা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"শচীগর্ত্ত সিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥
ভকত চকোর তায় মধুপান কৈল।
অমিয়া মথিয়া তাপ নিস্তার করিল।
পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌত রায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায়॥
চাকিয়া চাকিয়া খায় আর যত জন।
প্রেমদাতা নিতাই চাঁদ পতিত পাবন॥
প্রেমেতে সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞি।
নদী নালা সব আসি হৈল এক ঠাঁই॥
পরিপূর্ণ হয়ে বহে প্রেম ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকাপারা॥
সংকীর্ত্তনে ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
তৃণ কপি ভাসে তাহে পাষণ্ডীরগণ।
ফাফরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মন॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল।
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কুল পাব বলে কেহ নৌকা ধরে লোভে॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাট পত্তন নিতাই চাঁদ পাতিল তখন॥
ঘাটের উপরে হাট খানা বসাইল।
পাষণ্ড দলন বলি নিশাল উড়িল॥
চারি দিগে চারি রস কুঠারি পুরিয়া।
হরিনাম দিল তার চৌদিগ বেড়িয়া॥
চৌকিদার হরিনাম ফুকারে ঘনে ঘন।
হাট করি বেচ কিনা যার যেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছুদ্দি হইল তাহে মুরারী মুকুন্দ॥
ভাণ্ডারী চৈতন্য দাস আর গদাধর।
অদ্বৈত মুন্সী ভেল পরথাই দামোদর॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্য ঘাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥
ঠাকুর অভিরাম আইল হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়ে ফেরেন গর্জ্জিয়া॥
আর কত ভক্ত আইল মণ্ডলি করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হৈয়া॥
দাঁড় ধরি গৌরদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তৈল করি ফেলেন প্রেম ঘড়া যতদূর॥
শ্রীনিবাস শিবানন্দ লিখেন দুইজন।
এই মতে প্রেম সিন্ধু হাটের পত্তন।
সংকীর্ত্তন রূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজাজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল॥
পান করি মত্ত সব হইল বিহ্বল।
নিতাই চৈতন্য হাটে হরি হরি বোল।
দীনহীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলা জনে জনে॥"

যে প্রকারে বৈষ্ণব সমাজ চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল, এই হাট পত্তনে তাহাই লেখা হইয়াছে। আদি বৈষ্ণব সমাজে কোন্ কোন্ মহাপুরুষ সমাজ-বন্ধনে সহায় হইয়াছিল। হাট পত্তন সেই সমাজের ইতিহাস। এই হাট পত্তনের 'পাষণ্ড' আর কেহই নহে বৈষ্ণব বিদ্বেষী শাক্তগণ। নরোত্তম দাস সংসার বিরাগী মহাপুরুষ হইলেও শাক্তদিগকে বড়ই ঘৃণা করিতেন :—

৭৩। রসতত্ত্ব।

অথ রসতত্ত্ব গ্রন্থ লিখ্যতে

আরম্ভ—

স্বরূপের রূপ রূপের রঘুনাথ।
কৃষ্ণদাসকে শিক্ষা দিয়া কৈল আত্মসাত॥
কৃষ্ণদাসেক শিক্ষা দিয়া কহিলা গোঁসাই।
আপন ভজন কথা না কহিবে কার ঠাঁই।ইত্যাদি

গ্রন্থশেষে আছে :—

শ্রীনরোত্তম দাসে বলে এমত ভাবিয়া।
এবার বিকায় পায় লইবে টানিয়া॥
ঠাকুর বৈষ্ণব পদ হৃদয়ে করি আশ।
রসতত্ত্ব গ্রন্থ কহে নরোত্তম দাস॥

চারি পাতের গ্রন্থ লেখকের নাম নাই সন তারিখ নাই। এই গ্রন্থের মধ্যে প্রসংশারও কিছুই নাই।

৭৪। রাধা অষ্টমীব্রত কথা।

১৮ পাতের গ্রন্থ—এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবেরা রাধা অষ্টমীর দিনে পাঠ করিয়া থাকেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

গোকাল নগরে এক গোপের বনিতা।
বিবেকীর স্থানে গিয়া শুনে কৃষ্ণ কথা॥

গ্রন্থ শেষে আছে :—

কৃষ্ণের কৃপায় তার হয় দৃঢ় জ্ঞান।
তবে সে বুঝিতে পারে শাস্ত্রের প্রমাণ॥

ইতি শ্রীরাধাষ্টমী পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সাক্ষর শ্রীরাম জগন্নাথ শর্ম্মা সাং চাটমোহর। কবির নাম নাই। নকলের সন তারিখ নাই। এই গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে অসমর্থ।

৭৫। শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ দ্বৈতীয় ষষ্টাঙ্গ প্রণমাম্যহং। দেবরাজ কমলাসন শঙ্কর নারদ শুক সনকাদি কর্ত্তৃক নিরন্তর নিসেব্যবনে শ্রীমচ্চরণকমলযুগলস্য সমতিশয় রহিত ভগবদমৃতসার সুধানিধি নিরবধি নিজসংকীর্ত্তন রসাবেশনবজাম্বুনদরাজীবিজয়ী নিজকান্তি পীযুষধারা সারসন্তর্পিত সকল ভক্তজন নয়নচকোরস্য ইত্যাদি —শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য পরমমধুর চরিত্রাবলী বলিতঃ ৺বৃন্দাবন দাস কর্ত্তৃক গ্রন্থিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত নামকো গ্রন্থঃ আদিখণ্ড সংপ্রতি জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়াছে। সন ১২৪৯ সাল তারিখ ২০ শে ফাল্গুণ কলিকাতা।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ড মাত্র ১২৪৯ সনে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল ইহাই এই পুথি খানির প্রাচীনত্ব। বটতলার কৃপায় এখন এই পুথি মুদ্রিত হইয়া অতি সুলভে বিক্রয় হইতেছে। বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য দেবকে অবতার সাজাইয়াছেন এবং অবতারবাদের অনেকগুলি সূত্রও রচনা করিয়াছেন। "বৃন্দাবন", বৈষ্ণব সমাজে বেদব্যাস বলিয়া পুজিত।

৭৬। শ্রীমদ্‌ভাগবত দশমস্কন্দ।

আরম্ভে ইতি মহাভারতে পূর্ণ দশমস্কন্ধ লিক্ষ্যতে :—

নমো নমো নারায়ণ চরণে প্রণাম।
ব্রহ্মাণ্ড কোটীর স্থিতি প্রলয় নিধান॥
পুরাণ পুরুষ হরি অনাদি নিধন।
নিলা অবতার করে ভক্তের কারণ॥
চরণ পঙ্কজে তার করিয়া প্রণাম।
কথা ছেলে? ভাগবত করিয়ে বাখান॥

প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে—

ভক্তি রস গুরু শ্রীগদাধর জান।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

সপ্ত বিংশতি অধ্যায়ের শেষে—

রঘুনাথ পণ্ডিতের * * সময়।
মুখে যেন সর্ব্ব লোক বঙ্গে অতিশয়।

গ্রন্থ শেষে আছে :—

শুকদেব মুখশ্রুত এ সব বচন।
পণ্ডিত মুকুট মণি গদাধর জান॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুর গান।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পরম হংস সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনী সমাপ্তঃ। নকলের সন তারিখ নাই লেখকের নাম নাই। পরিষদ হইতে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

৭৭। চৈতন্যচরিতামৃত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত। চরিতামৃত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিন খণ্ডে সমাপ্ত :—

আদি খণ্ড—১২৩ পাত, মধ্য খণ্ড ২৭৫ পাত, অন্তখণ্ড ১১৫ পাত পুস্তক মিদং শ্রীকিশোর গোস্বামী সঅক্ষর তস্য দাসানুদাস শ্রীগুরুচরণ সাহা পরগণে সোনাবাজু মোতালকে তরফ কালিকাপুর সন ১১৮০ তারিখ ২৭শে মাঘ সোমবার গ্রন্থের মালিক গ্রন্থখানি আমাদিগকে দেয় নাই। প্রচলিত চরিতামৃত হইতে ইহাতে অনেক কথা বেশী লেখা আছে।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

মহাভারত চতুষ্টয় ও অন্যান্য কয়েকখানি বাঙ্গালা পুথির বিবরণ।

সম্প্রতি চারিজন বিভিন্ন কবি বিরচিত চারিখানি ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব মহাভারত আমার হস্তগত হইয়াছে।

১। বিরাট পর্ব্ব।

বিশারদের ভণিতাযুক্ত। গ্রন্থে লেখকের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না, অবতরণিকায় রচনার সন মাস ও দিবসাদি নিম্নলিখিতানুরূপ বর্ণিত আছে।

"বেদ বহ্নি বাণ চন্দ্র শাকের প্রমাণে।
চৈত্র গুরুদিনে পদ বিশারদে ভণে॥"

অর্থাৎ ১৫৩৩ শাকে রচিত—১২১৫ সনের ৯ই আশ্বিন শুক্রবার শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে ভূতকুরানিবাসী সুবল চন্দ্র দাস পুঁথিখানির অনুলিপি শেষ করেন। শ্লোক সংখ্যা ১৭১৭।

২। স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

গ্রন্থ হইতে লেখকের আত্মপরিচয় যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"সিবদেব ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্ততি।
ভবানীর সেবা করি কৈল বসবতি॥
মৈথিল ব্রাহ্মণ তাকে জানিবা নিশ্চয়।
শ্রীরামঠাকুর হেন লোকত বোলয়॥
তার উপাসক এক জ্যৌতিষ ব্রাহ্মণ।
বাসুদেব নাম তার কহে সর্ব্বজন॥
সেহি মূঢ় ভারতের রচিলেক পদ।
তাক জানি সবে দোষ ক্ষেম সভাসদ॥
হ্রস্ব দীর্ঘ বাড়া টুটা পদের লক্ষণ।
না ধরিবা দোষ মোর শুন সাধুজন॥

ভারতের কথা মাত্র মনত লইবা।
অল্পমতি বলি মোক হাস্য না করিবা।"

স্থানান্তরে—

রামঠাকুরের এক উপাসক ব্রাহ্মণ।
স্বর্গ আরোহণ পদ করিল রচন॥
নাম তার বাসুদেব গোবিন্দের দাস।
বাসুদেব নৃপতির রাজ্যত নিবাস॥
তার সম মূঢ়মতি নাহি একজন।
গোষ্ঠী কুটুম্বক ছাড়ি করন্ত ভ্রমণ॥

বাসুদেব রাজা কে? পুথির কিছু পরিমাণে কামরূপী পদ মিশ্রিত কমতা-বিহারী ভাষা।

ভাষা ও ছন্দঃ দেখিলে নিঃসন্দেহে জানা যায় কমতাবিহারী অথবা তৎ-সন্নিহিত পূর্ব্বদেশীয়। নিম্নে দোলতীচ্ছন্দের কয়েকটী পদ দেওয়া গেল।

অগ্নিক প্রণাম করিল অর্জ্জুন
প্রদক্ষিণ সাত বার।
ধৌম্য পুরোহিত সহিতে বিপ্রক
করিলন্ত নমস্কার।
ধর্ম্ম ভীম দুইরো চরণে প্রণামি
আসিলন্ত দ্রৌপদীক।
মাদ্রীসুত দুইকো বচনে অশ্বাসি
চলিলা উত্তর দিক।

এই পুঁথিখানির শেষের ২১০ খানা পাতা না থাকায় কোন্ সালের অনুলিপি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শ্লোক সংখ্যা ৫২৯।

৩। অরণ্য পর্ব্ব।

বোধ হয়, বনপর্ব্বকেই কবি অরণ্য পর্ব্ব নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। গ্রন্থকারের পরিচয়যুক্ত কোন ভণিতা না থাকায় লেখকের নাম জানিবার উপায় নাই। তবে লেখক যিনিই হউন তিনি যে উত্তরবঙ্গীয় এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থের অবতরণিকায় দেব দেবীর বন্দনা প্রসঙ্গে গোঁসানীর নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গোঁসানীর নাম সম্ভবতঃ কোন পুরাণে নাই। ইনি রাজা কান্তেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন কমতাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভিন্ন দেশবাসী লেখকের পক্ষে গোঁসানীদেবীর নাম জানা সম্ভবপর নহে। এ পুঁথি-খানীরও শেষের কয়েকটী পাতা পাওয়া যায় নাই। এ পুঁথিখানিতে অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্র লাভ ইত্যাদি বর্ণিত আছে।

৪। ভীষ্ম পর্ব্ব।

শ্রীনাথের ভণিতাযুক্ত। এখানিও শেষ পর্য্যন্ত লেখা নাই। আরম্ভ এইরূপ:—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ—

জয় জয় জগত জনক কৃষ্ণ বাপ।
যাহার কৃপাতে ঘুচে সংসারের তাপ॥
হেনয় কৃষ্ণর পদে করো প্রণিপাত।
হউক নির্ম্মল মতি তজু চরণত॥
অগতির গতি প্রভু দেব নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা হরে চিন্তে যার অরুণ চরণ॥
তজুপদ শিরে ধরি রামসরস্বতী।+
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণে ভণে এড়ি আন মতি॥
সংসার তরিতে লাগি যার আছে কাম।
সামাজিক সভাসদে বোল রাম নাম॥
ভীষ্মপর্ব্ব কথা পদ বন্ধে নিগদতি।
জেন মতে পড়িলেন ভীষ্ম সেনাপতি॥
পর্ব্বত বিরাট পর্ব্ব রচিনাও পদ।
ভীমে করিলেক যাত কীচকের বধ॥

+ রামসরস্বতী কবির উপাধি। বিরাট পর্ব্ব রচনার সময় কবি এ উপাধি পান নাই। ইনি কমতানগরনিবাসী। বিরাটপর্ব্বে এই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; "গোঁসানীর বরে তাঁহার কবিত্বপ্রকাশ।" শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের আদি পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বোধ হয় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ দুইজন। দুইজনই কমতাবাসী।

অনন্তরে উদ্যোগ রচিলো হরিপাই।
দূত হয়া কৃষ্ণ গেল কৌরবের ঠাই॥
এথানিক পদ বিরচিব অনুপাম।
দশম দিনের যুদ্ধ ভীষ্মপর্ব্ব নাম॥

তবে কি ইনি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন নাই?

মূল সভার চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন লেখকের রচিত ২২ খানি মহাভারত আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। এরূপ বহু মূল্যবান্ প্রাচীন পুঁথি এদেশের অনেকের ঘরে যত্নাভাবে পচিয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা উত্তরবঙ্গ-বাসীকে চিরমুর্খ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সকল পুঁথি দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, এদেশেও কাশীরামদাস কৃত্তিবাসের সংখ্যা বিরল ছিল না।

মহাভারত চতুষ্টয় ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুঁথির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৫। পাতাল খণ্ড।

মহীরাবণের উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। উত্তরবঙ্গীয় ভাষায় লিখিত। ১২৬৫ সালের নকল।

৬ দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গল-চণ্ডীর পাঁচালী।

আরম্ভ :—

"আদিদেব নারায়ণ শঙ্কর চরণ।
বন্দিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিনুঁ স্মরণ॥

শেষ ও ভণিতা :=

মঙ্গল চণ্ডীর দাস কহে জনার্দ্দন।
পাঁচালী প্রবন্ধে জ্ঞান অদ্ভুত কথন।"

কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের বিদ্যানুরাগিতা দেশ প্রসিদ্ধ। ইনি বহু সদ্গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অযত্নে প্রায় সবগুলিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঘটনাক্রমে এই পাঁচালীখানি আমার হস্তগত হয়। উক্ত বক্সী মহাশয়ের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত গৌরীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছি রাজমন্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে এখানি ও আর কতিপয় গ্রন্থ এদেশী লোকের রচনা। ইহা পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হয় নাই।

৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—(পদ্যানুবাদ)

রঙ্গপুরের কবি রামলোচন দাস প্রণীত। গ্রন্থকারের আত্ম পরিচয় :—

বিশ্বেতে ব্যাপক পরগণে কাগমারি।
তেরথি নামেতে গ্রাম অধীন তাহারি॥
নদীতীরে এ নগরী বসতি প্রচুর।
মিশ্রিত ইহাতে গ্রাম সহদেবপুর॥
ব্রহ্মতেজ ব্রাহ্মণ সকল এই স্থানে।
বিদ্যাধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে সর্ব্বত্র বাখানে॥
নানা জাতি বাস করে এই তো নগরে।
স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলে আচরে॥
অম্বষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ আখ্যাত।
এ গ্রামে নিবাস নরদাস সুবিখ্যাত॥
কবিকণ্ঠ হার করি কৃপা সুপ্রকাশে।
কুলে কৈলা মর্য্যাদাক এই নরদাসে॥
সেই বংশে শিব অংশে আবির্ভাব হন।
যশো সরোবরে ফুল্ল কমল যেমন।
গুণেতে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিকাশ।
পুণ্য কীর্ত্তিমন্ত শান্ত কৃষ্ণকান্ত দাস॥
তাঁহার তনয় অতি ঘোর মূর্খজন।
সর্ব্ব সাধারণে বলে শ্রীরামলোচন॥
করিয়া চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ।
বহু কষ্টে কৈল নর জনম গ্রহণ॥
এমন দুর্ল্লভ জন্ম বৃথা চলি যায়।
ভবসিন্ধুত্রাণে কিছু না পায় উপায়॥

কত কত মহাপাপ করিয়া সঞ্চয়।
সদা ভাবি কিসে এ পাপের হবে লয়॥
গত বয় আয়ুক্ষয় তনু জরা * *।
তাহে অতি সন্নিহিত কৃতান্তের ভয়॥
যদ্যপি সুপথ আছে বারিতে এ ভোগ।
করিলে শ্রীনাথ পদে যোগে মনোযোগ।
অধমের এই পথে নাহিক সুদার।
যেহেতু সতত মন চঞ্চল আমার॥
যখন পলার্দ্ধ কঠে বল নাহি যোগে।
সে করে অনিষ্ট চিন্তা কামিনী সম্ভোগে॥
সঙ্কেত সন্ধান লোকে করিয়া সাধন।
সঙ্কেতে সঙ্কটে তরে সুবুদ্ধি যেজন॥
সঙ্কেতে কি পরিহাসে স্তোভে কি হেলায়।
হরিনাম উচ্চারণে সর্ব্ব পাপ যায়॥
ব্যাস নারায়ণ মহাকবি মহাশয়।
ভবসিন্ধু তরিতে সন্ধান সমুদয়॥
মহাপুরাণাষ্টাদশ ও উপপুরাণ।
পঠনে শ্রবণে পাপী পাবে পরিত্রাণ॥
সে মহাপুরাণ মধ্যে করিলা রচন।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্ম সম্মিলন॥
পরব্রহ্মাবলম্বনে মহাপাপ যায়।
নিশ্চয় বিনাশ হয় নাহিক সংশয়॥
অনুসন্ধানেতে এই সন্ধান বুঝিয়া।
পরিত্রাণ পাব পাপে ভাষা বিরচিয়া॥
গৌড়ীয় ভাষাতে হৈলে প্রবন্ধ সংযোগ।
তাহাতে হইবে ব্রহ্মে পঞ্চবিধ যোগ॥
করে লেখনীতে লেখা দেখা দুনয়নে।
রসনাতে রসপান ঈশ গুণগানে॥
প্রবন্ধ ভাবিতে সদা যুক্ত রবে মন।
বর্ণনাতে ব্রহ্ম হৃৎকমলে দর্শন॥
এই পঞ্চযোগে মহা দেবী দেবগণ।
হবে সবাকার মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ॥
ইথে যত মহা মহা পাপের হরে।
নাহি সাধ্য তত পাপ করে পাপী নরে॥
কিন্তু আমি মহামূর্খ অজ্ঞানে গণনা।
কি মতে করিব ভাষা ব্যাসের বর্ণনা॥
সারদা সহায় বিনা নাহিক উপায়।
এই ভিক্ষা চায় দাসে বাগেশ্বরী পায়॥

কৃপাকুরু কৃপাময়ি বালিশ এজন।
আমার রসনা পিঠে কর মা আসন।
যত রাগ রাগিণী ছন্দাদি ললিত॥
প্রবন্ধ বন্ধন বর্ণ সঙ্গীত সহিত॥
তব দয়া হইলে মাগো সব সাধ্য হয়।
মূর্খের কবিতা শক্তি হওয়া কি সংশয়॥
অনুকম্পা নাহি হবে এ পাপ পামরে।
আছয়ে নিশ্চয় দীন দাসের অন্তরে॥
তথাপি ভরসা করি ও রাঙ্গা চরণ।
আরম্ভ করিল ভাষা গান বিরচন॥
কর্ম্মারম্ভ সমাধান করান ঈশ্বরী।
অন্তরেতে ব্রহ্মময়ী এই আশা করি।
অতএব নিবেদন শ্রীপদে তোমার।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মা আমার॥
আমি যে জঘন্য অতি আমার রচিত।
ইথে তুচ্ছ কেহ না করিবে এ সঙ্গীত॥
কুকূপ সলিলে হৈলে শালগ্রাম স্নান।
সে বারি কি নাহি করে সভক্তিতে পান॥
এ লাগিয়া প্রণিপাত সভা বিদ্যমানে।
দোষ ত্যজি গুণগ্রাহ্য করিবে এগানে॥
চারি খণ্ডে খণ্ড খণ্ড ব্যাসের নির্ণয়।
ইথে প্রতি খণ্ডে লিখি নিজ পরিচয়॥
যদি খণ্ড খণ্ড খণ্ড হয় কোন দিন।
তবে লবে খণ্ডে খণ্ডে পরিচয় বিন॥
এ লাগিয়া লিখি খণ্ডে খণ্ডে পরিচয়।
শুনি আশীর্ব্বাদ করিবেন শ্রোতাচয়॥
একখণ্ডে চারিখণ্ড যদি লিপি হয়।
তবে শেষ খণ্ডে না লিখিবে মহাশয়॥
শ্রীগুরুচরণ ভাবি শ্রীরামলোচন।
বিরচিল ভাষা গান কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।

কবির বাসস্থান ও বংশাদির বিবরণ সংগ্রহ আবশ্যক। গ্রন্থখানি বটতলার বেণীমাধব দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখার

মাসিক-কার্য্যবিবরণ।

১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

তৃতীয় বর্ষ।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন।

(৩য় বর্ষ প্রথম মাসিক অধিবেশন বলিয়া গৃহীত)

স্থান—কার্য্যালয়। অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা। রবিবার, ৮ ভাদ্র, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ,

২৫শে আগষ্ট, ১৯০৭ ইং।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল।
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার (সহঃ সঃ)।
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল।
„ হরগোপাল দাসকুণ্ডু, এম্,এ বি, এল্।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী (সম্পাদক)।

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল, এম্, আর, এ, এস্ মহাশয়ের "মেয়েলী-সাহিত্য" এবং শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের "মহিলা-ব্রত"। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা। ৬। সাহিত্যিক ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণে শোকপ্রকাশ। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া গৃহীত ও সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। ২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীপঞ্চানন সরকার	শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়	১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার হলহলিয়া, পোঃ ডোমার রঙ্গপুর
সম্পাদক	ঐ	২। শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী জমিদার হরিপুর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর
শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু	সম্পাদক	৩। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় এম্, এ দয়ারামপুর রাজবাড়ী, নাটোর, রাজসাহী
ঐ	ঐ	৪। শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য মাহিগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর
ঐ	ঐ	৫। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত নায়েব জালালগঞ্জ কাছারী, দেউলপাড়া পোষ্ট, রঙ্গপুর

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারের জন্য উপহৃত হইয়াছিল। উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল।

	গ্রন্থের নাম	উপহারদাতার নাম
১।	আর্য্যনারী গাথা	শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য এম্,এ। (প্রোফেসর জয়পুররাজকলেজ)
২।	সত্যনারায়ণের ব্রত-কথা	ঐ
৩।	দুর্গোৎসব-তরঙ্গিণী	শ্রীঅম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী
৪।	মোহমঞ্জুষা	ঐ
৫।	বিদ্যাসাগর	ঐ
৬।	হেমন্তকুমার	ঐ

৪। রাজসাহীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল এম্, আর, এ, এস্ মহাশয়ের প্রেরিত "মেয়েলী-সাহিত্য" নামক গ্রাম্য-কবিতা-সংগ্রহ ভূমিকা সহিত সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। সংগ্রহকর্ত্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। তাঁহার এই সংগ্রহ ক্রমে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। অতঃপর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রেরিত "মহিলা-ব্রত" নামক উত্তরবঙ্গের মহিলাগণের ব্রতকথা-সংগ্রহ সম্পাদক মহাশয় সভায় উপস্থাপিত করিয়া উহার সার সভ্যগণকে শুনাইলেন। এই ব্রতকথাগুলি বর্ষিয়সী ললনাগণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং রঙ্গপুর শাখাপত্রিকায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা হউক এরূপ স্থির এবং সংগ্রহকর্ত্তাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

৫। কুণ্ডী, সপ্তপুষ্করিণীর জমিদার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয় যে পাঁচটী

প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া সভায় প্রদর্শন জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা সম্পাদক মহাশয় সভ্যগণকে প্রদর্শন করিলেন। এই সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় পাঠোদ্ধার করিয়া উহার যে বিবরণ সভ্যগণকে শুনাইলেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

১। প্রথমপৃষ্ঠে শ্রীশ্রীশিবসিংহনৃপতদ্বল্লভ শ্রীসর্ব্বেশ্বরীদেবীনাং ২৯। অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীহরগৌরীপদপরায়ণানাং শাকে ১৬৬৪। অষ্টকোণাকৃতিবিশিষ্ট মুদ্রা, বঙ্গাক্ষর।

২। প্রথম পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীজয়ন্তীপুরপুরন্দরস্য শাকে ১৭১২।

অপর পৃষ্ঠে অর্দ্ধচন্দ্র, ত্রিশূল, চক্র, শূল, তরবারিচিহ্নাদি, বঙ্গাক্ষর, গোলাকার মুদ্রা।

৩। প্রথম পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ, অপর পৃষ্ঠে দুষ্পাঠ্য বঙ্গাক্ষর, গোলাকারমুদ্রা।

৪। গোলাকার ক্ষুদ্রমুদ্রা দেবনাগর অক্ষরের লিপিযুক্ত প্রথম পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীললিতত্রিপুরসুন্দরী দেবী। অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীভবানী ১৭৩৮; অর্দ্ধচন্দ্রদ্বয় ও অন্যান্য অস্ত্রাদির চিহ্ন।

৫। গোলাকার মুদ্রা, দেবনাগর অক্ষরের লিপিযুক্ত, ১ম পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীরাজেন্দ্র বিক্রমলাল দেব; অপর পৃষ্ঠে (মধ্যে) শ্রীশ্রীভবানী (চতুর্দ্দিকে) শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ।

মুদ্রাগুলির সংগ্রহকর্ত্তাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়ায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়া স্থির হইল যে স্বাধীন হিন্দু রাজন্যবর্গের এ সকল মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য এবং ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য সুতরাং ঐ গুলির একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র প্রস্তুত করাইয়া লিপি সহ সভার মুখপত্রের সহিত মুদ্রিত করা হউক। ইহাদ্বারা মুদ্রাগুলির বিষয় আলোচনা করার সুযোগ হইবে।

বাঙ্গলার বহু উপন্যাস প্রণেতা ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদে সভা শোকপ্রকাশ করিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলাসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় সভার পক্ষ হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শোকপ্রাপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনাজ্ঞাপক পত্র লিখিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয়, প্রসিদ্ধ দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ, মহাশয় শাখাপরিষদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপক ও পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেন। কুমার বাহাদুরকে এ জন্য সভার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপঞ্চানন সরকার
সভাপতি।

তৃতীয় বর্ষ, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন।

(তৃতীয় বর্ষ—২য় মাসিক অধিবেশন বলিয়া গৃহীত)

স্থান, কার্য্যালয়।

রবিবার, ১২ আশ্বিন, ১৩১৪ সাল, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭।

উপস্থিত সদস্যগণ।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি, এল,—সভাপতি।
" রাস বিহারী ঘোষ মোক্তার।
" হরগোপাল দাস কুণ্ডু—সহঃ পত্রিকা সম্পাদক।
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার—সহঃ সম্পাদক।
" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—সহঃ সভাপতি।
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী—সহঃ সভাপতি।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন ৩। প্রীত্যুপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ (১) "ঐতিহাসিক কবিতা" শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু। (২) "সর্ব্বনাম তত্ত্ব" শ্রীঅম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী। ৫। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি মহাশয়দ্বয়ের আগমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়াতে শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। ৩য় বর্ষ, ১ম কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইয়া সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভার সাধারণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

	সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি,এল, উকীল নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
২।	শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দাস মাথাভাঙ্গা বোর্ডিং, পোষ্ট মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার	ঐ	ঐ

	সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
৩।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী জমিদার ইনাতপুর, মহাদেবপুর পোষ্ট, রাজসাহী	সম্পাদক	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় কারণ দেখাইয়া প্রস্তাব করিলেন যে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসকে (হেডপণ্ডিত, মাহিগঞ্জ স্কুল, রঙ্গপুর,) এই সভার বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হউক। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্ব্ব সম্মতিতে উক্ত মহাশয়কে সভায় বিশেষ সভ্য রূপে গ্রহণ করা হইল। সমিতি দাস মহাশয়ের নিকটে বিশেষ সাহায্য পাইবেন এরূপ আশা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্ম তৎপরতার উপরেই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা নির্ভর করিবে। এই সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কার্য্যালয়ে সভ্যগণের ব্যবহারের নিমিত্ত একটী দিল্লির প্রস্তুত সুন্দর জলপানপাত্র উপহার প্রদান করিলেন। উহা সাদরে গৃহীত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয় আসামের প্রাচীন হিন্দু রাজগণের সময়ের একটি সুবর্ণ মুদ্রা, অধিবেশন প্রদর্শনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক উহা প্রদর্শিত হইল। ঠিক ঐরূপ লিপিযুক্ত একটী রৌপ্য মুদ্রা পূর্ব্ব অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রতিকৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত হইতেছে। সুবর্ণ মুদ্রাটীতে নিম্নলিখিত লিপি মুদ্রিত আছে।

প্রথম পৃষ্ঠা—শ্রীশিবসিংহ নৃপ তদন্নভ শ্রীসর্ব্বেশ্বরী দেবীনাং ২৯। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—শ্রীশ্রীহর গৌরী পাদ পরায়ণানাং শাকে ১৬৬৪। .

সংগ্রহ কর্ত্তাকে ধন্যবাদ, সহ মুদ্রাটী প্রত্যর্পণ করার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বের লিখিত, পুস্তকাকারে বাঁধা একখানি খাতা হইতে "নাটোরের কবিতা" নামক একটী ঐতিহাসিক ও রহস্যপূর্ণ কবিতা পাঠ করিলেন। তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে স্থির হওয়াতে এস্থলে সার সঙ্কলিত হইল না।

কবিতা পাঠান্তে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ—"সর্ব্বনাম তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সার নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে অল্প সংখ্যক সর্ব্বনাম শব্দের গণনা আছে। বস্তুতঃ যাবতীয় সর্ব্বনাম শব্দেরই বাঙ্গলা শব্দ, প্রাচীন কালে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করিলে পাওয়া যায়। যে শব্দটী সকল বস্তু বা ব্যক্তির নাম হইতে পারে তাহার নাম সর্ব্বনাম। যে ভাষা হইতে যে ভাষার উৎপত্তি স্বীকৃত হইবে সে ভাষা হইতে সেই ভাষার ব্যাকরণাদিও রচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত	আর্ষ প্রাকৃত	পালি	মাগধী	অর্দ্ধমাগধী	বাঙ্গালা
অহং	অহং	অহং	হম্হি	অস্মি	আমি
ত্বং	ত্বং, তুমং	ত্বং, তুবং	ত্বং, তুমং,	তুকং, তুম্মি,	তুমি

ইত্যাদি প্রকারে শব্দের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে বাঙ্গালা ভাষা অর্দ্ধমাগধী ভাষা হইতে জন্ম লইয়াছে। বৈদিক কাল হইতে যে ভাবে যে ভাষা জন্ম লইয়াছে তদ্বিষয় লেখক তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,

বৈদিক
।
সংস্কৃত-আর্ষপ্রাকৃত
।
পালি
।
দলিম, অঙ্গদ, মাগধী, প্রভৃতি ১৮ প্রকার প্রাকৃত।
।
অর্দ্ধমাগধী
।
বাঙ্গলা, হিন্দী, গুর্জ্জরী, সিন্ধি প্রভৃতি।
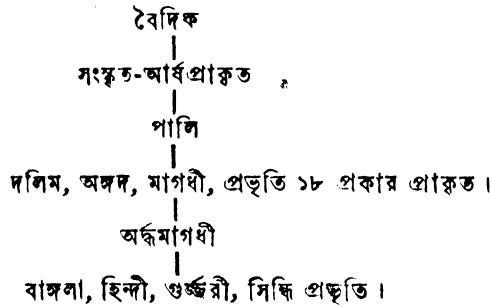
বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আলোচনা করিয়া তিনি দৃষ্টান্ত সহ সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেকটী সর্ব্বনাম শব্দের বাঙ্গলা প্রতি শব্দের দৃষ্টান্ত এবং তাহাদের প্রয়োগাদির বিষয় বর্ণনা করিলেন। ইহাই প্রবন্ধের দীর্ঘতা প্রাপ্তির কারণ। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কাহারও কিছু বক্তব্য আছে কি না। উপস্থিত সদস্যগণ মধ্যে কেহ কোন বক্তব্য প্রকাশ করিলেন না। সভাপতি মহাশয় কহিলেন, এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। এখন সে সময় নাই, সংক্ষেপেই দুচার কথা বলিতেছি। সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়িয়া বাঙ্গলাভাষা যে একই রকম তাহা নহে। উহার প্রাদেশিক পার্থক্য আছে। সেই প্রাদেশিক পার্থক্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ভাষাতত্ব আলোচনা করিতে হয়। প্রধানতঃ রাজধানীর ভাষার উপরে নির্ভর করিয়া সমগ্র প্রদেশের ভাষা চালিত হয়। কলিকাতার ভাষার উপরে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলাভাষা এখন চলিয়া থাকে। কোন ভাষা যে কোন ভাষার জননী তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। তবে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এক ভাষা হইতে অন্য ভাষার উৎপত্তি ইহা অনুমান করা যায় মাত্র। রঙ্গপুরী ভাষার যে সকল সর্ব্বনাম শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ প্রবন্ধকার দিয়াছেন তাহার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। যথা—মুঞ্ঞ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় না। "ভবান" শব্দেরও আপন অর্থ নহে। যাহা হউক প্রবন্ধ রচয়িতা তাঁহার প্রবন্ধে বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি রঙ্গপুরের ভাষা সম্বন্ধে আরও কিছু জানিয়া যে সকল ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন করিলে প্রবন্ধ বৈয়াকরণগণের বিশেষ উপযোগী হইবে।

শ্রীযুক্ত নীলানন্দকার্য্যী মহাশয়ের সমগ্র চণ্ডিকাবিজয় কাব্য নকলের পারিশ্রমিক ১৫৲ টাকা দেওয়া হউক স্থির হইল।

এই অধিবেশনে নিম্নোক্ত গ্রন্থাদি উপহার পাওয়া যায়। উপহারদাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহারদাতার নাম
১। উপনিষদের উপদেশ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ এম্,এ।
২। চণ্ডিদাস-চরিত	„ ব্রজসুন্দর সান্যাল সরস্বতী, এম্, আর, এ, এস্।
৩। মুসলমান বৈষ্ণবকবি, ৪। কাব্যগ্রন্থ ১ম হইতে ৯ম খণ্ড, ৫। বিসর্জ্জন, ৬। বাউল।	
৭। ভারতবর্ষ	„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। ভারতবর্ষের ভূগোলবৃত্তান্ত ও ঐ ভূগোলবিবরণ	„ গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়।
৯। শব্দকল্পদ্রুম, ৫ম, ৬ষ্ঠ কাণ্ড ও পরিশিষ্ট	„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
১০। আরতী ১৩১২ বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক সংখ্যা—সম্পাদক।	
১১। গোবিন্দচন্দ্রের গীত	„ শিবচন্দ্র শীল।
১২। ন্যায়দর্শন, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ খণ্ড	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। এম্, এ, বি,এল।
১৩। মোহনলাল	„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্,এ।
১৪। ভারতী ১৩১৩ চৈত্র সংখ্যা	ঐ সম্পাদিকা।
১৫। বঙ্গদর্শন সপ্তম বর্ষ (১৩১৪) ৫ম সংখ্যা	ঐ সম্পাদক।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় নিম্নলিখিত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি সভায় উপহার প্রদান করেন। এজন্য তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

১। বিরাটপর্ব্ব পুঁথি। ২। স্বর্গারোহণপর্ব্ব পুঁথি। ৩। অরণ্যপর্ব্ব পুঁথি। ৪। ভীষ্মপর্ব্ব পুঁথি। ৫। পাতালকাণ্ড পুঁথি।

অতঃপর রজনী প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সমিতির কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

৩য় বর্ষ, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৩য় অধিবেশন।

(৩য় বর্ষ, ৩য় মাসিক অধিবেশন বলিয়া গৃহীত)

১ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ১৭ নবেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যগণ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, (সভাপতি)
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ হরগোপাল দাসকুণ্ডু
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল্‌
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ রাসবিহারী ঘোষ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। সাধারণ মাসিক ও বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান সম্বন্ধে আলোচনা। ৫। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়া সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া রঙ্গপুর-শাখাপরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সরকার রিলিভিং ষ্টেসনমাষ্টার	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	সম্পাদক

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারের নিমিত্ত উপহৃত হইয়াছিল। উপহার দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহারদাতার নাম
১। গো-চিকিৎসা	শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।
২। ১২২৪ সালের মুদ্রিত অভিধান শব্দসিন্ধু	শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য।
৩। দেশগুলজার, শ্মশানে মিলন ও হলো কি	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু।

এতদ্ব্যতীত সাহিত্য-সংহিতা অষ্টম খণ্ড ১ম, ২য় ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা এবং বঙ্গদর্শন সপ্তম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা (১৩১৪), এই সভায় মুখপত্রের বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

৪। বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে তৃতীয় বার্ষিক চতুর্থ মাসিক অধিবেশন আহ্বান করা হউক, স্থির হইল। দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন তৃতীয় বর্ষের প্রায় নয়-

মাসকাল গত হইয়াছে এরূপ অবস্থায় আর আহ্বান করার প্রয়োজন নাই। একেবারে এই (১৩১৪) বর্ষশেষে তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন আহূত হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ২৩ জানুয়ারী তারিখের ১৩নং বিল মঞ্জুর করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সমিতির কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

তৃতীয় বার্ষিক—চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০৭ ইং, রবিবার।

স্থান—কার্য্যালয়, সময় ৪টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

১। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-আট-ল সভাপতি।
২। " ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ—সহঃ সভাপতি।
৩। " সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জামদার
৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি,এল
৫। " উপেন্দ্রচন্দ্র সেন
৬। " কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি,এল
৭। " নগেন্দ্রনাথ সেন বি,এ
৮। " মথুরানাথ দেব মোক্তার
৯। " হেমচন্দ্র সেন
১০। " বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম,এ
১১। " ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
১৩। " হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক
" মুনীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার
১৫। " কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল
১৬। " লোকনাথ দত্ত সব ম্যানেজার বামনডাঙ্গা বড় তরফ
১৭। " প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল।
১৮। " রাধারমণ মজুমদার জমিদার
১৯। " ব্রজসুন্দর রায় এম,এ বি,এল প্রধান শিক্ষক রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়।
২০। " উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ
২১। " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার—সহঃ সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য-বিষয়।

১। বিগত—ছয় কাল বিশেষ প্রতিবন্ধতায় সভার মাসিক, বার্ষিক বা অন্য কোনও সাধারণ অধিবেশন আহূত না হওয়ায়, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সাধারণ অধিবেশনের মত সাপেক্ষে যে দ্বিতীয় সাংবৎসিক ও মাসিক অধিবেশনাদির যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, সম্পাদক কর্ত্তৃক তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ ও নির্দ্ধারণাদি গ্রহণ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধ পাঠ, রঙ্গপুরে মহাম্মদীয় তীর্থ ও "সাহ ইস্মাইল গাজীর বিবরণ"—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।

৫। প্রদর্শন—বৌদ্ধযুগের রাজা গোপীচাঁদের প্রবাদ প্রসিদ্ধ পুত্র, "রাজা ভবচন্দ্রের" রাজধানী (রঙ্গপুরস্থ বাগ্ দুয়ারের) ভবচন্দ্রের পাটের ভগ্ন স্তূপ হইতে উৎকীর্ণ ধাতব দেব-মূর্ত্তি ও অন্যান্য নিদর্শনাদি প্রদর্শক শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।

৬। বহরমপুরের বিগত প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলন হইতে প্রত্যাগত রঙ্গপুর-পরিষদের প্রতিনিধিদ্বয়কে ধন্যবাদজ্ঞাপন।

৭। শোকপ্রকাশ—এই সভার সভ্য, রঙ্গপুরের খ্যাতনামা উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে।

৮। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। বিগত ছয়মাস রাজকীয় প্রতিবন্ধকতায় কোনও সাধারণ অধিবেশন আহূত হইতে না পারায় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সাধারণ অধিবেশনের মত সাপেক্ষে মাসিক অধিবেশনের ন্যায় যে সাতটী অধিবেশন সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাই নিম্নোক্ত প্রকারের সাধারণ অধিবেশন বলিয়া গৃহীত এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির এরূপ কর্ম্মকুশলতা হেতু উহার সদস্যদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের নাম ও তারিখ	যেরূপ সাধারণ অধিবেশন বলিয়া গৃহীত হইল তাহার নাম।
১। ২য় বর্ষ, ৫ম অধিবেশন। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ	২য় বর্ষ, স্থগিত দশম মাসিক সাধারণ অধিবেশন।
২। ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ অধিবেশন ৮ আষাঢ় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।	২য় বর্ষ, একাদশ মাসিক সাধারণ অধিবেশন।
৩। ২য় বর্ষ, সপ্তম অধিবেশন ১২ শ্রাবণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।	দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন।
৪। ২য় বর্ষ, স্থগিত ৭ম অধিবেশন ১৯ শ্রাবণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।	স্থগিত ২য় সাংবৎসরিক সাধারণ অধিবেশন।
৫। ৩য় বর্ষ, প্রথম অধিবেশন ৮ ভাদ্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।	তৃতীয় বর্ষ, প্রথম মাসিক সাধারণ অধিবেশন।
৬। ৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় অধিবেশন ১২ আশ্বিন ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।	৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় মাসিক সাধারণ অধিবেশন।
৭। ৩য় বর্ষ, তৃতীয় অধিবেশন ১ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।	৩য় বর্ষ, তৃতীয় মাসিক সাধারণ অধিবেশন।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১। শ্রীদেবীপ্রসাদ সরকার নওদাবশ, বড়মরিচা পোঃ, কোচবিহার	শ্রীপঞ্চানন সরকার	শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
২। শ্রীকেদারনাথ দাস রাজগণ বোর্ডিং, কোচবিহার		
৩। শ্রীদীননাথ বাগচী বি, এল্ উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর		ঐ
৪। শ্রীমৌলবী আসফ খাঁ বি, এল্ মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
৫। শ্রীবিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	ঐ
৬। শ্রীবিপিনচন্দ্র দাস, ম্যানেজার শাণিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর,	শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু	ঐ
৭। অন্নদাপ্রসাদ বসু, দেওয়ানটুলী মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর		ঐ
৮। শ্রীঈশানচন্দ্র পালচৌধুরী, জমিদার মোজাটা, গুণের বাড়ী পোঃ, ময়মনসিংহ	ঐ	ঐ
৯। শ্রীললিতকৃষ্ণ ঘোষ, সবইন্স্পেক্টার অব পুলিস দিনাজপুর কোতয়ালী দিনাজপুর,	ঐ	ঐ

৩। নিম্নলিখিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি সভার গ্রন্থাগারের জন্য উপহৃত হইল, এ জন্য উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

উপহৃত পুস্তকের নাম।	উপহারদাতার নাম।
১। সাধুসঙ্গীত দুই সংখ্যা	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী
২। সরস্বতী-পত্রিকা ১ম ও ২য় সংখ্যা	" হরগোপাল দাস কুণ্ডু
৩। আর্য্যবংশাবলী এক সংখ্যা	ঐ
৪। ভক্তি-পরীক্ষা	ঐ
৫। বাঙ্গালী বৈশ্য দুইখণ্ড	ঐ
৬। শব্দকল্পদ্রুম ১ম ২য় খণ্ড	ঐ
৭। জাহ্নবী-পত্রিকা ১ম হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা	শ্রীযুক্তা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
৮। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা ৪ খানি	সম্পাদক।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে সেরপুর বগুড়ার কয়েকটী প্রাচীন মন্দির, মস্‌জিদ ও দেবদেবীর ছায়াচিত্র যাহা সভাধিবেশনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার নয়খানি চিত্র সভার গ্রন্থাগারে রক্ষার নিমিত্ত উপহার প্রদান করিলেন। উহা সাদরে গৃহীত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "রঙ্গপুরে মহাম্মদীয় তীর্থ ও সাহ ইস্মাইল গাজীর বিবরণ" নামক রঙ্গপুর সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঐ প্রবন্ধ রঙ্গপুরশাখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে ইহা নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে এস্থলে উহার সার উদ্ধৃত হইল না। কেবল প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভ্যগণের আলোচনার সার নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

প্রবন্ধপাঠান্তে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় তৎসম্বন্ধে কাহারও কিছু বক্তব্য আছে কি না জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—

কল্যাণভাজন শ্রীমান সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী এই সভায় নিত্যনূতন গবেষণাপূর্ণ স্ব-সঙ্কলিত প্রবন্ধ শুনাইয়া আমাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছেন। অদ্যকার প্রবন্ধের ভাষা উজ্জ্বল, ডম্বর ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ। ভাষার উৎকর্ষে পদবন্ধের কৌশলে লেখক আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন, আবার অধিক মুগ্ধ করিয়াছেন একজন মুসলমানবীরের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া। মুসলমানদিগের নিকটে যিনি "ধর্ম্মবীর" বলিয়া প্রখ্যাত, পীর বলিয়া পূজিত, ঐতিহাসিকের নিকটে যিনি হিন্দুবিজয়ী বলিয়া কীর্ত্তিত এরূপ ইস্মাইল গাজীর বিবরণ হিন্দুর দ্বারা উদ্ধৃত হইলেও তাহা পক্ষপাতিত্বের কলঙ্কস্পৃষ্ট নহে। যিনি প্রকৃত বীর তাঁহার পূজা জাতিনির্ব্বিশেষে কীর্ত্তিত। হিন্দুলেখক এরূপ উদারতার পরিচয় নিশ্চয়ই দিবেন। সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল-নক্ষত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের দ্বারাই বাঙ্গলার নবাব সিরাজদ্দোলার শত্রুদত্ত মলিন পরিচ্ছদ নিক্ষিপ্ত হইয়া উজ্জ্বল পরিচ্ছদে, দেহ সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

যে "রিসালতস্ সুহাদ" গ্রন্থে ইস্মাইলের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহার বিবরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও উহার ঐতিহাসিক ভাগ কতকটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বক্তা ইস্মাইলের সমাধিরক্ষকের নিকট অবগত হইয়াছেন যে নীলাম্বরের সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণ দেন। কিন্তু প্রাগুক্ত গ্রন্থে রাজদণ্ডে তাঁহার প্রাণদানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বিধর্ম্মীর হস্তে স্বজাতীয় বীরপুরুষের প্রাণনাশ অপমান ও ঘৃণাসূচক বলিয়া মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাসী লেখক ঐ রূপ লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণদান দ্বারাই তিনি ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদাতৃর পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, অন্যথায় তাঁহার মৃত্যু, রাজদণ্ডে দস্যু তস্করের মৃত্যুর ন্যায় হইয়া পড়ে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি ইসলামধর্ম্ম স্থাপনার্থ প্রাণদান করিয়াছেন বলিয়াই মহাম্মদীয়গণের নিকটে পূজ্য হইয়াছেন। তাঁহার অলৌকিকী প্রতিভা ও বীরত্ব হিন্দুগণের পর্য্যন্ত তুল্য ভক্তি আকর্ষণ করি-

য়াছে। আজও এ অঞ্চলে হিন্দুমুসলমান উভয়েই গাজীর পূজা করিয়া থাকে। ইত্যাদি প্রকার আলোচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধের একস্থানে সঙ্কোষ নামক স্থানকে সঙ্কোষ নদী বলিয়া লেখক অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সঙ্কোষ নদী কামতাবিহার হইতে বহু পূর্ব্বে অবস্থিত। কামতাবিহার জয় না করিলে মহাম্মদীয় সৈন্যের ঐ স্থানে গমন সম্ভবপর নহে। সুতরাং সঙ্কোষক্ষেত্র নদী বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না। অপর, প্রবন্ধে ও অন্যান্য গ্রন্থে কামতারাজগণের যে "ক্ষেণ" আখ্যা দৃষ্ট হয় তাহাদ্বারা তাঁহাদিগকে সচ্ছূদ্র "ক্ষেণ"বংশোদ্ভব বলা যাইতে পারে না। তৎপক্ষে সমালোচক মহাশয় কতকগুলি যুক্তি দেখাইলেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাক্‌বিতর্ক হইল। ঐ তর্কের শেষ মীমাংসা না হওয়াতে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল না, বিশেষ প্রবন্ধের সহিত এ বিষয়ের সম্পর্কও কম। বারান্তরে কেবল ঐ বিষয়টী অবলম্বন করিয়া একটী প্রবন্ধ রচিত হইলে ভাল হয়, সভাপতি মহাশয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি অন্য কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

৫। শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, মহাশয় রঙ্গপুর হইতে কিছু দিনের জন্য তীর্থভ্রমণে বহির্গত হওয়ায় তাঁহার সংগৃহীত ভবচন্দ্রের পাঠ হইতে উদ্ধৃত নিদর্শনাদি এ অধিবেশনে প্রদর্শিত হইল না। লাহিড়ী মহাশয় তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সভ্যগণের কৌতুহল অবশ্যই নিবারণ করিবেন।

৬। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে এই সভার সভ্য শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়দ্বয় স্ব স্ব অর্থব্যয় ও পথশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বহরমপুরের বিগত প্রাদেশিক-সাহিত্য-সম্মিলনে রঙ্গপুর শাখা পরিষদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কুণ্ডু মহাশয়ের উপরে "বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধার রক্ষণ ও প্রচার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ ও লৌকিক সাহিত্য সংগ্রহ করা হউক" এই প্রস্তাবটী সমর্থনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিকগণের সমক্ষে কুণ্ডু মহাশয় অতি দক্ষতার সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। অতএব উপরোক্ত দুই মহাত্মাকে সভা হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। এই প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

তদুত্তরে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় বলিলেন যে উল্লিখিত প্রস্তাব সমর্থন কালে রঙ্গপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানের, এক কথায় উত্তর-বঙ্গের প্রায় কুড়িটী হিন্দু ও মুসলমান প্রাচীন কবি ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছি। এই সকল কবির নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের যত্ন চেষ্টায় তাঁহাদের নাম ও গ্রন্থাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই সকল কবি এবং তাঁহাদিগের রচিত কাব্যাদির মধ্যে শ্রীমদ্‌গোবিন্দ

মিশ্রের গীতা, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের মহাভারত, কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয়, কৃষ্ণজীবনের অভয়া মঙ্গল, জীবন মৈত্রেয়ের বিষহরী পদ্মপুরাণ, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ এবং মুসলমান কবি হেয়াত মামুদের জঙ্গনামা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীমদ্‌গোবিন্দ মিশ্র শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, আনন্দগিরির গীতাভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর সুবোধিনী টীকা ও রামানুজের শ্রীভাষ্য ঐ পাঁচটী ব্যাখ্যা অবলম্বন গীতার অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক আলোচনা দ্বারা যে অর্থ তিনি ভাল বুঝিয়াছিলেন তাহাই পদবন্ধে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ইহা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। রঙ্গপুর শাখার এই ঋণ উত্তরবঙ্গবাসীর অপরিশোধনীয়। তাঁহারই প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া আমরাও ধন্য হইয়াছি।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় এই সভার সভ্য স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের গত ৯ই আশ্বিন (১৩১৪), ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯০৬) তারিখে পরলোক গমনের সংবাদ সভ্যগণকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। উক্ত মহাত্মা রঙ্গপুরের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার স্বীয় পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উহা পঠিত হইলে নির্দ্ধারিত হইল যে সরকার মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার একটী প্রতিকৃতি সহ ঐ জীবনী রঙ্গপুর শাখা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ জন্য গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির উপরে ভার প্রদান করা হউক এবং সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়কে এই সভার সভ্যপদ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করা হউক। সভ্যপদ গ্রহণের অত্যল্প কাল মধ্যেই ৺মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক গমন জন্য সভ্যগণ শোক প্রকাশ করিলেন।

তাজহাট স্কুলেরপ্রথমশ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় এই সভার ছাত্রসভ্য রূপে গৃহীত হওয়ার জন্য যে আবেদন করিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় তাহা সভায় উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন যে পূর্ব্বে এই সভা রঙ্গপুরের ছাত্রগণকে ছাত্রসভ্যরূপে গ্রহণ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। এই ছাত্রটী যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সভার কার্য্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তখন তাহার আবেদন পরীক্ষার নিমিত্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়কে এই সভার প্রথম ছাত্রসভ্যরূপে গ্রহণ করা হইল। সম্পাদক মহাশয় এই নির্ব্বাচন সংবাদ সহ তাঁহাকে ছাত্র সভ্যের নিয়মাবলী প্রেরণ করিবেন।

অতঃপর রজনী প্রায় সাত ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল, ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

তৃতীয় বার্ষিক---পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

২৭ পৌষ, রবিবার, ১২ জানুয়ারী, ১৯০৮ইং।

স্থান—কার্য্যালয় সময় অপরাহ্ণ ৪টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী—সহঃ সভাপতি।
" হরগোপালদাস কুণ্ডু।
" ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী।
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
" ললিত মোহন ব্যাকরণপুরাণতীর্থ।
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
" লোকনাথ দত্ত সবম্যানেজার।

সম্পাদক মহাশয়ের দৈব প্রতিবন্ধকতায় এবং তাঁহার সহকারী মহাশয়ের অনিবার্য্য কারণ হেতু অনুপস্থিতি নিবন্ধন উপস্থিত সভ্যগণ সর্ব্বসম্মতিতে এই অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক এরূপ নির্দ্ধারণ করিলেন।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সহঃ সভাপতি।

তৃতীয় বার্ষিক স্থগিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

স্থান কার্য্যালয়। সময় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা।

২৩ মাঘ, রবিবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ ইং

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—সভাপতি

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
" গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
" হরগোপাল দাসকুণ্ডু
" ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণপুরাণতীর্থ
" যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ
" ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল
" প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল
" লোকনাথ দত্ত
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
" মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার
" পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ

ও অন্যান্য অনেক সভ্য ও ভদ্রমহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন ;

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "বঙ্গে-ব্রাহ্মণ-আগমন"।

৫। প্রদর্শন—রঙ্গপুর সহরের নিকটবর্ত্তী তামফাট মস্জিদের গাত্রসংলগ্ন লিপির আদর্শ, প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু।

৬। রাজসাহী হইতে আহুত আগামী প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল, মহাশয়ের পত্র পাঠ ও কর্ত্তব্যাবধারণ।

৭। এই সভার সভ্য স্বর্গীয় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ।

৮। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের সহিত দিনাজপুরবাসিগণের যোগদান সংবাদ ও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৯। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন,—

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১। শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্,এ, বি,এল্ উকীল দিনাজপুর	সম্পাদক	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
২। ব্রজনাথ সান্যাল ডাক্তার দিনাজপুর	ঐ	ঐ
৩। কালিদাস চক্রবর্ত্তী সবরেজিষ্ট্রার, বালুরঘাট, দিনাজপুর	ঐ	ঐ
৪। সুরেশচন্দ্র সরকার জমিদার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
৫। শ্রীমাধবচন্দ্র শিকদার উকীল দিনাজপুর	ঐ	ঐ
৬। শ্রীশরচ্চন্দ্র মজুমদার নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর	শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	ঐ
৭। উপেন্দ্রনাথ সেন উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু	ঐ

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারের জন্য উপহৃত হইয়াছিল তজ্জন্য উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহারদাতার
১। কোর্-আন	শ্রীমৌলবী তসলীম উদ্দীন আহম্মদ বি, এল
২। প্রবোধচন্দ্রিকা	শ্রীইন্দুভূষণ ভাদুড়ী
৩। ধর্ম্মপ্রসঙ্গাবলী	ঐ
৪। স্বতন্ত্রতাদেবী (হিন্দীগ্রন্থ)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার
৫। ষ্টুয়ার্ট হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল	শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু
৬। The colonization of wasteland in Assam.	ঐ

অতঃপর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তামকাট্ মস্‌জিদের লিপির আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। ১১১১ হিজরী সনে ঐ মহামন্দির সের মহাম্মদ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা লিপি হইতে জানা যায়।

বহরমপুর হইতে আহূত সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব উত্তরবঙ্গ ব্যতীত বঙ্গের অন্য প্রদেশের যোগ্য ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঐ সম্মিলনে সাধারণের প্রবেশাধিকার রোধ করা অকর্ত্তব্য, শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের পত্রের উত্তরে ইহা জানান হউক।

এই সভার সভ্য স্বর্গীয় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে সভা শোক-প্রকাশ করিলেন।

রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের সহিত দিনাজপুরবাসিগণের যোগদান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। ইহাতে সভা আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী মহাশয় সহ দিনাজপুরবাসিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন প্রবন্ধের" অর্দ্ধাংশ মাত্র পঠিত হইল। আগামীতে ঐ প্রবন্ধের শেষাংশ পঠিত হইলে প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করা যাইবে।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রজনী প্রায় ৭৷৷০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীভবানীপ্রসন্নলাহিড়ী
সভাপতি

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—কার্য্যালয়

রবিবার, ২ চৈত্র, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ১৫ মার্চ্চ (১৯০৮) সময়—অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল
„ পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল
„ দীননাথ বাগচী বি, এল্ উকীল
„ কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল উকীল
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় হেড্ ক্লার্ক
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল
„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীল
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক
„ রাধারমণ মজুমদার জমিদার
„ মথুরানাথ দেব মোক্তার
„ রজনীকান্ত দত্ত
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন" প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ। ৫। শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে এই সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়া সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১। শ্রীলালবিহারী গুহ, ডাক্তার মাহিগঞ্জ ডিসপেন্সেরী, রঙ্গপুর	শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু	শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
২। শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫।২ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	ঐ
৩। শ্রীরজনীকান্ত দত্ত কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর	শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়	ঐ

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়কে এই সভার বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ জন্য শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন। উহা সম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে তিনি সর্ব্বসম্মতিতে বিশেষসভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থখানি সভার গ্রন্থাগারের জন্য উপহৃত হইলে উপহারদাতাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

Copies of some Notes of Introduction &c &c of Babu Suresh Chandra sircar—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার।

৪। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন" প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাঠ করিলেন প্রবন্ধের সার নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

ত্রেতাযুগে বঙ্গের নাম ভারতের সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত ছিল। বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক আচার-ব্যবহার তাহারও বহুপূর্ব্বে বঙ্গভূমে প্রচারিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত বঙ্গ বলিলে সেসময়ে ঠিক কোন্ কোন্ স্থানকে নির্দ্দেশ করিত সে প্রশ্নের সমাধান এখন অসম্ভব। বঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পৌণ্ড্রদেশেরও নাম পাওয়া যায়। হোয়েনসাংয়ের সময় হইতে ভারতের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। তিনি মগধ হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যের একজন ভূপতিরও নাম বঙ্গভ্রমণ কালে করেন নাই। গৌড় নগরের নামও তিনি উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায় গৌড়নামে বঙ্গ তখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। সে সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই বঙ্গের রাজধানী ছিল। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের আমন্ত্রণে প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি কুমার ভাস্কর বর্ম্মা প্রয়াগতীর্থে "দানযজ্ঞে" গিয়াছিলেন। সন্তোষ-ক্ষেত্রের বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ হইলেও বৈদিক-মার্গানুসারেই "সন্তোষ-যজ্ঞ" সম্পাদন করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে পালরাজগণ বঙ্গে ছিলেন না। মগধ হইতেই বৌদ্ধ-প্রভাব বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া বৈদিক আচার-ব্যাবহার লোপ করে ইহাতে প্রবল কামনার স্রোত প্রবাহিত হইয়া পরে তান্ত্রিকধর্ম্মের উৎপত্তি করে। মগধের ধ্বংশের পর বঙ্গে পালরাজগণের অভ্যুদয় হয় এই পালের পরে সেনরাজগণ গৌড়েশ্বর হন। তৎপর লেখক রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ হইতে জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কাহিনীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বারেন্দ্রভূমির মধ্যেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর, বিপ্রকুল-কল্প-লতিকা গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। কুলপঞ্জিকার আদিশূর ও জয়ন্ত আদিশূর এক ব্যক্তি নহে ইহা তিনি কুলশাস্ত্রাদি হইতে দেখাইলেন। বৌদ্ধপালনরপতিগণকে উৎসাদিত করিয়া শূরবংশের সিংহ আদিশূর গৌড়ে ইন্দ্রের ন্যায় শাসন করিয়াছিলেন কুলপঞ্জিকায় ইহা লিখিত আছে। গৌড় নগর নহে, দেশের নাম। বঙ্গদেশ এ সময়ে গৌড়নামেই পরিচিত, কবি ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানকে গৌড়দেশান্তর্গত বলিয়া তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা রাচয়িতা

ধনঞ্জয়ও আদিশূরের বৌদ্ধপরাজয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। ইহার পরেও আদিশূরের রাজত্ব-কালের পরে পালরাজগণের সময় নির্দ্দেশ করা যায় না।

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে এই শূরবংশের বর্ণনা হইতে সাতজন মাত্র শূরনরপতির তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে রণশূরের নাম দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্রচোল দেবের তিরুমলয়পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রচোল ইঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অন্য কুলপঞ্জীতে আদিশূরের সময় অন্যরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লেখক ক্রমে সে সবগুলি উদ্ধৃত করিয়া আদিশূরের সময় নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। পরিশেষে লিখিয়াছেন আদিশূরের আদি আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যত কথা আবিষ্কার হইয়াছে তিনি তাহার সমাবেশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিয়াছেন মাত্র। এ প্রবন্ধোক্ত আদিশূর, বৌদ্ধ গুপ্ত সম্রাটগণের সমাধির উপর দণ্ডায়মান শশাঙ্কদেবের বংশধর বীরসেন দেব। খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার আবির্ভাব কাল। আর "বসু কর্ম্মাঙ্গিকে শাকে" বিপ্রগণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন। অনুকরণ-প্রিয়তা বশতঃই পরবর্ত্তী নরপালগণ আদিশূরের অনু-করণে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া একটী অভিনব ঐতিহাসিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই লেখকের শেষ মন্তব্য।

এই প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ, একবার মাত্র শুনিয়া তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে ইহা পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন। উহা পাঠ করিয়া পরে মতামত প্রকাশ করিবেন। সভাপতি মহাশয়ও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ ঐ কারণেই করিলেন না। সম্পাদক মহাশয় ঐ প্রবন্ধটী তাঁহাদের পাঠার্থে প্রদান করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বি,এ, রঙ্গপুরের সহিত বিশেষভাবে সংসৃষ্ট। তিনি সভার প্রতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সাহিত্যসেবী যোগ্য ব্যক্তিকে সভার বিশিষ্ট সভ্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার এ প্রস্তাব শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে তাঁহাকে এই সভার বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বা-চিত করা হইল।

অবশেষে রজনী প্রায় ৭॥০ টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—রঙ্গপুর টাউনহল

সময় অপরাহ্ণ ৬টা, ২৭শে বৈশাখ ১০ই মে (১৯০৮) রবিবার

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, সহঃ সভাপতি
কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল
পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল
অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক
রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
হেমচন্দ্র ভট্ট হেড্‌মাষ্টার
ও অন্যান্য

শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়
দীননাথ বাগছী বি,এল
ব্রজসুন্দর রায় এম, এ, বি, এল
প্রধান শিক্ষক, জাতীয় বিদ্যালয়
মথুরানাথ দেব মোক্তার
সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন—সম্বন্ধে আলোচনা। ৫। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয়ের "কথা ও চিন্তা" (অবশিষ্টাংশ); (খ) শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "নিমগাছী তাম্রশাসন" ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। গত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত ও সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন;—

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১। শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ওভারসিয়ার্ পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, কটকীপাড়া, রঙ্গপুর	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাসবিহারী ঘোষ
২। শ্রীকালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম,এ,বি,এল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	শ্রীপঞ্চানন সরকার	শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়

সভ্যের নাম	সমর্থক	প্রস্তাবক
৩ শ্রীজগদীন্দ্রদেব রায়কত জলপাইগুড়ী	শ্রীপঞ্চানন সরকার	শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়
৪। শ্রীকরিমবকস সরকার দেড়আনি বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর	শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	

৩ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারের জন্য উপহৃত হইয়াছিল। উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

উপহৃত পুস্তকের নাম	উপহারদাতার নাম
১। রত্নমালা ব্যাকরণ মহামহোপাধ্যায় সিদ্ধনাথ কৃত	দেওয়ান শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, কোচবিহার
২। শূন্যপুরাণ ৪ সংখ্যা	মূল সভার সম্পাদক
৩। গৌড়ে ব্রাহ্মণ	শ্রীযুক্ত আশুতোষ মজুমদার

৪। মূল সভা ও রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের মত জানিয়া কোন সুবিধাজনক আফিস আদালত বন্ধের সময়ে তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশনের দিন সম্পাদক মহাশয় স্থির করিবেন। ঐ অধিবেশন আহ্বান করিতে যেন অধিক বিলম্ব করা না হয়।

৫। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় তাঁহার "কথা ও ছিল্কা"প্রবন্ধের আরও কতকাংশ পাঠ করিলেন। এবারে তিনি কয়েকটী সটিক নূতন "ছিল্কা" এবং এতদ্দেশে প্রচলিত একটী কৌতূহলোদ্দীপক উপকথা সভ্যগণকে শুনাইলেন। এই প্রবন্ধ রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে জন্য উহার সার সঙ্কলিত হইল না।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে সভাস্থ সভ্যমহোদয়গণ উহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন এরূপ শ্লোক, সংগ্রহের উপযোগী সন্দেহ নাই। সরকার মহাশয় যে উপকথা শুনাইলেন তাহা সাধুভাষায় রচিত না হইয়া এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় অর্থাৎ উহার বক্তার কথিত ভাষায় রচিত হইলে মৌলিকত্ব সম্পূর্ণ রক্ষিত হইত। তিনি লেখককে ভবিষ্যতে ঐরূপ ভাবে এতদ্দেশে প্রচলিত উপকথা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রবন্ধ লেখক ইহাতে সম্মত হইলেন। বর্ত্তমানে সংগৃহীত উপকথাটী যে ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের নিমগাছী তাম্রশাসন শীর্ষক প্রবন্ধ আগামী অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিল।

৬ "শূন্যপুরাণের ভূমিকায় রঙ্গপুরের বৌদ্ধরাজা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

মহাশয় কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আলোচনা না হইলে উহাই পরবর্ত্তীকালে সত্য বলিয়া ইতিহাসে গৃহীত হইবে। উল্লিখিত প্রস্তাবটী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভায় উত্থাপিত করিলে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী সহঃ সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে ঐ বিষয়টী অপর কোন অধিবেশনে বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ভাল হয়। ইহাতে শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে বৌদ্ধযুগের যুগীর গান তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, সত্বরেই তদ্বিষয়ে একটী প্রবন্ধ তিনি সভায় পাঠ করিবেন। সেই সময়ে ধর্ম্মপালের বিষয়ে আলোচনা করার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইবে। এইরূপ আলোচনায় পর উপস্থাপিত বিষয়টী আশু পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রজনী প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

তৃতীয় বর্ষ, অষ্টম মাসিক-অধিবেশন।

স্থান—রঙ্গপুর টৌলগৃহ।

রবিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ১৪ জুন (১৯০৮)

সময়—অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার আট্ ল, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ সহঃ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল, পত্রিকা-সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার চেয়ারম্যান লোকালবোর্ড, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট।

কুমার যামিনীবল্লভ সেন, ডিম্‌লা।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ সরকার।

" অন্নদাচরণ দাসগুপ্ত, হেড্‌ক্লার্ক জজকোর্ট

" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীল

" মথুরানাথ দেব মোক্তার।

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ মজুমদার জমিদার

সুরেশচন্দ্র সরকার জমিদার

দ্বারিকানাথ সরকার রিলিভিং

শ্রীশ গোবিন্দ সেন

জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাকেজ

রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু সহঃ পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক। " শরচ্চন্দ্র মজুমদার, মার্চ্চেন্ট।
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের পূর্ব্ব অধিবেশনের সময়াভাবে অপঠিত "নিমগাছীর তাম্রশাসন" (লক্ষ্মণ সেনদেব প্রদত্ত)। ৫। ২৬শে জুন, ১২ই আষাঢ় ৩য় সাংবৎসরিক অধিবেশনের সংবাদ। ৬ বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত এবং সভাপতি মহাশয়ের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্য যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী	সম্পাদক

৩। এই অধিবেশনে কোনও গ্রন্থ উপহৃত হয় নাই।

৪। সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের প্রেরিত "নিমগাছীর তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অর্দ্ধাংশ মাত্র এই অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল; শেষাংশ আগামীতে পঠিত হইলে প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভ্যগণ মতামত ব্যক্ত করিবেন এরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

৫। অতঃপর সভ্যগণ আগতপ্রায় তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন ও উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে এ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণের আগমনের সম্ভাবনা আছে ইহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন।

মূল সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল, এটর্ণী আট্-ল
" পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ *
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এ
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

" সতীন্দ্রসেবক নন্দী *

" ব্যোমকেশ মুস্তফী সহঃ সম্পাদক*

রাজসাহীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল *

" শশধর রায় এম্, এ, বি, এল

" ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল সরস্বতী

" গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী

" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, পুঁটিয়া

দিনাজপুর

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাক্ত

" যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল *

" সারদাচন্দ্র কাব্যতীর্থ

ধুবড়ী, আসাম

শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের পক্ষে কয়েকজন প্রতিনিধি

কোচবিহার

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ এম্, এ

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে বিশেষ কোন কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে সত্বরেই রঙ্গপুর ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন করিতে হইবে। এজন্য তাঁহাকে যে বার্ষিক অধিবেশনাদিতে প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করার নিমিত্ত গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে সে ভার তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ জমিদার মহাশয়কে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল এবং তিনি ঐ ভার গ্রহণ করিলেন।

উক্ত অধিবেশনাদি উপলক্ষে যে একটী সাহিত্যিক প্রদর্শনী খোলা হইবে, তাহাতে প্রদর্শনযোগ্য নিদর্শনাদি সংগ্রহের নিমিত্ত কাকিনা-গমনের ভার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে এই সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রয়েল আসিয়াটিক সোসাই-

---

* চিহ্নিত প্রতিনিধিগণ কথিত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌরীপুর, আসাম ও বগুড়া কোচবিহার প্রভৃতি স্থান হইতেও প্রতিনিধিগণের শুভাগমন হইয়াছিল।

টীর বাঙ্গলা শাখার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এ সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সোসাইটী সম্পাদক মহাশয়ের সহিত রঙ্গপুর-শাখা পরিষদেরও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়ের এই নব সম্মানলাভে সভা হইতে আনন্দ প্রকাশ এবং তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হউক। তাঁহার এই প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত হইলে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে আজ সভাপতি মহাশয় ও সভ্যমণ্ডলী তাঁহাকে যে উচ্চসম্মান প্রদান করিলেন, তিনি কোনও ক্রমেই তাহার উপযুক্ত নহেন। রঙ্গপুর-শাখা পরিষদের সহিত সম্পর্কিত হইয়াই সম্ভবতঃ তিনি এরূপ সম্মান লাভ করিয়াছেন। সুতরাং পরিষদই এ সকলের মূল, তিনি নিমিত্ত মাত্র। যাহা হউক সভ্যগণের এই অভিনন্দনহেতু তিনি তাঁহাদের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং সর্ব্বতোপ্রযত্নে পরিষদের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর রজনী ৮টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।